হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব।

[illegible]

[illegible]

প্রণেতা

শ্রী [illegible]

প্রণীত।

১২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

লাহিড়ী এণ্ড কোং

কর্তৃক প্রকাশিত।

[illegible]

Printed By Wooma Churan Chuckerbutty,

AT

THE HERALD PRINTING WORKS.

189, Bowbazar Street, Calcutta.

ভূমিকা।

সারসংগ্রহ ভৈষজ্যতত্ত্ব ডাক্তার হেরিঙ্গের কন্‌ডেন্সড্ মেটিরিয়া মেডিকার অনুবাদ। হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের নিমিত্তই এই সার-সংগ্রহ ভৈষজ্যতত্ত্ব অনুবাদিত হইল। হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব বা মেটি-রিয়া মেডিকা যে কি সুবৃহৎ তাহা যাঁহারা ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ তাঁহাদের ধারণাই নাই। হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রবৎ—এই সমুদ্র পার হইতে অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায় রূপ অর্ণবপোতের প্রয়োজন। বিশাল সমুদ্রের অনন্ত বিস্তৃতি, অত্যুচ্চ ও প্রবল তরঙ্গমালা, অতলস্পর্শ গম্ভীরতা দেখিয়া যদি নাবিক ভীত ও ত্রস্ত হয়, তাহা হইলে বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা অতুল সম্পত্তি আহরণ করিয়া নিজের ও স্বদেশের ধনসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা হয় না। হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যিনি হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের সুবিশাল আকার দেখিয়া কাপুরুষের ন্যায় ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হন, তাঁহার পক্ষে হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা কার্য্য বিড়ম্বনা মাত্র। অসীম সাহস, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে এই ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠ কর, আবৃত্তি কর, আয়ত্ত কর, রত্নাকর অমূল্য রত্নদানে তোমার সকল পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করিবে,—তুমি চিকিৎসা কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া ইহকালে ধন ও যশ অনায়াসেই লাভ করিবে এবং পরকালে অনন্ত সুখ ভোগ করিবে।

বিশাল হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের এই সারসংগ্রহ ভৈষজ্যতত্ত্ব একটী অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের চিকিৎসার সুবিধার জন্য অর্থাৎ যাহাতে রোগীর চিকিৎসাকালে অল্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক ঔষধের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ সকল অবগত হইতে ও আয়ত্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য এই সংক্ষিপ্ত পুস্তক লিখিত হইল। বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি এরূপ ভাবের ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং ইহা যে

হোমিয়োপ্যাথি শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদিগের একটী প্রধান অভাব দূর করিবে এমন আশা করা যায়। আমার সেই চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইয়াছে তাহা চিকিৎসক ও জনসাধারণের বিবেচ্য ও বিচারাধীন।

প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণগুলিকে ৪৮টী পৃথকভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, [১]মন ও মানসিক প্রকৃতি; সমস্ত মানসিক অবস্থা ও লক্ষণ এই বিভাগের অন্তর্গত। [২]চৈতন্য; মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণের চৈতন্যাধিক্য ও উগ্রতা বা উত্তেজনশীলতা, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণসকল এই বিভাগের অন্তর্গত। [৩]মস্তকাভ্যন্তর, বেদনা ইত্যাদি। [৪]বহির্মস্তক; অস্থি, অস্থি-আবরক ঝিল্লী, চর্ম্ম ও কেশ এবং মস্তকের অবস্থান ও গতি প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্গত। [৫]দৃষ্টি ও চক্ষু। [৬]শ্রবণ ও কর্ণ। [৭]ঘ্রাণ ও নাসিকা। [৮]মুখমণ্ডল ও মুখভঙ্গিমা, ইত্যাদি। [৯]নিম্নমুখমণ্ডল, যথা নিম্ন চোয়াল, চিবুক, সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থিসমূহ ইত্যাদি। [১০]দন্ত ও মাড়ী। [১১]আস্বাদ, বাক্যকথন ও জিহ্বা। [১২]মুখাভ্যন্তর। [১৩]তালু ও গলমধ্য। [১৪] পানাহারের ইচ্ছা অনিচ্ছা। [১৫]পানাহারের ফল। [১৬]পাকাশয়ের লক্ষণসকল। [১৭]এপিগ্যাষ্ট্রিক বা পাকাশয় প্রদেশ। [১৮]হাইপোকণ্ড্রিয়া (যকৃৎ প্রদেশ)। [১৯]উদর। [২০]মলদ্বার ও মলত্যাগ, তৎসহ আন্ত্রিক বায়ু, মল, অর্শ প্রভৃতি লক্ষণ। [২১]মূত্রযন্ত্র ও মূত্র। [২২]পুংজননেন্দ্রিয় ও তাহার ক্রিয়া। [২৩]স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। [২৪]গর্ভাবস্থা ও প্রসব, তৎসহ স্তন প্রভৃতির লক্ষণ। [২৫]স্বর ও লেরিংক্স। [২৬]শ্বাসক্রিয়া। [২৭]কাসী। [২৮]বক্ষাভ্যন্তর ও ফুস্‌ফুস্। [২৯] হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন। [৩০]বহির্বক্ষ। [৩১]গ্রীবা ও পৃষ্ঠ। [৩২]ঊর্দ্ধাঙ্গ। [৩৩]নিম্নাঙ্গ। [৩৪]সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি। [৩৫] বিশ্রাম, সঞ্চালন ও অবস্থিতি। [৩৬]স্নায়ু; ইহাতে সমগ্র স্নায়ুবিধানের লক্ষণ অন্তর্নিহিত আছে, তদ্ব্যতীত কম্পন, আক্ষেপ, দুর্ব্বলতা, খঞ্জতা ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি। [৩৭]নিদ্রা ও স্বপ্ন। [৩৮]সময়। [৩৯]বায়ু ও উত্তাপ। [৪০]শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম। [৪১]আক্রমণ ও সাময়িকতা। [৪২]পার্শ্ব। [৪৩]অনুভব। [৪৪]তন্তু। [৪৫]সঞ্চালন, সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি। [৪৬]চর্ম্ম। [৪৭]বয়সের ভিন্ন ভিন্ন সময়, ধাতু, প্রকৃতি, ইত্যাদি। [৪৮]অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে সম্বন্ধ।

‡ এই চিহ্নটী যে লক্ষণের পূর্ব্বে আছে সেই লক্ষণ বা লক্ষণগুলি সেই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ (characteristic symptoms)।

* এই চিহ্নটী যে অবস্থা বা লক্ষণের পূর্ব্বে আছে সেই অবস্থা বা লক্ষণ রোগজ বা বৈধানিক অবস্থা (Pathological state) বুঝিতে হইবে।

মেটিরিয়া মেডিকা পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও চিন্তার বিষয়। ইহা কেহই সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন না। রোগীর সমক্ষে রোগের লক্ষণের সহিত মেটিরিয়া মেডিকার লক্ষণ মিলাইতে হয়। ইহাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এই রূপ চিকিৎসার সহায়তা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে তাহা যাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিবেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। যদি এই পুস্তক চিকিৎসকদিগের রোগী-চিকিৎসায় ও ঔষধনির্ব্বাচনে কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করে তাহা হইলেই সমস্ত পরিশ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এইরূপ গ্রন্থে বহু ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। পাঠকবর্গের নিকট আমার অনুরোধ এই যে যদি কেহ কোন ভ্রম দেখিতে পান তাহা আমাকে জানাইলে, ধন্যবাদের সহিত তাহা গৃহীত হইবে এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইবে। ইতি—

১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১।

শ্রীজগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।

ঔষধের তালিকা।

ঔষধের নাম—	পৃষ্ঠা।

ঔষধের নাম— পৃষ্ঠা।

এতদুত্তর, সদৃশবিধি অনুসারে শরীরের বিকৃতাবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করত পীড়া নিরাময় করার নাম হোমিয়োপ্যাথি। "সদৃশবিধি" কি?—সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ সেবন করিলে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎসদৃশ লক্ষণ কোনও রোগে দেখা গেলে, বা তৎসদৃশলক্ষণযুক্ত কোন রোগ উপস্থিত হইলে, সেই ঔষধে সেইরূপ পীড়া আরোগ্য করাকে "সদৃশবিধি" চিকিৎসা কহে।*

এই "সদৃশবিধি" চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, অধিকন্তু এতাবৎ-কাল যাহা অনুমান জ্ঞানের উপর সংস্থাপিত বলিয়া পরিত্যক্ত ছিল, তাহা বৈজ্ঞানিক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে; সুতরাং নৈদানিক পরিবর্ত্তনের জ্ঞানের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা উভয় প্রণালীর চিকিৎসাশাস্ত্রে সন্নিবেশিত আছে, কেবল প্রভেদ মাত্র এই যে, ইহাতে ঔষধজ্ঞান ও আরোগ্যকরী নিয়ম অন্য প্রকারে পরিজ্ঞাত হইতে হয়। নিম্নলিখিত দুইটী মূল সূত্র অনুসারে উহা জ্ঞাত হইতে হয়;—(১) সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষা, এবং (২) সদৃশবিধি চিকিৎসার ব্যবস্থাসূত্র (সমঃ সমং শময়তি বা Similia Similibus Curantur.)। এই সমস্ত তত্ত্ব আপাততঃ দুরূহ ও কঠিন বোধ হইলেও হোমিয়োপ্যাথি কি তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পর্য্যালোচনা করা ও সম্পূর্ণরূপে বুঝা প্রয়োজন। এই সকল সত্য প্রথমে না বুঝিলে হোমিয়োপ্যাথি কি তাহা কখনই বুঝা যাইবে না।

*যেমন, সুস্থশরীরে অধিকমাত্রায় কর্পূর সেবন করিলে কম্পন, ভেদবমন, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু কোনও ব্যক্তির তৎসদৃশ কম্প, ভেদবমন প্রভৃতি পীড়াবশতঃ প্রকাশ পাইলে (অর্থাৎ কর্পূর সেবন জন্য না হইলে) কর্পূর অল্পমাত্রায় প্রয়োগ পূর্ব্বক উপস্থিত রোগ নিরাময় করি—ইহাকেই সদৃশবিধি চিকিৎসা কহে। 'বিষস্য বিষমৌষধি' বলিলে সাধারণতঃ লোকে যেরূপ বুঝিয়া থাকেন, ইহা তদ্রূপ নহে, কারণ কুইনাইন সেবনজনিত জ্বর কখনও কুইনাইনে নিরাময় করা যায় না। হস্তপদাদি অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পুনর্ব্বার অগ্নিতে সন্তাপ প্রয়োগ দ্বারা উহার চিকিৎসা করার নাম—আইসোপ্যাথি (Isopathy)। 'সদৃশ' রোগ বলিলে সমান রোগ বা একই রোগ বুঝায় না, কেননা দুইটী সদৃশ ত্রিভুজ বলে ত্রিভুজ দুইটী সর্ব্বাংশে (ক্ষেত্রফল) সমান এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।

সুস্থশরীরে ঔষধ পরীক্ষা।

আমাদের ভৈষজ্যতত্ত্ব সংগ্রহে পূর্ব্বোল্লিখিত মূল সূত্র কতদূর সংরক্ষিত, ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রারম্ভের প্রতি দৃষ্টি-পাত করতঃ প্রথমে কোন প্রকারে ভৈষজ্যজ্ঞান সংগৃহীত হইত এবং বর্ত্তমান কালেই বা কিরূপ প্রকারে সংগৃহীত হইতেছে, ইহার সম্যক পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রারম্ভে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসক-বৃন্দ সাধারণের নিকট হইতে ঔষধের গুণসমূহ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। সাধারণ ব্যক্তির পীড়ার জন্য ব্যবহৃত ঔষধের গুণাবলী ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িত, অর্থাৎ ভ্রমক্রমে কেহ কোনও ফল মূল ভক্ষণ করিলে বমন বা বিরেচন হইলে, অন্যত্র কোন ব্যক্তিতে বমন বা বিরেচন করাইবার আবশ্যক হইলে, তখন তদুদ্দেশ্য সংসাধন জন্য সেই পদার্থ প্রয়োগ করা হইত। এইরূ। ঔষধ পরীক্ষাকালে, ঘটনাক্রমে একটী ঔষধের বিবিধগুণ প্রকাশিত হইয়া পড়িত অর্থাৎ কোনও রোগীকে লক্ষণ বা পীড়া বিশেষের জন্য কোন একটী ঔষধ প্রয়োগ করাতে, উক্ত রোগীর অন্যান্য পীড়াও একং সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, এবং তদপর সময় হইতে সেই ঔষধ সেইরূপ পীড়ার ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ ঘটনা সমূহ শৃঙ্খলার সহিত সংগৃহীত হইলে, চিকিৎসকমণ্ডলীর দ্বারা ভৈষজ্য-তত্ত্বের মূলভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।*

---

* চিকিৎসাশাস্ত্র প্রারম্ভে যুক্তিমূলক ছিল না, ফলোপধায়ক ছিল। ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস এইরূপঃ—পীডিত ব্যক্তিকে কোন প্রকাশ্য পথপ্রান্তে রাখা হইত কেননা পান্থগণ মধ্যে যদি কেহ তদ্রূপ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকেন, তবে তিনি যে ঔষধে আরোগ্য হইয়াছেন, তাহাকেও সেই ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন। তৎপরে পীড়ামুক্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মাধিকরণে যাইয়া স্বীয় রোগলক্ষণ এবং তৎপ্রশমনকারী ঔষধ লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে হইত; কালক্রমে ঐ সকল বিবরণ পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় এবং যাজকগণ তাহা

ঈদৃশ ভৈষজ্য-জ্ঞান সংগ্রহের দোষ প্রদর্শনের চেষ্টা এরূপ বৈজ্ঞানিক সময়ে নিষ্প্রয়োজন; ঔষধের প্রকৃতজ্ঞান ও তাহার ক্রিয়াপ্রণালী পরিত্যক্ত হইয়া, পীড়িতাবস্থার সহিত ঔষধের যে সম্বন্ধ কেবল উহাই সংগৃহীত হইতেছে। এরূপ অবৈজ্ঞানিক প্রথা (Empericism বা হাতুড়ামি) যে কেবল পূর্ব্বতন কালে ছিল, তাহা নহে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও চলিয়া আসিতেছে, তবে প্রকারান্তরে, কৌশলে কতকগুলি সংজ্ঞা দিয়া উহাকে বৈজ্ঞানিক আবরণে আচ্ছাদিত করা হইতেছে। এতকাল ধরিয়া যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা কেবল কতকগুলি অনিশ্চিৎ, সম্বন্ধরহিত, পরস্পর বিপরীত সত্য-প্রতিপাদক, ভ্রমপূর্ণ, বিভিন্নভাবব্যঞ্জক ঘটনাসমূহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পীড়িত শরীরে ঔষধ পরীক্ষা, সন্তোষজনক ফল প্রদানে অসমর্থ। কতকগুলি অজ্ঞাত গুণবিশিষ্ট পদার্থ লইয়া বহুসংখ্যক জীবনের প্রভূত অনিষ্টসাধন দ্বারা যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে চিকিৎসা-পদ্ধতির পরীক্ষা সম্পাদিত হইতেছে, তদনুসারে ভৈষজ্য নিরূপণে অতি অল্প মাত্রই সাফল্য লক্ষিত হইতেছে। আপাততঃ এ কথাগুলি অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইলেও ইহার যথার্থতা সহজেই সপ্রমাণিত হইবে। কোনও একটী পীড়ায়, কোনও অজ্ঞাত গুণবিশিষ্ট ঔষধ প্রবেশ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ফললাভ করিলেও, সেই পীড়ার পূর্ব্বাপর অবস্থাবিষয়ক জ্ঞানেরও বিশেষ প্রয়োজন।

সকল প্রকার পীড়ার প্রজ্ঞান বা ভাবিফল নির্ণয় কি সম্ভব? সম্ভব হইলেও, ঔষধের ক্রিয়া কি গণিত শাস্ত্রের মত নির্দ্দিষ্ট সত্য প্রদানে সমর্থ?

আয়ুস্মাঃ করত চিকিৎসাবিধান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। চিকিৎসাবিধানের কোনও ব্যবস্থা কাহারও উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ছিল না; তদনুসারে চিকিৎসিত হইয়া যদি কোন রোগীর মৃত্যু ঘটিত, তজ্জন্য কেহই অপরাধী হইতেন না, বরঞ্চ উল্লঙ্ঘনে যদি রোগীর অনিষ্ট হইত তজ্জন্য চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। আদিমকালে চিকিৎসাশাস্ত্র ধর্ম্মযাজকগণের হস্তে পতিত হইয়া এইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার ভাবি উন্নতির পন্থা অবরুদ্ধ ছিল। কালক্রমে হিপোক্রেটিস প্রভৃতি মহাত্মার উদ্যোগে যাজকগণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্র স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অবস্থা ধারণ করিয়াছিল, এবং ফলোপধায়ক হইতে যুক্তিমূলকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক বা শত স্থলে জ্ঞানলাভ করিলেও অন্য শতাধিক স্থলেও যে সেইরূপ ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হইবে, এ কথার প্রমাণ কি? ব্যক্তিগত বিভিন্নতা, স্পর্শানুভূতা এবং দেশকালপাত্র বিশেষে কি ঔষধের ক্রিয়ার বিভিন্নতা জন্মে না? এ সকল কথা অস্বীকার করিলে, আমরা তাঁহাদিগকে চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ এবং মাসিক পত্রিকাদি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ফ্রান্সের একজন চিকিৎসক ইপিক্যাকোয়ানা দ্বারা প্রায় দুই শত সবিরাম জ্বর চিকিৎসা করত একশত বাইট জনে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়া সবিরাম জ্বরের ইহাই একমাত্র মহৌষধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; অন্যদিকে কতিপয় চিকিৎসক তদনুসারে পরীক্ষা করত অকৃতকার্য্য হইয়া এতদ্বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। এখন কোন্ মত সত্য? আমাদের মতে উভয় মতেই সত্য নিহিত আছে, কেননা ইপিক্যাক কোনও এক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর জ্বর প্রতিকারে সমর্থ। সুতরাং এবম্বিধ পরীক্ষাতে ভৈষজ্যতত্ত্বের কতদূর উপকার সংসাধিত হইতে পারে? পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা কোনও বিষয়ের নিশ্চয়তা উপলব্ধি হইলেও রোগীজীবনের উপর ঈদৃশ বৃহৎ মাত্রায় অসম্বদ্ধ পরীক্ষাতে কি বিপদ বা অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই? রোগ নিরাময় বা যন্ত্রণার উপশম প্রত্যাশী রোগীদের উপর এরূপ নিদারুণ পরীক্ষা কি বিবেক সম্মত কার্য্য? এতদ্ব্যতীত, মিশ্র ঔষধের পরীক্ষাতে কোনও একটী ঔষধের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া পরিজ্ঞাত হইবার উপায় থাকে না। ভৈষজ্যতত্ত্ব গ্রন্থে অহিফেণের গুণ পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, বহুবার পরীক্ষিত হইলেও, ইহার গুণ বিষয়ে কতবিধ বিপরীত মতবাদ বিদ্যমান আছে।

ঔষধের প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় পশুপক্ষীর শরীরে উক্ত পরীক্ষা কার্য্য সমাহিত হইয়া বহুসংখ্যক কুকুর, বিড়াল ও ভেকজাতিকে অনর্থক হত্যা করা হইতেছে। কিন্তু এরূপ অনুসন্ধানে বিশেষ ফললাভ হয় নাই, কারণ মনুষ্য ও পশুদেহে বহুবিধ বিভিন্নতা (যেমন, কুকুর ও মনুষ্য দেহে অনেক বিষয়ে বিসদৃশতা বিদ্যমান আছে) পরিলক্ষিত হয়; সুতরাং নিকৃষ্ট জীবদেহের উপর পরীক্ষার দ্বারা মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে কোন বিষয়ের নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না।

প্রোক্ত প্রণালী এককালীন অযৌক্তিক না হইলেও উপকারের ভাগ অতি সামান্য কারণ নিকৃষ্ট জীব হইতে কেবল বাহ্যিক (Objective) লক্ষণাদি জ্ঞাত হওয়া যায়; উহারা আভ্যন্তরিক (Subjective) লক্ষণাদি কিছুই প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে; অধিকন্তু অতিবৃহন্মাত্রায় শীঘ্র শীঘ্র লক্ষণাদি সমুৎপন্ন করায়, বৃহন্মাত্রার লক্ষণই জ্ঞাত হইতে হয়, সুতরাং ঔষধের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল অনাবিষ্কৃত থাকে। অন্য দিকে বহুসংখ্যক ঔষধের বৃহন্মাত্রার ক্রিয়ার সহিত ক্রমশঃ ব্যবহৃত সূক্ষ্মমাত্রার ক্রিয়া অনেকাংশে বিভিন্ন হওয়ায় অনেক সময় নানাপ্রকার ভ্রম জন্মায়। সে যাহা হউক, অন্যান্য পরীক্ষার সহিত তুলনায় নিকৃষ্ট জীবদেহে ঔষধ পরীক্ষা পদ্ধতির আংশিক উপকার একেকালীন অস্বীকার করা যায় না।

মনুষ্য শরীরে ঔষধের বিষক্রিয়ার লক্ষণাদি দ্বারাও বৈজ্ঞানিক ভৈষজ্য-তত্ত্বের কলেবর পুষ্ট করা উচিত নহে; কারণ ঐ সকল বিষক্রিয়া প্রায় চিকিৎসকমণ্ডলীর অধীনে সংঘটিত হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে হয়ত একটী ঔষধের দ্বারা (যেমন আর্সেনিক) বহুসংখ্যক দুর্ঘটনা সমুপস্থিত হইয়া থাকে; অন্য দিকে শত শত ঔষধ কর্তৃক (যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি) একটী মাত্রও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় কিনা সন্দেহ। আবার, বিষক্রিয়াগ্রস্ত রোগীর জীবন রক্ষার্থ চিকিৎসকেরা শত শত উপায় বিধান করিতে থাকেন; সুতরাং কোন্ লক্ষণটি বিষক্রিয়া জন্য এবং কোন্ লক্ষণ উহার প্রতিষেধক পদার্থ জন্য, তাহা প্রভেদ করা সহজ নহে। একটীমাত্র অমিশ্র ঔষধ দ্বারাও অত্যল্প ব্যক্তিই বিষাক্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং লক্ষণাদির নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাচন জটিল হইয়া উঠে। অধিকন্তু নিকৃষ্ট জীবদেহে বৃহন্মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের লক্ষণাদির অস্পষ্টত্ব দোষ, মনুষ্য দেহে বিষক্রিয়ার পক্ষেও উত্থাপিত হইতে পারে।

আমাদিগের বিপরীত মতবাদীরা কেবল উপরুক্ত অনিশ্চিৎ প্রণালীর দ্বারা তাঁহাদের ভৈষজ্যতত্ত্ব সংস্থাপন জন্য তৎপর ছিলেন, একথা বলিলে সত্যের অপলোপ করা হয়, কেননা অসাধারণ অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণা সহকারে অন্যান্য উপায় উদ্ভাবন করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। এতন্মধ্যে রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের বিষয় ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

রাসায়নিক অনুসন্ধানের উপকারিতা ব্যতীত ভৈষজ্যতত্ত্ব সংস্থাপন জন্য আমরা ইহার নিকট অত্যন্তই ঋণী। উদ্ভিজ্জ পদার্থের রাসায়নিক অংশ বিশ্লেষণ প্রভৃতির জ্ঞান প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু অসুস্থ শরীরে উহার ক্রিয়া নির্দ্ধারণ জন্য উক্ত জ্ঞান প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বদা শুভ প্রত্যাশা করা যায় না। চিকিৎসাক্ষেত্রে অনেক সময়ে রসায়ন শাস্ত্রের যুক্তির দ্বারা অনেক প্রকার ভ্রম প্রসূত হইয়াছে। যেমন;—মৃৎপাণ্ডু রোগে লৌহ ব্যবহার; লৌহ উক্ত রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হইলেও প্রায়ই পরিপাক শক্তির খর্ব্বতা করে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে রসায়ন শাস্ত্র বহুবিধ ঘটনাসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা কখনই ভৈষজ্যতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে না।

বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, পুরাতন চিকিৎসা প্রণালীর ভৈষজ্য জ্ঞানসংগ্রহের আর একটি প্রধান স্থান বা মূল হোমিয়োপ্যাথি। সম্প্রতি বহুবিধ ঔষধ এই ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত হইয়া পীড়ারোগ্য করণার্থ ব্যবহৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু সদৃশবিধ মতবাদী চিকিৎসকগণ যে জ্ঞান যেরূপে লাভ বা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, ইঁহারা সে পথ অতিক্রম করাতে সর্ব্বদা সুফল প্রসূত হইতেছে না। ভিয়েনার ডাক্তার শ্রুফ্ (Schroff) ঔষধের ঈদৃশী আশু প্রতিকরী ক্রিয়ার পরিচয় দিতে যাইয়া পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। বিশুদ্ধ পরীক্ষাদ্বারা কিরূপে ভৈষজ্যজ্ঞান সংগ্রহ করিতে হয়, ক্রমশঃ আমরা তাহার নিয়মাদি বিবৃত করিতেছি। ইহাতে অনুসন্ধিৎসুগণ ডাক্তার শ্রুফের সহিত এবম্বিধ প্রণালীর তুলনাদ্বারা উভয়ের দোষগুণ ভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত উপায়াদি অবলম্বনে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিতেছি, তাহাও কতকগুলি ঔষধের বৃহন্মাত্রার ফল, সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল ইহাতে আদৌ সন্নিবেশিত হয় নাই। আবার, এইরূপ অসম্পূর্ণ, স্থূল ক্রিয়া লইয়া ভৈষজ্যাবলীর যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, দুই খানি গ্রন্থের পরস্পরের তুলনায়, তাহাতেও বিসদৃশতা পরিদৃষ্ট হয়; সুতরাং এরূপ স্থলে বিবেক সম্মত চিকিৎসকবৃন্দ কোনও একটী ঔষধ

নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া মহাবিপন্ন হইয়া উঠেন। এরূপ চিকিৎসা-প্রণালী কি প্রকৃত হাতুড়ামি বা অন্ধের অনুসন্ধান সদৃশ নহে?

আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানবেত্তারা শারীরতত্ত্ব ও নিদানতত্ত্ব প্রভৃতির অনুসন্ধান করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ঔষধের আরোগ্যকরী শক্তির অনুসন্ধানে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ের নিদানানুমোদিত রোগ নির্ণয়ের সহিত ঔষধ নির্ব্বাচনের বিভিন্নতায়, উভয় দিকেই মহা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক রোগ নির্ণয় বিষয়ে কখনই নিশ্চিৎ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না, সুতরাং জ্ঞানতঃ ও কার্য্যতঃ অর্থাৎ বহুদর্শনে (Practice) ও বিজ্ঞানে (Science) বিভিন্ন হওয়ায় চিকিৎসকের, বিশেষতঃ রোগীর সমূহ ক্ষতি ও বিপদ সংঘটিত হইতেছে। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্বচক্ষে রোগের দারুণ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করত, তন্নিবারণে অসমর্থ হইয়া, চতুর্দ্দিক হইতে চিকিৎসকবৃন্দ এবম্বিধ ভৈষজ্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে, এ দোষ কাহার? চিকিৎসকের না ঔষধের? ঔষধসকল কি নির্গুণ হইয়াছে?—না চিকিৎসকের প্রয়োগ-প্রণালীর দোষ জন্মিতেছে? এতদুত্তরে আমাদিগের মত এই যে, ভেষজসকল কখনই শক্তিহীন নহে, কেন না সদৃশবিধি মতে প্রয়োগ দ্বারা আমরা শত শত স্থলে উহাদের কার্য্যকারিতার প্রমাণ পাইতেছি।

ভৈষজ্যতত্ত্বের ঈদৃশ দুর্দ্দশা দেখিয়া মহাত্মা হানিমানই অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে উক্ত ভ্রমপূর্ণ শাস্ত্রের সংস্কার জন্য কৃতযত্ন হইয়া সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষার উপযোগিতা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষা ব্যতীত উহার প্রকৃত গুণ নির্ণয় দুঃসাধ্য, যেহেতু পীড়িত দেহে পরীক্ষায় নানা প্রকার ভ্রম জন্মিতে পারে,—ইহা সর্ব্বথা প্রচার করিতে এবং কার্য্যতঃ প্রমাণ করিতে লাগিলেন। তৎপ্রণীত "মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা" তাঁহার তদানীন্তন অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ; তাহাতে সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষার ফল বা লক্ষণসকল সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান সময়ের সহিত তুলনায় যৎসামান্য দোষ সত্ত্বেও ঐ মেটেরিয়া মেডিকা বিখনিন্দুকদিগের নিকটও প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে।

সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষাই হোমিয়োপ্যাথির মূল ভিত্তি ; আমরা এক্ষণে তৎকার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি:—

যাহারা শারীরিক ও মানসিক সম্পূর্ণরূপ সুস্থ এবং যাহারা নিজ নিজ শরীরে যাতনা ও অনুভব সকল স্পষ্টতঃ সূক্ষ্মভাবে বর্ণন করিতে সক্ষম, তাহারাই এই পরীক্ষা কার্য্য সমাধা করিতে যথার্থ উপযুক্ত। সম্পূর্ণরূপ সুস্থ ব্যক্তি জগতে দুর্ল্লভ, এস্থলে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, এতদুত্তরে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে "সুস্থাবস্থা" বলিলে "দৈহিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য" না বুঝিয়া যে অবস্থায় শরীরের সকল অংশের কার্য্যাদি (সামঞ্জস্যভাবে) বিনা কষ্টে সম্পাদিত হয়, তাহাকেই সুস্থাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে।*

পরীক্ষাকালে পরীক্ষকের দৈহিক ক্রিয়া সকল কোনও প্রকারে বিশৃঙ্খল না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এজন্য পরীক্ষককে সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা উচিত। চিকিৎসকেরাই উত্তম পরীক্ষক হইতে পারেন ; অন্য কাহাদের দ্বারা একার্য্য সম্পাদিত হইতে থাকিলে, চিকিৎসকের কর্ত্তৃত্বাধীনে হওয়া উচিত, কেননা সামান্য লক্ষণাদিকে প্রধান অথবা প্রধান লক্ষণকে সামান্যভাবে বর্ণন না করা হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পরীক্ষার দ্বারা সমস্ত লক্ষণ বিকাশ জন্য, বহুসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা উক্ত কার্য্য সমাধা করান উচিত। বিভিন্ন বয়স, জাতি, অবস্থা এবং স্বভাব সমস্তই সংযোগ করা আবশ্যক। শিশুদিগকেও পরীক্ষক মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অতি সাবধানতার সহিত তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ তাহাদের লক্ষণ সকল সংগ্রহ করিতে হয়, কেননা উহারা ঔষধের আভ্যন্তরিক লক্ষণ (Subjective Symptoms) সকল উত্তমরূপে বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে।

পরীক্ষাকালে, তৎপূর্ব্বে এবং শেষমাত্রা ঔষধ সেবনের কিঞ্চিৎকাল পর পর্য্যন্ত, পরীক্ষককে মিতাচারী হওয়া উচিত। কোনও প্রকার ভেষজ-গুণ-

---

* এই সূত্র মতে সুস্থাবস্থা দ্বিবিধ ; শারীরিক ও মানসিক। মানসিক সুস্থতা জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতির প্রকৃত কার্য্যক্ষম অবস্থা।

বিশিষ্ট পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নহে। অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক উদ্যম, অতিশয় মানসিক উদ্বেগ, সুখদুঃখানুভব, অল্প বা অধিক নিদ্রা, অমিতাচার প্রভৃতি যে কোনও কারণে দৈহিক ক্রিয়ার সামঞ্জস্যের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা পরিত্যজ্য। পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, পরীক্ষকের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের প্রকৃতি, প্রস্রাবের পরিমাণ, ধাতু এবং অন্যান্য বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরীক্ষা করা উচিত।

পরীক্ষিতব্য ঔষধ অকৃত্রিম হওয়া চাই। ঔষধের মূল পদার্থের অভাবে, অরিষ্ট বা চূর্ণ দুগ্ধশর্করা সহযোগে ব্যবহার করা উচিত, কেননা অরিষ্ট ও চূর্ণই চিকিৎসার্থ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। মাত্রারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক; প্রারম্ভে অতি উচ্চক্রম বা অল্পমাত্রা (এমন কি ত্রিংশৎ শক্তির দ্বারা) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নক্রম বা মূলপদার্থে আসিতে হইবে। শীঘ্র শীঘ্র সেই ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ নিষেধ; প্রথম মাত্রার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে শেষ না হইলে, দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করা উচিত নহে। দুই এক মাত্রায় কোন লক্ষণ প্রকাশিত না হইলে, মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে হয়। মাত্রাবিষয়ে সতর্কতা বা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিতে ঔষধের ক্রিয়ার তারতম্য প্রভৃতি পরীক্ষা করা বড়ই প্রয়োজনীয়, কারণ এই স্থান হইতেই ঔষধের ক্রিয়ার পার্থ্যক্য নির্ণয় করিতে হয়।

একই প্রকারে প্রস্তুত একই ঔষধ প্রত্যেক পরীক্ষকের সেবন করা বিহিত। শূন্যোদরে আহারের পূর্ব্বে প্রাতঃকালে ঔষধ সেবন করিলে লক্ষণসকল বিশেষরূপে অবগত হইবার সময় পাওয়া যায়। সময় বিশেষে ঔষধের লক্ষণের কোন তারতম্য জন্মে কিনা তজ্জন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে বা শয়নের পূর্ব্বে দুই একমাত্রা সেবন করা কর্ত্তব্য।

পরীক্ষা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়মসকল সংরক্ষণ করিতে হয়। এস্থলে সংক্ষেপতঃ আমরা বিশেষ কয়েকটী নিয়মের উল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাবনার উপসংহার করিব। পরীক্ষককে মানসিক ভাবসকলের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তাই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করা উচিত নহে; এই জন্য চিকিৎসকের নিকট ঔষধের নাম গোপন রাখিতে হয়। লক্ষণের সঙ্গে সহকারী ঘটনা বা আনুসঙ্গিক লক্ষণও সংযোগ করিতে হইবে, যথা—

লক্ষণ প্রকাশের সময়, স্থায়িত্ব, হ্রাসবৃদ্ধি, স্থান প্রভৃতি। পরীক্ষা কালে বাহ্যিক লক্ষণের প্রতি যেন চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টি থাকে; পরীক্ষক যেন নিজে সেই সকল লক্ষণের (ত্বকের ও জিহ্বার বর্ণ, প্রস্রাব বাহ্যে ইত্যাদি) প্রতি লক্ষ্য না করেন, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টোৎপাদন হয়, কেননা বাহ্য লক্ষণ সকল প্রায় ভ্রমশূন্য হইয়া থাকে। পরীক্ষাকালে কোন পরীক্ষকের নাসিকায় সর্দ্দি দেখা গেলে, অনুসন্ধান দ্বারা জানা উচিত যে তৎপূর্ব্বে সেই পরীক্ষকের সময়ে সময়ে অল্প বা অধিক সর্দ্দি হইত কিনা। এবিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, সন্দেহসূচক লক্ষণের স্থলে জিজ্ঞাসার চিহ্ন রাখিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষায়, যথানিয়মে লক্ষণসকল শ্রেণীবদ্ধভাবে লিখিতে হইলে, ঔষধজ পীড়ার পূর্ণ আদর্শের মূলভিত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবলমাত্র মূলভিত্তি বা সোপানমাত্র বলিবার কারণ, মনুষ্য দেহে সকল ঔষধ সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা অসম্ভব; বিষাক্ত ভয়ে কোনও ঔষধের অধিকমাত্রা বা বিষমাত্রা সেবন করান যায় না। তবে সেইরূপ পরীক্ষা দ্বারা অনেক বিষয় অন্য স্থল হইতে গ্রহণযোগ্য উপায় করিয়া দিতে সমর্থ হয়। নিকৃষ্ট জীবদেহে পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অনর্থক হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনুষ্য শরীরে সেই ঔষধের পরীক্ষার দ্বারা উহা হইতে সত্য নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যায়, সুতরাং হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের উহার দ্বারা উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সোপান অবলম্বনে, মনুষ্য শরীরে কোনও কোনও ঔষধের বিষাক্ত লক্ষণ হইতে আমাদের ভৈষজ্যতত্ত্বের অনেক সাহায্য হয়; তবে যে সকল বিষাক্ত রোগী শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্দ্বারা কোনও উপকার সাধিত হয় না। মৃতদেহের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, নৈদানিক পরিবর্ত্তন ও রোগ নির্ণয়ের সহিত ঔষধজ রোগের তুলনা করা যায় সত্য, কিন্তু প্রযুক্ত প্রতিষেধক ঔষধাদির লক্ষণের সহিত উহার পার্থক্য করিতে হয়। প্রথমতঃ ঔষধের অতীব্র লক্ষণাদি জানা থাকিলে, সহজেই উহার তীব্র লক্ষণাদির আভাস পাওয়া যায়, সুতরাং বিষক্রিয়াতে বিষের ও প্রতিষেধক ঔষধের মিশ্র লক্ষণ হইতে পরস্পরকে বিভিন্ন করা যায়। ইহাতেও আমাদের ভৈষজ্যতত্ত্বের অনেকাংশে উপকার হয়।

পরিশেষে ইহাও উল্লেখ করা যাইতেছে যে ঔষধজ রোগোৎপত্তি বা লক্ষণকে ভৈষজ্যবিধান(Pathogenesy)সোপান বা ভিত্তি করিয়া,চিকিৎসার বহুদর্শন সংযোগ দ্বারা, সময়ে সময়ে আমাদের ভৈষজ্যতত্ত্বের আংশিক সাহায্য হইয়া থাকে। যেমন, কোনও পীড়ায় কোনও ঔষধ ব্যবহারের পর একটী নূতন লক্ষণ প্রকাশিত হইল, অথচ ঐ লক্ষণটী পীড়ার নহে, অথবা কোনও লক্ষণের বৃদ্ধি জন্মিল ; এতদ্দ্বারা চিকিৎসক প্রযুক্ত ঔষধের রোগলক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে উক্ত লক্ষণ ঔষধজ বা পীড়ার বৃদ্ধি। কোনও লক্ষণের হ্রাস হইলেও, উহা উপযুক্ত ঔষধজ রোগলক্ষণের সহিত সদৃশভাবাপন্ন ছিল কিনা তাহা তুলনা করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য করিতে পারেন। এই সকল বিষয় হইতে, মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি ও ঔষধের উপকার বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হয়। এবম্বিধ নানা উপায় ও নানা পথ হইতে হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের আংশিক সাহায্য হইলেও, সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষাকে মূল ভিত্তি বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

উন্নতিশীল বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণত্ব দোষ একটী নিত্য অঙ্গ বিশেষ। এ সূত্রে হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপ দোষবর্জ্জিত হওয়া উচিত নহে। এস্থলে আমরা মহাত্মা হানিমানের "মেটেরিয়া মেডিকা"র বিষয় সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তৎপ্রণীত "ভৈষজ্যতত্ত্বে" তিনি নিজের এবং অন্যান্য ব্যক্তির শরীরে পরীক্ষিত ঔষধাবলীর গুণ বা লক্ষণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু কি উপায়ে সেই সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া যান নাই—সুতরাং উহাতে দোষ বর্ত্তিয়াছে। যেমন নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে পথিককে গম্য পথ অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়,কিন্তু পরিচিত পথিকের পক্ষে তাহা অনায়াসলভ্য, তদ্রূপ হানিমানের ভৈষজ্যতত্ত্বে পরীক্ষার বিশদ বিবরণ উল্লিখিত না হইলেও পরবর্ত্তী চিকিৎসক ও পরীক্ষকদিগের নিকট উহা নিতান্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয় নাই। তাঁহার প্রণীত "পুরাতন পীড়া" (Chronic Diseases) নামক গ্রন্থেও উক্ত প্রকার দোষ জন্মিয়াছে সত্য কিন্তু নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে যাইয়া সর্ব্বথা অভ্রান্ত হওয়া কি সম্ভব ?

সে যাহা হউক, হানিমানের ভৈষজ্য গ্রন্থে যে সকল দোষ বর্ত্তমান ছিল,

সেই সকল দোষ সংশোধন জন্য পরবর্ত্তী সময়ে বিবিধ চেষ্টা করিয়া বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে। নূতন পরীক্ষক সমিতি (Provers' Union) দ্বারা উক্ত কার্য্য সুন্দররূপে সংসাধিত হইয়াছে; এস্থলে সে সকল বিষয় সমালোচ্য নহে। নূতন পরীক্ষার ফল মাসিক পত্রিকা ও প্রবন্ধাদিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে একখানি সম্পূর্ণ ভৈষজ্য পুস্তকের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, আমরা কোন্ কোন্ ভৈষজ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিব, ইহা স্থির করিতে পারি না; তবে ডাক্তার হেরিংসের মেটিরিয়া মেডিকা অনেকাংশে বিশুদ্ধ একথা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। আদিম গ্রন্থের মধ্যে জ্যারের লক্ষণতত্ত্ব (Jahr's Symptomen codex) প্রভৃতিতে লক্ষণসকল সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্নিবেশিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ কোনও কোনও অংশে অসম্পূর্ণ হইলেও, অন্যান্য মতের ভৈষজ্য গ্রন্থ হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ এ কথা আমরা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়াছি। ঔষধের গুণাবলী যতদূর পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে যতদূর জানা যাইতেছে, তদ্দ্বারা রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া রোগীর দারুণ যন্ত্রণা নিবারণ করিতে আমরা সমধিক সমর্থ।

অবশেষে আমরা এস্থলে একটী উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব। সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষাই হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব একথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন হইলেও, এস্থলে প্রত্যেক হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসককে একটী কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার অর্পণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা 'সদৃশবিধি চিকিৎসার' জ্ঞানোপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন নিজ নিজ শরীরে অন্ততঃ একটী ঔষধও পরীক্ষা করেন। এরূপ পরীক্ষায় ভৈষজ্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহাদের সম্যক্ জ্ঞান হইবে এবং অন্যের পরীক্ষিত ঔষধের সহিত নিজের পরীক্ষার ফল তুলনা করতঃ যথার্থ সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন। মহাত্মা হানিমান এই অবিবাদীয় সত্যের জন্য প্রত্যেক হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসককে নানা প্রকারে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও এস্থলে উক্ত বিষয়ের জন্য চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীগণকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিতেছি।

ভৈষজ্য সকলের গুণ পরিজ্ঞাত হইয়া আমরা কি নিয়মে উহাদিগকে

ব্যবহার করি এবং কিরূপে উহারা আরোগ্য আনয়ন করে অতঃপর তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

সদৃশবিধি বা আরোগ্য নিয়ম।

সদৃশবিধির সম্যক্ ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের বিপরীত মতবাদীগণের প্রচলিত চিকিৎসা-বিধি সকলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। কেননা, সদৃশবিধির ভিত্তি কতদূর সুদৃঢ় এবং ইহার অভ্যুপগম সকল কতদূর বিজ্ঞানানুমোদিত, ঈদৃশ সমালোচনার দ্বারা তাহা প্রতীতি হইবে। পুরাতন চিকিৎসা প্রণালীর আরোগ্য নিয়মসকল নিম্নে উল্লেখ করিয়া এক একটি করিয়া বিশেষরূপে সমালোচনা করা যাইতেছে।

১ম। কারণানুযায়ী চিকিৎসা অর্থাৎ যে কারণে পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বিদূরিত করিয়া আরোগ্য করণ। বৈদ্যশাস্ত্র ইহাকে হেতুবিরোধী বা হেতুনাশক বলিয়া নামকরণ করিয়া গিয়াছেন, যেমন অজীর্ণকর খাদ্যে পাকাশয় প্রভৃতির অসুস্থতা জন্মিলে রেড়ীর তৈল সেবন করাইয়া পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে তাহা বিদূরিত করা।

এইরূপ অব্যবহিত কারণ সহজে দূর করা সম্ভব হইলে, তাহা করিতে অবহেলা করা কোন চিকিৎসকের পক্ষে উচিত নহে। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, যেহেতু অল্প সংখ্যক পীড়ার কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কারণ উদ্ভাবিত হইলেও আমরা তাহা দূর করিতে সমর্থ নহি। অধিকন্তু, অনেকস্থলে পীড়ার কারণ বিদূরিত হইলেও, সেই পীড়া থাকিয়া যাইয়া স্বাধীন ভাব ধারণ করে; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ কারণানুযায়ী চিকিৎসা সর্ব্বত্র সুফল প্রদানে সমর্থ নহে বা সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে।

২য়। স্বাভাবিক পীড়ার বিপরীতাবস্থা উৎপন্ন করিয়া পীড়া দূরীকরণ; যাহাকে contraria contraris চিকিৎসা বলে (বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যাধি-বিপরীত বা ব্যাধি-বিরোধী আখ্যা দিয়াছেন), যেমন ভেদ হইতে থাকিলে ধারক ঔষধ্ প্রয়োগ দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করা, ইত্যাদি।

সহসা বোধ হয় যে এই প্রণালীটি সর্ব্ব প্রকার পীড়ারোগ্য করণে উপযোগী, কিন্তু বিশেষরূপ পরীক্ষার দ্বারা স্বীকার করিতে হয় যে প্রত্যেক পীড়ায় ইহা কোনও প্রকারে প্রয়োগ করা যায় না। দেহের নানা প্রকার ক্রিয়া-বিকৃতির সমষ্টির নাম পীড়া; একটি মাত্র যন্ত্রে পীড়া আবদ্ধ ইহা প্রায় দেখা যায় না। ফুসফুস্‌প্রদাহ অথবা সান্নিপাত জ্বরে উপরোক্ত নিয়ম কিরূপে প্রয়োগ করা যাইবে? লক্ষণবিশেষ' বা লক্ষণসমষ্টি উপরোক্ত প্রণালীর দ্বারা বিদূরিত হইলেও, সমগ্র পীড়া আরোগ্য বা নিঃশেষ হইবে এরূপ ঘটে না। কোনও বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ আপাততঃ বিদূরিত করা যায় বটে, কিন্তু উক্ত কোষ্ঠবদ্ধ ইতিপূর্ব্বে যে বিকৃতি উৎপন্ন করিয়াছে, তাহা বিদূরিত হইল না। সে যাহা হউক, এই নিয়মেই সচরাচর পীড়া চিকিৎসিত হইতেছে (প্রকৃত আরোগ্য আনয়ন হউক বা না হউক) কিন্তু ভৈষজ্যতত্ত্বের বর্ত্তমানাবস্থায়, প্রত্যেক পীড়ার বিপরীতাবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ এমন ঔষধ কোথায়? অন্য দিকে অনেক পীড়ার বিপরীত লক্ষণ কি তাহাও আমরা অবগত হইতে পারি না। *

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, ভৈষজ্য গ্রন্থ-প্রণেতাগণ ঔষধের বৃহন্মাত্রার ক্রিয়াদির দ্বারা যেরূপ ঔষধের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, এবং সেই বিভাগকে ভিত্তি করিয়া চিকিৎসকগণ রোগ প্রশমন ক্রিয়ার যেরূপ পথ অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে যে কেবল এই ব্যাধিবিরোধী (contraria contraris) প্রণালীর দোষ জন্মিতেছে তাহা নহে, আময়িক বা নৈদানিক বিধান শাস্ত্রেরও অনিষ্ট হইতেছে।

৩য়। অবিকৃত অঙ্গে বা যন্ত্রে কৃত্রিম উপায়ে বিকার উৎপন্ন করিয়া পীড়া (অর্থাৎ বিকৃত অঙ্গের বিকৃতি) দূরীকরণ (Revulsive method) অর্থাৎ বক্ষে সর্দ্দি কাস জন্মিয়া তথায় রক্তের পরিচালনা হইলে বা শিরঃপীড়ায়, রোগীর দুই পদ উষ্ণ জলে নিমজ্জিত করিয়া রক্তকে সরাইয়া দিয়া পীড়া আরোগ্যকরণ। এইরূপ প্রণালীর দ্বারা আরোগ্যানয়ন অবশ্যই স্বভাবের

* জগতে "বিপরীত" শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা বড়ই জটিল। উত্তাপের বিপরীত শৈত্য ইহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উত্তাপের ন্যূনতাই শৈত্য, শৈত্য ও উত্তাপ ইহারা বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে—সুতরাং 'বিপরীত' জগতে দুর্ল্লভ।

অনুকরণ এবং এরূপ প্রণালীর দ্বারা পীড়া নিরাময় হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু এরূপ চিকিৎসা পদ্ধতির উপযুক্ত আদর্শ নাই, যেহেতু শরীরের এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের কিরূপ সম্বন্ধ, বা এক অঙ্গে একরূপ ক্রিয়া করাইলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হয় নাই। এক অঙ্গের বিকৃতি জন্মাইলে, অন্য অঙ্গের বিকৃতি সম্ভব কি না, বিশেষরূপ পরীক্ষার দ্বারা না জানিলে, এরূপ প্রণালীর দ্বারা চিকিৎসা বা রোগদূরীকরণ করা অতিশয় অনিশ্চিত। বিশেষতঃ দেহের বহুবিধ যন্ত্রের বিকৃতি জন্মিলে, এই প্রথার অনুসরণ নিতান্ত অসম্ভব।

৪র্থ। সম্প্রতি রসায়ন শাস্ত্র (Organic Chemistry) দৈহিক পীড়া নিরাকরণার্থ এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে; দৈহিক পদার্থের হ্রাস বা বৃদ্ধি জন্মিলে, সেই অভাব পূরণ বা কোন দ্রব্য বা ঔষধবিশেষ দ্বারা অতিরিক্ত পদার্থের বিনষ্টীকরণ (Neutralization—এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত মিশাইয়া উহার গুণ নষ্ট করা) যেমন— পাকস্থলিতে অম্ল বৃদ্ধি হইলে, ক্ষার গুণযুক্ত বটিকা প্রভৃতি সেবন করাইয়া উদরস্থ অম্ল ও ক্ষারের রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা উহার অম্লত্ব দূর করা, ইত্যাদি। এরূপ প্রণালীর চিকিৎসা কোনও কোনও স্থলে ফলপ্রদ হইলেও, অধিকাংশ স্থলে সুফল প্রদানে সমর্থ নহে। এরূপ যুক্তিমূলক চিকিৎসা কখনই বিজ্ঞানানুমোদিত হইতে পারে না; দেহের অভ্যন্তরস্থ পদার্থবিশেষের হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ জানা যায় না। অধিকন্তু, তন্নিবারণ বা দূরীকরণ মানসে রাসায়নিক নিয়মে উপযুক্ত ঔষধের পরিমাণও জানিবার উপায় থাকে না। সুতরাং অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায়, অজ্ঞানতাকে ভিত্তি করিয়া মনুষ্য জীবনের উপর অনিশ্চিত পরীক্ষা সমাধা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

উপরোক্ত চতুর্বিধ উপায়ের দ্বারা পুরাতন চিকিৎসা প্রণালী* যেরূপভাবে

* আমরা নিম্নে চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিবর্ত্তনের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

হিপোক্রেটীসের মতে—রসের আধিক্য ও বিকৃতিই রোগের মূল এবং তাহার নির্গমনই রোগের শান্তির লক্ষণ। প্রকৃতি নিজেই ঘর্ম, মূত্রাদি আকারে বিকৃত রস বিদূরিত করিয়া রোগের প্রতিকার সাধন করে; অতএব প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসা, সুতরাং তাঁহার মতে বিরেচক, যেমন ক ঘর্মকারক প্রভৃতি রসনিঃসারক ঔষধের ব্যবহারই ফলপ্রদ।

রোগের চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে, বহুদর্শিতার দ্বারা তাহার ফলাফল সকলেই অবগত হইতেছেন।

গ্যালেনের মতে—শারীরিক রস সমস্ত রোগের অবস্থান এবং রসের আধিক্য কি ন্যূনতা অথবা অভাব কিম্বা তাহার উষ্ণতা, শীতলতা, শুষ্কতা এবং আর্দ্রতার আধিক্য বা ন্যূনতাই রোগ। তদনুসারে—উষ্ণতার রোগে শীতলতা এবং শীতলতার রোগে উষ্ণতা ইত্যাদি আবশ্যক। ঔষধ সকলকেও তিনি উষ্ণ, শীতল প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কালে--বিরেচন, রক্তমোক্ষণ প্রভৃতি চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল। হিপোক্রেটীস উহার জন্মদাতা হইলেও গ্যালেনের হস্তে উহা পরিপক্ব হয়। প্রদাহের স্থানে যেথা নিউমোনিয়া বা ফুসফুস প্রদাহ) শোণিতে ফাইব্রিণ নামক পদার্থের সংযমন ও আধিক্য হয়, অতএব রক্তমোক্ষণ করিলে শোণিতের (সেইজন্য ফাইব্রিণের) স্বল্পতা ও শোণিত সঞ্চারের বেগ লাঘব হইয়া পীড়া আরোগ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

ব্লু পিল ও মৃদু বিরেচক ঔষধ দ্বারা পরিবর্ত্তক (alterative) চিকিৎসা ডাক্তার এবারনিথি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অতঃপর সার উইলিয়ম ওয়াল্‌ড, জন্‌ ফর্ব্বস প্রভৃতি মহাত্মার প্রবন্ধ বিশেষের প্রভাবে বিক্রমশালিনী চিকিৎসার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ভিয়েনা রোগীনিবাসের ডাক্তার ডাং ডায়েটল কতিপয় নিউমোনিয়া রোগীকে রক্তমোক্ষণ দ্বারা, কতিপয় রোগীকে টার্টার্‌ এমেটিক প্রয়োগ দ্বারা এবং কতিপয় রোগীকে বিনা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার তুলনায় নিরৌষধ চিকিৎসার উপকারিতা দেখিয়া, এবিষয় চতুর্দ্দিকে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন চিকিৎসকগণ স্থির করিলেন যে, রোগ কোনও বিকৃত রস নিবন্ধন উৎপন্ন হয় না, বাস্তবিক দৌর্ব্বল্য জন্য জন্মিয়া থাকে। সুতরাং বলকারক ঔষধ ও পথ্য প্রভৃতি প্রয়োগ করাই (যেমন এলকোহল, ব্রথ) প্রকৃত চিকিৎসা।

পুনর্ব্বার এই চিকিৎসার বিক্রম হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল এবং সকলেই নিরৌষধ চিকিৎসার দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। "প্রচণ্ড ঝটিকার সাম্য সাধন করা কর্ণধারের অসাধ্য; সমুচিত কর্ণচালনা দ্বারা তরণী রক্ষা করাই কর্ত্তব্য"—এতদনুসারে চিকিৎসকবৃন্দ রোগীর সেবাশুশ্রূষার প্রতি মনোযোগী হইলেন; কিন্তু রোগীগণ রোগ প্রশমনার্থ চিকিৎসকের উপর আত্মসমর্পণ করে, সেবা শুশ্রূষার আকাজ্ক্ষা করে না, সুতরাং চিকিৎসকগণ পুনর্ব্বার মত পরিবর্ত্তন করিলেন।

কালক্রমে রোগ-ব্যাখ্যান দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে সত্য কিন্তু চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। সার উইলিয়ম হামিলটন ১৮৫২ সালেএডিন্‌বরার সহযোগী চিকিৎসক অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "চিকিৎসা শাস্ত্র কি হিপোক্রেটীসের সময় অবধি এক পদও অগ্রসর হইয়াছে?"

চিকিৎসা পদ্ধতির ঈদৃশী দুরবস্থা ও অসমীচীনতা দেখিয়া হ্যানিমান প্রত্যেক পীড়ার চিকিৎসার উপযোগিনী "সদৃশবিধির" উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সিন্‌কোনা বার্কের জ্বরোৎপাদিকা শক্তি অবগত হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্কে এই সূত্রের অঙ্কুর সর্ব্ব প্রথম উদিত হয়। কার্য্যে পরিণত করিয়া সাফল্য লাভ করতঃ উক্ত ব্যবস্থাকে হ্যানিমান যথার্থ ব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র বহুদর্শন সদৃশবিধির সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে সত্য কিন্তু বিপরীত মতবাদীরা এই আরোগ্য বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেক প্রকার কুতর্ক আনয়ন করেন। আরোগ্যসকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে না পাইয়া, স্বভাবের আরোগ্য কি হোমিওপ্যাথিক নিয়মে আরোগ্য, ইহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং এস্থলে উক্ত "সদৃশবিধি"র সম্যক্ ব্যাখ্যা ও সর্ব্বত্র উপযোগিতা সন্নিবেশিত হইলে, নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইবেক না।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধসকল কি প্রকারে পীড়া নিরাময় করে, ইহার সম্যক ব্যাখ্যা হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ নিচয়ে অপ্রতুল নাই। হ্যানিমান হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রতি চিকিৎসকই এক এক প্রকার ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক যুক্তি ও তাহার সমালোচনা সন্নিবেশিত করা এস্থলে অনাবশ্যক জ্ঞানে কতিপয় প্রচলিত মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

হ্যানিমানের হোমিওপ্যাথির আর সে দিন নাই। ইহার কার্য্যতঃ উপকারিতা ও সর্ব্বত্র সমাদর প্রভৃতিতে দিন দিন হ্যানিমানের মুখোজ্জ্বল হইতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দিতে "সদৃশবিধি"র সম্যক ব্যাখ্যার প্রয়োজন না থাকিলেও, বিপক্ষদলের আপত্তি খণ্ডনার্থ উহা সন্নিবেশিত করা গেল।

হ্যানিমানের মতে—"স্বাভাবিক পীড়াপেক্ষা কৃত্রিম পীড়া (ঔষধ প্রয়োগজনিত) প্রবল হইয়া, স্বাভাবিক পীড়াকে বিনাশ করে, পরন্তু কৃত্রিম পীড়া (ঔষধ প্রয়োগজনিত বাধা প্রযুক্ত) জীবনীশক্তি প্রভাবে বিদূরিত হয়"। এই ব্যাখ্যাটী তৎদূর ভ্রমশূন্য বলিয়া আদৃত নহে, কেননা যে যুক্তির উপর উহা সংস্থাপিত তাহার প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। ঔষধজ পীড়ার প্রাধান্য, জীবনীশক্তি-

প্রভাবে স্বাভাবিক পীড়ার ধ্বংস. ঔষধজ পীড়ার সহিত স্বাভাবিক পীড়ার সমকালে বিলয়প্রাপ্তি,এই সকল অমীমাংসিত সংস্কারেরউপর উক্ত অভ্যুপগমাদি সংস্থাপিত হওয়ায় পরবর্ত্তী কালে এই ব্যাখ্যা সত্য বলিয়া স্বীকৃত নহে।

পীড়িত দেহে ঔষধের ক্রিয়ার বৈপরীত্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া যে আর একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত,তাহা ঔষধের মুখ্য ও গৌণক্রিয়ার উপর সংস্থাপিত। এই মুখ্য ও গৌণক্রিয়া লইয়া বহুবিধ তর্কবিতর্ক সমুপস্থিত হইয়া আসিতেছে। মুখ্য ক্রিয়ার সাদৃশ্যে ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, মুখ্য ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া রোগের বৃদ্ধিই সম্ভব, কিন্তু অবিলম্বে গৌণক্রিয়া (যাহা রোগের বিপরীত) প্রকাশিত হইয়া, স্বভাবজ পীড়াকে বিদূরিত করে। ঔষধের মুখ্য ও গৌণক্রিয়াদ্বয় যে পরস্পর বিপরীত, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য নহে। ক্ষত, আক্ষেপ, কাসী প্রভৃতির বিপরীতাবস্থা কি? অগ্রপশ্চাৎ প্রকাশিত বলিয়া যদি মুখ্য ও গৌণক্রিয়া বিভাগ করা যায়, তবে একই ঔষধ বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন লক্ষণসকল প্রকাশ করিলে গৌণ মুখ্য নির্ণয়ের উপায় কি?

আর একটী মত—ঔষধ সকল শরীরের সুস্থ স্থানকে একপ্রকার উত্তেজিত করিয়া পীড়িত স্থানকে স্বাভাবিকাবস্থায় আনয়ন করে। ইহা বিপরীত মতবাদীদের আরোগ্য প্রণালীর সদৃশ; সদৃশবিধি মতে ঔষধের কার্য্য এবং রোগলক্ষণ বরাবর একই ভাবে কার্য্য করিবে, তবে সহসা ঔষধ সকল কি প্রকারে সুস্থ শরীরে উত্তেজনা প্রকাশিত করিতে পারে? অনেকের মতে—এই ব্যাখ্যাটীকে রূপান্তরিত করিয়া নিম্নলিখিত ব্যাখ্যার দ্বারা সদৃশবিধির প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে অনুমান বাহুল্য নাই। ঔষধসকল সুস্থ শরীর বা যন্ত্রাদিতে উত্তেজনা ক্রিয়া প্রকাশ করতঃ পীড়া উৎপন্ন করে; অন্যদিকে, পীড়িত শরীরে ক্রিয়ার দ্বারা এরূপ উত্তেজনা করে, যাহা আরোগ্যানয়নে উপযোগী। ইহাতে বিপরীত মতবাদ আসিতেছে না, অথচ বৃহদাত্রায় বৃদ্ধির কারণ নির্ণীত হইতেছে।

আর এক প্রকার ব্যাখ্যা—ঔষধের রোগোৎপাদিকা ক্রিয়াতে তাহার কার্য্যস্থান ঠিক নির্দ্দেশ করে, এবং উক্ত ক্রিয়াও প্রশমনীয় বিকৃত লক্ষণের সাদৃশ্য হওয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, যেস্থানে জৈবনিক ক্রিয়ার

বিকৃতি জন্মে, ঠিক সেই স্থানেই উহা কার্য্য করে। ঔষধের এমন শক্তি আছে যে, সে শারীরিক তন্তুসকল অধিকার করিয়া থাকিতে পারে, সুতরাং সদৃশবিধি মতে কোন ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, তাহা রোগের স্থানে যাইয়া তাহার জৈবনিক ক্রিয়া আরও বৃদ্ধি করিয়া বসে। কোনও যন্ত্র একই সময়ে দুই কার্য্য সমাধা করিতে পারে না—তদনুসারে রোগগ্রস্ত তন্তুসকল ঔষধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, স্বীয় বিপরীত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

ডাক্তার হিউজ, ড্রিস্‌ডেল্‌ প্রভৃতির মতে বিজ্ঞানের বর্ত্তমানাবস্থায় সদৃশবিধির রোগ প্রশমিকা ক্রিয়ার উপযুক্ত ব্যাখ্যা আশা করা যায় না কারণ যে শারীরবিধান ও আময়িক বিধান প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করা যাইবে, সে সকল বিষয় আজও অস্পষ্ট ও সংশয়যুক্ত। তবে এই পরীক্ষিত সত্য যে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে,এবং অন্যান্য প্রণালী হইতে ভ্রমশূন্য তাহা পরবর্ত্তী ব্যাখ্যার দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে। ‘রাসায়নিকভাবে ধ্বংস’ বলিয়া আর একটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, কিন্তু উহা নিতান্ত অযুক্তিমূলক ও অনুমান বাহুল্যের উপর সংস্থাপিত বলিয়া এস্থলে সমালোচিত হইল না। উহাতে রোগকে বাহ্য পদার্থের ন্যায় রাসায়নিক আকর্ষণের ফলের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এক্ষণে, সদৃশবিধি মতে যেরূপে পীড়া নিরাকৃত হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার জন্য, এস্থলে কতকগুলি শারীরিক তত্ত্ববিষয়ক ঘটনা (সে সকল বিষয় এই যুক্তির নিতান্ত অনুপোষক) সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

প্রত্যেক জীবদেহে দৈহিক ক্রিয়াসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ এক একটী স্বজাত চেষ্টা অন্তর্নিহিত আছে ; উহার উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা উহাকে “দৈহিক প্রতিক্রিয়া”, “জীবনীশক্তি”, প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। দেহ উক্ত ক্রিয়াবলে বহিঃস্থ অনিষ্টজনক কারণ হইতে সর্ব্বদা সমতা রক্ষা করে। এই সমতা নিয়মিত ও অননুভূতরূপে সমাহিত হইতে থাকিলে দেহের স্বাস্থ্য অক্ষুন্নভাবে সংরক্ষিত হয় ; কিন্তু বিকৃতিকারণ দ্বারা উক্ত দৈহিক প্রতিক্রিয়া-শক্তির পরাজয় ঘটিলে শরীরে পীড়া উৎপন্ন হয়। জীবনী-শক্তি ও রোগ-বীজ এই দুই শক্তির সংগ্রামের তারতম্য ও পরিমাণানুসারে যাবতীয় পীড়াকে তরুণ বা পুরাতন নামে অভিহিত

করা যায়। প্রতিক্রিয়াশক্তির জয়ে আরোগ্য এবং পীড়ার জয়ে মৃত্যু আনয়ন করে। আরোগ্যোন্মুখকালে প্রবল লক্ষণসকল প্রকাশিত হইলে, উহাকে "ক্রাইসিস" (রোগের সন্ধি অর্থাৎ আরোগ্য বা মৃত্যুসূচক পরিবর্ত্তন) এবং সমতার গতি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিলে, উহাকে "লাইসিস্" (যেমন ঘর্ম্মাদি নিঃসরণ ব্যতীত ক্রমে ক্রমে জ্বরলক্ষণ হ্রাস পাইয়া জ্বর বিরাম) কহে। দৈহিক প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ পীড়ার সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে, তদবস্থাকে স্বাভাবিক রোগনিবারণী ক্রিয়ার শক্তি (Vis Medicatrix Natura) আখ্যা দেওয়া যায়। অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়ার ন্যায় ইহারও ভিত্তি স্নায়ুমণ্ডল। অন্য দিকে পীড়াও যন্ত্রাদির পরাবর্ত্ত (Reciprocal) সম্বন্ধ ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার ভিত্তিও স্নায়ুমণ্ডল, যেহেতু পীড়া মাত্রেই স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন বিভিন্ন অনিষ্টজনক পদার্থের ক্রিয়াতে, যন্ত্রাদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত পীড়াসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লক্ষণাদির সাহায্যে এই সকল পীড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল লক্ষণ দ্বারাই পীড়োৎপাদক পদার্থের এবং প্রতিক্রিয়া শক্তির বাধাপ্রদ উদ্যমের বিষয় সিদ্ধান্ত করা যায়। অতএব পীড়ার প্রকৃতি নির্ণয়ার্থ অতি সামান্য বিষয় বা লক্ষণের অনুসন্ধান করা উচিত, যেহেতু প্রকৃতি কোন পথ অনুসরণ করতঃ পীড়া হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে তদ্বিষয়ক জ্ঞান ইহার দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে; অধিকন্তু বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালীরও পরিচয় পাওয়া যায়। কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীত যন্ত্রাদি কতদূর স্বীয় স্বীয় বিকৃত ক্রিয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ এবং এরূপ উদ্যমে কোন সময় সাহায্যের প্রয়োজন এই সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে, এক একটি পীড়া স্বতন্ত্রভাবে বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত।

বহুদর্শন দ্বারা জানা যায় যে, দেহ অনেকস্থলে কোনও রূপ বাহ্যিক সাহায্য ব্যতীতও পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ; আবার অন্যস্থলে দৈহিক প্রতিক্রিয়াশক্তির অপ্রবলতা বা অযোগ্যতা নিবন্ধন পীড়া প্রাবাল্য লাভ করে। পীড়াজনক পদার্থ কর্ত্তৃক দেহ প্রবলরূপে আক্রান্ত হইলে,

অতি ধীর ও কৃচ্ছ্র ভাবে তাহার বিনাশ জন্মে। এই স্বাভাবিকী আরোগ্য-করী প্রণালীর বৃদ্ধি বা তৎকার্য্য সাধন ইচ্ছাই আরোগ্যকরী পদার্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি লওয়ায়, এবং উক্ত আরোগ্যকরী পদার্থকেই "ভেষজ" কহে। ইতিপূর্ব্বে ভেষজসকলের তত্ত্ব কিরূপে অবগত হইতে হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে পীড়ার চিকিৎসার জন্য, পরিচিত গুণবিশিষ্ট ঔষধাবলী কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইতেছে।

বহুদিন হইতে একটী প্রাচীন প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, "চিকিৎসক স্বভাবের কর্ম্মচারী বা সেবক, উহার শাসনকর্ত্তা বা প্রভু নহেন।" এই সূত্র অনুসারে, যদি কোনও চিকিৎসক পীড়িত শরীরকে সাহায্য করিতে চাহেন, তবে প্রকৃতি কিরূপ পথ অনুসরণ করতঃ পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাহার সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে সেই রোগীর দৈহিক প্রতিক্রিয়াশক্তিকে পুনঃস্থাপিত করিয়া আরোগ্যের চেষ্টা করিতে হইবে—কারণ পীড়ার নিকট এই শক্তির পরাজয় ঘটিয়াছে। অধিকন্তু, সরলভাবে এবং আশু আরোগ্য কার্য্য সংসাধন জন্য স্বভাবের অনুসরণ করতঃ স্নায়ুমণ্ডলের সেই অংশে ক্রিয়া করাইতে হইবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে, যে স্থান বা অংশ দৈহিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি বা মূল। স্বভাবের আরোগ্যপ্রণালী যেমন একটী বিশ্বব্যাপী সত্য নিয়মকর্ত্তৃক পরিচালিত, স্নায়ুমণ্ডলে ঔষধের ক্রিয়া বিকাশ জন্যও একটী সর্ব্ববাদিসম্মত যথার্থ বিধি নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। সদৃশবিধিই যে এই বিধি নিয়ে তাহা সপ্রমাণিত হইতেছেঃ—সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক ঔষধ এক একটী বিশেষ পীড়াবৎ অবস্থা উৎপন্ন করে। এই ঔষধজ পীড়া, স্বাভাবিক পীড়ার বিশেষরূপ সদৃশভাবাপন্ন হইলে, বুঝিতে হইবে যে, ইহাও শরীরাভ্যন্তরস্থ সদৃশ কার্য্য প্রণালী হইতে উৎপন্ন। এক্ষণে যদি স্বাভাবিক পীড়ার উপরে একটী সদৃশলক্ষণাপন্ন ঔষধজ পীড়া উত্তেজিত করি, তাহা হইলে স্বাভাবিক পীড়া সর্ব্বাংশে (as regards quality) বৃদ্ধি পাইবে, যেহেতু উভয়বিধ বিকৃতি প্রণালীই সদৃশ লক্ষণাপন্ন। এবম্প্রকারে ঔষধ পীড়ার সংযোগ দ্বারা, উহার নূতন প্রতিক্রিয়াশক্তি উত্তেজিত করায়, উপস্থিত প্রতিক্রিয়ার চেষ্টারও

সর্ব্বাংশে বৃদ্ধি করা হইল, কারণ উহারাও পরস্পর বিশেষরূপে সম্মিলিত। বহুদর্শন দ্বারা হইাও জানা যায় যে, সামান্য বা অল্প পরিমাণ ঔষধ জন্য ঔষধজ পীড়া সহজেই দৈহিক ক্রিয়ার দ্বারা পরাভূত হয়; এই আদিম পীড়া বিদূরিত হওনের পরেও উক্তাবস্থা ঔষধের বিপরীতাবস্থা বা লক্ষণের দিকে পরিদোলিত (oscillates বা ঝুল দিতে থাকে) হইতে থাকে; এই অবস্থা ঔষধের পীড়া দূরীকরণের জন্য স্বাভাবিক আরোগ্যকরী চেষ্টার অবশিষ্টাংশ মাত্র। ঔষধজ পীড়ার সহিত স্বাভাবিক পীড়ার সম্মিলন হইলে, ঔষধজ পীড়ার প্রতিক্রিয়া চেষ্টার অতিরিক্ত অংশ অবশ্যই স্বাভাবিক পীড়ার অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াতে সংযোজিত হয়—যেহেতু উভয় পীড়াজনিত প্রতিক্রিয়া শরীরের একই স্থান হইতে উত্তেজিত। স্বাভাবিক পীড়া এবং ঔষধজ পীড়া সদৃশভাবাপন্ন না হইলে, এরূপ সম্মিলনের ফল প্রত্যাশা করা যায় না। এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা স্থির করিতে হয় যে, ঔষধের পরবর্ত্তী ক্রিয়ার দ্বারাই আরোগ্য কার্য্য সংসাধিত হয়, কারণ যে দৈহিক প্রতিক্রিয়া চেষ্টা উত্তেজিত করা যায়, তাহা এই পরবর্ত্তী ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। যত কালাবধি দৈহিক প্রতিক্রিয়া দুর্ব্বল থাকে, পীড়াও ততকাল পর্য্যন্ত দেহে অবস্থিতি করিতে পারে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া শক্তির প্রাধান্য লাভ হইলেই পীড়া বিদূরীত হইয়া থাকে। এই সূত্রানুসারে আমরা যখন দেখিতে পাইতেছি যে, সদৃশ ক্রিয়াবিশিষ্ট ঔষধই এইরূপ প্রাধান্য লাভ সংস্থাপনে সমর্থ, তখন সদৃশক্রিয়াবিশিষ্ট ঔষধ উদ্ভাবন করিতে পারিলেই সকল পীড়ারই সাধ্যাসাধ্য ভাব বিদূরীত হইবে।

উ ঔষধজ জ্ঞান লাভের উপায় ও শক্তিও আমাদের আয়ত্তাধীন; অবিরাম উদ্যম এবং যাথার্থ্যতার সহিত সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষার দ্বারা উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সদৃশ বিধিতে ঔষধ পরীক্ষাই বিশেষ প্রয়োজন, যেহেতু স্বভাবজ রোগ ও ঔষধজ রোগের নিদানাদি তুলনার দ্বারাই আরোগ্য পথ অন্বেষণ করিতে হয়। এই জন্যই সদৃশবিধির চিকিৎসায়, ঔষধজ লক্ষণ মাত্রকেই (অন্য শাস্ত্রমতে কোন লক্ষণ অকিঞ্চিৎকর বোধ হইলেও) অত্যাবশ্যক জ্ঞান করিতে হয়—যেহেতু লক্ষণ তত্ত্বই সদৃশবিধি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রধান ও বিশেষ উপাদান।

সদৃশবিধি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা "স্পেসিফিক" (specific বা নির্দ্দিষ্ট প্রতীকারক) শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিতেছি; কোনও এক নামের সমস্ত পীড়ার একমাত্র নিশ্চয় প্রতীকারক ঔষধকেই ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকবৃন্দ উক্ত "স্পেসিফিক" আখ্যা দিয়া থাকেন। বিচার ও অনুসন্ধান করিলে ইহাতে কোনও সত্য নাই, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণিত করিয়াছি ; তবে কোনও একপীড়ার আকার বিশেষে কোনও ঔষধ নিশ্চয় প্রতীকারক বা স্পেসিফিক হইতে পারে—এই সূত্রানুযায়ী সদৃশবিধি মতে সদৃশ গুণবিশিষ্ট ঔষধকেই স্পেসিফিক্ ঔষধ এবং সদৃশবিধিচিকিৎসাকেই একমাত্র স্পেসিফিক চিকিৎসা প্রণালী বলিয়া যথার্থরূপে আখ্যাত করা যাইতে পারে।

নাম প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ স্থলে, আর একটী কথার বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বাপর কাল হইতেই "হোমিয়োপ্যাথি" শব্দের উপরেও অনেকের কোপ দৃষ্টি পড়িয়াছে; ইহার ধাত্বর্থ, লইয়া নানা জনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিতেছে। কাহারও কাহারও মতে—সদৃশ ঔষধ দ্বারা সদৃশ চিকিৎসা অর্থাৎ যেরূপ প্রকার ঔষধ দ্বারা একবার যেরূপ প্রকার পীড়াব চিকিৎসা করা হইয়াছে, সেইরূপ প্রকার ঔষধ দ্বারা সেইরূপ পীড়ার চিকিৎসা করার নাম হোমিওপ্যাথি ইত্যাকার নানাবিধ ব্যাখ্যা আছে। শব্দবিন্যাস বিজ্ঞান মতে শত শত মত বিভিন্নতা থাকিলেও, কার্য্যকালে ইহার উপকারিতা শত শত স্থলে সপ্রমাণিত হইতেছে। নাম আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিবে না, আমরা যাহাতে নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারি বা নামকে গৌরবান্বিত করিতে পারি তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন শত্রুদল এই নামের পরিবর্ত্তে অন্য নামকরণ করিয়াও (উহার সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া) সদৃশবিধি গ্রাহ্য করিলে সর্ব্বথা মহাত্মা হানিমানের গৌরবই রক্ষা করা হইবে।

উপর্য্যুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদির দ্বারা সদৃশবিধির সত্য সংস্থাপিত হইবার পরে, অবশেষে আর একটী অভিমত অত্যাবশ্যক বোধে এস্থলে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে ; ইহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা বাহুল্য মাত্র। আমরা পীড়ার চিকিৎসার্থ আহূত হইলে, সর্ব্ব প্রথমে আমাদের জানা

আবশ্যক যে, সেই পীড়ায় দেহের বিকৃত স্থানে কোন্ ঔষধের নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া আছে; এতৎপক্ষে সদৃশবিধিই এরূপ ঔষধ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। বর্ত্তমানাবস্থা প্রত্যেক চিকিৎসাপ্রণালীর অবৈজ্ঞানিকতা স্বীকার করিলেও, সদৃশবিধি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার চিকিৎসা প্রণালীতে ঔষধাবলীর একপ শরীরবিধানানুযায়ী ফল পরীক্ষা পরিদৃষ্ট হয় না; সেইরূপ ঔষধ দ্বারাই আমাদিগকে সর্ব্বথা আরোগ্য চেষ্টা করিতে হয়। বিপক্ষ মতবাদীরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও, কার্য্যফল দেখিয়া কার্য্য প্রণালীর বিশুদ্ধতা বা সত্যতা সপ্রমাণিত হইবে। প্রোক্ত অভিমতানুসারে, যিনি চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, তিনি যেন সদৃশবিধি চিকিৎসার পরীক্ষা করাই বিবেকানুমোদিত কার্য্য বিবেচনা করেন।

হোমিয়োপ্যাথি কি ?

হোমিয়োপ্যাথি কি তাহা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা লিখিতে হয়; এমন কি এতৎসম্বন্ধে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে। আমরা এই প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর না দিয়া সংক্ষেপে হোমিয়োপ্যাথির মূল সত্যগুলি, হোমিয়োপ্যাথির বিশিষ্ট লক্ষণগুলি, নিম্নে একে একে লিখিতেছি :—

1. Homœopathy is a system of healing founded on a law of nature.

১। হোমিয়োপ্যাথি একটী চিকিৎসা শাস্ত্র; ইহার মূল ভিত্তি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর সংস্থাপিত। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, যে ঔষধ সুস্থ শরীরে যে প্রকার লক্ষণ উৎপাদন করে, রোগে তৎসদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন হইলে সেই ঔষধে আরোগ্য হয়। এই নিয়মে যে রোগ আরোগ্য হয় ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে তাহা বিজ্ঞানপদ বাচ্য হইতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ বলে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হয়। ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়াই ইহার কখন কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। মাধ্যাকর্ষণ যেমন সত্য, মাধ্যাকর্ষণ বলে প্রস্তর খণ্ড ভূপৃষ্ঠে পতন যেমন সত্য, যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, হোমিয়োপ্যাথিও তেমনি সত্য,

তেমনি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক বলিয়াই ইহা বিজ্ঞান; ইহা অখণ্ডনীয়। মাধ্যাকর্ষণের যেমন ব্যতিক্রম নাই, ঘটে নাই, ঘটিবেও না, হোমিয়োপ্যাথিরও তেমনি ব্যতিক্রম নাই, ঘটে নাই, ঘটিবেও না।

উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হয় সত্য কিন্তু কতকগুলি সুবিধাজনক অবস্থায় অর্থাৎ যদ্যপি তাহাকে কোন প্রকার বাধা না দেওয়া যায়। যদি বাধা দেও, প্রস্তর খণ্ড ভূপৃষ্ঠে কখনই পতিত হইতে পারিবে না। যদি মনে কর একটী হাত দিয়া বাধা দেও তাহা হইলে ঐ প্রস্তর খণ্ড বা লোষ্ট্র ভূপৃষ্ঠে না পড়িয়া তোমার হাতে পড়িবে। হাত সরাইয়া লও, লোষ্ট্রটী নিশ্চয়ই পৃথিবীতে পড়িবে। হোমিয়োপ্যাথি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যদি কোন প্রকার বাধা বা বিঘ্ন না প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় হোমিয়োপ্যাথিও নিজ সত্য বিকাশে পশ্চাৎপদ হইবে না। যদি কোন প্রকার বাধা দেও, তাহা হইলে হোমিয়োপ্যাথির সত্য বিকশিত হইতে পারে না। তাই বলিয়া সপ্রমাণিত হইবে না হোমিয়োপ্যাথি মিথ্যা। যে স্থলে হোমিয়োপ্যাথিকে মিথ্যা বলিতে উদ্যত হও, ঠিক সেই অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণও মিথ্যা। যাঁহারা হোমিয়োপ্যাথিকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে উদ্যত হন, তাঁহারা ঠিক এইরূপ বাধার একটী অবস্থা উল্লেখ করিয়া থাকেন। বাধা দ্বারা হোমিয়োপ্যাথির অসত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না। হাত দিয়া লোষ্ট্রটী ধরিয়া মাধ্যাকর্ষণ মিথ্যা বলা বাতুলতা মাত্র। হোমিয়োপ্যাথি-দ্বেষী অনেক পণ্ডিতই সময়ে সময়ে এইরূপ বাতুলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

2. Every drug when introduced into the healthy body sets up a disease peculiar to itself with characteristic symptoms.

২। প্রত্যেক ভেষজ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে এরূপ এক প্রকার রোগজ অবস্থা উৎপন্ন করে যাহা কেবল তাহারই বিশিষ্ট লক্ষণ, অন্য কোন ঔষধে সেরূপ লক্ষণসমষ্টি নাই।

এই নিয়মটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহার ভিতর তিনটী বিভাগ আছে—যথা (১) প্রত্যেক ভেষজ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করান বা ভেষজ পরীক্ষা করা; (২) প্রত্যেক ভেষজ দেহ মধ্যে

প্রবিষ্ট হইলে এক প্রকার রোগজ অবস্থা উৎপন্ন হয়; (৩) সেই রোগজ অবস্থা সেই ভেষজেরই বিশিষ্ট ক্রিয়া অর্থাৎ অন্য কোন ঔষধে ঠিক তেমনি লক্ষণসমষ্টি উৎপাদিত হয় না। আমরা একে একে এই বিভাগগুলি সবিস্তারে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, সুস্থদেহমধ্যে ভেষজ প্রবিষ্ট করান হোমিয়োপ্যাথির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহাকে ভেষজ পরীক্ষা বা Proving বলে। ভেষজ পরীক্ষা অর্থাৎ সুস্থ মানব দেহে প্রত্যেক ভেষজের ফলাফল পরীক্ষা করা হোমিয়োপ্যাথি ভিন্ন জগতে আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

যে কোন ঔষধ হউক না কেন তাহা চিকিৎসা কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে প্রথমে পরীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। হোমিয়োপ্যাথি ভিন্ন জগতে অন্য কোন চিকিৎসা শাস্ত্র এই নিয়মটি প্রতিপালন করে না। প্রত্যেক ঔষধ সুস্থদেহ কোন ব্যক্তি সেবন করিলে তাহার শরীরে কতকগুলি করিয়া লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সেই লক্ষণগুলিই সেই ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ। এইরূপে পরীক্ষা না করিলে কোন ঔষধের কি গুণ বা কি লক্ষণ তাহা কখনই অবগত হইতে পারা যায় না। এলোপ্যাথি মতে কোন ঔষধ ধারক, কোন ঔষধ রেচক, কোন ঔষধ উত্তেজক, কোন ঔষধ বমনকারক—এইরূপ মোটা-মুটি লক্ষণ অবগত হইতে পারা যায়। কবিরাজী মতেও ঐরূপ কোন ঔষধ শৈত্য গুণবিশিষ্ট, কোন ঔষধ উষ্ণতা গুণযুক্ত কোন ঔষধ কফ-নাশক, কোন ঔষধ পিত্তনাশক—এইরূপ মোটামুটি লক্ষণ জানা যায়। হোমিয়োপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যতত্ত্ব ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীতে সংগঠিত। প্রত্যেক ঔষধ সুস্থ মানব দেহে পরীক্ষিত। এইরূপে পরীক্ষিত হইয়া প্রত্যেক ঔষধের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লক্ষণগুলি তালিকা-কারে লিখিত হইয়াছে। ঐ লক্ষণগুলিই ঐ ঔষধের বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্য কোন ঔষধে ঐরূপ লক্ষণসমষ্টি নাই।

এস্থলে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রত্যেক ঔষধ পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এক একটি ঔষধ এক এক বারে পরীক্ষিত হওয়াই কর্ত্তব্য এবং হোমিয়োপ্যাথিতে তাহাই হইয়া থাকে, নতুবা কোন ঔষধের কি কি গুণ বা লক্ষণ তাহা পৃথক পৃথক অবগত হওয়া যায় না। Polypharmacy

বা বহু ঔষধ একত্র সংমিশ্রণ হোমিওপ্যাথিতে নাই। পরীক্ষার সময়ও নাই, চিকিৎসাকার্য্যের সময়ও নাই। পরীক্ষার সময়ে এক একটী ঔষধ পৃথক পৃথক পরীক্ষিত হয়; চিকিৎসার সময়েও এক একটি ঔষধ এক একবারে প্রযুক্ত হয়। এলোপ্যাথি মতে একটী ঘর্ম্মের জন্য, একটী মস্তিষ্ক উত্তেজনার জন্য, একটী বল প্রদানের জন্য, একটী রেচনের জন্য ঔষধ একত্র মিশ্রিত হইয়া প্রযুক্ত হয় কিন্তু এই ঘর্ম্মোৎপাদক, উত্তেজক, বলকারক ও রেচক ঔষধ একত্র বিমিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক সংমিশ্রণে কি নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিল এবং সেই নূতন পদার্থের গুণই বা কি দাঁড়াইল তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট ঔষধ একত্র হইলে যে সেই ভিন্ন ভিন্ন গুণই বর্ত্তমান থাকিবে এমন নহে। জল ও আগুণ একত্র মিশ্রিত হইলে যে উভয়েরই গুণ অর্থাৎ শৈত্য ও উষ্ণতা বর্ত্তমান থাকিবে ইহা অসম্ভব। কবিরাজী মতেও বহুসংখ্যক ঔষধ একত্র মিশ্রিত হইয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জগতের মধ্যে কেবল একমাত্র হোমিয়োপ্যাথিই সুস্থ মানব দেহে ঔষধ পরীক্ষা করে। এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ পরীক্ষা করে এবং এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করে। ঔষধের গুণ নির্ণয়ের জন্য এইরূপ এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ পরীক্ষা এবং রোগে এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ হোমিয়োপ্যাথি ব্যতীত অন্য কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ভেষজই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে এক এক প্রকার বিশেষ অবস্থা উৎপন্ন করে। সেই অবস্থাগুলি ঠিক রোগ নহে, রোগের ন্যায় অবস্থা। আর্সেনিক সেবনে এক প্রকার রোগের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়; একোনাইট সেবনে আর এক প্রকার রোগের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রত্যেক ঔষধে এক এক প্রকার লক্ষণসমষ্টি উৎপাদিত হইয়া থাকে।

জগতে প্রায় কোন পদার্থই ক্রিয়াশূন্য নাই। সকল পদার্থই মানবদেহে প্রবিষ্ট হইলে এক এক প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটনে সক্ষম। কোন ঔষধ অতি সত্বরে, অতিশয় শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, কোন ঔষধ বা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া থাকে। ভেষজ কর্ত্তৃক দেহমধ্যে যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয় তাহা রোগ নহে, রোগবৎ অবস্থা। কোন ঔষধে

কোন রোগ সৃষ্টি করিতে পারে না। মার্কুরিয়াস সেবনে আমরক্তযুক্ত মল উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া রক্তামাশয় রোগ উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেক ঔষধ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যে এক এক প্রকার রোগজ অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা কেবল হোমিয়োপ্যাথিরই কথা। অন্য কোন চিকিৎসা-শাস্ত্র এই সত্য স্বীকার করে না।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক ঔষধে মানবদেহে যে রোগজ অবস্থা উৎপাদিত হয় তাহা কেবল সেই ঔষধেরই লক্ষণ। এক একটী ঔষধে এক এক প্রকার লক্ষণ-সমষ্টি উৎপন্ন হয়। একটী ঔষধের লক্ষণ সেই ঔষধেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। একটী ঔষধের লক্ষণ হঠাৎ দেখিলে অন্য ঔষধের লক্ষণের সহিত সমান বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে, একটী আর একটী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দেখিতে পাওয়া যাইবে। সকল মানুষেরই যেমন হাত, পা, নাক, কাণ, চোক প্রভৃতি সমান থাকিলেও একটী মানুষকে অনায়াসেই অপর আর একটী হইতে পৃথক করা যায়, তেমনি একটী ঔষধের কতকগুলি লক্ষণ অপরের সহিত সমান থাকিলেও অনায়াসেই চিনিয়া পৃথক করা যায়।

প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণ-সমষ্টি মনে করিয়া রাখিয়া কার্য্যতঃ চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতে হয়। এই জন্যই হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা এত কঠিন। হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্ব অনন্ত সমুদ্র বিশেষ। তাহার এক একটী ঔষধের লক্ষণসকল মুখস্থ করিয়া রাখিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধের গুণ অতি সূক্ষ্মরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে; কেবল ধারক, রেচক, বলকারক বলিলে হইবে না। হোমিয়োপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের ন্যায় জগতে আর কোনও চিকিৎসা শস্ত্রে এরূপ ভৈষজ্যতত্ত্ব নাই। হোমিয়ো-প্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বেই হোমিয়োপ্যাথির যাহা কিছু বিশেষত্ব। হোমিয়ো-প্যাথির প্রাধান্য বল, সৌন্দর্য্য বল, গৌরব বল, যাহা কিছু বল সমস্তই ইহার অমূল্য ভৈষজ্যতত্ত্বে। হানিমান যে অসাধারণ ধীশক্তি, অসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা, অগাধ পরিশ্রম, অলৌকিক স্বার্থত্যাগ বলে জগতে হোমিয়ো-প্যাথির সৃষ্টি ও হোমিয়োপ্যাথির ভৈষজ্যতত্ত্বে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা যুগ যুগান্তেও নষ্ট হইবার নহে।

3. There is a correspondence between drug diseases and natural diseases.

৩। ঔষধজ রোগের সহিত স্বাভাবিক রোগের সম্বন্ধ আছে।

এই সম্বন্ধ নিত্য ও প্রাকৃতিক সত্য। হানিমান এই সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র, সৃষ্টি করেন নাই। নিউটন যেমন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান-জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, হানিমানও তেমনি চিকিৎসা-জগতে ভেষজের সহিত স্বাভাবিক রোগের নিত্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি ভেষজ সুস্থাবস্থায় দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই এক প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। এই পরিবর্ত্তন এক এক ঔষধে এক এক প্রকার। এই পরিবর্ত্তনগুলিই সেই ঔষধের রোগজ অবস্থা বা ঔষধজ রোগ। ঔষধজ রোগ ও স্বাভাবিক রোগের সহিত যে সম্বন্ধ আছে তাহা সদৃশ সম্বন্ধ। এই সদৃশ সম্বন্ধই হানিমানের law of similars সদৃশঃ সদৃশং শময়তি। হানিমানের অলৌকিক প্রতিভাবলে এই সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

এই প্রাকৃতিক সম্বন্ধ নিত্য ও সত্য। হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করা আর না করা এই প্রাকৃতিক নিত্য সত্য বিশ্বাস করা আর না করা সমান। মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বাস করি না বলাও যাহা, হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ ঔষধজ রোগের সহিত স্বাভাবিক রোগের সদৃশ সম্বন্ধ বিশ্বাস করি না বলাও তাহা। উভয়ই সমান প্রাকৃতিক সত্য; উভয়ই নিত্য ও অক্ষয়। কথা বিশ্বাস করা আর না করায় এই সত্যের কণামাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মাধ্যাকর্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যেমন তাহার ফলাফল দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হয়, হোমিওপ্যাথিও তেমনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ফলাফল দেখিয়া ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হয়।

4. When a case of natural disease presents certain symptoms that are very like the symptoms of some drug disease, the case will cured if that drug is administered in suitable form.

৪। যদ্যপি কোন স্বাভাবিক রোগে এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কোন ঔষধজ রোগের লক্ষণের সহিত সমান, তাহা হইলে সেই ঔষধ উপযুক্তপরিমাণে ও ভাবে প্রযুক্ত হইলে ঐ রোগ আরোগ্য

ইহাই হোমিয়োপ্যাথির মূল মন্ত্র। স্বাভাবিক রোগের সহিত ঔষধজ রোগের যে সম্বন্ধ আছে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেই সম্বন্ধ এই, অর্থাৎ সদৃশ সম্বন্ধ। হোমিয়োপ্যাথি মতে রোগ চিকিৎসা করিতে গেলে এই নিয়মটী প্রতিপালন করা চাই, অর্থাৎ প্রথমতঃ স্বাভাবিক রোগের লক্ষণ সকল সংগ্রহ করা; দ্বিতীয়তঃ, ঔষধজ রোগের লক্ষণ বাহির কর; তৃতীয়তঃ এই দুই লক্ষণ-সমষ্টি সমান বা সদৃশ কি না দেখা; চতুর্থতঃ, সদৃশ দেখিয়া উপযুক্ত পরিমাণে, উপযুক্ত ভাবে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করা। ইহাই হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা। স্বাভাবিক রোগের লক্ষণসকল ঔষধজ রোগের লক্ষণসকলের সহিত না মিলিলে অর্থাৎ সদৃশ না হইলে সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোনও ফল দর্শিবে না। স্বাভাবিক রোগের লক্ষণ সকল সংগ্রহ করিয়া লেখা অতি কঠিন; তাহার সদৃশ ঔষধ নির্ব্বাচন করা আবার আরও কঠিন। সদৃশ ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে তাহা যে কি পরিমাণে, কি ভাবে, কোন সময়ে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা অভিজ্ঞতা ও বিচারের ফল। যে ভাবে, যে পরিমাণে, যে সময়ে প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, সেই ভাবে সেই পরিমাণে, সেই সময়ে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিতে পারে। ইহাই হোমিয়োপ্যাথির মাত্রার কথা। মাত্রার কথাই হোমিয়োপ্যাথি নহে। মাত্রার স্থিরতা অভিজ্ঞতার ফল মাত্র। হোমিয়োপ্যাথি, কাহারও গড়া, কাহারও অভিজ্ঞতার ফল নহে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম;—ভৈষজ্যের সহিত রোগের প্রাকৃতিক সদৃশ সম্বন্ধই হোমিয়োপ্যাথি। কেহ নিম্ন ক্রম মানেন, কেহ উচ্চ ক্রম মানেন; কেহ বটিকা বেশী ব্যবহার করেন, কেহ আরক বেশী ব্যবহার করেন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিতে পারে; কিন্তু উচ্চ ক্রমই মানুন, আর নিম্ন ক্রমই মানুন, আরকই ব্যবহার করুন, আর বটিকাই ব্যবহার করুন, তিনি সমান হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসক। যিনি হোমিয়োপ্যাথিক বা সদৃশ নিয়মে বিশ্বাস করেন, তিনিই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

মাত্রার কথা লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা অনেক তর্কযুদ্ধ হইয়াছে বটে

কিন্তু তাহাতে হোমিয়োপ্যাথির কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। যিনি যে মাত্রায় বেশী ফল পাইয়াছেন, অভিজ্ঞতায় দেখিবেন, তিনি সেই মাত্রা ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। মাত্রার কথা লইয়া যাঁহারা তর্ক করিয়া হোমিয়োপ্যাথির বিপক্ষে তর্ক করিতেছি মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। মাত্রা লইয়া হোমিয়োপ্যাথি নহে; মাত্রার কথা সকল চিকিৎসা প্রণালীর ন্যায় হোমিয়োপ্যাথিরও একটী অংশ মাত্র।

ঔষধজ রোগ স্বাভাবিক রোগের সদৃশ হওয়া চাই। ইহাই হোমিয়োপ্যাথি। এই সত্য, এই সদৃশ সম্বন্ধই হোমিয়োপ্যাথির মূল ভিত্তি। হানিমানই এই সত্য কার্যতঃ প্রয়োগের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনিই হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা যথাযথ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। চিকিৎসা-জগতে মহাত্মা হানিমানের নাম, আর বিজ্ঞান-জগতে মহাত্মা নিউটনের নাম সামান্য পূজ্য।

নৈদানিক ও লাক্ষণিক চিকিৎসা।

লক্ষণ-সমষ্টিতে রোগের বিকাশ, রোগের আর কোন অস্তিত্ব নাই। যদি রোগ কি জানিতে চাও, তবে লক্ষণ-সমষ্টি একত্র কর, দেখিবে রোগের প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হইয়াছে। রোগীর লক্ষণ সকল বাদ দিলে রোগের আর অস্তিত্ব থাকে না। রোগীর লক্ষণ সকল তজ্জন্য দূর করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য করা হয়।

লক্ষণ-সমষ্টিই রোগ ইহা হোমিওপ্যাথির কথা। জগতে বহু প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী আছে, তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথিই এই সত্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর ও এই সত্যানুসারে রোগ চিকিৎসা করিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসাকে তজ্জন্য লাক্ষণিক চিকিৎসা বা symptomatic treatment কহে। এলোপ্যাথির চিকিৎসা রোগজ স্থানীয় পরিবর্ত্তন-ঘটিত চিকিৎসা বা pathological treatment। হোমিওপ্যাথির লাক্ষণিক চিকিৎসাকে এলোপ্যাথি উপহাস করিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথির মাত্রা এলোপ্যাথির যেমন উপহাস্য, হোমিওপ্যাথির এই লাক্ষণিক চিকিৎসা তদপেক্ষা কম উপহাস্য নহে।

হোমিওপ্যাথির অতি ক্ষুদ্র মাত্রা যেমন এলোপ্যাথি বিশ্বাস করিতে পারে না, হোমিওপ্যাথির সাঙ্কেতিক চিকিৎসাও তেমনি এলোপ্যাথি ধারণা করিতে পারে না। যাহা আদৌ বিশ্বাস ও ধারণাযোগ্য নহে, তাহাকে আবার বিজ্ঞান বলিয়া মানিব কি প্রকারে ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি লক্ষণ-সমষ্টিই রোগ। রোগ নামক বৃহদাকার কোন জন্তু বা প্রাণী নাই। লক্ষণ-সমষ্টিকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় ; ১ম, দর্শনযোগ্য (objective) ; ২য়, শ্রবণযোগ্য (subjective)। এই দুই শ্রেণীর সমস্ত লক্ষণ সমষ্টি করিলেই রোগ। চিকিৎসক নিজের বিবিধ ইন্দ্রিয় এবং বিজ্ঞানোদ্ভূত যন্ত্রাদির সাহায্যে যে সমস্ত লক্ষণ সংগ্রহ করেন, তাহাই objective symptoms বা দর্শনযোগ্য লক্ষণ। আর, রোগীর নিজের কিম্বা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মুখ হইতে আভ্যন্তরিক বেদনা যন্ত্রণাদির যে বর্ণনা চিকিৎসক শ্রবণ করেন, তাহাই subjective symptoms বা শ্রবণযোগ্য লক্ষণ। এই উভয়বিধ লক্ষণের সমবায়ই রোগ। রোগের আর কোন অস্তিত্ব নাই।

উদাহরণ দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্টীকৃত করা যাইতেছে। মনে কর নিউমোনিয়া বা ফুস্ফুস-প্রদাহ পীড়া। চিকিৎসক ষ্টেথস্কোপ যন্ত্র দ্বারা বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া ফুস্ফুসের বায়ু-কোষসম্ভূত কতকগুলি লক্ষণ সংগ্রহ করিলেন। তাপমান যন্ত্রদ্বারা দেহের তাপ অবগত হইলেন। রোগীর নিষ্ঠীবন পরীক্ষা করিলেন। এই সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা যে সমস্ত লক্ষণ সংগৃহীত হইল তাহাই দর্শনযোগ্য লক্ষণ। চিকিৎসক এইরূপে কতকগুলি লক্ষণ অবগত হইয়া অবশিষ্ট লক্ষণগুলির জন্য স্বয়ং রোগীকে বা তাহার বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বক্ষঃমধ্যে বেদনাদি শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট, নিদ্রা অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা,উদ্বেগ, মানসিক অবস্থা, রোগের হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন। এই লক্ষণগুলিই শ্রবণযোগ্য লক্ষণ। এই দর্শন ও শ্রবণযোগ্য লক্ষণ-সমষ্টিই নিউমোনিয়া বা ফুস্ফুস্-প্রদাহ্‌ পীড়া। ইহা ভিন্ন ফুস্ফুস-প্রদাহ পীড়ার অন্য অস্তিত্ব নাই। যদ্যপি এই লক্ষণগুলি—এই দর্শন ও শ্রবণযোগ্য লক্ষণ সমষ্টি—দূর করিতে পারা যায়, তাহা হইলে রোগ আরাম করা হইল। যদি অন,

কাসী, বক্ষ-বেদনা, বিশিষ্ট প্রকার শ্লেষ্মা উদ্গম, যন্ত্রণা, শ্বাস-কষ্ট, ফুস্ফুসের রোগজ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি লক্ষণ দূর করা যায়, তাহা হইলেই রোগ আরাম করা হইল না?

মনে কর আর একটী পীড়া সবিরাম জ্বর। চিকিৎসক রোগীর দেহ পরীক্ষা করিয়া যকৃত প্লীহাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি প্রথমে অবগত হইলেন। এই লক্ষণগুলি পীড়ার একাংশ মাত্র। পরে চিকিৎসক রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্বরের সময়, গতি, হ্রাস বৃদ্ধি, কম্প, উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণের অবস্থিতি, সময়, পর্য্যায় ও পরিমাণ, পিপাসা, জ্বালা যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া, প্রভৃতি লক্ষণ অবগত হইলেন; এই লক্ষণগুলি পীড়ার অপরাংশ। এই দুই অংশ একত্র করিলেই সবিরাম জ্বর। এই দুই অংশ দূর করিতে পারিলেই রোগ আরাম করা হইল না?

লক্ষণ-সমষ্টিই রোগ। লক্ষণ-সমষ্টি দূর করিতে পারিলেই রোগ আরাম করা হয়। এজন্যই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লাক্ষণিক চিকিৎসা। এলোপ্যাথি কেবল নিদানের উপর চিকিৎসা-অট্টালিকার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রোথিত করিতে চান। নৈদানিক ভিত্তি কিন্তু অস্থায়ী। আজ যাহা যে রোগের যে নিদান স্থির হইতেছে, কল্য তাহা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। লাক্ষণিক ভিত্তি স্থায়ী। লক্ষণ সকল সতত দর্শন ও শ্রবণ যোগ্য, তজ্জন্য নিত্য। তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি বলে নিদান বা pathology সতত পরিবর্ত্তনশীল। যক্ষ্মাকাসের নিদান ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, আজ তাহা নাই। সবিরাম জ্বরের নিদান ২০ বৎসরের মধ্যে ন্যূন কল্পে ১০ বার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ওলাউঠার নিদান আজও স্থির হয় নাই। নিদান বা pathologyর উপর স্থাপিত বলিয়াই এলোপ্যাথি চিকিৎসায় বৎসর বৎসর এত পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। আজ একটী রোগের একটী নিদান স্থির হইল; তদনুযায়ী ঔষধ আবিষ্কৃত হইল। কল্য আর এক মহাত্মা তর্ক, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে সেই নিদান উল্টাইয়া দিয়া নিজের মত প্রচার করিলেন; সেই রোগ চিকিৎসার ঔষধাদিও তাহার নিদানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইল। এলোপ্যাথির চিকিৎসা-অট্টালিকার ভিত্তি বালিস্তূপের উপর স্থাপিত। বালুকা রাশি যেমন সরিতেছে, অট্টালিকাও তেমনি

হেলিতেছে; বালুকা-স্তূপ যেমন বিধ্বস্ত হইতেছে, অট্টালিকাও তেমনি ভূমিসাৎ হইতেছে। সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে ভিত্তিও সুদৃঢ় চাই।

নৈদানিক বা pathological চিকিৎসা সেই জন্যই বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। বিজ্ঞানানুমোদিত নহে বলিয়াই হোমিওপ্যাথি ঐ চিকিৎসা-প্রণালী অনুসরণ করে নাই। প্রায় এক শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ইউরোপে একবার ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। মহাত্মা হানিমান তখন জীবিত। তিনি লোক মুখে ওলাউঠার বিবরণ অবগত হইলেন এবং তাহার লক্ষণ সকল শ্রবণ করিলেন। লক্ষণ সকল শুনিয়াই তিনি ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। ওলাউঠার নিদান কি, তাহা জানিবার বা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি তখন ব্যগ্র হন নাই। তিনি রোগের লক্ষণ সকল শুনিয়াই বলিলেন যে, ক্যাম্ফর, আর্সেনিক, ভিরাট্রম ও কুপ্রম ঐ রোগের প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই এক শত বৎসরের মধ্যে কত কত নিদান হইল ও গেল, কত কত চিকিৎসা প্রণালীও সৃষ্টি ও বিলুপ্ত হইল; কিন্তু হানিমানের ওলাউঠা-চিকিৎসা এক শতবৎসর পূর্ব্বেও যাহা ছিল, আজও তাহাই আছে। হানিমান এক শত বৎসর পূর্ব্বে নিদান তত্ত্বানুসন্ধিৎসু না হইয়া জন সমাজের যে উপকার সাধন করিতে পারিয়াছেন, অদ্যো কক্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ নিদান লইয়া আজীবন কাল অতিবাহিত করিলেও, তাহার শতাংশের একাংশ উপকারও সাধন করিতে পারেন নাই এবং যত দূর দেখা গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহাতে কখন পারিবেন কি না সম্পূর্ণ সন্দেহ জন্মে। জগতের মধ্যে ভারত-ভূমিই ওলাউঠার অতি প্রিয় স্থান। কয়েক বৎসর অতীত হইল, যখন ডাক্তার কক্ ওলাউঠার বীজ নির্ণয়ার্থ মিসর হইয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন ভারতবাসী—কেবল ভারত-বাসী কেন, সমগ্র সভ্য জগতই—সোৎসুক চিত্তে ও আশান্বিত হৃদয়ে তাঁহার পরীক্ষা পরিদর্শনাদির ফল প্রতীক্ষা করিয়াছিল। ভারতবাসী ভাবিয়াছিল, ওলাউঠার অকাল মৃত্যু বুঝি রোধ করিবার জন্যই ভগবান মানবাকার ধারণ করিয়া ভারতে আগমন করিয়াছেন। কক্ আসিলেন, চলিয়া গেলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট

হইতে অসাধ্য সাধনা ও অচিন্তনীয় আবিষ্কারের জন্য ধন রাশি ও উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। জগতে খ্যাতি যশ আর ধরে না। চিকিৎসা-সমাজে আন্দোলন পড়িয়া গেল। নৈদানিক পণ্ডিতগণ নূতন আবিষ্কার লইয়া তুমুল বাগবিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতের দুঃখ, মানব সমাজের দুঃখ, অকাল মৃত্যু, কিছুই নিবারিত হইল না। ওলাউঠার মৃত্যু সংখ্যা কক্ সাহেব ভারতে পদার্পণ করা সত্ত্বেও কেবল যাহা ছিল তাহা থাকিয়া আস্ত থাকিলেও বাঁচিতাম; উহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আর, হানিমানের এক শত বৎসরের চিকিৎসা-অবস্থা আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাই বলিয়াছি যদি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে চাও, তবে দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ম্মাণ করিও।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিভা ও বিজ্ঞান সাহায্যে নিদান বা pathologyর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ইংরাজী নিদান বা pathology পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, আজ সেই pathology এত সুবৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। নিদানের এত উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলেও, রোগ চিকিৎসার কি কোন উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে? নিদানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের রোগজ যন্ত্রণার কি কিছু লাঘব হইয়াছে? রোগ চিকিৎসা পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা কি অধিকতর ফলবতী হইয়াছে? আমরা তো কিছুই দেখি না। মানবের দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন তেমনি থাকিলেও আমরা সৌভাগ্য মনে করিতাম। আমরা দেখিতেছি রোগের পরিমাণ এখন বেশী; চিকিৎসারও উপকার পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুই ভাল নহে।

নৈদানিক ভিত্তির উপর চিকিৎসা প্রণালী স্থাপিত না করিয়া লাক্ষণিক ভিত্তির উপর স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লাক্ষণিক চিকিৎসা বলিয়াই হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা প্রণালী অপরিবর্ত্তনীয়। আর লাক্ষণিক চিকিৎসা বলিয়াই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত ও ফলপ্রদ, কারণ আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি সমগ্র লক্ষণ-সমষ্টি ব্যতীত রোগের অন্য অস্তিত্ব নাই। নিদানোপরি স্থাপিত চিকিৎসা-প্রণালী উৎকৃষ্টতর হইলে, নিদানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধুনা এলোপ্যাথি চিকিৎসা পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে উন্নতি লাভ করিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, আমরা নিদানের আবশ্যকীয়তা বা নিদান-পাঠের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি না। চিকিৎসা-শাস্ত্র মধ্যে নিদান অতি প্রধান স্থান অধিকার করে; নিদান-পাঠ সকল চিকিৎসক মাত্রেরই অতীব আবশ্যক। এমন কি নিদান অধ্যয়ন ব্যতীত রোগ চিকিৎসাই কখন সফল ও কার্য্যকারী হইতে পারে না, কারণ নিদান-পাঠ ব্যতীত আমরা লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহে সমর্থ হই না। চিকিৎসা-শাস্ত্র মধ্যে যদি কিছু অংশ উন্নতিশীল থাকে তবে নিদান বা প্যাথলজি। চিকিৎসক মাত্রেরই ইহা একটী গৌরবের বিষয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে গেলে ফিজিয়লজি বা শারীরতত্ত্ব যেরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়, প্যাথলজিও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় বিষয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় দেহস্থিত যন্ত্রাদির সংগঠন ও ক্রিয়া পর্য্যালোচনার্থ ফিজিয়লজি বা শারীরতত্ত্ব; আর, রোগে সেই সমস্ত যন্ত্রাদির সংগঠন ও ক্রিয়া ঘটিত যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহাই পর্য্যালোচনার্থ প্যাথলজি। ঘড়িটী কিরূপে চলে জানা আগে আবশ্যক; তাহা না জানিলে জানিলে কোথায় কোন্ কলটীতে দোষ ঘটিয়াছে এবং কোথায় কোন্ কলটী মেরামত করিতে হইবে তাহা জানা যায় না। রুগ্নাবস্থার সংবাদ জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সুস্থাবস্থার সংবাদ রাখিতে হয়। ঘড়ী বিকল হইবার পূর্ব্বে কি প্রকারে উহা চলে তাহা দেখিতে ও শিখিতে হয়। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, ফিজিয়লজি বা শারীরতত্ত্ব পাঠ যেমন প্রয়োজনীয়, প্যাথলজি বা নিদান-পাঠও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়।

নিদান-পাঠ ব্যতীত চিকিৎসা-কার্য্য কখনই সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। বলিতে কি, নিদান-পাঠ ব্যতীত কেহ কখনই সুচিকিৎসক হইতে পারে না। রোগের গতি, প্রকার, প্রস্থান, পার্থক্য ও অবস্থিতি কাল নির্ণয় পক্ষে নিদানই একমাত্র সহায়। নিদানের সহায়তা ভিন্ন রোগ কি ভাবে কোন দিকে অগ্রসর বা হ্রাস হইতেছে, রোগের ফলাফল শুভ কি অশুভ, রোগটী কোন্ রোগ এবং কোন্ রোগ নহে, রোগটী কতদিন স্থায়ী হইবে এই সমস্ত গুরুতর বিষয় কখনই নির্ণয় করা যায় না। এই সমস্ত গুরুতর বিষয় সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত না হইলে রোগের চিকিৎসাই একরূপ

অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে অংশ এত প্রয়োজনীয় ও গুরুতর, আমরা তাহার আবশ্যকীয়তা কি প্রকারে অস্বীকার করিব? আমরা এই প্রবন্ধে যাহা বলিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, রোগ-চিকিৎসা নিদানের উপর স্থাপিত না হইয়া লক্ষণ-সমষ্টির উপর স্থাপিত হওয়া উচিত।

নৈদানিক (pathological) ও লাক্ষণিক (symptomatic) চিকিৎসার প্রভেদ আমরা সুস্পষ্ট দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। কথাগুলি একটু স্থির চিত্তে বুঝিলেই সমস্ত সহজেই বোধগম্য হইবে। বুঝিয়াও যাঁহারা হোমিওপ্যাথিকে লাক্ষণিক চিকিৎসা বলিয়া উপহাস করিবেন তাঁহারা ক্ষমা ও দয়ার পাত্র।

লক্ষণ সমষ্টি ও বিশিষ্ট লক্ষণ।

রোগ পরীক্ষা এবং লক্ষণ-সমষ্টি সংগ্রহ করিয়া লেখা চিকিৎসার সর্ব্ব-প্রধান অঙ্গ। এই পরীক্ষা ও লক্ষণ-সমষ্টি সংগ্রহ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। হানিম্যান বলিয়াছেন :—

"The totality of the symptoms which characterise a given case, being once committed to writing, the most difficult part is accomplished."

অর্থাৎ, কোন রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি একবার লিখিয়া লইতে পারিলেই, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজটী সমাধা করা হইল।

ডাক্তার এলেন বলিয়াছেন :—

"Before we can select a remedy for a given case we must first ascertain the particular symptoms of which the patient complains, which form the picture of the disease; and this is often a most difficult task."

অর্থাৎ, কোন রোগীর জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে সেই রোগী যে যে লক্ষণের কথা বলে তাহাই সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য, কারণ সেই লক্ষণগুলিই রোগের প্রতিকৃতি স্বরূপ। এই কার্য্যটী প্রায়ই অতিশয় কঠিন।

ডাক্তার ডনহাম বলিয়াছেন :—

"Do you say that this is an easy matter? Gentlemen, it is the most

difficult part of your duty. To select remedy after a masterly examination and record of the case is comparatively easy. But to *take* the case requires great knowledge of human nature of the history of disease and, as we shall see, of the *Materia Medica*."

অর্থাৎ, আপনারা কি বলেন যে ইহা (লক্ষণ-সমষ্টি সংগ্রহ করা) অতি সহজ ব্যাপার? আপনাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। দক্ষতার সহিত রোগী পরীক্ষা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা বরঞ্চ অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ, কিন্তু রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি সংগ্রহ করা অতি কঠিন, কারণ তাহা করিতে মানব স্বভাব, রোগের বিবরণ এবং মেটিরিয়া মেডিকা সম্যক্ অবগত হওয়া আবশ্যক।

লক্ষণ-সমষ্টিই (totality) রোগের প্রতিকৃতি। আর লক্ষণ-সমষ্টি সংগ্রহ করাই চিকিৎসার সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। লক্ষণ-সমষ্টি সংগ্রহ করিতে পারিলেই সর্ব্বপ্রধান কাজ সমাধা করা হইল।

লক্ষণ-সমষ্টি দ্বারায় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চক্ষুর সম্মুখে এক একটী চিত্র অঙ্কিত হয়; যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা বলে রোগীর চিকিৎসোপযোগী বর্ত্তমান অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, চিকিৎসক সেই সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার পরস্পরের সম্বন্ধ ও পরিমাণ সেই চিত্রে অঙ্কিত দেখিতে পান এবং তদ্দ্বারা রোগীর রোগের কারণ, গতি ও প্রকৃতি বুঝিতে পারেন। তিনি তাহা হইতে আরও বুঝিতে পারেন যে, রোগ সম্পূর্ণ আরাম হইবে কিম্বা সম্পূর্ণ আরাম না হইয়া কেবল মাত্র দমিত হইয়া থাকিবে। রোগ-নির্ব্বাচন, প্রজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষণ-সমষ্টি অতীব প্রয়োজনীয়।

রোগ চিকিৎসা করিতে গেলে বিশিষ্ট লক্ষণই একমাত্র পথ প্রদর্শক লক্ষণ-সমষ্টি (totality of symptoms) এবং বিশিষ্ট লক্ষণ (characteristics) দুইটী প্রভেদ জিনিষ। লক্ষণ সমষ্টির বর্ণনা মধ্যে বিশিষ্ট লক্ষণ থাকে, কিন্তু বিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে লক্ষণ-সমষ্টি থাকে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লক্ষণ-সমষ্টি দ্বারা রোগের কারণ, গতি, প্রকৃতি, প্রজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নির্ণীত হইয়া থাকে। রোগ চিকিৎসায় বিশিষ্ট লক্ষণই প্রধান সহায়। বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সম্মুখে যে চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহাতে তিনি নির্দিষ্ট ঔষধ নির্ব্বাচনে সক্ষম হইয়া রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন

কার্য্যতঃ দেখিতে গেলে রোগ চিকিৎসা কালে লক্ষণ-সমষ্টি (totality) চিকিৎসকের নিকট কোনও কাজের নহে ; তবে উহার এই মাত্র আবশ্যক যে, লক্ষণ-সমষ্টি হইতে বিশিষ্ট লক্ষণ সকল (characteristics) বাছিয়া লইতে ও পৃথক করিতে পারেন। অপরন্তু, বিশিষ্ট লক্ষণই তাঁহার নিকটে সর্ব্বস্ব।

এক্ষণে দেখা যাউক, রোগ চিকিৎসায় চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কি। চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য রোগীর নিকট হইতে, দেখিয়া শুনিয়া, লক্ষণ-সমষ্টি প্রথমে সংগ্রহ করা এবং তৎপরে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন পূর্ব্বক সেই লক্ষণ-সমষ্টি হইতে বিশিষ্ট লক্ষণ সকল বাছিয়া পৃথক করা। মূল কথা সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বিশিষ্ট লক্ষণ সংগ্রহই চিকিৎসকের যথার্থ কর্ত্তব্য ; ইহা দ্বারাই রোগ চিকিৎসা ও আরোগ্য হইয়া থাকে। বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা একটী রোগকে সেই প্রকারের অন্য একটী রোগ হইতে পৃথক করিতে আমরা সমর্থ হই। প্রথমে রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া পরে ভেষজের বিশিষ্ট লক্ষণ নির্ব্বাচন করাই আমাদের প্রধান কাজ। রোগের বিশিষ্ট লক্ষণের সহিত ভেষজের বিশিষ্ট লক্ষণ সকল মিলাইয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

যেমন রোগের লক্ষণ-সমষ্টি ও বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, ভেষজেরও তেমনি লক্ষণ-সমষ্টি ও বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। প্রত্যেক ভেষজেরই রোগোৎপাদক গুণ (sick-making qualities) আছে ; সেই রোগোৎপাদক ভেষজ-ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলিই তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ। সেই জন্য জনৈক চিকিৎসক লিখিয়াছেন :—

"That we may successfully meet the indications required by the peculiarities of disease, our greatest effort should be directed toward bringing out and making prominent all of the peculiarities of drug-action, as regard their sick-making qualities."

এক্ষণে উদাহরণ দ্বারা আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা আরও একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেছি। উদরাময় একটী পীড়া ; ইহার লক্ষণ-সমষ্টি যাহা, তাহা একত্র করিলে আমরা ইহা যে উদরাময় অন্য কোন পীড়া নহে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি ; তদ্ব্যতীত এই লক্ষণ-সমষ্টি দ্বারা এই রোগের

প্রকৃতি, কারণ, গতি, অবস্থিতি কাল, প্রস্থান প্রভৃতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হই। লক্ষণ সমষ্টির কাজ এই পর্য্যন্ত।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, এই উপস্থিত উদরাময় পীড়ার বিশিষ্ট লক্ষণ কি। উদরাময় বলিলেই তো তাহার কতকগুলি সাধারণ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে। তাহা দেখিয়া তো তাহার চিকিৎসা হইতে পারে না। মনে কর, উদরাময় রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। তাহার মল পরিবর্ত্তনশীল; অধিকাংশ সময়ই সবুজাভ শ্লৈষ্মিক। মুখে তিক্তাস্বাদ; মুখ দিয়া অবিরত জল উঠে। এইগুলি ঐ উদরাময়ের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বিশিষ্ট লক্ষণ দেখিয়াই আমরা ঔষধ নির্ব্বাচনে সক্ষম হই। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি দেখিয়া আমরা পলসাটিলা ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারি। সকল রোগ ও ভেষজ সম্বন্ধেই এইরূপ।

সকলেই জানেন যে, অনেক রোগেরই অনেক লক্ষণ সাধারণ আছে। অনেক ভেষজেরও অনেক লক্ষণ সাধারণ আছে। মেটিরিয়া মেডিকা উপর উপর পাঠ করিতে গেলে পাঠকের নিকট অনুমান হয় যে, সমস্ত ঔষধের লক্ষণ একই প্রকার, কোন বিভিন্নতা নাই। যদিও অনেক ঔষধেরই মধ্যে কতকগুলি করিয়া সাধারণ লক্ষণ আছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে প্রত্যেক ঔষধের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পার্থক্য আছে, সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্যোৎপাদক লক্ষণগুলিই সেই সেই ভেষজের বিশিষ্ট লক্ষণ।—এই বিশিষ্ট লক্ষণ গুলি না থাকিলে ঔষধ নির্ব্বাচন অসম্ভব হইত এবং রোগ চিকিৎসাও কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত না।

কতকগুলি শ্বেত সূত্রের সহিত একটী মাত্র লাল সূত্র মিশাইয়া দড়ি পাকাইলে যেমন সেই লাল সূত্রটী অতি পরিস্ফুট ও পৃথক ভাবে দড়ির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, প্রত্যেক ভেষজ-ক্রিয়ার মধ্যে তদ্রূপ কতকগুলি করিয়া লাল সূত্রবৎ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই লাল সূত্রবৎ লক্ষণগুলিই ঐ ভেষজের প্রভেদ-সূচক এবং বিশেষ লক্ষণ; এই লক্ষণগুলি সমস্ত বর্ত্তমান থাকিয়া বিশিষ্ট লক্ষণ রূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। লালসূত্র লক্ষণই চিকিৎসকের খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হয়,—যেমন রোগীর

লিকট হইতে, তেমনি ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে। রোগ-চিকিৎসায় বাস্তবিক বলিতে গেলে এই লালসূত্র লক্ষণই একমাত্র পথ-প্রদর্শক; রোগারোগ্য সম্বন্ধে লালসূত্র লক্ষণই একমাত্র সহায়। রোগ-চিকিৎসায় যদি কোন রোগীতে একটী মাত্র এই লালসূত্র লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই এবং যদ্যপি সেই লালসূত্র লক্ষণ দ্বারা ভেষজেরও ঐরূপ একটী লালসূত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে জানিবে যে, অনেক সময়ে ঐ একটী মাত্র লক্ষণানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াই আমরা সেই রোগীকে আরোগ্য করিতে পারি, অবশ্য যদি উপযুক্ত মাত্রা ও ক্রমে ঐ ঔষধ ব্যবহার করি।

অভিজ্ঞতায় আমরা আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথমে একটী মাত্র লাল সূত্রবৎ লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া আমরা পরে দেখিয়াছি যে, অধিকাংশ স্থলেই ঐ ঔষধই নির্দ্দিষ্ট ঔষধ দাঁড়াইয়াছে এবং ঐ ঔষধেই রোগীর সকল লক্ষণগুলিই আবৃত করিয়াছে, অর্থাৎ similimum হইয়াছে। মূল কথা, ঐ ঔষধেই রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি প্রতিফলিত দেখা গিয়াছে। শ্বেত সূত্র গুচ্ছের মধ্যে লাল সূত্রের যেমন প্রাধান্য, ভেষজের ও রোগীর লক্ষণ-সমষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট লক্ষণের সেইরূপ প্রাধান্য। লাল সূত্র লক্ষণ একটী পাওয়া গেলেও তাহা বহুমূল্য।

রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি হইতে লালসূত্রবৎ বিশিষ্ট লক্ষণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভেষজের লক্ষণ সমূহ হইতে তদনুরূপ লক্ষণ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সেই ঔষধ উপযুক্ত ক্রমে প্রয়োগ করিতে পারিলেই রোগ শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইবে।

"Seek out, therefore, the *characteristics*, the *peculiars*, the *key-notes*; give them *special* importance in your search for the remedy, for through them only can we discover the similimum."

মেটিরিয়া মেডিকা অধ্যয়ন।

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যতত্ত্বই হোমিওপ্যাথির অমর কীর্ত্তি। এই মেটিরিয়া মেডিকার উপরেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব অনন্ত বার পাঠ করিলেও উহার পাঠ শেষ হয় না। যিনি যে পরিমাণে এই ভৈষজ্যতত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া উহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে

জগতে সুচিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। হানিমান হইতে আরম্ভ করিয়া জার, হেরিং, ডনহাম, ফারিংটান, হিউজ কেণ্ট প্রভৃতির নাম, জগতে যতদিন হোমিওপ্যাথির নাম থাকিবে, ততদিন কীর্ত্তিত হইবে। তুমিও যদি সুচিকিৎসক হইয়া অর্থ, যশ, মানের বাসনা কর, হোমিও-প্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের উপর প্রভুত্ব স্থাপনা করিতে চেষ্টা কর।

ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠ যেমন আবশ্যকীয়, তেমনি উহা কঠিন। নূতন পাঠক এই ভৈষজ্যতত্ত্ব কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন বাক্য-সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না, সুতরাং উহা অতি নীরস ও কঠোর পাঠ্য বলিয়া বোধ হয়। উহা পাঠ করিয়া অভ্যাস ও স্মরণ করিয়া রাখা দূরে থাকুক, কাহারও উহার সমগ্র অংশ পাঠ করিবার ধৈর্য্য থাকে না। নবীন পাঠক দেখিলেন, একটী ঔষধের বিবরণে যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, অপর ঔষধের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই প্রায় পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রত্যেক ঔষধের স্বাতন্ত্র্য তিনি দেখিতে পান না। যেমন প্রত্যেক মানুষের হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, প্রভৃতি আছে বটে, সকলেরই দেহ অস্থিচর্ম্মমাংস প্রভৃতি কর্তৃক গঠিত, তথাপি রাম শ্যাম হইতে বিভিন্ন, হরি যদু হইতে বিভিন্ন। এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতা হইতে বিভিন্ন। রাম ও শ্যাম, হরি ও যদুর যদিও সাধারণ কতকগুলি লক্ষণ আছে বটে, কিন্তু উভয়েরই আবার এমন কতকগুলি স্বকীয় ও স্বতন্ত্র লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা একাকে অপর হইতে চিনিয়া লওয়া যায়। একটি অল্প বয়স্ক গোরক্ষক তাহার পালের সমস্ত গোরু গুলিরই নাম ও কোন, গোরুটি কাহার সমস্তই জানে। নিত্যদর্শন, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও সামান্য লক্ষণগুলির প্রতি মনোযোগ এবং পৃথককৃত চিহ্ন-সকলের প্রতি দৃষ্টিই গোরক্ষকের গোরু চিনিবার কারণ। যিনি যতবার ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠ করিয়াছেন, যিনি যে পরিমাণে প্রত্যেক ভেষজের ক্ষুদ্র ও সামান্য লক্ষণগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন, যিনি যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত একটী ঔষধের পৃথককৃত ও স্বাতন্ত্র্যদায়ক চিহ্নসকল মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে প্রত্যেক ভেষজের স্বাতন্ত্র্য ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠ আর নীরস ও অসংলগ্ন বাক্যসমষ্টি বলিয়া বোধ হইবে না।

প্রত্যেক ঔষধকে প্রত্যেকের সহিত তুলনা করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ তুলনা করিয়া যিনি ভৈষজ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শিক্ষক। খ্যাতনামা ডনহাম ও কারিংটান এই রূপেই মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রোফেসর কেণ্টও অধুনা এই মতেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। একটী ঔষধকে অপরটী হইতে যে পৃথক করিতে পারে, পৃথক করিবার পূর্ব্বে সম্যক্ তুলনা করিতে পারে, তাহারই যথার্থ মেটিরিয়া মেডিকা অধ্যয়ন হইয়াছে। এইরূপ তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও কতকগুলি লক্ষণ কতকগুলি ঔষধের সমান আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেককে প্রত্যেক হইতে বিভিন্ন করা যাইতে পারে, প্রত্যেককে প্রত্যেকটি হইতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, এমন সুস্পষ্ট বিশিষ্ট লক্ষণও যথেষ্ট আছে।

মেটিরিয়া মেডিকা অধ্যয়ন প্রগাঢ় তপস্যার কাজ। যিনি ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠই ধ্যান, জ্ঞান, পূজা, জপ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই এই কঠোর তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিজ্ঞান-সেবা প্রারম্ভে সুখকর নহে। বিজ্ঞান-পূজায় সুখ ও আরাম আহুতি প্রদান না করিতে পারিলে, দেবীর অনন্তসুখপ্রদ প্রসাদ লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। বিদ্যার্জ্জনার পথ সুকোমল কুসুমাস্তৃত নহে। প্রগাঢ় পরিশ্রম, অসীম অধ্যবসায়, কঠোর প্রতীক্ষা, ঐকান্তিক কামনা, দুঃসহ কষ্ট স্বীকার না করিলে কোন বিদ্যাই লাভ করা যায় না।

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা কিরূপে পাঠ করিতে হয়, কি রূপে একটী ঔষধ অপর আর একটীর সহিত তুলনা করিতে হয়, আমরা নিম্নে উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছি। আমরা যে পথ দেখাইয়া দিলাম, ভরসা করি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই পথ অনুসরণ পূর্ব্বক হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা পাঠে প্রবৃত্ত হইবেন।

জেলসিমিয়াম।

মৃদু বাতাসে (mild atmosphere) জেলসিমিয়ামের রোগ উৎপন্ন হয়। জেলসিমিয়ামের লক্ষণ সকল ধীরে ধীরে উপস্থিত হয়। শীতপ্রধান দেশে বা শীতের প্রারম্ভকালে যখন রোগ হঠাৎ আরম্ভ হয়, তখন একোনাইট

প্রধান ঔষধ। জেলসিমিয়ামের পীড়া ধীরে ধীরে (slowly) এবং একোনাইটের পীড়া হঠাৎ (suddenly) আরম্ভ হয়।

একোনাইট এবং জেলসিমিয়ামের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে কিন্তু অসাদৃশ্যও অতি অধিক। একোনাইট ও জেলসিমিয়াম উভয়ই উত্তেজনশীল (irritable) এবং চৈতন্যাধিক (sensitive), কিন্তু উহাদের প্রধান সাদৃশ্য উহাদের ভয়ে। ভয় সম্বন্ধে সাদৃশ্য থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই প্রত্যেকের ভয় এক এক প্রকার, একটিকে অপরটী হইতে সহজেই পৃথক করা যায়। জেলসিমিয়ামের ভয়ের সহিত কোন প্রকার প্রদাহিক (inflammatory) অবস্থা থাকে না। যখন জ্বর আইসে, জেলসিমিয়ামের মহাভয় উপস্থিত থাকে না। একোনাইটের রোগী জ্বরের অধিক প্রাবল্য সময়ে মৃত্যুভয় করে এবং যে দিবস মৃত্যু হইবে ঠিক সেই দিবস গণিয়া বলে। জেলসিমিয়ামের ভয় ভীরুতা-ব্যঞ্জক (cowardly), যেন কোন অমঙ্গল ঘটিবে আশঙ্কা হয়। অতি সামান্য শব্দ, বিরক্তি বা কুসংবাদে ভয় হয়। এই ভয়ের পরেই, মেরুমজ্জা যে সমস্ত মাংসপেশীর উপর শাসন করে, সেই সমস্ত মাংসপেশীর পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়; তাহাতেই মলদ্বার প্রভৃতি দ্বারের (sphincter) মাংসপেশীর শিথিলতা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য রোগী অসাড়ে (involuntary) মলত্যাগ করিয়া ফেলে। জেলসিমিয়ামের সৈনিক পুরুষ যুদ্ধে গিয়া অসাড়ে মলত্যাগ করিয়া ফেলে। একোনাইটের ভয় অনেকটা bold, active; জেলসিমিয়ামের ভয় cowardly, passive। একোনাইটের ভয়ের সঙ্গে উদরাময়ও থাকিতে পারে; জেলসিমিয়ামের ভয়ের পরে উদরাময় হয়। উদরাময়ের সহিত ভয়:—একোনাইট। ভয় হইতে উদরাময়:—জেলসিমিয়াম। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামেও ভয় আছে; ঐ ভয়ও উদরাময় গির্জ্জা বা অপেরায় যাওয়ার সময়ে উপস্থিত হয়। জেলসিমিয়ামে পরিশ্রান্ত (tired) মস্তিষ্ক, যেন মানসিক দৌর্ব্বল্য (mental helplessness) বোধ হয়, যেন চিন্তা করিতে অপারগ, কি পড়ে তাহা বুঝিতে বা বলিতে পারে না, একটী ছত্রের আধা গোড়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না,—মস্তিষ্কের এইরূপ দৌর্ব্বল্যসূচক অবস্থা হইতে এক প্রকার ভয় সমুদ্ভূত হয়। সেই ভয় লোক সমাজে

বা সভা প্রভৃতি স্থানে যাইতে ভয়, কারণ তাঁহার বিশ্বাস থাকে যে, তিনি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতে সক্ষম নহেন। এই ভয় অনেকটা nervous dread। একজন বক্তা কোন সময়ে বক্তৃতা দিবার নির্দ্ধারিত কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহাই ভয় করিতে থাকেন; অনুভব করেন তাঁহার মানসিক শক্তি যেন অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ভাবেন তিনি এই রূপ কার্য্যে অনুপযুক্ত। এইরূপ লোকের পক্ষেই জেলসিমিয়াম উপকারী। লাইকোপোডিয়ামের লক্ষণ—আপন শক্তিতে অবিশ্বাস (loss of confidence in his own vigor)। লাইকোপোডিয়ামের এই লক্ষণ হঠাৎ উপস্থিত হয় না, অনেক সময় লইয়া তবে উপস্থিত হয়। জেলসিমিয়ামে যেরূপ উপস্থিত কার্য্যের (task) এবং তাহাতে অকৃতকার্য্যতার ভয় দেখিতে পাওয়া যায়, সাইলিসিয়াতেও ঠিক সেইরূপ ভয় অর্থাৎ dread of an approaching task and the fear of failure পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রভেদের মধ্যে এই যে, যদ্যপি সাইলিসিয়ার ব্যক্তিকে সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত বা বাধ্য করান যায়, তাহা হইলে তিনি অতি সহজেই উহা সম্পন্ন করিতে পারেন। জেলসিমিয়াম ভীরু স্বভাব; সাইলিসিয়া বিনয়ী ব্যক্তি। জেলসিমিয়াম কাজের সময় পিছাইয়া যায়, ভয় হয় তাহার সে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই; সাইলিসিয়ার ভয় বিনয়ের ভয়, কারণ সে নিজের যত দূর ক্ষমতা তাহা নিজে ঠিক বুঝিতে পারে না।

জেলসিমিয়াম পরীক্ষকদিগের মধ্যে উচ্চ হইতে লাফাইয়া পড়া একটী অতি সুস্পষ্ট ও প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অরামেও এরূপ আত্মহত্যার লক্ষণ আছে, কিন্তু প্রভেদ অনেক। জেলসিমিয়ামের আত্মহত্যা কেবল মাত্র ক্ষণিক ভাব (impulse for the moment); অরামের আত্মহত্যা স্থায়ী মানসিক ভাব (suicidal mood)। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম কূপের মধ্যে তাকাইতে পারে না, কারণ তাহার সেই কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে ইচ্ছা (impulse) হয়। ট্যাবেকামেও জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িতে ইচ্ছা (impulse) দেখিতে পাওয়া যায়।

অল্পভাষ্য (silent) লোক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে রক্তাধিক্যের লক্ষণ থাকিলে জেলসিমিয়ামের আবশ্যক হয়। স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে,

স্বামীর চক্ষু হইতে এক ফোটাও জল পড়িল না, মুখ হইতে একটী শোকের কথাও বাহির হইল না, তিনি নীরবে শোকাবেগ সহ্য করিলেন বটে, কিন্তু তিনি সেই শোকে শয্যাশায়ী হইলেন, তাঁহার মস্তকে রক্তাধিক্যতা লক্ষণ উপস্থিত হইল। সেই রোগীর পক্ষেই জেলসিমিয়াম উপকারী। আবার কোন রমণী স্বামী বা পুত্রশোকে রোরুদ্যমানা, সতত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, কখন বা হিষ্টিরিয়ার ন্যায় মূর্চ্ছা যাইতেছে; এই রমণীর পক্ষে ইগনেসিয়া প্রধান ঔষধ।

কমজ্বরের ন্যায় জেলসিমিয়ামেও সুস্পষ্ট শিরোঘূর্ণন বা মাথা ঘোরা (vertigo) আছে। ঐ মাথাঘোরা পশ্চাৎ মস্তক বা (occiput) হইতে সমগ্র মস্তকে পরিব্যাপ্ত হয়। সাইলিসিয়াতেও এইরূপ মাথাঘোরা আছে; এই মাথা ঘোরাও ascending অর্থাৎ গ্রীবাদেশ হইতে মস্তকোপরি উত্থিত হয়। জেলসিমিয়াম শিশুর মাথা ঘোরে বা টলে (dizzy) এবং নাড়িতে গেলেই মাতাকে জড়াইয়া ধরে ও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, ভয় করে যেন পড়িয়া যাইবে। বোরাক্স শিশুও দোলায় শুয়াইলেই কিম্বা তীব্র শব্দে চীৎকার করিয়া উঠে।

জেলসিমিয়ামের মস্তকের লক্ষণসকল অতি প্রধান ও আবশ্যকীয়। জেলসিমিয়ামের বিশিষ্ট শিরঃপীড়া স্নায়ুশূলের মাথাধরা (neuralgic head-ache); ঐ মাথাধরা গ্রীবাদেশীয় মেরুদণ্ডের (cervical spine) ঊর্দ্ধাংশ হইতে আরম্ভ হয় এবং মস্তকোপরি বিস্তৃত হয়; প্রাতে ১০টার সময়ে উহার বৃদ্ধি। ঐ মাথাধরার সঙ্গে মস্তকে রক্তাধিক্য থাকে। মাথাধরা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আরম্ভ হয় এবং মূত্রের পরিমাণ কম হইয়া আইসে তৎপরে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া মাথাধরার লাঘব হয় বা ছাড়িয়া যায়।

কোন কোন বিষয়ে জেলসিমিয়াম ও সাইলিসিয়ার শিরঃপীড়া প্রায় এক। উভয়ের মাথাধরাই পশ্চাৎ গ্রীবা হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি গমন করে এবং উভয়ের মাথাধরাই প্রচুর প্রস্রাব হইয়া উপশমিত হয়। সাইলিসিয়ার শিরঃপীড়া অনেকটা পুরাতন (chronic); জেলসিমিয়ামের মাথাধরা প্রায়ই সর্দ্দি লাগিয়া হয়। সাইলিসিয়ার মাথাধরা চাপ দিলে বা

টিপিলে, উত্তাপ প্রয়োগে এবং কসিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিলে উপশম বোধ হয়। জেলসিমিয়ামের মাথাধরা, গ্লোনইন ও বেলেডনার ন্যায়, সূর্য্যোত্তাপ বশতঃ মস্তকে রক্তাধিক্যতা হেতু হইয়া থাকে। সবমন শিরঃপীড়া (sick headache) প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ দিবাভাগে বর্দ্ধিত হয়, সঞ্চালন ও শয়নে বৃদ্ধি এবং নিদ্রা ও বমনে হ্রাস বোধ হয়। ইহাই জেলসিমিয়ামের লক্ষণ। জেলসিমিয়ামের আবার কোন কোন মাথাধরাও শয়নে উপশমিত হইয়া থাকে। জেলসিমিয়ামের বেদনা মেরুদণ্ড (spine) বহিয়া ঊর্দ্ধে উঠে, বেলেডোনার মাথাধরা পৃষ্ঠ বহিয়া নিম্নে নামে।

গর্ভাবস্থা সম্বন্ধে জেলসিমিয়ামের কতকগুলি অতি চমৎকার ও আবশ্যকীয় লক্ষণ আছে। প্রসব বেদনা স্বাভাবিক ভাবে আরম্ভ হয়, কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়া একটা বেদনা পৃষ্ঠ বহিয়া মস্তকের দিকে উঠে। এই বেদনার বিশেষ বিবরণ এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে:—প্রত্যেক বার বেদনা বেশ স্বাভাবিক ভাবে আইসে, কিন্তু উহা উদরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া তল পেটে না আসিয়া উহা ফিরিয়া পৃষ্ঠ বহিয়া ঊর্দ্ধে উঠে। ফসফরাসের বেদনা মলত্যাগ কালে কক্সিক্স অস্থি হইতে মেরুদণ্ড বহিয়া মস্তকে চিড়িক মারিয়া উঠে। ল্যাকেসিসের যে বেদনা তাহা পৃষ্ঠ বহিয়া তরঙ্গবৎ উঠে। গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় যখন বেদনা জরায়ু হইতে পৃষ্ঠ বহিয়া ঊর্দ্ধে উঠে, তখন জেলসিমিয়ামে ঐ বেদনা নিবারিত হয়। গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় যদি জরায়ু ও ডিম্বাধারে হুলবেধবৎ (stinging), ছিন্নকর (tearing) কামড়ানি (aching) বেদনা থাকে, তবে এপিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি জরায়ু-মুখ বেশী কঠিন এবং বেদনা পৃষ্ঠ বহিয়া ঊর্দ্ধে উঠে এমন লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে জেলসিমিয়ামই প্রধান ঔষধ। যদি সেক্রাম (sacram) অস্থির দিকে বেশী বেদনা, বেদনা অতি ক্ষীণ এবং রমণী গাত্র বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিতে চাহে, তাহা হইলে পলসাটিলা। ঐ অবস্থায় যদি জরায়ু-মুখ কঠিন থাকে, তবে তাহাও ঐ পলসাটিলা দ্বারা দূরীভূত হয়। যদি জরায়ু-মুখ কঠিন থাকে এবং অঙ্গুলি দিয়া পরীক্ষা করিতে গেলে জালা অনুভব হয় তবে কার্ব-এনিমেলিস।

[illegible] আক্ষেপে জেলসিমিয়াম অতি উপকারী। রোগীর অতি

শোচনীয় ও অবসন্ন অবস্থা, তৎক্ষণাৎ উপশম দিতেই হইবে, এমন অবস্থায় জেলসিমিয়াম বা ইগনেসিয়া দিবে, অবশ্য যেটীর লক্ষণ বেশী প্রবল দেখিতে পাইবে। এই অবস্থাতে মস্কস ও লেরোসেরেসাসও কখন কখন প্রয়োগ করা যায়।

জেলসিমিয়ামের বিশেষ এক প্রকার বক্ষ-লক্ষণ আছে ; উহা জেলসিমিয়ামেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। রোগী অবিরত গড়াগড়ি বা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে ; এরূপ কেন করিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে রোগী বলে যে, সে সাহস করিয়া স্থির হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে না, ভয় হয় পাছে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়।

জেলসিমিয়াম স্বল্প-বিরাম (remittent) জরে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ সেই প্রকার স্বল্প-বিরাম জর যাহা বিকার জরে (typhoid state) পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে। জেলসিমিয়ামের জর প্রায়ই তৃষ্ণাশূন্য। জেলসিমিয়ামের জর বৈকালে হয় এবং তাহাতে তৃষ্ণা থাকে না : এপিসেও তৃষ্ণাশূন্য জর আছে।

মাংসপেশীর পক্ষাঘাতিক (paralytic) দুর্ব্বলতা জেলসিমিয়ামের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ভারী ; রোগী যেন অতি পরিশ্রান্ত। এই পরিশ্রান্তি বোধ যে কেবল শারীরিক তাহা নহে ; মানসিক পরিশ্রান্তিও বোধ হয়। এইরূপ শারীরিক (physical) এবং মানসিক (mental) পরিশ্রান্তি লক্ষণে এক মাত্র জেলসিমিয়ামই প্রযুজ্য। এই লক্ষণটি জেলসিমিয়ামের অতি বিশিষ্ট (characteristic) লক্ষণ। রোগী মাংসপেশীর দৌর্ব্বল্য বশতঃ টলিতে থাকে।

জেলসিমিয়ামের মাংসপেশীর লক্ষণ মধ্যে আক্ষেপিক (spasmodic) লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ; এই জন্যই হিষ্টিরিয়া জনিত আক্ষেপ (hysterical convulsion) এবং প্রসবান্তিক আক্ষেপে (puerperal convulsion) ইহা ব্যবহৃত হয়।

জেলসিমিয়ামের আর এক প্রকার বিকার লক্ষণ বা বিকার-জনিত উদ্বেগ আছে ; উহা উদ্বেগ (eruption) বসিয়া যাওয়ায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদ্বেগ-বিলোপ বশতঃ বিকারাবস্থায় সেই জন্য জেলসিমিয়াম

উপকারী। আরও, মূত্রাবরোধ বা স্বল্প মূত্র বশতঃ আক্ষেপ এবং মৃগী রোগের আক্ষেপেও জেলসিমিয়াম ব্যবহৃতব্য।

জেলসিমিয়ামের ক্রিয়ার প্রধান ও সর্ব্ব প্রথম লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

চেলিডোনিয়াম।

চেলিডোনিয়াম যকৃত সম্বন্ধীয় একটী ঔষধ। দেহের দক্ষিণ পার্শ্বের উপরে ইহার প্রধান ক্রিয়া; ইহার ফুসফুসীয় লক্ষণও দক্ষিণ পার্শ্বের। ব্রাইওনিয়ায় যেমন সঞ্চালনে বৃদ্ধি দেখা যায়, চেলিডোনিয়ামেও সেইরূপ সঞ্চালনে (motion) বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ইহার মানসিক লক্ষণ সকল তত সুস্পষ্ট নহে। ইহার মানসিক লক্ষণ বিষণ্ণতা ও উদ্বেগপূর্ণ। ইহার প্রলাপ তত প্রবল প্রলাপ নহে, এই প্রলাপ রাত্রিতে উপস্থিত হয়। এই প্রলাপ ইহার যকৃত-প্রদাহ (hepatitis) এবং ফুসফুস-প্রদাহে (pneumonia) উপস্থিত থাকিতে পারে।

সপিত্ত-বমন এবং যকৃতের বেদনা সহ ইহাতে এক প্রকার শিরোঘূর্ণন (vertigo) আছে।

মাথাধরা সম্বন্ধে চেলিডোনিয়াম ব্রাইওনিয়ার সহিত তুলনীয়। ব্রাইওনিয়ার সহিত চেলিডোনিয়ামের অনেক সাদৃশ্য আছে। চেলিডোনিয়ামের বেদনা পশ্চাৎ মস্তক (occipital) এবং মেরুদণ্ডে (spinal) অধিক; চক্ষু নাড়িলে অক্ষিগোলকে বেদনা অনুভূত হয়। ব্রাইওনিয়ার মাথাধরা প্রাতে চক্ষু উন্মীলিত করিলে আরম্ভ হয়। চেলিডোনিয়ামের মাথাধরা খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি; এই স্থলেই ইহার ব্রাইওনিয়া হইতে পার্থক্য সুস্পষ্ট দেখা যায়, কারণ ব্রাইওনিয়ার মাথাধরা খোলা বায়ুতে উপশমিত হইয়া থাকে।

মূর্দ্ধদেশে অসহ্য বেদনা, ঐ স্থান থেঁতবৎ (bruised) অনুভব হয়,— ইহা চেলিডোনিয়ামের লক্ষণ। পিত্ত বমনে চেলিডোনিয়ামের মাথাধরা উপশমিত হয়; এই লক্ষণটী সম্বন্ধে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়, কারণ স্যাঙ্গুইনেরিয়াও সবমন শিরঃপীড়া (sick headache)—ঐ

শিরঃপীড়া-ভুক্ত পদার্থ ও পিত্ত বমনে উপশমিত হয়—রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চেলিডোনিয়ামে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সম্বন্ধীয় লক্ষণ সকল অতি সুস্পষ্ট। চেলিডোনিয়াম উষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করে এবং ঐ দুগ্ধ তাহার সহ্যও হয়। সির্কা (vinegar) এবং অম্ল দ্রব্য খাইতেও প্রবল ইচ্ছা থাকে, কিন্তু উহা তাহার সহ্য হয় না। ক্ষুধামান্দ্য, সাধারণতঃ সর্ব্ব প্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা, তৎসহ বিবমিষা, প্রভৃতি চেলিডোনিয়ামের লক্ষণ। চেলিডোনিয়াম রোগী সিদ্ধ মাংস খাইতে চাহে না, উষ্ণ দ্রব্য খাইতে চাহে এবং শীতল দ্রব্য খাইতে চাহে না।

চেলিডোনিয়ামের পাকাশয়ের বেদনাসকল আহারে উপশম হয়। ঐ বেদনাসকল ক্ষুধার্ত্ত হইলেই আরম্ভ হয় এবং কিছু খাইলেই উপশমিত হয়। গ্রাফাইটিসে পাকাশয়ে বেদনা আছে; ঐ বেদনায় রোগীকে কিছু খাইতে বাধ্য করে। আহারে ল্যাকেসিসের পাকাশয় বেদনা উপশমিত হয়, কিন্তু পাকাশয় পুনর্ব্বার শূন্য হইলেই বেদনা প্রত্যাবর্ত্তন করে। আনাকার্ডিয়ামের শিরঃপীড়া আহারের সময়ে উপশম হয়, কিন্তু আহারান্তে বৃদ্ধি হয়। আওডিয়ামের পাকাশয় বেদনা আহারে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নেট্রাম-কার্ব্বনিকামের পাকাশয় বেদনা আহারে উপশম হয়।

চেলিডোনিয়ামের উদরের লক্ষণসকল অতি প্রধান লক্ষণ; পৈত্তিক শূল (bilious colic), যকৃত প্রদেশে বেদনা, ঐ বেদনা, পৃষ্ঠদেশে চিড়িক মারিয়া উঠে, নাভির retraction, যেন একটী দড়ি উদরের চতুর্দ্দিকে নাভির উপর দিয়া কসিয়া বান্ধা রহিয়াছে অনুভব, এই সকলই চেলিডোনিয়ামের লক্ষণ। নাভির retraction সম্বন্ধে এই স্থলে প্লম্বমকে স্মরণ হয়; ঐ লক্ষণটী প্লম্বমের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ—অনুভব হয় যেন দড়ি দিয়া বান্ধিয়া নাভির ভিতরে মেরুদণ্ডের দিকে টানিয়া বান্ধিয়া রাখা হইয়াছে।

কর্দ্দমবৎ মল চেলিডোনিয়ামের মলের বিশেষ লক্ষণ। এই প্রকার মল যকৃত-পীড়ার লক্ষণ, কারণ মলে পিত্ত না থাকাতেই মলের বর্ণ ঐরূপ কর্দ্দমবৎ হইয়া থাকে। পিত্ত থাকিলেই মলের বর্ণ হরিদ্রা বা স্বাভাবিক বর্ণ হয়।

চেলিডোনিয়ামের আক্ষেপিক (spasmodic) কাসী, এবং রাত্রিকালে

হাঁপানী কাসের আক্রমণ,—এই লক্ষণ আছে। রোগী নিদ্রা হইতে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠে, শ্বাসরোধবৎ অনুভব হয় এবং বুকের ভিতর শব্দ হইতে থাকে।

ইহারও ব্রাইওনিয়ার ন্যায় সঞ্চালনে (যথা কাশিতে) বক্ষে সূচীবেধবৎ বেদনা আছে। দক্ষিণ পার্শ্বই বেশী আক্রান্ত হয়।

গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি সকল স্থানেরই বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে হইয়া থাকে; রোগী যখন বলে দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা আছে, ঐ বেদনা কিছু দিন হইতে রহিয়াছে, তখন চেলিডোনিয়াম প্রযুজ্য।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, যকৃতের পীড়া, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য এবং দ্রুত শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে চেলিডোনিয়াম প্রায়ই ব্যবহার করা যায়। অনেক সময়ে এইরূপ অবস্থা যে সকল বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ সকল রোগীকে চেলিডোনিয়াম প্রয়োগ করিতে হয়।

ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী।

ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ে মহাত্মা হানিম্যান্ যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, উহাতে তাঁহার অসীম কার্য্য দক্ষতার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। তিনি বিবেচনা করিতেন যে নিজ হস্তে ঔষধ প্রস্তুত করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; সুতরাং এ বিষয়টী যতদূর সম্ভব সরল ও সহজ বোধ্য হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে হানিম্যানের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি সকল অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; আমরা ডুণাম, জার এবং ট্রীটিস ফার্ম্মাকোপিয়ার সাহায্যে ঐ সকল পরিবর্ত্তন এ স্থলে সন্নিবেশিত করিলাম।

যে সকল বৃক্ষাদি টাটকা পাওয়া যায়, তাহাদের রস নির্য্যাসিত করিয়া সমপরিমাণ সুরাসারে মিশ্রিত করতঃ উত্তম কর্কযুক্ত শিশির মুখ বন্ধ করিতে হইবে; ২৪ ঘণ্টাকাল উক্ত অরিষ্ট স্থিরভাবে রাখিয়া উহার নিতার অংশটুকু গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই মূল অরিষ্ট θ চিহ্ন দ্বারা লিখিত হয়। যে

সকল পদার্থ সরস নহে, উহাদিগকে প্রথমতঃ চূর্ণ করিয়া দ্বিগুণ মাত্রায় সুরাসারে মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। হানিম্যানের মতে মূলারিষ্ট ২ বিন্দু ৯৮ বিন্দু সুরাসারে মিশ্রিত করিয়া দুইবার সঞ্চালন করিলে ১ম শততমিক ক্রম প্রস্তুত হইল; প্রথম শততমিক ক্রমের এক বিন্দু ৯৯ বিন্দু সুরাসারে মিশ্রিত করিয়া দুইবার সঞ্চালন করিলে ২য় শততমিক ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অসাজ্জ্য পদার্থের (ধাতব, খনিজ ও প্রাস্থব) এক গ্রেণ একশত অংশ দুগ্ধ-শর্করা সহ মিশ্রিত করিয়া এক ঘণ্টা কাল পেষণ করিলে ১ম ক্রমের চূর্ণ প্রস্তুত হইল; পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তিন বারে তৃতীয় ক্রম প্রস্তুত করতঃ পরবর্ত্তী ক্রম সকল তারল্যে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ তৃতীয় ক্রমের ১ গ্রেণ ঔষধ ৯৯ বিন্দু সজল সুরায় (Diluted Alcohol) মিশ্রিত করিয়া ৪র্থ ক্রম প্রস্তুত করিতে হয়। পরবর্ত্তী ক্রমগুলি সুরাসারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। হানিম্যান অবশেষে বহুদর্শন দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মটী সংস্থাপিত করিলেন;—ঔষধের এক গ্রেণ (তারল্য হইলে এক বিন্দু) একটী পর্সিলেন পাত্রে একশত গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করার প্রথম তৃতীয়াংশ সহ সংমিশ্রণ করতঃ ৬ মিনিট কাল পেষ্টেল্ দ্বারা মর্দ্দন করিতে হইবে এবং ৪ মিনিট কাল স্প্যাচুলার দ্বারা মর্টার বা কাচের পাত্রের গাত্র হইতে উহা কাকিয়া লইবে; পুনর্ব্বার ৬ মিনিট কাল মর্দ্দন করিয়া ৪ মিনিট ধরিয়া কাকিতে হইবে; তারপর, দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ দুগ্ধ-শর্করা উহাতে মিশ্রণ করিবে এবং পুনর্ব্বার উক্ত নিয়মে দুইবার ছয় মিনিট সময় পেষণ করিবে এবং দুইবার ৪ মিনিট কাল কাকিয়া লইবে; অবশেষে শেষ তৃতীয়াংশ দুগ্ধ-শর্করা মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মর্দ্দন করিয়াও কাকিয়া লইবে; এইরূপ এক ঘণ্টা সময়ে প্রথম ক্রম চূর্ণ প্রস্তুত হইবে। দ্বিতীয় ক্রম চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথম ক্রমের চূর্ণ এক গ্রেণ পুনর্ব্বার এক শত গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করা সহ পূর্ব্বোক্ত গুরুতর পরিশ্রম সাধ্য নিয়মে সম্পন্ন করিতে হয়।

ঔষধ প্রস্তুত করণ বিষয়ে হানিম্যানের উপরোক্ত মত ছিল; কিন্তু সাধারণ নিয়ম এইরূপ;—মূল অরিষ্টের এক বিন্দু ৯ বিন্দু সুরাসারে মিশ্রিত করিয়া ১০ বার সঞ্চালন করিলে ১ম দশমিক ক্রম প্রস্তুত হইল এবং ১ম

ক্রমের এক বিন্দু পুনর্ব্বার ৯ বিন্দু সুরাসারে মিশ্রিত করিয়া ঐরূপ সঞ্চালন করিলে ২য় ক্রম প্রস্তুত হয়।

পার্থিব পদার্থ সকল চূর্ণাকারেই উত্তমরূপে ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে; এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য এক গ্রেণ বিশুদ্ধ পদার্থ ৯ গ্রেণ দুগ্ধ শর্করা সহ এক ঘণ্টা কাল মর্দ্দন করিলে ১ম দশমিক চূর্ণ প্রস্তুত হইল। এই নিয়মে তৃতীয় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক শক্তি পর্য্যন্ত চূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে; তৎপরে এক গ্রেণ চূর্ণ ৯৯ বিন্দু সজল সুরাসহ মিশ্রন করিলে তারল্য প্রস্তুত হইল। যে সকল দৈহিক পদার্থ সুরাসারে উত্তমরূপে মিলিত হয় না বা যে সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ শুষ্কাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদিগকেও চূর্ণ করণ দ্বারা ক্রম প্রস্তুত করিতে হয়।

ডাক্তার হেরিং বলিয়াছেন, এক গ্রেণ ঔষধ সহ সহস্র গুণ ভৈষজ্য গুণহীন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ঔষধগুণহীন পদার্থের পরিমাণ যত অধিক হয়, ঔষধের কার্য্য তত দৃঢ় বা স্থায়ীভাব ধারণ করে, এই জন্যই শততমিক ক্রমের ঔষধ অপেক্ষা দশমিক ক্রমের ঔষধ অধিক উগ্রতর। তিনি জলের দ্বারাও তারল্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

এলকোহলের সহিত এসিড মিশ্রিত হইলে উভয় পদার্থের গুণের ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া প্রথম ক্রম জন্য বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করা উচিত। আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অত্যাবশ্যকীয় বোধ করিয়া (British Journal of Homœopathy Vol. V. p. 353) এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, ইহা প্রত্যেক সদৃশ বিধি চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতব্য;—

(ক) সার্কোলেশন্ বা চাপ প্রদান দ্বারা তারল্য প্রস্তুত করা উচিত।

(খ) মূল অরিষ্ট সকল ঘনতাপন্ন (concentrated) হওয়া আবশ্যক।

(গ) তারল্য প্রস্তুত জন্য ৯১০, ৮০০, ৭৫০ শক্তির সুরাসার ব্যবহার্য্য।

(ঘ) মূলারিষ্ট সকল সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ সকল নিস্তেজ হইয়া যায়।

বটিকা ও অণুবটিকা সকল ঔষধ-সংযুক্ত করিবার প্রণালীর বিভিন্নতা আছে। একটী শিশিতে কতকগুলি বটিকা দিয়া ২৫ বিন্দু ঔষধ ঢালিয়া

করত আলোড়ন করিলে, বটিকাগুলি ঔষধ—সিক্ত হইল; তারপর, শিশিটী উল্‌টাইয়া কর্কের উপর দাঁড় করাইতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে কর্ক আল্‌গা করিয়া দিলে, অতিরিক্ত ঔষধটুকু বহির্গত হইয়া যায়। অতঃপর শিশিটী মুখ খুলিয়া সরল ভাবে ধূলি ও রৌদ্র-বিহীন স্থানে রাখিতে হয়, বটিকাগুলি অপেক্ষাকৃত আর্দ্র থাকিলে, শ্বেতবর্ণ ব্লটিং কাগজের উপরে ঢালিয়া শুষ্ক করা উচিত।

গ্রোটীস্ ফার্ম্মাকোপিয়াতে নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ সংযুক্ত করিবার নিয়ম লিখিত আছে; যত পরিমাণ ঔষধে বটিকাগুলি উত্তমরূপে ভিজিতে পারে, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রথমার্দ্ধ ভাগে বটিকাগুলি ২৪ ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধ ভাগে ২৪ ঘণ্টা রাখিতে হইবে। বটিকা সকল প্রথমার্দ্ধ ঔষধ দ্বারা সিক্ত হইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক না হইলে, দ্বিতীয়ার্দ্ধ ঔষধে নিক্ষেপ করা উচিত নহে।

এসিড্ ও লাবণিক দ্রব্যের নিম্নক্রম জল বা সজল সুরায় প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং নিম্ন ক্রমের ঔষধে বটিকা সিক্ত করিতে নাই। এ সকল বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। জলের বিন্দু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সজল সুরার বিন্দু ক্ষুদ্রতর এবং সুরাসারের বিন্দু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম। এতজ্জন্য এক প্রকার গ্র্যাম্ ব্যবহার হইয়া থাকে, উহাতে জল, সজল সুরা ও সুরাসার প্রভৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিমাণ অঙ্কিত আছে।

হানিম্যান সবুজ বর্ণের শিশি ব্যবহার করিতেন; কিন্তু দুকনারের মতে ঐরূপ শিশি সকল বহির্ভাগ হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করে। নীলবর্ণের শিশিতে ঔষধ রাখা উচিত নহে, কেন না, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দ্বারা ঔষধের গুণের ইতর বিশেষত্ব জন্মে। জার্ম্মাণ চিকিৎসকগণ হরিদ্রা বর্ণের শিশি ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ফল, শ্বেতবর্ণের শিশিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; তবে ঔষধ বিশেষে হরিদ্রা প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োজন হইতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই কাচের শিশি অপেক্ষা কর্ক উত্তম।

ঔষধ প্রস্তুত কালে আলোড়ন ও সংঘর্ষণ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আলোড়ন ও সংঘর্ষণে যে গুণের তারতম্য ঘটে, ইতিপূর্ব্বে তাহা বিবৃত

করিয়াছি। আলোড়নে সুরাতে একটী তাপ উৎপন্ন হইয়া ঔষধের পরমাণুর সূক্ষ্মত্ব জন্মায় বা একটি অচিন্তনীয় শক্তির বিকাশ হয়; এইজন্য ঔষধ সকল যাহাতে যথোচিত আলোড়িত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এই জন্য ধর্ম্মভীরু সচ্চরিত্র লোক দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করান আবশ্যক।

ঔষধ সকল সংরক্ষণেরও সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; যেখানে কোন প্রকার উগ্র গন্ধ নাই, সেইরূপ স্থলে বিভিন্ন ঔষধ বিভিন্ন স্থানে রাখা উচিত। নিতান্ত নিম্ন ক্রম ঔষধের সহিত, উচ্চতম ঔষধ সকল এককালে রাখিতে নিষেধ। এরূপ পুস্তকে প্রত্যেক ঔষধ প্রস্তুতাদির নিয়ম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন; এজন্য ঔষ প্রস্তুত বিষয়ে সাধারণ সত্যগুলি এস্থলে সন্নিবিষ্ট করা গেল।

শেষ কথা ঔষধ ক্রয়। বিশ্বাসী ঔষধ বিক্রেতার নিকট হইতে ঔষধ ক্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। আজ কাল যেরূপ ঔষধ বিক্রেতার আবির্ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে অতি বিশ্বাসী ও সদাশয় ঔষধ বিক্রেতা ভিন্ন সাধারণ লোকের নিকট হইতে কখনও ঔষধ ক্রয় করা উচিত নহে। ঔষধের দোষে যে অনেক স্থলে হোমিওপ্যাথির পবিত্র নামে কলঙ্ক আসিতেছে, তাহা যিনি স্থিরচিত্তে দেখিবেন তিনিই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কৃত্রিম ও নিকৃষ্ট ঔষধ বিনামূল্যে পাইলেও সস্তা নহে। অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঔষধ মহার্ঘ হইলেও সস্তা মনে করা উচিত।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব।

অক্জালিক এসিড।

পরীক্ষক:—নিড্‌হার্ড, ১৮৪৫। গ্রীন, ১৮৫১।

১ মন।—মনের ভাবসকল একত্রিত করিবার ক্ষমতা হ্রাস।

অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি বোধ ; দ্রুত চিন্তা ও কার্য্য।

বেদনা সম্বন্ধে চিন্তা করিবামাত্র তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা ; দুর্ব্বলতা ও তৃষ্ণা ; উদ্বেগ, মাথাধরা ও ঘর্ম্ম ; যখন জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিতে থাকে ; যখন উপবেশন হইতে দাঁড়াইয়া উঠিতে থাকে ; শয়ন করিলে সন্তরণের ন্যায় অনুভব।

মস্তকে শূন্য বোধ, ভ্রমি বোধ, যেন মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত রক্ত চলিয়া গিয়াছে।

বোধ হয় যেন দেহের ঊর্দ্ধাংশ, বিশেষতঃ মস্তকে, রক্ত ঊর্দ্ধ ও বাহিরের দিকে ধাবিত হইতেছে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের শীর্ষস্থলে (vertex) ও কপালে মন্দ মন্দ (dull) মাথাধরা, ভার বোধ।

মস্তকে চাপিয়া ধরা বোধ, বোধ হয় যেন প্রত্যেক কর্ণের পশ্চাতে স্ক্রু দিয়া চাপিয়া ধরা হইয়াছে।

মস্তকের শীর্ষস্থল (vertex) ও অস্থিপটের মধ্যে বেদনা, একটি স্থানে ভিতরের দিকে চাপিতেছে বোধ।

মাথাধরা, মদ্যপানের পর বৃদ্ধি ; শয়ন করিলে ; নিদ্রার পর এবং উঠিয়া দাঁড়াইলে ; মলত্যাগের পর উপশম।

৬ **চক্ষু।**—পড়িতে গেলে অক্ষর সকল মুছিয়া গিয়াছে বোধ। দৃষ্টি-
হীনতা, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা ও ঘর্ম; তৎসঙ্গে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।
রেখাবৎ পদার্থ সকল বৃহত্তর ও অধিকতর দূরবর্ত্তী দেখায়।
চক্ষুগহ্বরে বেদনা, বাম দিকে বেশী।

৭ **নাসিকা।**—হাঁচি, তৎসঙ্গে শীতশীত বোধ; তৎসঙ্গে জলবৎ শ্লেষ্মা
নির্গমন (watery coryza)।
নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে লাল, চকচকে স্ফীতি, নাসিকাগ্রে আরম্ভ হইয়া
চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়।

৮ **মুখমণ্ডল।**—মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধ।
মুখমণ্ডলে পূর্ণতা বোধ, মুখমণ্ডল অধিকতর লালবর্ণ।
মুখমণ্ডল শীতল ঘর্ম্মে আবৃত।

৯ **নিম্নমুখ।**—টানিয়া ধরা (drawing) বেদনা, তৎসঙ্গে নিম্ন চোয়ালের
কোণে কাঠিন্য (rigidity), বাম পার্শ্বে সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ,
পরে দক্ষিণ পার্শ্বে।

১০ **দন্ত।**—বিনষ্ট কসের (molar) দন্তে বেদনা।
মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে, স্থানে স্থানে বেদনা।
মাড়ীতে ছোট ছোট ঘা।

১১ **জিহ্বা, ইত্যাদি।**—জীহ্বা স্ফীত, চৈতন্যাধিক (sensitive), লাল,
শুষ্ক, জ্বালাজনক।
জিহ্বা:—স্ফীত, তৎসঙ্গে পুরু, শাদা ক্লেদাবরণ; শাদা ক্লেদাবৃত, তৎ-
সঙ্গে বিবর্ণিত, কৃষ্ণ ও আবাদাকার।
অম্ল আস্বাদ।

১২ **মুখ-গহ্বর।**—জলবৎ লালা, কিম্বা মুখে থুথু (mucus)।

১৩ **গলাভ্যন্তর (Throat)**—উদরাময়ের পরে গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা
(প্রাতঃকালে)।
[illegible]:—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে বেদনাদায়ক; কষ্টকর, তৎসঙ্গে
[illegible] উদগার।
[illegible] চাঁচিয়া তোলা (scraping), ঘন শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধাঃ—বর্দ্ধিত; অভাব, তৎসঙ্গে আহারের অভাব। তৃষ্ণা, তৎসঙ্গে মাথাঘোরা, ক্ষুধা রহিত, বিবমিষা ও পেটে বেদনা।

১৫ পানাহার।—শর্করা পাকস্থলীতে বেদনা বৃদ্ধি করে; এবং মদে মাথাধরা বৃদ্ধি করে।

কাফি পানে : ২০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—বুকজ্বালা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

খালি কিম্বা অম্ল উদ্গার; আরও, হঠাৎ হিক্কা, তৎসঙ্গে উদ্গার।

উদরাময়ের পরে বিবমিষা, তৃষ্ণা, পেটে বেদনা (colic)।

১৭ পাকস্থলী।—শূন্য বোধ, তজ্জন্য তাহাকে খাইতে বাধ্য করে।

পাকস্থলী ও গলাভ্যন্তরে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

প্রবল চাপিয়াধরা (pressive) বেদনার সহিত রাত্রিতে জাগিয়া উঠে, বোধ হয় যেন একটা ভারী পদার্থ থাকিয়া থাকিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে, বায়ু নির্গমনে (উদ্গার) উপশম হয়।

পাকস্থলী চৈতন্যাধিক (sensitive), সামান্য মাত্র স্পর্শে অসহ্য বেদনা বোধ হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের সূচীভেদবৎ বেদনা গভীর নিশ্বাসে উপশমিত হয়।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াতে ক্রমাগত বেদনা, বোধ হয় যেন মুষ্টবৎ আঘাত লাগিয়াছে; সূচীভেদ বোধ।

১৯ উদর।—নাভিদেশে বেদনা (colic), বোধ হয় যেন মুষ্টবৎ আঘাত লাগিয়াছে, তৎসঙ্গে সূচীভেদ বোধ ও কষ্টকৃত বায়ুনিঃসরণ; নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, বিশ্রাম কালে উপশম বোধ।

শর্করা খাইয়া পেটবেদনা (colic)।

উদরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা।

২০ মল, ইত্যাদি।—ক্রমাগত অসাড়ে মল।

সমস্ত উদরের মধ্যে হঠাৎ কষ্টবোধ (distressing feeling); নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়ানি, কোঁথ পাড়া (bearing down); [illegible] ভোর সময়ে কাল, কর্দ্দমবৎ, প্রচুর মলত্যাগ।

শ্লেষ্মা ও রক্তযুক্ত মল।

কাফি পান করিবামাত্র উদরাময়।

শয়ন করিলে উদরাময় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

মলত্যাগের পূর্ব্বে :—মাথাধরা।

মলত্যাগের সময়ে :—যেন বেদনাজনিত মাথাধরা; প্রস্রাব ত্যাগ (ভমি, বমন)।

মলত্যাগের পরে :—বিবমিষা ও পায়ের ডিমে (calves) খিলধরা; গলাভ্যন্তরে (throat) শুষ্কতা; কোমরের (small of back) বেদনা উপশম হয়।

সরলান্ত্রে (rectum) চাপবোধ ও কোঁথ বোধ; কোঁথ পাড়া (tenesmus)।

মূত্রে।—বৃক্ক প্রদেশে বেদনা।

পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর মূত্রত্যাগ,—মূত্র পরিষ্কার; খড়ের বর্ণের ন্যায় (straw-colored) অর্থাৎ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ।

প্রস্রাবপথে (urethra) জ্বালা, যেমন জ্বালাজনক (acrid) পদার্থের ফোটা হইতে হয়।

প্রস্রাব কালে লিঙ্গমুণ্ডে বেদনা।

প্রস্রাবের চিন্তা করিলেই প্রস্রাব করিবার আবশ্যক বোধ হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি।

শয়ন করিলে, বিনা কারণে লিঙ্গোত্থান এবং পরে অণ্ডকোষদ্বয় ও স্পার্মাটিক কর্ডদ্বয় বেদনা করে।

অণ্ডকোষদ্বয়ে বোধ হয় যেন ছেঁচা (contused) আঘাত লাগিয়াছে।

ভ্রমণকালে অণ্ডকোষদ্বয়ে বেদনা ও ভার বোধ, কর্ডের বরাবর চিড়িকমারা (shooting)।

স্বরযন্ত্র।—কথা কহিবার সময়ে স্বরভঙ্গতা এবং স্বরযন্ত্রের মধ্যে শ্লেষ্মা (mucus) আছে বোধ।

টাটানি (soreness) না থাকিয়া স্বরভঙ্গতা ও বাক্‌রোধ (aphonia)।

শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকষ্ট, তৎসহ স্বরযন্ত্রের মধ্যে সঙ্কোচন বোধ ও সাঁই সাঁই শব্দ; বক্ষঃ দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী কষ্ট। * ওয়াইল্ড পেকটিস।

থাকিয়া থাকিয়া ঝোঁক দিয়া দিয়া (jerking) নিশ্বাস গ্রহণ এবং হঠাৎ, সজোরে প্রশ্বাস প্রক্ষেপ, বোধ হয় যেন ফুসফুস হইতে বায়ু বাহির করিয়া ফেলিয়া অতি কষ্টদায়ক বেদনা উপশমের জন্য হঠাৎ চেষ্টা করিতেছে। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

এক একবার ক্ষণস্থায়ী (short), দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, তৎসঙ্গে মাঝে মাঝে আরাম বা বিশ্রাম লওয়া।

১৭ কাশী।—খোলা বায়ুতে ভ্রমণ কালে লেরিংক্সে শুড়শুড়ি হইয়া কাশী; লেরিংক্স স্ফীত বোধ হয়।

সজোরে ব্যায়াম করিবার সময়ে শুষ্ক কাশী।

গয়ার (mucus) তুলিলে তাহা ঘন, হরিদ্রাভাযুক্ত শাদা, তাহার মধ্যে একটী মটরের আকার কাল পদার্থ।

১৮ ফুসফুস।—■ বাম ফুসফুসে হঠাৎ কর্ত্তনবৎ (lancinating) বেদনা, তাহাতে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলে।

■ রক্তাধিক্য (congestion), বাম ফুসফুসের ভূমি প্রদেশে (base) প্রদাহ আবদ্ধ।

বাম ফুসফুসে বাতের বেদনা; শয়ন করিলে উপশম।

নিশ্বাস প্রশ্বাসকালে বক্ষঃস্থলে এবং নিতম্বের (hip) উপরে সূচীবেধ বোধ।

বক্ষের ভিতর অল্প অল্প (dull), ভারযুক্ত টাটানি (sore) বেদনা।

বক্ষের মধ্যস্থলে বেদনা, বুক হইতে ভিতরে ভিতরে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত।

১৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডে বেদনা; পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে, অথবা উপর হইতে নীচের দিকে টাটানি, সূচীভেদ বোধ।

হৃৎপিণ্ড ও বাম ফুসফুসের মধ্যে তীব্র তিড়িকমারা (darting), নিম্নে এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। * এঞ্জাইনা পেকটরিস।

রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিবামাত্র অর্দ্ধ ঘন্টা ধরিয়া হৃৎকম্পন; উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি।

বুকজ্বালা-সম্বন্ধে চিন্তা করিলে তাহা স্থগিত হয়।

নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যায় বর্দ্ধিত, প্রায় অননুভবনীয়, তৎসঙ্গে মৃতপ্রায় শীতলতা, চট্‌চটে (clammy) ঘর্ম্ম, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল।

৩১ **গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।**—দুই স্কন্ধের মধ্যে, স্কাপুলা অস্থির নীচে, কটিদেশ (loins) পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা।

বুক হইতে স্কাপুলা অস্থির মধ্যে সূচীভেদ বোধ।

পৃষ্ঠদেশ অসাড়, দুর্ব্বল। *এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা, ক্রমশঃ উরুদেশ দিয়া নামিয়া বিস্তৃত হয়, তৎসঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা; অবস্থিতি নানা ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া উপশম পাইবার চেষ্টা করে।

অসাড়তা, খোঁচা বেঁধা, তাহাতে শীতলতা অনুভব হয়; পৃষ্ঠদেশ এত দুর্ব্বল যে দেহভার ধারণ করিতে পারে না।

মেরুমজ্জার প্রদাহ হইতে পক্ষাঘাত, অঙ্গ সকল কঠিন (stiff); থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ ডেল্টইড মাংসপেশী মধ্যে উৎক্ষেপ (twitch), তাহা নাড়িতে ইচ্ছা।

বাহুদ্বয়ে তীব্র, কর্ত্তনবৎ বেদনা। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

অঙ্গুলি সকল মধ্যে গাঁইটের (arthritic) বেদনা, অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত (flexed)

দক্ষিণ মণিবন্ধ-সন্ধি মচকান বোধ, বিস্তৃত করিতে চায়; কিছুই ধরিতে পারে না।

হস্তদ্বয় ভারি বোধ; অঙ্গুলিগুলি নাড়িতে পারে কিন্তু ধীরে ধীরে।

হস্তদ্বয় শীতল, যেন মৃতবৎ।

অঙ্গুলি ও নখ সকল নীলবর্ণ।

অঙ্গুলি সকলের উৎক্ষেপ (twitching)।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ।**—পদদ্বয় শীতল, শক্তিহীন।

পদদ্বয় কঠিন (stiff), অসাড়, দুর্ব্বল।

জানুদ্বয় পরিশ্রান্ত বোধ হয়।

৩৪ **অবস্থিতি, ইত্যাদি।**—সঞ্চালন : ১৯, ৩২। পরিশ্রম : ২৭, ৩০। ভ্রমণ : ২২; খোলা বায়ুতে : ২৭। অবস্থিতির পরিবর্ত্তন : ৩১। উঠিলে : ৫, ৩। শয়ন করিলে : ২, ৩, ১০, ২২, ২৮, ৩১। বিশ্রাম : ১৯।

৩৬ **স্নায়ু সকল।**—বিশেষ এক প্রকার অসাড়তা, প্রায় পক্ষাঘাতের (palsy) ন্যায়। *এঞ্জাইনা পেকটরিস।

৩৭ **নিদ্রা।**—হাইতোলা; দিবসে নিদ্রালু।

রাত্রিকালে হৃৎকম্পন হইয়া জাগিয়া উঠে।

৩৮ **সময়।**—প্রাতঃকাল: ১৩, ২০। বৈকাল: ৪০। সন্ধ্যাকাল: ১৬, ৪০। রাত্রি: ১৭, ২৯, ৩৭। দিবস: ৩৭।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—শীত শীত: তৎসঙ্গে হাঁচি (সন্ধ্যা কাল); উদরাময়ের পর (বৈকাল)।

কম্প দিয়া শীত, তৎসঙ্গে লালবর্ণ মুখমণ্ডল (সন্ধ্যাকালে)। মেরুদণ্ড বহিয়া শীত উঠে।

প্রত্যেক সঞ্চালনে উত্তাপ।

উত্তাপের বেগ (flushes of heat), তৎসঙ্গে ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম:—চটচটে, তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা; তৎসঙ্গে মাথাঘোরা (giddiness)।

৪১ **আক্রমণ।**—লক্ষণ সকল থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হয়; কয়েক ঘণ্টা কিম্বা পূর্ণ এক দিন বন্ধ থাকে।

৪২ **পার্শ্ব।**—দক্ষিণ: ৭, ২৭, ৩২। বাম: ৫, ৯, ১৮, ২৮, ২৯। বাম হইতে দক্ষিণ: ৯, ৩২। উপর হইতে নীচে: ২৯, ৩১। সম্মুখ [illegible] পশ্চাতে: ৩১। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে: ২৯।

৪৩ **অনুভব।**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্দ্ধাধঃ লম্বা লম্বা (longitudinal) [illegible] বেদনা। সূচীভেদের ন্যায় উৎক্ষেপ-বৎ (jerking) বেদনা, অতি [illegible] স্থানে আবদ্ধ এবং কয়েক সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী।

৪৫ **সংস্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।**—স্পর্শ: ১৭। কামান: ৪৬।

৪৬ **চর্ম্ম।**—কাবাইতে চৈতন্যাধিক যেন ঘর্ষণদ্বারা ছাল উঠিয়া গিয়াছে (chafing)।

স্থানে স্থানে চাকা চাকা দাগযুক্ত (mottled) চর্ম্ম।

৪৮ **সম্বন্ধ।**—অধিক মাত্রায় অক্সালিক এসিড খাইলে কার্ব্বনেট অব্ লাইম বা ম্যাগনেসিয়া তাহার ক্রিয়া নাশ করে।

শর্করা, কাফি ও মদ্য সহ্য হয় না।

অরম মেটালিকম।

(স্বর্ণ)

পরীক্ষক—হানিমান।

১ মন।—দুর্ব্বল স্মরণশক্তি।

ধর্ম্মোন্মত্ততা; সমস্ত দিন উপাসনা করে।

মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে কষ্টকর ও দ্রুত ইচ্ছা; তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে না।

আত্মহত্যার ইচ্ছা।

বিভীষিকা দর্শন (hallucination); কুকুর, দেওয়ালের গায়ে এক খানি হাত ইত্যাদি দেখে, উন্মত্ততা (mania)।

আশঙ্কাশীলতা, ভয়পূর্ণ; দুয়ারে সামান্য শব্দ হইলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

বিষাদ, কাঁদিতে ইচ্ছা, মনে ভাবে এই সংসারের পক্ষে অনুপযুক্ত, কখনই কোন কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

অত্যন্ত [illegible] (anguish), সেই যন্ত্রণা হৃৎপিণ্ড প্রদেশ (precordial [illegible]) হইতে আইসে এবং তজ্জন্য সে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায়, হৃৎকম্পন।

[illegible]কা; বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে, সেই সময়ে মৃত্যুকামনা।

তাহার (স্ত্রী।) নিজের প্রতি কোন বিশ্বাস নাই, বিবেচনা করে অন্যেও তাহাকে বিশ্বাস করে না; এই জন্য সে (স্ত্রী।) অসুখী।

পর্য্যায়ক্রমে খিট্‌খিটে ও সন্তুষ্ট চিত্ত।

প্রতিবাদে ক্রোধের উৎপত্তি।

মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি।

[illegible], যা যেন [illegible] বোধ।

চৈতন্য।—মাথাঘোরা; মস্তক অবনত করিলে বোধ হয় যেন মস্তক চক্রাকারে ঘুরিতেছে, মস্তক তুলিলে তাহা সারিয়া যায়; খোলা বাতাসে ভ্রমণ-

[illegible] এই কাজ [illegible]

[illegible] (mottling) [illegible]

[illegible] (bloated) [illegible]

[illegible]

[illegible] (fine-looking) [illegible]

[illegible]

[illegible] (hooting) [illegible]

[illegible]

তাঁর সর্ব্বদা অক্ষিতারকা (pupil) সঙ্কুচিত।

চক্ষু মধ্য দিয়া কর্ত্তনবৎ বেদনা।

কর্ণিয়া দাগযুক্ত।

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (opacity)।

অক্ষিগোলক বাহির হইয়া পড়ে।

স্ক্লেরোটিক আবরণ লালবর্ণ; চক্ষুর আভ্যন্তরিক (inner) কোণে জ্বালা, সূচীভেদ, টানিয়া ধরা ও চুলকানি।

আলোকাসহতা (photophobia), চক্ষু খুলিলে প্রচুর জলাকর অশ্রুস্রাব; চক্ষু চৈতন্যাধিক (sensitive)।

অক্ষিগহ্বরে উপর হইতে নীচের দিকে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে চাপযুক্ত (pressive) বেদনা।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে অস্থিসকল চূর্ণবৎ বোধ।

কর্ণিয়ার ক্ষত, বেদনা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে; চাপ দিলে বৃদ্ধি।

চক্ষুপল্লবের কিনারার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, ঐ ফুস্কুড়ি মামড়ি পড়িয়া যায়।

চক্ষুপল্লব লালবর্ণ, পূযপূর্ণ, হুলবেধ-বৎ, খোঁচাবেধ-বৎ, চুলকানি; প্রাতঃকালে চক্ষুপল্লব সংযোজন; পল্লব-কেশ পড়িয়া যায়।

কর্ণ।—কাণের ভিতর গোঁ গোঁ শব্দ, সামান্য গোলমাল অসহ্য বোধ।

কর্ণ ও নাসিকার ঝিল্লির শুষ্কতা, তৎসঙ্গে শ্রবণশক্তির হ্রাস।

ম্যাষ্টইড প্রোসেসের অস্থিক্ষত (caries): দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব।

জ্বালা, খোঁচাবেধ, চুলকানি; বামকর্ণের পশ্চাতে লৌহবেধ-বৎ বেদনা।

প্যারটিড গ্রন্থিদ্বয় স্ফীত; স্পর্শে বেদনাযুক্ত, যেন সজোরে চাপ বা থেঁতা আঘাত লাগিয়াছে।

নাসিকা।—তীব্র আঘ্রাণ-জনিত পীড়া।

সহজেই আঘ্রাণ পাওয়া (sensitive smell)।

[illegible] গন্ধেরই বড় তীব্র অনুভূত হয়।

নাসিকা দিয়া জোরে নিশ্বাস লইতে গেলে পচা গন্ধ; ঘ্রাণশক্তির অভাব।

নাসাপুট ক্ষতযুক্ত, সংযোজিত, বেদনাযুক্ত, নাসিকা দিয়া বায়ু বহিতে পারে না ; নাসিকার ভিতরে মামড়ি।

শুষ্ক সর্দ্দির ন্যায় নাসিকা রুদ্ধ বোধ হয়, কিন্তু তথাপি বায়ু বেশ সহজে যাতায়াত করিতে পারে।

নাসিকা স্রাব, অত্যন্ত দুর্গন্ধি স্রাব ; কপালের অসহ্য শিরঃপীড়া।

সর্দ্দি (coryza), ঘন স্রাব, ডিম্বের শাদার ন্যায় ; পুনঃপুনঃ হাঁচি।

নাসিকাস্থির ক্ষত (caries) ; দক্ষিণ নাসিকাস্থি ও তন্নিকটবর্ত্তী উপর চোয়ালের অংশসকল স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

নাসিকার বাম পার্শ্বে, ম্যাক্সিলাঅস্থির দিকে প্রেকবেধ বোধ (boring)।

জ্বালা, চুলকানি, সূচীভেদ, হুলফুটান বোধ ; নাসিকায় টাটানি বোধ, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে।

প্রাতঃকালে পোষ্টিরিয়ার নেরিস হইতে শ্লেষ্মাস্রাব।

নাসিকাগ্র লালবর্ণ। নাসিকা লালবর্ণ ও স্ফীত।

৮ মুখমণ্ডল।—স্ফীতিভাব (bloated), চকচকে, মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি ; নীলবর্ণ (cyanotic)।

মুখ মণ্ডলের বাম পার্শ্বে টানিয়া ধরা, গভীর স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

একটী গণ্ড স্ফীত, তৎসঙ্গে উপর ও নিম্ন চোয়ালের টানিয়া ধরা ও ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বেদনা ; দন্তসকল অতি লম্বা অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডলের অস্থির প্রদাহ ; গণ্ডাস্থির ক্ষত ; জাইগোমাতে ছিঁড়িয়া পড়া, প্রেকবেধ-বৎ, জ্বালাকর সূচীভেদ-বৎ বেদনা।

মেলার অস্থিতে ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় প্রবল বেদনা।

ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল বা কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ (eruption)।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—সব্‌ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি সমূহের বেদনাযুক্ত ফুলা।

১০ দন্ত।—মুখে বায়ু টানিলে দন্তশূল।

মাড়ী স্ফীত, কাল্‌চে লালবর্ণ, স্পর্শে কিম্বা ভোজন কালে বেদনাযুক্ত, সহজেই রক্ত পড়ে।

১১ জিহ্বা ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ ; দুই বার ভোজনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মুখে পচা আস্বাদ।

আস্বাদশক্তি বিলুপ্ত, তৎসহে জিহ্বা সম্পূর্ণ অচল, জিহ্বা চর্ম্মবৎ কঠিন।

জিহ্বার উপর ও মুখে ক্ষত (apthæ)।

জিহ্বার উপরে ঘা।

১২ মুখাভ্যন্তর।—প্রচুর লালা ; লালা মিষ্ট।

মুখাভ্যন্তরে সরস ফুস্কুড়ি।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ ; পচা পনীরের ন্যায় গন্ধ

দুর্গন্ধ ; প্রারব্ধ যৌবনা বালিকা।

১৩ গলমধ্য।—টন্সিলগ্রন্থি লালবর্ণ ও স্ফীত।

কঠিন তালুতে প্রেকবিদ্ধবৎ বেদনা ; মুখের হাড়ের, তালু ও নাসিকার ক্ষত (caries)।

কেবল গলাধঃকরণ কালে গলমধ্যে ছুচবেধবৎ টাটানি।

কষ্টে শ্লেষ্মা উঠে।

চোয়ালের কোণের নীচে একটী গ্রন্থিতে, গলাধঃকরণ কালে বা অন্য সময়ে, অল্প অল্প চাপযুক্ত (pressive) বেদনা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা অতিরিক্ত ; আহার তৃপ্তির সহিত খায় কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

অতিরিক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

দুগ্ধ, মদ্য, কাফি পানেচ্ছা।

মাংসে অনিচ্ছা।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—বাষ্প উদ্গার উঠিলে ক্রমশঃমন উপশম করে।

মানসিক শ্রমজনিত বিবমিষা।

১৬ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে জ্বালানুভব, উষ্ণ উদ্গার উঠে।

বৈকালে পাকস্থলী প্রদেশে চাপ বোধ।

১৭ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে জ্বালাকর উত্তাপ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

বাম পঞ্জরাস্থির নিম্নে কষ্টকর বাম্পসঞ্চয়, তাহাতে সূচীবেধবৎ অনু-
ভূত হয়।

যেন উদরাধ্মান বশতঃ হাইপোকণ্ড্রিয়াতে চাপ বোধ; আহার বা পান
ও সঞ্চালনের পর বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—পেটবেদনা (colic), পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ।

উদরের আক্ষেপিক সঙ্কোচন তৎসঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রনা, আত্মহত্যা
করিতে ইচ্ছা

উদরে ভার বোধ, তৎসঙ্গে হস্তপদাদি বরফবৎ শীতল।

ঔদরিক যন্ত্রসকলের বিকার বশতঃ উদরী (ascites)।

২০ মল ইত্যাদি।—দুর্গন্ধি বায়ু নিঃসরণ করে।

মল দুর্গন্ধযুক্ত, কষ্টকর; ধূসরবর্ণ (greyish), ছেয়ে রং (ashy)।

রাত্রিকালীন উদরাময়, তৎসঙ্গে সরলান্ত্রে (rectum) জ্বালা।

কঠিন, গাঁইটবিশিষ্ট বা বড় মল; কোষ্ঠবদ্ধ ঋতুকালে বৃদ্ধি।

সরলান্ত্রের সর্দ্দির সহিত অর্শ; কোষ্ঠবদ্ধ; বহির্বলি হইতে মল ত্যাগ-
কালে রক্তস্রাব হয়।

২১ মূত্র।—সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের বেগ।

প্রস্রাব অল্প, সবুজাভাযুক্ত কটাবর্ণ (greenish-brown), কামলা রোগে;
পরিষ্কার, স্বর্ণবর্ণ, শোথ রোগে।

ঘোলা, ঘোলের মত; অধিক শ্লেষ্মার অধঃক্ষেপ থাকে।

এমোনিয়া গন্ধযুক্ত প্রস্রাব, শীঘ্রই পচিয়া উঠে, কর্ণ স্রাবের ন্যায় গন্ধ।

মূত্ররোধের সহিত মূত্রাধারের পক্ষাঘাত।

প্রস্রাব কষ্ট, তৎসঙ্গে মূত্রাধারে চাপ বোধ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শিথিল লিঙ্গ হইতে প্রষ্টাটিক রস স্রাব হয়;
স্থির বিষাদ, তৎসঙ্গে আত্মহত্যার ইচ্ছা।

দক্ষিণ অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্পর্শ বা ঘর্ষণে বেদনা বোধ।

অণ্ডকোষদ্বয়ের কাঠিন্য (indurated); অপূর্ণাবয়ব অণ্ডকোষ; বালক
চিন্তাকুল, ভগ্নোদ্যম (depressed), দুর্ব্বল।

ফোটের চুলকানি।

কে টিয়ের উপর ঘা ; পেরিনিয়মে কর্ত্তন ও হুলবেধবৎ বেদনা।

কুচকির গ্রন্থিসমূহে পূয়োৎপত্তি।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু স্খলিত (prolapsed) ও কঠিন; ধূইবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে চিড়িকমারা বা টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; উদরে ভার বোধ ; ভারীদ্রব্য তুলিয়া ; ঋতুর সময়ে বৃদ্ধি।

উপদংশদোষবিশিষ্টা স্ত্রীর বন্ধ্যতা ; আর, যাহাদের ভাল পরিপোষণ হয় না এবং বন্ধ্যতা বশতঃ মন সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকে।

ঋতুঃ— অতি বিলম্বে, অল্প; ঋতুর পূর্ব্বে বগলের গ্রন্থিসকলের স্ফীতি ; ঋতুর সময়ে পেটবেদনা (colic), সরলান্ত্রের স্খলন (prolapse of the rectum)।

ঋতুরোধ (amenorrhœa), তৎসঙ্গে জরায়ু-স্খলন (prolapsus uteri) ও বিষাদ।

যোনি হইতে সদত স্রাব।

শাদা ঘন প্রদর ; জরায়ুতে জ্বালা ছনছনে বোধ, লেবিয়া মেজোরা লালবর্ণ, স্ফীত।

১৪ গর্ভাবস্থা।—দুগ্ধ নিঃসরণ বন্ধ।

পরিশ্রমের পর হৃদস্পন্দন, সূতিকাগারে রক্তস্রাবের পর হৃদস্পন্দন।

প্রসব বেদনায় জীবনের আশা ত্যাগ করে, জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িতে কিম্বা আছাড়িয়া পড়িতে যায় ; প্রায়ই তৎসঙ্গে মস্তকে ও বুকে রক্তাধিক্য থাকে ; হৃদস্পন্দন।

১৫ লেরিংক্স।—স্বরঃ—নাকি স্বর ; স্বরভঙ্গ, যেন সর্দ্দি লাগিয়াছে।

লেরিংক্সের গভীর স্থানে গয়ার, সহজে তুলিয়া ফেলা যায় না।

১৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসঙ্গে নিশ্বাস গ্রহণকালে বুকে সূচীবেধ বোধ।

কোন অবস্থায় থাকিলেই উপশম পায় না ; গভীর শ্বাস লয়।

বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য বশতঃ হাঁপানি (asthma); রাত্রিতে এবং খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে শ্বাসকষ্ট বোধ ; বক্ষস্থলের আক্ষেপিক

সঙ্কোচন সহ শ্বাসরোধের আক্রমণ : মুখমণ্ডল নীলাভাযুক্ত লাল-বর্ণ; হৃদস্পন্দন; অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়।

প্রাতঃকালিক হাঁপানি (asthma), মুখমণ্ডল নীলবর্ণ (cyanotic); কৃষ্ণকেশ ব্যক্তি; পারদ ব্যবহারের পর বৃদ্ধি; বর্ষাকালে এবং উষ্ণ বাতাসে।

১৭ কাশী।—প্রাতঃকালে জাগিলে পর আঠা চটচটে হরিদ্রাবর্ণ গয়ার। রাত্রিতে শ্বাস লইতে পারে না বলিয়া কাশী।

স্ত্রীলোকদিগের শুষ্ক, আক্ষেপিক, স্নায়বিক কাশী; নিয়মিতরূপে প্রতি রাত্রি সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত।

১৮ ফুস্ফুস।—হৃদস্পন্দনের আক্রমণের পর বক্ষঃস্থলে চিড়িকমারা বেদনা।

বক্ষঃস্থলে উত্তাপ ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে অল্প অল্প সূচীভেদবৎ বোধ, নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

অতি প্রত্যূষে জাগিলে পর বুকে দুর্দ্দমনীয় শুষ্ক সর্দ্দি : অনেক কষ্টে একটু গয়ার তুলে, এবং তাহাও শয্যা হইতে উঠিয়া।

১৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—সকম্পন ভয়াকুলতা সহ হৃৎপিণ্ড প্রদেশে পুনঃপুনঃ যন্ত্রণাবোধ; অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ হৃদস্পন্দন।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের পর, উদ্বেগ ও মস্তকে রক্তাধিক্য সহ হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন; পরিশ্রমের পরেও হৃদকম্পন।

অশ্বারোহণ বা ভ্রমণ কালে হৃদকম্পন বশতঃ তাহা হইতে স্থগিত হইতে হয়।

অনিয়মিত, সবিরাম নাড়ীর স্পন্দন সহ হৃৎকম্পন; অগভীর শ্বাসক্রিয়া।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা, বাম বাহু দিয়া অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধি এইরূপে বেদনা বেড়াইয়া বেড়ায় এবং পরিশেষে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া স্থির হয়; ঠিক সোজা হইয়া বসিতে বাধ্য; বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড থামিয়া গিয়াছে এবং তৎপরে হঠাৎ একবার সজোরে আঘাত দিতেছে।

নাড়ী ক্ষুদ্র কিন্তু দ্রুত।

[illegible] দুর্ব্বল নাড়ী, হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় (cardiac) হাঁপানি (asthma), মানসিক বিষাদ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠ।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিসকল স্ফীত।

বিশ্রাম কালেও, প্রধানতঃ অবনত হইলে, গ্রীবায় আকর্ষণ বোধ, যেন মাংসপেশী ছোট পড়িয়াছে।

মেরুদণ্ডের পীড়া।

কোমরে বেদনা, যেমন পরিশ্রান্তির পরে হয়।

পশ্চাতে মাংসপেশীর টেণ্ডন সকল এত বেদনাযুক্ত কঠিন (stiff) যে উরুদেশ উচ্চ করা যায় না; উরুদেশ পক্ষাঘাত বিশিষ্ট বোধ হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামস্কন্ধে প্রেকবেধবৎ।

বগলের গ্রন্থিসকলের প্রদাহযুক্ত স্ফীতি।

বাহু সঞ্চালনে কষ্ট; বাহু পরিশ্রান্ত বোধ হয়; সম্মুখ বাহু (forearms) ভারী বোধ।

দক্ষিণ কনুইতে প্রবল অস্থিবেদনা।

দক্ষিণ সম্মুখবাহুতে প্রেকবেধ বোধ।

উভয় মণিবন্ধের অস্থিমধ্যে ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বেদনা।

হাতের তলা চুলকায়। *হাতের তলায় হার্পিস।

অঙ্গুলি সন্ধি মধ্যে প্রেকবেধ বৎ বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বোধ হয় যেন সমস্ত রক্ত তাহার (স্ত্রীং) মস্তক হইতে নিম্নাঙ্গে ধাবিত হইয়াছে; নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতবিশিষ্ট বোধ, তাহার (স্ত্রীং) বসিয়া থাকিতে হয়।

হাঁটুসন্ধি কম্পিত হয়; কাঠিন্য (stiffness), পক্ষাঘাতবিশিষ্ট বোধ; বসিয়া থাকিলে রুশিয়া কাপড় জড়ানর ন্যায় বেদনা বোধ।

[illegible] দক্ষিণ হাঁটুর দুর্ব্বলতা; হাঁটিতে বা মেজেতে পা পাতিতে গেলে পা টানিয়া ধরার ন্যায়।

[illegible], অঙ্গুলিসন্ধি ও পায়ের উপরে (dorsum) প্রেকবেধবৎ বোধ।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে পা (legs) ও পায়ের পাতায় (feet) দুর্ব্বলতা, হাঁটিলে পর উপশম।

পায়ের অঙ্গুলিসকল শ্যামবর্ণ।

পায়ের তলায় (soles) চুলকানি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অসাড়, জাগিলে পর সংজ্ঞাবিহীন; সঞ্চালন অপেক্ষা শয়ন করিয়া থাকিলে বেশী।

প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মধ্যে পক্ষাঘাতবিশিষ্ট টানিয়া ধরা; সর্দ্দি লাগিলে ঐরূপ বোধ।

হৃদকম্পনের আক্রমণকালে বাম বাহু চাপিয়া ধরিতে হয়।

সম্মুখবাহু ও উরুদেশের অস্থিবেষ্টক ঝিল্লির (পেরিয়ষ্টিয়মের) স্ফীতি।

প্রত্যূষে, প্রধানতঃ বিশ্রামকালে, মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মধ্যে ছুরিবৎ বেদনা; ঐ বেদনা শয্যা হইতে উঠিলে দূর হয়।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—বিশ্রাম : ৩১, ৩৪। উপবেশন : ৩৬। শয়ন : ৩৪। অবশ্য শুইতে হইবে : ২। ভ্রমণ : ২১, ৩৬। খোলা বায়ুতে ভ্রমণ : ২, ২৬। গতি বা সঞ্চালন : ২, ৩, ১৮, ৩৪, ৩৬। পরিশ্রম: ২৯। অবনত হওয়া : ২, ৩১। উত্থান : ২, ২৮, ৩০, ৩৪, ৪০। মেজেতে পা পাতিলে : ৩৩। শয্যায় : ৩৭।

৩৬ স্নায়ু।—প্রাতঃকালে সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রান্ত, যেন সমস্ত রাত্রি মোটেই নিদ্রা হয় নাই।

আনন্দদায়ক আশাতে মনোমধ্যে সকম্পন আন্দোলন।

হিষ্টিরিয়ার ন্যায় আক্ষেপ; পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন।

নড়িবার ইচ্ছা হইলে, তিনি (পুং) অজ্ঞাতসারে অল্প অল্প নড়েন; কথা কহিবার সময়ে অজ্ঞাতসারে হাসিয়া ফেলেন।

আভ্যন্তরিক শূন্যতা ও সর্ব্বশরীরের দুর্ব্বলতা বোধ।

অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রাকালে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে; উচ্চরবে চীৎকার সহ দস্যুসম্বন্ধে ভয়াবহ স্বপ্ন।

বেদনা নাই, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে; প্রাতঃকালে আলস্য বা নিদ্রা বোধ থাকে না।

অর্দ্ধরাত্রির পর অনিদ্রা।

অস্থিবেদনার জন্য জাগিয়া উঠে, এত অসহ্য বেদনা যে নির্জ্জীবপ্রায় হয়, আর বাঁচিতে চাহে না।

প্রতি প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে থাকিতে থেঁতলানবৎ (bruised) বোধ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ৫, ৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭ ৪০। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল : ২৭। মধ্যাহ্ন : ১৭। রাত্রি : ৫, ২০, ২৬, ২৭, ৩৭, ৪০। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় : ২৭। সন্ধ্যা হইতে মধ্য-রাত্রি : ৪৬।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শৈত্য সম্বন্ধে চৈতন্যাধিক।

উত্তপ্ত হইলে সাধারণতঃ ভাল।

উত্তাপ : ২৬। ঘর : ৪৬। শৈত্য : ৩৪। বায়ু : ১০। সজল বায়ু : ২৬। খোলা বায়ু : ৩, ২৬, ৪৬।

ধৌত করিলে অনেক লক্ষণ দূরীভূত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—হাত পা শীতল; কখন কখন সমস্ত রাত্রি থাকে; তৃষ্ণা থাকে না।

শয্যা হইতে উঠিলে শীত হ্রাস; শয্যায় কম্প, হাঁটু পর্য্যন্ত পদদ্বয় শীতল।

সমস্ত শরীরের শীতলতা, ঝিনঝিনা; শীত প্রবল।

কেবল মুখমণ্ডলে উত্তাপ, অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা; হাত পা শীতল।

পর্য্যায়ক্রমে শীতের পর উত্তাপ।

দেহতাপ বর্দ্ধিত, নাড়ী দ্রুত, তৎপরে প্রচুর, স্থায়ী ঘর্ম্ম, লালা নিঃসরণ, মুখে বেদনা; প্রচুর মূত্র, অথবা ঘোলা দুর্গন্ধ মূত্র।

প্রচুরভাবে ঘর্ম্ম; প্রধানতঃ জননেন্দ্রিয়ের উপরে ও চতুর্দ্দিকে।

৪১ আক্রমণ।—সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়: ২৭। প্রতি তিন বা চারিদিন : ০। প্রতি দুই বা তিন সপ্তাহ : জ্বরকম্পন। সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত : ৪৬।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ১৮, ২২, ৩২, ৩৩। বাম : ২, ৬, ৮, ১৭, ১৮, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৪। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে : ৪। বাহির হইতে ভিতর দিকে : ৫। ভিতর হইতে বাহিরের দিকে : ৫। উপর হইতে নীচের দিকে : ৫।

৩৬ অনুভব।—সকল বেদনাই অসহ, বেদনায় নির্ভরসা করিয়া তুলে, বাঁচিতে চাহে না।

সর্ব্বপ্রকার বেদনায় অনুভব প্রবল; বেদনা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, তিনি (পুং) বোধ করেন যে তিনি যথার্থ বেদনা অনুভব করিতেছেন।

প্রেকবেধবৎ বেদনা, প্রধানতঃ অস্থিমধ্যে।

৩৭ ত্বক্।—স্বর্ণ প্রথমতঃ শক্তি, এমন কি স্ফূর্ত্তি বোধ উৎপন্ন করে; তৎপরে বিষাদ, অসুখ বোধ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

কর্কটরোগ সম্বন্ধীয় ক্ষত।

পূয হরিদ্রাবর্ণ, তদুপরি পনীরবৎ পদার্থ ভাসে; পদ্মার এবসেস।

বাহ্য অংশসকল কাল হইয়া যায়।

শোথ।

করোটী ও অন্যান্য অস্থির (আববৎ) বিবর্দ্ধন (Exostoses)।

অস্থিমধ্যে প্রেকবেধবৎ; অস্থিক্ষয় বিশেষতঃ পারদ ব্যবহারের পর; বেদনায় নির্ভরসা করিয়া ফেলে; রাত্রিকালে বৃদ্ধি।

মেদ, হৃৎপিণ্ডের নিকট মেদ।

গ্রন্থিসকল বেদনাযুক্ত স্ফীত; স্ক্রফুলা, রক্তবর্ণ চেহারা।

৩৮ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ২২।

চাপ: ৫। চর্ব্বণ: ১০। বাম বাহু চাপিয়া ধরে: ৩৪। ঘর্ষণ: ২২। শকটারোহণ: ২৯।

৩৯ চর্ম্ম।—প্রবল চুলকানি, প্রথমে পায়ের তলায় এবং তৎপরে সমস্ত শরীরে, সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত।

মুখমণ্ডলে সূক্ষ্ম সরস ফুস্কুড়িবৎ উদ্ভেদ।

গভীর ক্ষত, অস্থিসকল আক্রমণ করে; পারদের অপব্যবহারের পর।

মলিন হরিদ্রাবর্ণ ছোট ও বড় দাগ, হুলবেধ, জ্বালা, কঠিন গাঁইটের ন্যায় বোধ হয়; খোলা বায়ু অপেক্ষা গৃহ মধ্যে অল্প।

৪০ অবস্থা।—স্ত্রীলোকদিগের স্নায়বিক কাসি।

প্রাপ্তযৌবনা বালিকা; যৌবনের পূর্ব্বে বালক, ২২।

বৃদ্ধদিগের পক্ষে প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট; দুর্ব্বল দৃষ্টি; মেদ সকল; হৃদরোগ।

স্থূলা; অল্পকেশ; রক্ত প্রধান ধাতু; রক্তবর্ণ চেহারা।

উপদংশ ও পারদদোষযুক্ত রোগী; বিশেষ রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায়, তৎ-সহ বিষাদ, পরিপোষণাভাব ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

১৮ সম্বন্ধ।—অরমের প্রতিবিষ:—বেল, সিঙ্কো, কক্কু, কফি, কুপ্র, মার্ক, পলসা, স্পাইজি, সোলে-নাইগ্রা।

অরম প্রতিষেধ করে:—মার্ক, স্পাইজি।

আইরিস ভার্সিকলার।

পরীক্ষক:—কিচেন।

১ মন।—অপ্রফুল্ল।

অগ্রগামী রোগের ভয়।

অল্পেই বিরক্ত।

পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারে না। মানসিক শক্তির হ্রাস।

২ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে অল্প অল্প দপ্‌দপানি ও চিড়িকমারা; ঝিমঝিমা; সন্ধ্যাগমে বৃদ্ধি; বিশ্রাম, শীতল বায়ু বা কাসি হইতে বৃদ্ধি; অল্প অল্প সঞ্চালনে উপশম।

পরিশ্রান্তি-সূচক শিরঃপীড়া, মানসিক অবসন্নতা (দুর্ব্বলতা) বশতঃ।

অষ্টম দিনে ঝিমঝিমার সহিত শিরঃপীড়া। অস্পষ্ট দৃষ্টি সহ আরম্ভ হয়।

৩ বহির্মস্তক।—রগে চিড়িকমারা, প্রধানতঃ দক্ষিণ রগ, তৎসহ চর্ম্মে সঙ্কোচন বোধ।

৪ চক্ষু।—অক্ষিকূট ঈষৎ লালবর্ণ, যেন ঠাণ্ডা লাগিয়া; স্নায়ুশূল বশতঃ চক্ষু অলসবোধ; চক্ষুর অশ্রুস্রাবসহ আভ্যন্তরিক কোণে জ্বালা।

৫ নাসিকা।—সশব্দ হাঁচি; নাকের মধ্যস্থলে তীব্র বেদনা; খড়্খড়ি করিয়া কাশি।

৬ মুখমণ্ডল।—সুপ্রা-অর্বিটাল, ইনফ্রা-অর্বিটাল, সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ডেণ্টাল নাড়ীতে স্নায়ুশূল; প্রতি প্রাতঃকালে ভোজনের (break-

fast) পর আরম্ভ হয়, তৎসহ স্তম্ভনকারী শিরঃপীড়া ; প্রচুর মূত্র ; মলত্যাগের ইচ্ছা ; মলদ্বারে জ্বালা।

চতুর্দ্দিকে নীলাভা সহ কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ বিলুপ্ত ; মুখে ফ্যাকা আস্বাদ।

জিহ্বা বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে ; প্রাতঃকালে উঠিলে পর চর্ব্বি-যুক্ত বোধ।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও ফসেস মধ্যে জ্বালা, যেন আগুণ জ্বলিতেছে।

গণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত।

প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি সহ ডিপথিরিয়ার পরে লালানিঃসরণ।

লালার চর্ব্বিযুক্ত আস্বাদ বোধ হয়, পিচ্ছিল।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—আস্বাদ ও ক্ষুধা বিলুপ্ত।

১৫ পানাহার।—প্রাতঃকালিক আহারের (breakfast) পর মাথাধরা; প্রাতঃকালিক আহারের পূর্ব্বে ও শীতল দ্রব্য পান করিলে পর পাকস্থলী মধ্যে কামড়ানী।

দুগ্ধ জমিয়া যায় এবং বমিত হয়।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—আস্বাদহীন, অথবা অম্লাক্ত খাদ্যের উদ্গার।

বিবমিষা ও গলা জ্বলিয়া যায় এরূপ অম্ল পদার্থের বমন ; শিরঃপীড়া সহ অম্ল বমন।

বমন :—আহারের এক ঘণ্টা পরে ভুক্ত পদার্থের ; অত্যন্ত উত্তাপ ও ঘর্ম্ম সহ পিত্ত বমন।

১৭ পাকস্থলী।—এপিগাষ্ট্রিয়মে জ্বালাযুক্ত কষ্ট বোধ ; ঐ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না।

এপিগাষ্ট্রিয়মেকয়েক মিনিটঅন্তর কামড়ানী বেদনা ; বিবমিষা, বেগ দেওয়া ও বায়ু উদ্গার উঠা।

প্রদাহ, ক্লোম মধ্যে জ্বালাযুক্ত কষ্ট বোধ, মিষ্ট বমন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশে কর্ত্তনবৎ।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াক প্রদেশে বেদনা ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

ইলিয়মের ক্রেষ্টের উপরে বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে, পরে বাম পার্শ্বে।

১৯ উদর।—প্রত্যেক বমন বা ভেদের পূর্ব্বে নাভির নিকটে অবিরাম পেট কামড়ানি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—পাতলা, জলবৎ, অম্ল পিত্ত মিশ্রিত, প্রচুর, অবিরাম-গতি জলস্রোতের ন্যায়; সবুজ, অজীর্ণ; দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ সহ জলের ন্যায়; অত্যন্ত বেগ সহ রক্তযুক্ত আম; মলত্যাগের পর মলদ্বার ও সরলান্ত্রে জ্বালা; জ্বর, উষ্ণ ঘর্ম্ম, শাদা জিহ্বা, অত্যন্ত মাথাধরা, নিরাশাসহ কাল মল; হরিদ্রাবর্ণ, জলবৎ, জ্বালাকর।

২১ মূত্র।—অল্প, লালবর্ণ; প্রস্রাবান্তে বরাবর প্রস্রাবপথ (urethra) মধ্যে জ্বালা; পরিষ্কার, প্রচুর।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক স্বপ্নসহ স্বপ্নদোষ; জননেন্দ্রিয়ের শীতলতা ও চুলকানি।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রাতঃকালিক বমন, বমন অম্ল বা তিক্ত।

২৫ লেরিংক্স।—শুষ্ক, শুড়শুড়ি কাসি, গলমধ্যে হুলহুলে-জ্বালা।

২৭ কাসী।—লেরিংক্স মধ্যে শুড়শুড়ি বশতঃ স্বল্পস্থায়ী (short) শুষ্ক কাসী।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে বেদনা, যেন বোধ হয় পঞ্জরাস্থি সকল ফুসফুসের উপর চাপ দিতেছে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—অঙ্গুলি ও মেটাকার্পাল অস্থিসকল মধ্যে বেদনা দ্রুত সঞ্চালিত হয়।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—খঞ্জতা উৎপাদক সায়াটিকা, হঠাৎ চিড়িকমারা; বোধ হয় যেন (বাম) উরুসন্ধি মুচড়াইয়া গিয়াছে; পশ্চিটিয়াল স্থান পর্য্যন্ত বেদনা ও খঞ্জতা বিস্তৃত; অল্প অল্প সঞ্চালনে বৃদ্ধি, প্রবল সঞ্চালনে (বা গতিতে) উপশম।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দক্ষিণ নিতম্ব (hip), উভয় জানু (দক্ষিণে বেশী) এবং বিশেষতঃ দক্ষিণ পদে (foot), এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম সন্ধি মধ্যে সঞ্চরমান বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি।—গতি: ৩, ১৮, ৩৩, ৩৮।

৩৬ স্নায়ু।—দুর্বল স্নায়ু, কম্পবান; কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু; গ্রীষ্মকালিক উদরাময়ের ন্যায়, দীর্ঘস্থায়ী কিম্বা প্রবল পিত্তযুক্ত মল ত্যাগের পর।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ৮, ১১, ১৫, ২৪। সন্ধ্যাকাল: ৩। রাত্রি: ২২, ৪৬। রাত্রি ৩টা: ২০। দিবস: ৩।

৩৯ তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ু: ৩, ১৩। আবৃত হইলে: ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—নিদ্রাবেশ সহ শীত।

উত্তাপের পরে শীত, তৎসহ শীতল হস্তপদ।

বেশ ঢাকিয়া থাকিলেও সর্ব্বাঙ্গে শীত; অল্প গুন্‌গুন্‌ করিয়া প্রলাপ ও পিত্তযুক্ত উদরাময় সহ জ্বর।

চর্ম্ম উষ্ণ; শুষ্ক, কাল মল।

সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে (কুচকিতে) ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—প্রতি প্রাতঃকাল: ৮। প্রতি অষ্টম দিন: ৩।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৪, ১৮, ৩৪, ৪৬। দক্ষিণ হইতে বামদিকে: ১০। নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে: ১৭, ২৪।

৪৪ তন্তু।—গ্রন্থিসমূহের রস-নিঃসারণ ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে; যথা লালা নিঃসারক, ক্লোম, আন্ত্রিক ইত্যাদি গ্রন্থি সমূহ।

৪৬ চর্ম্ম।—মস্তকের চর্ম্ম, মুখমণ্ডল, মুখের চতুর্দ্দিকে সরস কুস্কুড়িযুক্ত উদ্ভেদ।

জানু, কনুই ও শরীরে অনিয়মিত চক্রাকার দাগ (patches), তৎসঙ্গে উজ্জ্বল আঁইসবৎ পাতলা খোসা বা ছাল, দাগের কিনারাসকল অল্প উচ্চ।

শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে হার্পিস জোষ্টার।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভেদ, চুলকাইলে কাল কাল বিন্দুসকল বাহির হয়, রাত্রিকালে অত্যন্ত চুলকায়।

আওডিয়ম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—সর্ব্বদা বোধ করে যেন কি একটা বিষয় তিনি (স্ত্রীং) ভুলিয়া গিয়াছেন।

স্থির, অনড় চিন্তা ।

মন্দাশঙ্কা, তৎসহ অতি-সাবধানতঃ ।

যখন কেহ নিকটে আইসে, বিশেষতঃ চিকিৎসক, তখন সক্ চিত ও ভয় ।

পরিপাককালে মনের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা (sensitiveness), ক্রন্দনের ন্যায় বোধ ।

বিষণ্ণ মন, বিমর্ষ চিত্ত ।

খিট্‌খিটে ও চৈতন্যাধিক্যতা । অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা ।

দিবারাত্রি নড়িতে বাধা, মস্তিষ্ক বোধ হয় যেন আলোড়িত, বোধ করে যেন উন্মত্ত হইবে ।

২ চৈতন্য ।—মাথাঘোরা :—কেবল বাম পার্শ্বে ; তৎসহ মস্তক ও সর্ব্ব-শরীরে দপ্‌দপানি, হৃৎপিণ্ডের কম্পন, ভ্রমি ; উপবেশন বা শয্যা হইতে উঠিবা মাত্র বৃদ্ধি ; অথবা সামান্য ব্যায়ামের পরে বসিলে কিম্বা শয়ন করিলে বৃদ্ধি ।

৩ মস্তকাভ্যন্তর ।—মাথাধরা ; বাম পার্শ্ব ও মস্তকের উপর, কখন কখন বাহুদ্বয়ের পক্ষাঘাত বোধ ।

মাথাধরা, বোধ হয় যেন একটা ফিতা বা কাপড় মস্তকের চতুর্দ্দিকে সজোরে বাঁধা আছে ।

মাথাধরার বৃদ্ধি :—উষ্ণ বায়ুতে ; যখন বহুক্ষণ গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ায় ; তাড়াতাড়ি হাঁটিলে ।

নাসামূলের উপরে ক্ষুদ্র একটী স্থানে চাপ বোধ ।

প্রতি সঞ্চালনে মস্তকমধ্যে দপ্‌দপানি ।

৪ চক্ষু ।—উজ্জ্বল বর্ণের দৃষ্টিভ্রম ।

দৃষ্টির হ্রাস ।

চক্ষুর সম্মুখে পর্দ্দাবৎ ।

অক্ষিগোলক বাহির হইয়া পড়ে ।

চক্ষুতে জ্বালা ।

দক্ষিণ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে সদত ছিন্নকর বেদনা ; ঐ বেদনা চক্ষুর আভ্য-ন্তরিক কোণ হইতে চোয়ালের সন্ধি পর্য্যন্ত পশ্চাতে বিস্তৃত ।

অক্ষিপুটের কম্পন।

অক্ষিতারকার বিস্তৃতি, তৎসহ অক্ষিগোলকের সদত সঞ্চালন।

চক্ষুর শাদা অংশ মলিন হরিদ্রাবর্ণ।

অক্ষিপুটের স্ফীতি (œdema)।

৬ কর্ণ।—শব্দাসহতা।

শ্রবণশক্তি প্রথমে বর্দ্ধিত, পরে হ্রাস।

কর্ণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ।

মধ্য কর্ণের সংযোজনা।

৭ নাসিকা।—বোধ হয় যেন নাসাপুট সবিস্তারে উন্মুক্ত ও নাসিকা শুষ্ক; ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত; সন্ধ্যাকালে হাঁচি।

শুষ্ক সর্দ্দি (coryza), খোলাবায়ুতে গেলে সরস হয়।

নাসিকা হইতে পুরাতন, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব; নাসিকা বেদনাযুক্ত ও স্ফীত।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—রক্তহীন, হরিদ্রাবর্ণ, কিম্বা শীঘ্রই কটাবর্ণে পরিবর্ত্তিত; কষ্টপ্রাপ্ত, রক্তহীন, পর্য্যায়ক্রমে লালবর্ণ।

মৌখিক মাংসপেশীর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

স্থূলকায় বালকদিগের মুখমণ্ডলের শীতলতা।

১০ দন্ত।—দন্তশূল, মাড়ী স্ফীত ও রক্ত পড়ে।

মাড়ীর উপর ছোট ছোট ফোস্কা পড়ে।

মাড়ী স্ফীতভাব, লালবর্ণ, প্রদাহিত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত, এবং সহজেই রক্ত পড়ে।

১১ জিহ্বা ইত্যাদি।—আস্বাদ :—লবণাক্ত; অম্লাক্ত; জিহ্বার অগ্রভাগে মিষ্টাস্বাদ।

জিহ্বা :—শুষ্ক; পুরু ক্লেদাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতঃকালে জাগিলে মুখ থুথুপূর্ণ, তৎসহ পচা আস্বাদ, জল দিয়া মুখ ধুইলেও উপশমিত হয় না।

প্রচুর, মিষ্ট লালা।

লালানিঃসরণ; পারদ ব্যবহারের পরেও।

মুখে ক্ষত (apthæ)।

মুখে ঘা, মাড়ী লালবর্ণ ও স্ফীত, দাঁত হইতে মাড়ী নামিয়া পড়ে, সহজেই রক্ত পড়ে, এবং তৎসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেয়ে রঙ্গের বেদনাযুক্ত ঘা; প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালা নিঃসরণ।

মুখ ও ফসেস মধ্যে পুরু, কটাবর্ণ, ক্রুপবৎ এক্স্যুডেশন।

১৩ গলমধ্য।—যুভুলা স্ফীত ও লম্বায় বর্দ্ধিত।

জ্বালাকর বেদনা সহ গলমধ্যের প্রদাহ।

গলাধঃকরণে বাধা সহ, লেরিংক্স মধ্যে সঙ্কোচন বোধ (পূর্ণতা বা চাপ বোধ)।

গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতিসহ গলমধ্যে ঘা।

অন্ননলীর প্রদাহ ও ঘা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ, প্রতি কয়েক ঘণ্টা অন্তর আহার করিতে হয়, যদ্যপি না আহার করে তাহা হইলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও কষ্ট মনে করে।

বেশ খায় কিন্তু তথাপি কৃশ হইয়া যায়।

পর্য্যায়ক্রমে প্রচুর ক্ষুধা ও ক্ষুধা বিলুপ্ত।

অত্যন্ত তৃষ্ণা : ১০।

১৫ পানাহার।—উপবাসে বুকের ভিতর বেদনা হয়।

আহার : ১৬, ১৭ ; অজীর্ণ খাদ্য : ১৬। দুগ্ধ পান: ২০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

অজীর্ণ খাদ্য ভক্ষণের পর বুকজ্বালা।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত শূন্য উদ্গার।

জ্বালা বোধ সহ অম্ল উদ্গার।

পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা সহ বিবমিষা।

প্রবল বমন,—বমন আহার করিলে পুনর্বৃদ্ধি হয়।

বমন:—অত্যন্ত পেটবেদনা সহ পিত্ত বমন; দুগ্ধ বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা, ঐবেদনা আহার করিলে পুনর্বৃদ্ধি হয়।

পাকস্থলী প্রদেশে স্পন্দন।

এপিগ্যাষ্ট্রিয়মের টিপিলে বেদনা বোধ।

পাকস্থলীতে সূচীবেধ বোধ, শিথিল বোধ, পরিধেয় কাপড় শিথিল করিয়া দেয়; দুগ্ধ সহ্য হয় না; প্রবল তৃষ্ণা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎ প্রদেশ টিপিলে বেদনাযুক্ত।

সবিরাম জ্বরের পরে প্লীহা বৃদ্ধি; বরাবর নিম্নে বাম ইলিয়াক প্রদেশ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত বেদনা।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত ও পূর্ণ।

উদরের বাম পার্শ্বে বায়ু আবদ্ধ।

উদরের একটা ধমনীর প্রবল দপদপানি।

কুচকি গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলঃ—জলবৎ, সফেন, শাদা আমযুক্ত, সর্ব্বদা প্রাতঃ-কালে; প্রচুর, ভসকা; মলশূন্য আমযুক্ত আমাশয়ের মল; ঘোলবৎ; মেদযুক্ত।

কোষ্ঠবদ্ধ, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়।

নিষ্ফল বেগ সহ কোষ্ঠবদ্ধ, দুগ্ধ পানের পর ভারবোধ।

মল কঠিন, গাঁইট-বিশিষ্ট, কালচে রং।

২১ মূত্র।—বৃদ্ধদিগের মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্রঃ—কালচেবর্ণ, ঘন, এমোনিয়াযুক্ত; হরিদ্রাভাযুক্ত সবুজবর্ণ; জালাকর; দুগ্ধবৎ; মূত্রোপরি লালবর্ণের সর ভাসে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শুক্রকর্ড মধ্যে টনটনানি, বা মোচড়ানি।

অণ্ডকোষ ও প্রষ্টেট গ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য।

দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্মসহ অণ্ডকোষের বেদনাশূন্য স্ফীতি।

২৩ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—ঋতুঃ—কখন অতি আগাইয়া, কখন অত্যন্ত পিছাইয়া; অসময়ে, প্রবল ও প্রচুর।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, প্রত্যেক মলত্যাগের পর পুনর্বৃদ্ধি হয়।

স্তনে অত্যন্ত বেদনা সহ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; কিম্বা, স্তন শুষ্ক হইয়া শ্লথ হইয়া পড়ে।

জরায়ু ও ডিম্বকোষদ্বয়ের কাঠিন্য ও স্ফীতি।

জননেন্দ্রিয় দিকে চাপবৎ বেদনা সহ, ডিম্বকোষদ্বয়ের শোথযুক্ত পীড়া।

দক্ষিণ ডিম্বকোষ হইতে জরায়ুর দিকে অল্প অল্প (dull) চাপবৎ, কি যেন একটা মধ্যে ঠেলিতেছে (wedge-like) এই রূপ বেদনা।

প্রদরঃ—জ্বালাকর, সংস্পৃষ্ট স্থানে ক্ষতকর; ঋতুর সময়ে বৃদ্ধি।

উভয় স্তনের চর্ম্মে নীলাভাযুক্ত লালবর্ণ; সুপারির আকারের গুটিবৎ বৃদ্ধি; স্তনের অগ্রভাগে শুষ্ক, কাল কাল বিন্দু সকল।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসবান্তে (সূতিকাবস্থায়) আওডিয়মের অতি উচ্চ ক্রম ব্যতীত কখন প্রয়োগ করিবে না।

২৫ লেরিংক্স।—সমস্ত দিন স্থায়ী স্বরভঙ্গতা, গয়ার অল্প অল্প ও চট্‌চটে, সর্ব্বদা গলা খাঁকির দেওয়া।

টাটানি ও স্বরভঙ্গতা সহ লেরিংক্স স্থানে কসিয়া ধরা ও সঙ্কোচন বোধ।

■ ক্রুপ্‌ বা গ্লটিস স্ফীতি (এই রোগে আওডিয়মের বাষ্পাঘ্রাণ ব্যবহৃত হয়)।

মেম্বেনাস ক্রূপ, তৎসহ সাঁই সাঁই ও করাতকরার ন্যায় শ্বাসক্রিয়া, শুষ্ক কাসী, বিশেষতঃ যে শিশুদিগের কাল চক্ষু ও কাল কেশ আছে। শিশু হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরে, বড় বড় শক্ত শক্ত দলা দলা শ্লেষ্মা তুলে (চট্‌চটে নহে); জ্বর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস অল্পতা, উপর তলায় উঠিতে গেলে হৃৎকম্পন ও দুর্ব্বলতা।

২৭ কাসী।—লেরিংক্সে শুড়শুড়ি বশতঃ শুষ্ক প্রাতঃকালিক কাসী।

বক্ষঃস্থলে সূচীবেধ ও জ্বালা সহ শুষ্ক কাসী।

অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা গয়ার উঠা সহ কাসী, গয়ার রক্তের দাগযুক্ত।

গয়ারঃ—লবণাক্ত; অম্লাক্ত; ধূসরবর্ণ বা শাদা।

২৮ ফুস্ফুস্।—বক্ষাভ্যন্তরে দুর্ব্বলতা বোধ।

প্রবল, কষ্ট, বিস্তকারী বেদনা।

ব্রংকিয়াল (বায়ুনলী ভুজ সম্বন্ধীয়) ও পালমনারি (ফুস্ফুসীয়) রক্তাধিক্যতা ও রক্তস্রাবের প্রবণতা বা সম্ভাবনা।

■ হিপাটিজেশন (অর্থাৎ ফুস্ফুসের যকৃতের গঠনের ন্যায় কাঠিন্যাবস্থা প্রাপ্তি), দক্ষিণ ফুস্ফুসের উপর ভাগে বেশী; প্রবল জ্বর, অস্থিরতা,

তৃষ্ণা; স্পৃহাশূন্যতা। দ্রুত হিপাটিজেশন; বুকের উপর দিয়া কসিয়া ধরা বোধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—প্রবল হৃৎকম্পন, অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড সজোরে পিষ্ট হইয়াছে।

হৃৎপিণ্ড অনিয়মিত রূপে কাজ করে, তৎসঙ্গে কঠিন, পূর্ণ নাড়ী; কিম্বা, নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশ সদত ভারযুক্ত, কষ্টকর বেদনা।

নাড়ীঃ—বৃহৎ, কঠিন ও দ্রুত, তৎসহ রক্তবহানাড়ী মধ্যে রক্তের প্রাবল্য ও স্পন্দন; দ্রুত, কিন্তু দুর্ব্বল ও সূত্রবৎ নাড়ী; অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রমে নাড়ী দ্রুত হয়।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—সুস্পষ্ট কাঠিন্য সহ গলগণ্ড।

গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি ও কাঠিন্য।

মেরুদণ্ড সম্বন্ধীয় পীড়া।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—প্রাতঃকালে, শয্যায় শয়ন কালে, বাহুদ্বয়ের পরিশ্রান্তি বোধ, যেন পক্ষাঘাত হইয়াছে।

প্রসারণকারী মাংসপেশী সমূহের (extensors) বেদনাযুক্ত দুর্ব্বলতা, বাম কনুইতে বেদনা।

হস্ত পদাদির শীতলতা।

অঙ্গুলিগুলি শিথিল ও অবশ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—প্রদাহ, খোঁচাবেধ ও জ্বালা সহ জানুর উত্তপ্ত, উজ্জ্বল লালবর্ণ স্ফীতি; স্পর্শ বা চাপ দিলে বৃদ্ধি।

প্রবল চুলকানি আঘাত, বিশেষতঃ জানুর চতুর্দ্দিকে; বিশেষতঃ বাম জানুর বাহিরের দিকে।

পায়ের (feet) ফুলা।

পায়ের (foot) জ্বালাকর, ক্ষতকারী ঘর্ম্ম।

বেদনাযুক্ত কাঁটা (corns)।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্তপদাদির মাংসপেশীর হঠাৎ উৎক্ষেপ।

পুরাতন গেঁটে বাতের পীড়া, তৎসহ সন্ধিসমূহে রাত্রিকালিক প্রবল বেদনা, ফুলা থাকে না।

৩৫ **অবস্থিতি, ইত্যাদি।**—গতি : ১, ৩। উপবেশন : ২। উঠার পর : ২। শয়নে : ২, ৩২। ভ্রমণ : ৩। পরিশ্রম : ২, ২১। উপরে আরোহন : ২৬।

৩৬ **স্নায়ুসকল।**—মাংসপেশী সমূহের উৎক্ষেপ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অথবা সর্ব্বশরীরের কম্পন।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; ঘর্ম্ম হয়, এমন কি কথা কহিতে।

সত্বর শক্তির হ্রাস।

৩৭ **নিদ্রা।**—মধ্যরাত্রির পরে অনিদ্রা।

সুস্পষ্ট অথবা উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন সহ অস্থির নিদ্রা।

৩৮ **সময়।**—প্রাতঃকাল : ১২, ২০, ২৭, ৩২, ৪০। সন্ধ্যাকাল : ৭। রাত্রি : ৩৪, ৪০, ৪৪। মধ্যরাত্রির পরে : ৩৭। দিবা রাত্রি : ১। দিবস : ১৬, ২৫।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—উষ্ণবায়ু : ৩। উষ্ণগৃহ : ৪০। খোলাবায়ু : ৭।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—সমস্ত রাত্রি শীতল পা।

কম্প সহ শীত, উষ্ণ গৃহেও।

শীত, প্রায়ই উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে।

সমস্ত দেহে উত্তাপের বেগ (flashes of heat)।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ, তৎসঙ্গে চর্ম্মের শীতলতা।

সুস্পষ্ট জ্বর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, দপ্দপানি মাথাধরা, লালবর্ণ গাল; মন স্পৃহাশূন্য। *হৃৎস্পন্দন প্রদাহ, ক্রুপ, ইত্যাদি।

প্রচুর রাত্রিকালিক ঘর্ম্ম।

অত্যন্ত তৃষ্ণা সহ, শেষ রাত্রিতে দুর্ব্বলকারী, অম্লগন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম।

৪১ **পার্শ্ব।**—দক্ষিণ : ৫, ১৮, ২৩। বাম : ২, ৩, ১৮, ১৯, ৩২, ৩৩

দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব : ২৩।

৪২ **ত্বক্সকল।**—গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি ও কাঠিন্য।

মাটির এক্জেমা।

রাত্রিকালিক অস্থি-বেদনা।

ইন্দ্রিয় ও সাধারণ শীর্ণতা সহ, সন্ধিসমূহের বাতের বেদনা।

শীর্ণতা।

৪৭ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৩, ৩৩। চাপ : ১৮, ৩৩।
শকটারোহণ : ৩।

সমগ্র শরীরে প্রবল স্পন্দন; যন্ত্রণা ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; মস্তিষ্কের চাপ প্রাপ্তি।

৪৮ চর্ম্ম।—কর্কশ, শুষ্ক চর্ম্ম। মলিন হরিদ্রাবর্ণ, চট্‌চটে (clammy)
সরস চর্ম্ম।

ঘা বা ক্ষতের পুরাতন দাগ চুলকায়, পুনরায় ঘা হয়, কিম্বা তাহার উপর ফুস্কুড়ি ফুটিয়া উঠে।

নোড্‌স (গুল্ম)।

৪৯ অবস্থা।—কাল কেশ ও চক্ষু।

অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত বালকগণ; দুর্ব্বল বক্ষঃস্থল।

স্ক্রুফুলাদূষিত ধাতু।

বৃদ্ধদিগের।

৫০ সম্বন্ধ।—আর্স, মার্ক, ক্যালকে কিম্বা আর্জ্জে-নাইট্রি জনিত রোগ সমূহে আওডিয়ম প্রায়ই উপযোগী।

মার্কিউরিয়সের পর আওডিয়ম এবং আওডিয়মের পরে কালি-বাইক্রমিকম (ক্রুপরোগে) ফলপ্রদ।

আওডিয়ম ও লাইকোপোডিয়ম পরস্পর কার্য্যাবশেষপূরক।

আওডিয়মের প্রতিবিষ:—অধিক মাত্রায় খাইলে শ্বেতসার বা ময়দা জলে গুলিয়া; অল্প মাত্রায়, এণ্টিম-টার্ট, আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, চিনি-সলফ, চায়, কফি, হেপার, ওপি, ফস্ফ, স্পঞ্জি, সলফ।

আবসিন্থিয়াম।

পরীক্ষক:—ম্যাচেল।

১ মন।—এপিলেপ্টিক (মৃগী) ফিটের পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ভুলিয়া যায়; পশুবৎ উন্মত্ত।

ভীতিজনক বিভীষিকা।

তামসী নিদ্রা (stupor), পর্য্যায়ক্রমে বিপদজনক স্বপ্ন প্রকাশ।

২ চৈতন্য।—মদিরা পানে মত্ততার ন্যায়।

উঠিলে মাথাঘোরা; ক্ষণিক অচৈতন্যতা; *এপিলেপটিক (মৃগীর) আক্ষেপের সহিত অজ্ঞান।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জায় রক্তাধিক্য।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক নীচ করিয়া শয়ন করিতে হয়।

টাক ও মস্তকে দাদ।

৫ চক্ষু।—দৃষ্টি অপরিষ্কার।

অক্ষিগোলকে বেদনা।

চক্ষু লালবর্ণ, অশ্রুবারি পূর্ণ।

অক্ষিপুট স্ফীত, ভারী, চুলকায়।

৬ কর্ণ।—[redacted] কর্ণ হইতে স্রাব। * মাথাধরার পরে।

৭ মুখমণ্ডল।—বোকার ন্যায় চেহারা।

এপিলেপসি (মৃগী) রোগে মুখভঙ্গি করে।

মুখমণ্ডলে রক্তধাবন।

৯ নিম্নমুখ।—চোয়াল সজোরে আবদ্ধ।

এপিলেপসি (মৃগী) রোগে মুখ দিয়া ফেনা উঠে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—এপিলেপসি (মৃগী) রোগে তাহার (পুং) জিহ্বা দংশন করে; জিহ্বা পুরু, বাহির হইয়া পড়ে, কথা কহিতে পারে না।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্য যেন ঝলসিয়া গিয়াছে (scalded); প্রদাহিত।

১৫ আহার।—আহার করিলে উদরে তাহা ভারী হইয়া থাকে; বোধ হয় যেন তাহার অধিকাংশ জীর্ণ হইবে না।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার; প্রাতঃকালে বিবমিষা ও বমন।

বিবমিষা বাহিক বোধ হয় পিত্তস্থলী প্রদেশে।

১৭ পাকস্থলী।—শীতল ও কষ্ট বোধ করে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত বোধ হয় যেন স্ফীত, ১৭ দেখ।

পিত্তস্থলী, ১৬ দেখ।

প্লীহার বেদনা, বোধ হয় যেন স্ফীত হইয়াছে।

১৯ উদর।—কোমরের চতুর্দ্দিকে ও উদরে স্ফীতভাব।

বায়ুসঞ্চয় হেতু স্ফীতভাব।

২০ মল, ইত্যাদি।—কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শ।

কৃমি নাশ করে।

২১ মূত্র।—সতত প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্র গভীর হরিদ্রাবর্ণ, তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট, যেন ঘোড়ার মূত্রের ন্যায়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—শিথিল অংশের সহিত শুক্র নিঃসরণ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—দক্ষিণ ডিম্বকোষে চিড়িকমারা বেদনা।

জরায়ুতে বেদনা।

ঋতুস্রাব খোলসা করে।

স্ত্রীদিগের পাণ্ডুরোগ (chlorosis)।

২৭ কাসী।—যকৃত পীড়া সহ কাসী।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের কম্পন, পৃষ্ঠের দিকে অনুভূত হয়।

হৃৎপিণ্ড সজোরে আঘাত করে, স্কাপুলার (স্কন্ধ) প্রদেশে শ্রুত হয়।

৩১ পৃষ্ঠদেশ।—সেক্রমে বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধে বেদনা।

হস্ত পদাদির কম্পন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ঘোটক সকল পশ্চাৎ পা দিয়া পেটের দিকে লাথি মারে।

*কৃমি (ascarides)।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—মৃগীরোগে হাত পা ছোড়া।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ফুলে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—উঠিলে, ২ দেখ।

নীচ হইয়া শুইলে, ৪ দেখ।

আক্ষেপে পশ্চাৎ দিকে বক্র হয়।

৩৬ স্নায়ু।—মৃগী রোগ; আক্রমণের পূর্ব্বে :—কম্পন; আক্রমণকালে :—
অচৈতন্যতা, পড়িয়া যায়, ৮, ৯, ১১, ৩৪ দেখ; আক্রমণের
পরে :— অসাড়, দুর্ব্বল, এমন কি সাধারণ পক্ষাঘাত।

পুনঃ পুনঃ মৃগী রোগের আক্রমণ।

পশ্চাৎ দিকে বক্রতা, দন্তসংঘর্ষণ, তৎপরে নিদ্রা (stupor)।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রিতে অস্থির, বিরক্তিকর স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল ১৬, রাত্রি ৩৭।

৪০ শীত, জ্বর ঘর্ম্ম,।—শীত, উত্তাপ (নিদ্রা সহ), পরে ঘর্ম্ম; সকল অবস্থাতেই তৃষ্ণা।

শরৎকালে জ্বর, তৎসহ যকৃত ও প্লীহা স্ফীত।

৪১ আক্রমণ।—আক্রমণ সকল আগাইয়া আইসে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ ২৩।

৪৪ তন্তু সকল।—মস্তিষ্ক, মেডলা, মেরুমজ্জার রক্তাধিক্য।

পাকস্থলী, এণ্ডোকার্ডিয়ম ও পেরিকার্ডিয়ম মধ্যে কালশিরা-বং রক্ত-বিবর্ণ (ecchymosis)।

আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহের পক্ষাঘাত।

৪৬ চর্ম্ম।—কামলার ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ।

৪৭ অবস্থা।—যুবা ব্যক্তিগণ।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমগুণবিশিষ্ট :—আর্টেমি-ভলগা, এব্রো।

সহপ্রযুজ্য—এল্কোহল, বেলেড ক্যাব, হায়োস, ষ্ট্রামো।

ইহার অপব্যবহার-জনিত স্থায়ী ফল মদ্যপান, অহিফেন সেবন বা ধূমপান অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ।

আব্রোটেনাম।

পরীক্ষক—ডেক্কেণ্টার। গ্যাচেল। কুসিং।

১ মন।—দুর্ব্বল, অলস।

আলস্য, শারীরিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

অনুৎসাহিত কিম্বা বিষণ্ণ।

চিন্তিত, অবসন্ন (depressed)। *পাকস্থলী-শূল।

■ শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে, ধৈর্য্যশূন্য। * দেহের শুষ্কতা (marasmus)।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বাম মস্তিষ্ক দুর্ব্বল অনুভূত হয়।

যেন রগের দিকে পিষ্ট হইতেছে।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিতে পারে না।

মস্তকত্বক্‌ বেদনাযুক্ত; চুলকানি।

কপালে শিরাসকল স্ফীত। ২৯ দেখ।

৫ চক্ষু।—■ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণের মণ্ডলাকৃতি দাগ; চক্ষু অলস দেখায়। *ক্লোরোসিস।

প্রদাহিত চক্ষু।

৬ কর্ণ।—যেন মৌমাছি গুন্‌ গুন্‌ করিতেছে; দক্ষিণ কর্ণ হইতে বায়ু সজোরে বাহির হয়।

৭ নাসিকা।—আভ্যন্তরিক নাসিকা শুষ্ক।

■ বালকদিগের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—বৃদ্ধদিগের ন্যায় মুখমণ্ডল কুঞ্চিত। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি (marasmus)।

মুখমণ্ডল শীতল অনুভূত হয়।

১০ দন্ত।—বিনষ্ট দন্তে টানিয়া ধরা, ছিঁড়িয়া পড়া।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—অম্ল আস্বাদ।

■ পিচ্ছিল আস্বাদ। * পাকস্থলীশূল।

১২ মুখমধ্য।—শুষ্ক ও টাটানি, লালা বর্দ্ধিত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—কষ্টদায়ক ক্ষুধা; ■ অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়।

দুগ্ধে সিদ্ধ রুটী খাইতে চায়।

১৫ পাকস্থলী।—জ্বালা যেমন অম্ল হইতে হয়।

■ শীতলতা সহ, বোধ হয় যেন পাকস্থলী ঝুলিতেছে অথবা জলে ভাসিতেছে। * পাকস্থলীশূল।

■ কর্ত্তনবৎ, খাবহান, জ্বালাজনক বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি। * পাকস্থলীশূল।

১৯ উদর ।—■ স্ফীত উদর। *অর্শযুক্ত পেটবেদনা। *ক্লোরোসিস। *দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি (marasmus) ।

■ উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শক্ত শক্ত পদার্থ। *দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি (marasmus) ।

২০ মল, ইত্যাদি ।—খাদ্য অজীর্ণ নির্গত। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি ।

■ হঠাৎ উদরাময় বন্ধ হওয়ার পরে। * বাত।

■ পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

■ কোষ্ঠবদ্ধ। পাকাশয় শূল।

■ অর্শ হইতে অথবা মলত্যাগ কালে জ্বালা সহ, বহির্গামী অর্শ।

বাত কমিলে অর্শ বৃদ্ধি হয়।

মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু কেবল রক্ত নির্গত হয়।

২১ মূত্র ।—মূত্রস্থলী পূর্ণ, মূত্র বেগ ; অল্প মূত্র।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় ।—■ শিশুদিগের হাইড্রোসিল (জলদোষ)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—বাম ডিম্বকোষে চিড়িকমারা ; উভয় ডিম্বকোষে উৎক্ষেপ।

কষ্টশূল (বা কষ্টরজঃ) কিম্বা ঋতু রুদ্ধ।

২৪ গর্ভাবস্থা ।—■ নবজাত শিশুর নাভি হইতে রক্ত ও রস বহির্গত হয়।

২৫ লেরিংক্স ।—হঠাৎ স্বরভঙ্গতা কিম্বা দুর্ব্বল স্বর।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—শ্বাসক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত, কষ্টকৃত।

২৭ কাসী ।—কষ্টকর কাসী। * বাত।

২৮ ফুসফুস ।—শীতল বায়ুতে ক্ষতবৎ বেদনা (raw) বোধ হয়।

■ রোগাক্রান্ত পার্শ্বে চাপ বোধ থাকিয়া যায়, তাহাতে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার বাধা দেয়। * প্লুরিসি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ।—■ বক্ষস্থলের উপর দিয়া বেদনা, ঐ বেদনা হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীব্র ও তীর। * বাত।

■ নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত। * ক্লোরোসিস।

■ সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ সহ রক্তাবেগ, এবং কপাল ও হস্তদ্বয়ে শিরাসকল স্ফীত। অর্শযুক্ত পেটবেদনা।

৩০ বহির্বক্ষ।—মাংসপেশীতে টানিয়া ধরা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

৩১ পৃষ্ঠদেশ।—ডিম্বকোষের বেদনা সহ পৃষ্ঠদেশ দুর্ব্বল।

সেক্রমে বেদনা। * অর্শযুক্ত পেটবেদনা।

হঠাৎ পৃষ্ঠমজ্জায় প্রদাহ; পৃষ্ঠদেশে হঠাৎ কামড়ানি বেদনা, সঞ্চালনে উপশম, ৩৬।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধি হইতে কনুই পর্য্যন্ত কামড়ানি, অঙ্গুলি মধ্যে কামড়ানি, প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম পার্শ্বে।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে কাঁটা বেঁধা (pricking) ও শীতলতা।

অঙ্গুলিতে অসাড় বোধ।

স্ফীত শিরা, ২৯।

■ পদদ্বয় শীর্ণ। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পায়ের পুরাতন ঘায়ে সূচীভেদ, ছিড়িয়া পড়া, চুলকানি বোধ।

গুল্ফ সন্ধিতে টানিয়া ধরা।

মৃতবৎ শীতল পদদ্বয়।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—■ নড়িতে অক্ষম। * বাত।

পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বেদনা ও খঞ্জ বোধ, প্রাতঃকালে জাগিলে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—হেলান দিয়া শুইয়া থাকে।

সঞ্চালন, ২৮, ৩০, ৩১ দেখ।

৩৬ স্নায়ু।—যখন উত্তেজিত হইয়া কম্পিত হয়, তখন দুর্ব্বল ও পা ঝিমঝিম বোধ।

■ খঞ্জ ও বেদনা বোধ। * বাত।

■ বহুব্যাপক সর্দ্দির (influenza) পরে দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী বোধ, ৪ দেখ।

অসাড়তা, আংশিক পক্ষাঘাত, পৃষ্ঠমজ্জা আক্রান্ত।

৩৭ নিদ্রা।—■ নিদ্রাহীন, অস্থির। * অর্শযুক্ত পেটবেদনা।

ভয়াবহ স্বপ্ন এবং জাগিলে কম্পন।

৩৮ সময়।—রাত্রি, ১৭ দেখ। প্রাতঃকাল, ৩১।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ু, ২৮ দেখ।

■ নীহারস্ফোটক চুলকায়; শীতার্ত (frost-bitten) অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—খোঁচাবেধা সহ বস্তিকে শীত বহিয়া উঠে।

■ প্রবল জ্বর। * বাত।

■ বহুব্যাপক সর্দ্দির (influenza) পরে শীতশীত বোধ সহ বিলেপী (hectic) জ্বর, অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী। * দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

৪১ আক্রমণ।—হঠাৎ স্বরভঙ্গতা, ২৫ দেখ।

৪২ পার্শ্ব।—বাম, ৩, ২৩ দেখ।

দক্ষিণ হইতে বাম, ৩২।

৪৩ অনুভব।—কামড়ানি, শীতলতা, মৃতবৎ, খোঁচাবেঁধা, হুলবেধ বোধ; চুলকানি; চর্ব্বণবৎ; টানিয়া ধরা; চিড়িকমারা; ছিঁড়িয়া পড়া: কর্ত্তনবৎ, শলাবিদ্ধবৎ; চাঁচিয়া তোলা; চাপ বোধ; টাটানি, ক্ষতবৎ বোধ; শুষ্কতা; জ্বালা, ঝুলিতেছে বা ভাসিতেছে বোধ।

৪৪ তন্তু।—মণিবন্ধ ও গুল্‌ফসন্ধিতে বাতরক্ত (gout)।

■ পাকাশয়শূল রুদ্ধ হওয়ার পরে।

খোঁচাবেধা সহ সন্ধি সকল কঠিন,—টাটানিযুক্ত বড় সন্ধিসকল, জাগিলে বৃদ্ধি।

খিলধরা অথবা পেটে বেদনাবশতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঙ্কোচন।

■ স্ফীতির পূর্ব্বে প্রদাহযুক্ত বাত।

■ ক্লোরোসিস।

■ শিশুদিগের দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি (marasmus)।

শীর্ণতা, ৮, ১৪ দেখ।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ হইতে বৃদ্ধি, ২০।

৪৬ চর্ম্ম।—■ চর্ম্ম শিথিল, ঝুলিয়া পড়ে। *দেহের শুষ্কতা প্রাপ্তি।

■ কারাঙ্কল্যাস; ফেণার সনকারের পরে।

৪৭ অবস্থা।—শিশুগণ: শীর্ণতা।

বালকগণ: *নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। * হাইড্রোসিল।

নবজাত শিশু, ৩৪।

৪৮ সম্বন্ধ।—একোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার পরে, প্লুরিসি রোগে, ২৮ দেখ। হেপার-সলফারের পরে, ৪৬ দেখ।

সহ প্রযুজ্য:—নক্সভমিকা, এগারিকাস।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম।

পরীক্ষক—জে, ও, নুয়েলার।

১ মন।—চৈতন্য বিলুপ্ত, ভ্রমি বোধ।

■ স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়, প্রায়ই ঠিক কথাটী স্মরণ করিয়া উঠিতে পারে না, তজ্জন্য কথা কহিতে গেলে বাধিয়া বাধিয়া যায়; আলোক ও কথাবার্তা ত্যাগ করিয়া চক্ষুমুদিত করিয়া থাকে।

দুর্ব্বলতা।

সময় অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে বোধ।

মাথার ভিতর যেন কিছু প্রবেশ করে না (dulness of the head), মনের মধ্যে সমস্ত গোলমাল, মাথাঘোরা, পার্শ্বে টলিয়া পড়ার সম্ভাবনা, আত্মহত্যার চিন্তা করে।

■ খামখেয়ালি (inpulsive), অবশ্য দ্রুত হাঁটিবে; পুনঃ পুনঃ উদ্বেগ; কার্য্যে অনাস্থা, কাজ করিবার ইচ্ছা একবারে বিরহিত হয়; বিষাদযুক্ত, মনে মনে করে যে সে (পুং) তাহার পরিবারবর্গ কর্ত্তৃক ঘৃণিত, মনে করে যে তাহার সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে।

কম কথা কহে; বিমর্ষ; নিস্তব্ধ (বাক্যশূন্য), তৎসহ মস্তকে যেন কিছুই প্রবেশ করে না এবং সমগ্র শরীরে স্পন্দন।

■ অত্যন্ত ভয়োদ্যমের সহিত, বোধ করে যেন তাহার উপর এক খণ্ড মেঘ ঝুলিতেছে; প্রায়ই তৎসহ দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় শ্বাসক্রিয়া থাকে, আহারের পরে বৃদ্ধি।

চক্ষুর আভ্যন্তরিক কোণের দিকে কঞ্জংকটাইভা লালবর্ণ ও স্ফীত, টেরিজিয়েমের ন্যায়।

চক্ষুকোণ রক্তবৎ লালবর্ণ, ক্যারানকুলা স্ফীত, বোধ হয় যেন খানিকটা লালবর্ণ মাংস রহিয়াছে ; চক্ষুর আভ্যন্তরিক কোণ হইতে কর্ণিয়া পর্য্যন্ত অতি রক্তবর্ণ ধমনীগুচ্ছ সকল বিস্তৃত।

। কর্ণিয়া অসচ্ছ ; নবজাত শিশুর কর্ণিয়া ক্ষত ; অক্ষিপুট হইতে প্রচুর পূয়স্রাব।

অক্ষিগোলক ও অক্ষিপুটের কঞ্জংকটাইভা অত্যন্ত রক্তপূর্ণ ; । অক্ষিপুটে উজ্জ্বল লালবর্ণ মাংসবৃদ্ধি ; অক্ষিপুট স্ফীত, ঘন পূয়স্রাব হয়।

অক্ষিপুটের স্ফীতি এবং পূর্ণতা, শুষ্কতা ও উত্তাপ বোধ, বিশেষতঃ অক্ষিগোলক সঞ্চালন করিতে গেলে, অক্ষিগোলক স্পর্শে বেদনা বোধ ; অর্জ্জুনরোগ (কিমোসিস) ; চক্ষু হইতে অক্ষতকারী অশ্রুস্রাব।

অক্ষিপুট মামড়িযুক্ত, স্ফীত, পুরু।

। অগ্নির নিকটে থাকিয়া অক্ষিপুট প্রদাহ ; শীতল বায়ু ও শীতল প্রক্ষেপে উপশম। * এবুট্রোপিয়ন।

৬ কর্ণ।—অল্প শ্রবণশক্তি ; টাইফাস রোগে সম্পূর্ণ বধিরতা।

কর্ণে ঠুন্ ঠুন্ শব্দ ; শোঁ শোঁ শব্দ ও অবরোধ বোধ, বাম কর্ণে অল্প শ্রবণশক্তি।

দক্ষিণ হইতে বাম কর্ণে সূচীবেধ বোধ, তৎসহ মস্তকে রক্তাধিক্য।

কর্ণে পূর্ণতা ও ঠুন্ ঠুন্ শব্দ। * মেনিঞ্জাইটিস।

কর্ণে ছিঁড়িয়া যাওয়া বোধ।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তি হ্রাস।

নাসিকাতে পূয়ের ন্যায় গন্ধ বোধ হয় ; নেরিস মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

রক্ত জমাট বাঁধে, তাহাতে পূয়স্রাব।

কোরাইজা (সর্দ্দি), তৎসহ চক্ষুর উপরাংশে বুদ্ধিলোপকারী মাথাধরা, শুইয়া পড়িতে হয় ; হাঁচি, শীত, অশ্রুস্রাব, রুগ্ন চেহারা।

নাসিকায় প্রবল চুলকানি।

৮ মুখমণ্ডল।—অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, পাণ্ডুর, নীলাভ; সীসবর্ণ; ▌ বৃদ্ধবৎ চেহারা, ভস্মবর্ণ; ▌ পীতবর্ণ, মলিন চেহারা।

গণ্ডের এক এক স্থানে চক্রাকার লালবর্ণ।

অত্যন্ত উত্তাপ ও জ্বালাসহ, বামপার্শ্ব স্ফীত; ঠোঁট অত্যন্ত স্ফীত।

মুখমণ্ডলে বেদনার আক্রমণের সময়ে অম্ল আস্বাদ।

বামপার্শ্বের ইনফ্রা-অর্বিটাল স্নায়ুশূল।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠের লালবর্ণ সীমায় কঠিন পাণ্ডুর দাগ, স্পর্শে বেদনা।

ঠোঁট।—কথা কহিতে গেলে কাঁপে; ঠোঁট ও হস্তের অঙ্গুলির নখ সকল নীলবর্ণ।

১০ দন্ত।—শীতল জলে চৈতন্যাধিক্যতা (স্পর্শানুভাবকতা); কৃষ্ণবর্ণ।

মাড়ীতে বেদনা-ভাব, সহজেই রক্ত পড়ে; বেদনাযুক্ত কিম্বা স্ফীত নহে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ—ঈষৎ মিষ্টযুক্ত তিক্ত; অম্ল; ধাতব, কষায়; কালীবৎ; বিলুপ্ত।

কথা কহিতে পারে না; জিহ্বা ও গলমধ্যকার মাংসপেশীর আক্ষেপ।

জিহ্বা সাদা ক্লেদাবৃত।

▌ জিহ্বাগ্র লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত (১৭ দেখ); জিহ্বার কণ্টকসকল উন্নত, সুস্পষ্ট।

জিহ্বা শুষ্ক, কাঠের ন্যায় কঠিন, এবং তাঁহার দাঁতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

জিহ্বার মধ্যদিয়া লালবর্ণ দাগ।

১২ মুখমধ্য।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ; প্রাতঃকাল।

লালানিঃসরণ।

মুখমধ্য সাদাটে ধূসরবর্ণ ক্লেদে আবৃত।

১৩ গলমধ্য।—যুভুলা ও কমেস কাপচে লালবর্ণ।

গলমধ্যে পুরু, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা, তজ্জন্য খক্ খক্ করিয়া কাসিতে হয়; তজ্জন্য স্বর স্বরভঙ্গতা।

হাজিয়া যাওয়া, চাঁচানি; গলার মধ্যে চাঁচার ন্যায়।

▌ গলাধঃকরণ, শ্বাসগ্রহণ কিম্বা গ্রীবাসঞ্চালন কালে গলমধ্যে যেন শল্যবিদ্ধের ন্যায় অনুভব।

আঁচিলের ন্যায় বিবর্দ্ধন সকল গলাধঃকরণ কালে ছুঁচাল বলিয়া বোধ হয়।

গলাধঃকরণে কষ্ট।

ফসেস্ ও ফেরিংক্সের মধ্যে জ্বালা ও শুষ্কতা।

অন্নবহানলীতে থাকিয়া থাকিয়া খিল ধরা।

১৭ **ইচ্ছা, অনিচ্ছা।**—॥ শর্করা খাইবার অদম্য ইচ্ছা।

॥ ক্ষুধা বিলুপ্ত ; অধিক তৃষ্ণা কিম্বা তৃষ্ণা নাই।

পনীর খাইবার ইচ্ছা।

১৮ **পানাহার।**—আহার, কিম্বা এক ঢোক মদ খাইলে মস্তকের যন্ত্রণা উপশম হয় ; কাফি পানে বৃদ্ধি হয়।

অম্ল পদার্থে বিবমিষা হ্রাস হয়।

পাকস্থলীর বেদনা উষ্ণ পানীয়ে উপশমিত এবং শীতল পদার্থে বর্দ্ধিত হয়।

পানের পর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

প্রত্যেক ভোজনের পর বিবমিষা, প্রধানতঃ মধ্যাহ্নাহারের পর, কিম্বা রাত্রিকালীন ভোজনের পর।

তরল পদার্থ খাইলে বোধ হয় যেন তাহা শরীরের মধ্যে বিঁধিতেছে। ২০ দেখ।

১৯ *বিবমিষা ও বমন।*—প্রত্যেক ভোজনের পর উদ্গার ; পাকস্থলী বোধ হয় যেন বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া যাইবে ; উদ্গার কষ্টকর, পরিশেষে বায়ু সজোরে বহির্গত হইয়া পড়ে।

আস্বাদহীন, কিম্বা অম্ল উদ্গার।

মাথাধরা সহ যেন মৃত্যুপ্রদ বিবমিষা, বমনের পরেও হ্রাস হয় না।

বমিত পদার্থ শয্যাবস্ত্র কালবর্ণে রঞ্জিত করে।

পাকস্থলীতে যন্ত্রণা সহ মধ্যরাত্রিতে জাগিয়া উঠে, বোধ হয় যেন একটা ভারী পদার্থ রহিয়াছে, তজ্জন্য বমন উৎপন্ন হয় ; প্রাতঃকালে আঠাবৎ শ্লেষ্মা তুলে, ঐ শ্লেষ্মা টানিলে দড়ির ন্যায় লম্বা হয় ; বৈকালে বমন করিবার ইচ্ছা, সমস্তক্ষণ দুর্ব্বলতা।

২০ **পাকস্থলী।**—নাইফাইড উপাধি ও নাভির মধ্যবর্ত্তী অল্প স্থানে অতি

সামান্য মাত্র স্পর্শে বেদনানুভব; বেদনা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়; ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়।

নিয়মিতরূপে প্রায় মধ্য রাত্রির সময়ে, বেদনার আক্রমণ,—বেদনার পূর্ব্বে পিচ্ছিল ও পিত্তযুক্ত তরল পদার্থের বমন।

দাঁত টানিয়া ধরা ও চর্ব্বণবৎ বেদনা, প্রতিদিন অতি প্রবল আক্রমণে পরিণত হয়, শেষে পরিষ্কার, লবণাক্ত জল বমনে পর্য্যবসিত হয়।

▌ কুল্ফি খাইয়া পাকাশয়শূল, বেদনা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, আহারান্তে বৃদ্ধি।

পাকস্থলীতে সূচীবেধ বোধ এবং অগভীর শ্বাসক্রিয়া।

কম্পন; পাকস্থলী স্থানে দুর্ব্বলতা।

পাকস্থলীর পূর্ণতা; অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ পাকস্থলী স্থানে বেদনাদায়ক স্ফীতি। * উদরাধ্মানযুক্ত অজীর্ণ রোগ।

পাকস্থলীর বাম পার্শ্বে হুলবেধ, ক্ষতবৎ বেদনা, স্পর্শে ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।

দীর্ঘকাল মদ্যপান করিয়া আমোদের পর পাকস্থলীর সর্দ্দি; জিহ্বার অগ্রভাগ লালবর্ণ। ১১ দেখ।

পাকস্থলীর ক্ষত, শীতল খাদ্যাহারের পর বৃদ্ধি; আমযুক্ত মল।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশ টিপিলে বেদনানুভব; বিবমিষা, কাঠবমি, এবং আঠাবৎ শক্ত শ্লেষ্মা বমন সহ, যকৃৎ ও নাভির নিকট সাময়িক (নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর) বেদনার আক্রমণ।

যেন হাইপোকণ্ড্রিয়ার চতুর্দ্দিকে একটা চওড়া ফিতা বাঁধা আছে বোধ।

তারাত্রাসের আক্ষেপ।

১৯ উদর।—উৎকণ্ঠা সহ উদরের পূর্ণতা ও ভারবোধ, তাহাতে শ্বাসক্রিয়ার বাধা জন্মে; রাত্রিকালীন ভোজনের পর।

গোঁ গোঁ শব্দ গড় গড় শব্দ করা; বায়ু নিঃসরণ হইতে পারে না।

উদর ফাট-ফাট বোধ, স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। ১৭ দেখ।

অন্ত্রে সংকোচন বোধ, যেন একটা দড়ী দিয়া সজোরে বাঁধা হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক বেগের ন্যায় সূচীভেদ উদরের মধ্য দিয়া চিড়িকমারিয়া উঠে; বিশেষতঃ যখন হঠাৎ বিশ্রাম হইতে নড়িতে যায়।

প্রাতঃকালে শীতল, কুয়াসাযুক্ত বায়ুতে, অর্শযুক্ত পেটবেদনা (colic)।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলঃ—সবুজ, দুর্গন্ধ আম, রাত্রিকালে সশব্দে বায়ু নিঃসরণ; সবুজ, কটাবর্ণ, রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধি আম, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি; বেগসহ পিচ্ছিল, জলবৎ, সবুজাভাযুক্ত, রক্তযুক্ত, মল; মুখে অম্লাস্বাদ সহ সবুজ, জলবৎ, মল; সবুজ ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া মল; স্তনত্যাগের পর উজ্জ্বল নীলবর্ণ, পাতলা, দুর্গন্ধি মল; মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে উৎসেচন।

▌ সবুজ মল; নিদ্রাভাব, অক্ষিতারকা বড়।

সরলান্ত্রের ক্রুপাস প্রদাহ; পাতলা, গঠনবিহীন (কুৎসিত) সরু সরু মল একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বহির্গত হয়, তৎসহ জ্বালা, সঙ্কোচন এবং উদরের বামপার্শ্বে টাটানি বেদনা।

▌ এপিথিলিয়মের সমষ্টি আমধারা সংযোজিত, দেখিতে লাল বা সবুজ, তৎসহ হাইপোগ্যাষ্ট্রিয়মে প্রবল বেগবৎ বেদনা; আমাশয় রোগের শেষাবস্থায়, তৎসহ ক্ষত হইবার সন্দেহ।

প্রচুর ভোজনের পর পাতলা মল, শারীরিক শ্রমের পর পুরাতন উদরাময়।

মল মূত্র অসাড়ে নির্গত হয়।

শয়ন করিবামাত্র উদরাময়।

▌ শিশু শর্করা খাইতে বড় ভালবাসে, কিন্তু শর্করা খাইলেই উদরাময়।

কোষ্ঠবদ্ধ জন্য সকল রোগই বর্দ্ধিত হয়; পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়, মল অত্যন্ত শুষ্ক। * মৃগীরোগ।

ক্রিমিয়া বা সূত্রবৎ (thread) কৃমি; এই সূত্রবৎ কৃমিবশতঃ মলদ্বার চুলকায়।

২১ মূত্র।—ইউরিটার বহিয়া মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মূত্রকোষ নিকটবর্ত্তী স্থানে তীব্রবেদনা; অতি সামান্যমাত্র স্পর্শ অথবা সঞ্চালন, এমন কি গভীর নিশ্বাস লইলেও, বৃদ্ধি হয়।

প্রস্রাবপথের মধ্যস্থলে ক্ষতবৎ বেদনা, যেন শল্য বিদ্ধ হইয়া আছে।

মূত্র গভীর লালবর্ণ; এর যেন নাই; ইউরিক এসিডের লালবর্ণ দানা (crystals) অধঃক্ষিপ্ত হয়।

▌ অসাড়ে ও অবাধে মূত্রত্যাগ করে।

▌ রাত্রিকালে মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা (শয্যায় মূত্রত্যাগ); দিবসেও।

▌ মূত্রত্যাগে বেগ দেওয়া; মূত্র অপেক্ষাকৃত অল্প সহজে ও অল্প অবাধে বহির্গত হয়।

প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা করে, প্রস্রাবপথ বোধ হয় যেন স্ফীত, বোধ হয় যেন শেষ ফোটা সকল থাকিয়া গেল; প্রচুর প্রস্রাবপথের পুয়স্রাব।

প্রস্রাব-ধার ছড়াইয়া পড়ে।

প্রস্রাবপথের রক্তস্রাব, লিঙ্গোত্থান বেদনাজনক।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—ধ্বজভঙ্গতা; লিঙ্গোত্থান, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গম চেষ্টাকালে লিঙ্গ-কাঠিন্য থাকে না।

সঙ্গমেচ্ছার অভাব, যন্ত্রসকল কুঞ্চিত।

সঙ্গম বেদনাদায়ক; প্রস্রাবপথে যেন টান পড়ে, কিম্বা প্রস্রাবপথের মুখে চৈতন্যাধিক্যতা।

মেঢ্রত্বকে ছোট ক্ষত, পুঁজে আবৃত; পরিশেষে বিস্তৃত হয়, দেখিতে বাটীর মত, তদুপরি চর্বির মত আবরণ।

দক্ষিণ অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্যসহ ছেঁচা আঘাতের ন্যায় বেদনা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রক্তস্রাবী ক্ষত, রক্তস্রাব অল্প সময় থাকে।

সঙ্গম-তৃপ্তির অভাব।

▌ সঙ্গম বেদনাদায়ক, তৎপরে যোনি হইতে রক্তস্রাব।

▌ ক্ষত সহ জরায়ু-মুখের (os) অথবা জরায়ু গ্রীবার (cervix) ক্ষরণ।

ঋতু:—অতি আগাইয়া, প্রচুর, দীর্ঘস্থায়ী; মাথাধরা, কোমরে ও কুচকি-দেশে কর্তনবৎ বেদনা; রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে কষ্টদায়ক চাপ

বোধ ; এপিগ্যাষ্ট্রিয়মে আভ্যন্তরিক কম্প ; অনিয়মিত, অতি শীঘ্র শীঘ্র কিম্বা অতি বিলম্বে, অতি প্রচুর কিম্বা অতি স্বল্প, কিন্তু সর্ব্বদাই তাহাতে ঘন জমাট রক্ত থাকে।

। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, তৎসহ বৃদ্ধবয়সে ঋতু বন্ধকালে স্নায়বিক উত্তেজনা ; আরও, যুবতী বিধবাদিগের এবং যাহাদের কোনও সন্তানাদি হয় নাই ; এক একবার আক্রমণ প্রত্যাবর্ত্তন করে ; ডিম্বকোষ প্রদেশ বেদনাযুক্ত, বেদনা সেক্রম ও উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

প্রদর প্রচুর, পীতবর্ণ, ক্ষতকর।

২২গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাবের অভ্যাস।

। গর্ভাবস্থায় পাকস্থলী বোধ হয় যেন এত বায়ুপূর্ণ হইয়াছে যে ফাটিয়া যাইবে ; মস্তক বর্দ্ধিত বোধ হয়।

স্তন্যপান করাইয়া স্তনবোঁট টাটানি।

সন্তানোৎপত্তির পর (সূতিকাবস্থায়) আক্ষেপ ; আক্ষেপের পূর্ব্বে সর্ব্ব-শরীর, প্রধানতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তক, বিস্তৃত বোধ হয়।

কখন কখন কোন আক্রমণের ঠিক পরেই তিনি (স্ত্রীং) স্থিরভাবে শুইয়া থাকেন, কিন্তু পুনরায় অন্য আক্রমণের পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠেন।

স্তন্যপায়ী শিশু অল্প বয়সেই মরিয়া যায় ; মারাসমাস থাকে।

২৩ লেরিংক্স।—লেরিংক্স ও গলমধ্যে আভ্যন্তরিক টাটানি ; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

স্বরভঙ্গ।

লেরিংক্স মধ্যে শ্লেষ্মা তজ্জন্য শ্বাসক্রিয়ায় ঘড় ঘড়, সাঁই সাঁই শব্দ হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাশীয়ারা খণ্ড খণ্ড করিয়া উঠিয়া না যায়।

কাশিবার সময়ে টেকিয়ার উপর দিকে হাজিয়া যাওয়ার ন্যায়, টাটানি।

। গায়কদিগের পুরাতন লেরিঞ্জাইটিস, স্বর উঠাইলে কাশি হয়।

২৪ শ্বাসক্রিয়া।—ঘরে অনেক লোক হইলে বোধ হয় যেন তাঁহার শ্বাসবন্ধ হইয়া যাইবে।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল অসাড়; বাম অনামিকা (ring) এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সাড়হীন।

৩০ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের অলসতা, তৎসহ মদ্যপানের ন্যায় টলা।

সমস্ত বৈকাল নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা; তৎসহ পা বসি বসি ও কাজ করিতে ভয়।

শীতলতা সহ নিম্নাঙ্গের অসাড়তা।

অঙ্গাদি, বিশেষতঃ জঙ্ঘা, রাত্রিতে নাচিয়া (স্পন্দিত হইয়া) উঠে, তাহাতে জাগাইয়া ফেলে।

পায়ের ডিম শ্রান্ত, যেমন অনেক দূর হাঁটিলে হয়।

পায়ের ডিমের বেদনা সমস্ত রাত্রি তাহাকে (পুং) জ্বালাতন করে।

পায়ের স্ফীতি।

৩১ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।— সমুদয় বাহু, পদদ্বয়ে অলসতা, পরিশ্রান্তি।

কম্পন। * পক্ষাঘাত।

দক্ষিণ বাহু ও উরুতে বাতের ন্যায় সম্ভাবনা। * হাঁপানি।

দিবসে বাহু ও পদদ্বয়ের পিপীলিকা হাঁটনের ন্যায় বোধ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির তাণ্ডব রোগবৎ আক্ষেপিক সঞ্চালন; পা ওঠান; বাহুদ্বয় বাহির ও উপরের দিকে নাচিয়া উঠে।

৩২ অবস্থিতি ইত্যাদি।—সঞ্চালন: ১, ২১, ২৬। ধীরে সঞ্চালন: ১০। ভ্রমণ: ২, ২৯, ৩১, ৩৬। দ্রুত হাঁটন: ১। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা: ২৬, ২৭, ২৮। ব্যায়াম: ২৬, ২১। শয়ন: ১, ৭, ২৪, ৩৬। উপবেশন: ৩১। অবনত হওয়া: ২৭। উত্থান: ৩১। দাঁড়ান: ৩১, ৩৬। বিশ্রাম লইবে নড়িলে চড়িলে: ১১।

৩৩ স্নায়ু।—বহুকালে অবসন্নিত দুর্বী রোগ: রাত্রিতে; এক বা দুইদিন পূর্ব্ব হইতে অভিভাবক: বিস্তৃত; আরও, শিরোঘূর্ণন সহ দুর্বী-রোগ, দৃষ্টিহীনতা।

অপস্মার (hysteria) তৎসহ সম্পূর্ণ কিন্তু ক্ষণিক অবস্থা।

পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্থিরতা সহ আক্ষেপ (convulsion)।

বক্ষে নানা স্থলে, এক একটী টাকার ন্যায় স্থানে, কামড়ানি, কাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদকম্পন : তৎসহ ঝিমঝিমা, হাঁপানি ; সামান্য মাত্র মানসিক আবেগে কিম্বা হঠাৎ পৈশিকশ্রমে অতি প্রবল হৃদকম্পন।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত, সবিরাম, তৎসহ অসুখকর পূর্ণতাবোধ ; পরিশ্রমে প্রবল স্পন্দন আরম্ভ হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে গেলে আরও বর্দ্ধিত হয়।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সতত উৎকণ্ঠা (বা উদ্বেগ) বোধ ; জ্বালা বোধ।

হৃৎপিণ্ডের নিকটে বেদনা, তজ্জন্য শ্বাস লইতে পারে না, শ্বাসরোধ।

৩০ বহির্বক্ষ।—বক্ষের মাংসপেশীতে প্রবল বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার কঠিন সন্ধি সকল, পূর্ব্বে উপদংশ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ বোধ হয়।

পতনের পর পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা।

কোমরের বেদনা, দাঁড়াইলে উপশমিত হয়, কিন্তু প্রবল যখন উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে হয়।

গর্ভাবস্থায় পৃষ্ঠদেশ ও নিম্ন পঞ্জরাস্থিতে বেদনা।

সেক্রো-ইলিয়াক সন্ধিস্থলে বেদনা, বোধ হয় যেন অস্থি সকল শিথিল হইয়াছে, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে ও কক্সিক্স অস্থিতে ভার বোধ, দাঁড়াইলে উপশম ; বসিলে ও মলত্যাগ কালে বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতবিশিষ্ট আকর্ষণ বোধ।

বাম বাহুতে ভার বোধ।

হস্তে মণিবন্ধের নিকটে সুড়সুড়ি, বোধ হয় যেন তাহার ভিতর শল্যবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

অঙ্গুলির যে সকল মাংসপেশী দ্বারা অঙ্গুলি সকলকে বিস্তার করা যায় (abductors) তাহার আক্ষেপিক সঙ্কোচন, অঙ্গুলিগুলিকে প্রায় পৃথক করিতে পারে না ; অঙ্গুলিসকল আধ মুষ্টিবদ্ধ।

হস্ত কম্পিত হয়, লিখিতে পারে না।

অঙ্গুলিসকল নীলবর্ণ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ সকল অসাড় ; বাম অনামিকা (ring) এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সাড়হীন।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের অলসতা, তৎসহ মদ্যপানের ন্যায় টলা।

সমস্ত বৈকাল নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা, তৎসহ পা বসি বসি ও কাজ করিতে ভয়।

শীতলতা সহ নিম্নাঙ্গের অসাড়তা।

অঙ্গুলি, বিশেষতঃ জঙ্ঘা, রাত্রিতে নাচিয়া (স্পন্দিত হইয়া) উঠে, তাহাতে জাগাইয়া ফেলে।

পায়ের ডিম শ্রান্ত, যেমন অনেক দূর হাঁটিলে হয়।

পায়ের ডিমের বেদনা সমস্ত রাত্রি তাহাকে (পুনঃ) জাগাইন করে।

পায়ের স্ফীতি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।— সম্পূর্ণ বাহু, পদদ্বয়ে অলসতা, পরিশ্রান্তি।

কম্পন। * পক্ষাঘাত।

দক্ষিণ বাহু ও উরুতে বাতের ন্যায় সম্ভাবনা। * হাঁপানি।

দিবসে বাহু ও পদদ্বয়ে পিপীলিকা হাঁটনের ন্যায় বোধ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির তাণ্ডব রোগবৎ আক্ষেপিক সঞ্চালন ; পা ওঠান ; বাহুদ্বয় বাঁকিয়া ও উপরের দিকে নাচিয়া উঠে।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি। - সঞ্চালন : ১৯, ২১, ২৬। গ্রীবা সঞ্চালন : ১৩। ভ্রমণ : ২, ২৫, ৩১, ৩৮। দ্রুত হণ্টন : ১। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা : ১৬, ২৭, ২৮। ব্যায়াম : ২৬, ১৯। শয়ন : ১, ৭, ২৪, ৩৩। উপবেশন : ৩১। অবনত হওয়া : ২৭। উত্থান : ৩১। দাঁড়ান : ৩১, ৩৩। বিশ্রাম লইতে নড়িলে চড়িলে : ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—ঋতুকালে ভয়জনিত মৃগী রোগ : রাত্রিতে ; এক বা দুইদিন পূর্ব্ব হইতে অক্ষিতারকা বিস্তৃত ; আরও, শিরোঘূর্ণন সহ মূর্চ্ছা-রোগ, দৃষ্টিহীনতা।

অপস্মার (hysteria) তৎসহ সম্পূর্ণ কিম্বা অধিক অবশতা।

পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্থিরতা সহ আক্ষেপ (convulsion)।

বক্ষে নানা স্থলে, এক একটী টাকার ন্যায় স্থানে, কামড়ানি, কাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদকম্পন : তৎসহ ঝিমঝিমা, হাঁপানি; সামান্য মাত্র মানসিক আবেগে কিম্বা হঠাৎ পৈশিকশ্রমে অতি প্রবল হৃদকম্পন।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত, সবিরাম, তৎসহ অসুখকর পূর্ণতাবোধ; পরিশ্রমে প্রবল স্পন্দন আরম্ভ হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে গেলে আরও বর্দ্ধিত হয়।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সতত উৎকণ্ঠা (বা উদ্বেগ) বোধ; জ্বালা বোধ।

হৃৎপিণ্ডের নিকটে বেদনা, তজ্জন্য শ্বাস লইতে পারে না, শ্বাসরোধ।

বহির্বক্ষ।—বক্ষের মাংসপেশীতে প্রবল বেদনা।

গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার কঠিন অস্থি সকল, পূর্ব্বে উপদংশ হইয়াছিল তাহার সন্দেহ বোধ হয়।

পতনের পর পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা।

কোমরের বেদনা, দাঁড়াইলে উপশমিত হয়; কিন্তু প্রবল যখন উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থিত হয়।

গর্ভাবস্থায় পৃষ্ঠদেশ ও নিম্ন পঞ্জরাস্থিতে বেদনা।

সেক্রো-ইলিয়াক সন্ধিস্থলে বেদনা: বোধ হয় যেন অস্থি সকল শিথিল হইয়াছে, সেক্রমের নিম্নাংশে ও বস্তিকুহর অস্থিতে ভার বোধ, দাঁড়াইলে উপশম; বসিলে ও সম্মুখাংশ কালে বৃদ্ধি।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতবিশিষ্ট আকর্ষণ বোধ।

বাম বাহুতে ভার বোধ।

হস্তে মণিবন্ধের নিকটে সুড়সুড়ি, বোধ হয় যেন তাহার ভিতর পক্ষাঘাত হইয়া রহিয়াছে।

অঙ্গুলির যে সকল মাংসপেশী দ্বারা অঙ্গুলি সকলকে বিস্তার করা যায় (abductors) তাহার আক্ষেপিক সঙ্কোচন, অঙ্গুলিগুলিকে প্রায় পৃথক করিতে পারে না; অঙ্গুলিসকল অর্দ্ধ মুষ্টিবদ্ধ।

হস্ত কম্পিত হয়, লিখিতে পারে না।

অঙ্গুলিসকল নীলবর্ণ।

৩৭। অবস্থা।—বিবর্ণ; মস্তক ও বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। চর্ম্ম চুলকায়।

৩৮। সম্বন্ধ।—আর্জেন্টাম নাইট্রিকামের প্রতিবিষ:—নেট্রাম-মিউরেটিকাম, আর্সেনিক ও দুগ্ধ।

আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম এমোনিয়ম-কষ্টিকমের প্রতিষেধক।

তামাকু সেবনের পর বালকগণের পীড়া।

বনিংহসেনের মতে আর্জেন্টাম-নাইট্রিকম্ এবং নাইট্রিক এসিডের প্রধান প্রতিষেধক:—পলসা, ক্যালকে, সিপিয়া, এবং এই তিনটীর পরে লাইকো, মর্ক, সাইলি, রসটক্স, সল্ফ, এবং সলকা।

কফিয়া-ক্রুডা স্নায়বীয় মাথাধরা বৃদ্ধি করে।

আধ্মানিক অজীর্ণ রোগে আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম অকৃতকার্য্য হইলে, লাইকোপোডিয়ম আরোগ্য করে।

আর্জেন্টাম-নাইট্রিকম নিম্নলিখিত অবস্থায় কৃতকার্য্যতার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে:—অজীর্ণ (অপাক) রোগে চাইওনিয়া ও স্পাইজিলিয়ার পরে; গলগণ্ড রোগের জন্য স্পঞ্জিয়া ব্যবহার এবং তৎপরে নিকট-দৃষ্টি উপস্থিত হইলে; বহু পরিমাণে স্নায়ু উপর সিক দিয়া নির্ব্বমন এবং তজ্জন্য ভ্রমি উপস্থিত হইলে ভিরেট্রম ব্যবহারের পর;

আর্জেন্টাম-নাইট্রিকমের সদৃশ:—অরম, কুপ্রম, কালি-বাইক্র, ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-আওড, নেট্রাম মিউরে, নাইট্রি-এসিড।

আর্জেন্টাম-মেটালিকাম (রৌপ্য ধাতু) ও আর্জেন্টাম-নাইট্রিকমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত ঔষধ প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, চর্ম্ম, এবং বিশেষতঃ অস্থি ও অস্থিবেষ্টক ঝিল্লির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং হার্পেটিক রোগীর পক্ষে ফলপ্রদ; আর, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ (আর্জেন্টাম-মেটালিকাম) বিশেষতঃ উপাস্থির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

কাগজের চাপজনিত উপসর্গ; আরও ক্যালকে, গ্রাইও, কষ্টিক, লাইকো, সার্সা ও ট্যারে।

যখন ক্লোরোসিস রোগে প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং উপদাহকের ক্লান্তিকর

হইতে বাম : ৬। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে : ২১। বেদনা ছড়াইয়া পড়ে : ১৭, ২৩।

৪১ অনুভব।—মুখমণ্ডল, মস্তক প্রভৃতির বিস্তৃতি অনুভব।

অনুভব শক্তির হ্রাস, বাহ্যিক অংশসমূহে অসাড়তা।

মাংস ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ভয়ানক টাটানি।

দেহের বিভিন্ন (নানা) স্থানে শল্যবৃদ্ধি বোধ।

৪২ তন্তু।—শীর্ণতা, পদদ্বয়ে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট, শুষ্ক চেহারা।

▌পদদ্বয়ের স্ফীততা; উদরী, যকৃতের রোগ।

মাংসপেশী শক্ত।

রক্তহীনতা অপেক্ষা হরিদ্রাবর্ণ, অগভীর শ্বাসক্রিয়া, পাকাশয়িক ক্ষত; ক্লোরোসিস।

▌অস্থিপীড়া, বিশেষ কুর্চাস্থির ক্ষত।

অম্লজান সংযোগ অসম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়, লোহিত কণিকার বিনাশ, উত্তাপ হ্রাস।

৪৩ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৫, ৯, ১৭, ১৯, ২১। চাপ : ৩, ১৭, ১৮, ২৮। সজোরে কিম্বা বাঁকা : ৩। অবশ্য চক্ষু মুদিতে হয় : ৫। চুলকানি (খোঁচড়ানি) : ৪। পতনের পর : ৩১।

৪৪ চর্ম্ম।—চর্ম্ম নীল, ধূসর, বেগুনে অথবা কাংস বর্ণ হইতে যথার্থ কৃষ্ণবর্ণ; চর্ম্ম কটাবর্ণ, টান টান শক্ত।

রাত্রিতে শয্যায় উষ্ণ হইলে চুলকানি, জ্বালা, প্রধানতঃ উরু ও বগলদ্বয়।

▌নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভেদ। * লোহিত জ্বর।

▌বাগী, সেক্রম অথবা উভয় নিতম্বের বিদর্পবিশিষ্ট শয্যাক্ষত; কেন্দ্রস্থান তরু, রক্তযুক্ত মামড়ী দ্বারা আবৃত; সেক্রমের উপর চর্ম্ম কাল, কঠিন। * টাইফাস।

শুষ্ক, কুঞ্চিত এক্‌জিমা।

চর্ম্মোপরি জাঁচিলাকার বিবর্দ্ধন।

১৭ অবস্থা।—বিমর্ষ; মস্তক ও বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। চর্ম্ম চুলকায়।

১৮ সম্বন্ধ।—আর্জেন্টাম নাইট্রিকামের প্রতিবিষ:—নেট্রাম-মিউরেটিকাম, আর্সেনিক ও দুগ্ধ।

আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম এমোনিয়াম-কষ্টিকমের প্রতিষেধক।

তামাকু সেবনের পর বালকগণের পীড়া।

বনিংহসেনের মতে আর্জেন্টাম-নাইট্রিকম্ এবং নাইট্রিক এসিডের প্রধান প্রতিষেধক.—পলসা, ক্যালকে, সিপিয়া, এবং এই তিনটীর পরে লাইকো, মর্ক, সাইলি, রসটক্স, কনক, এবং সলফা।

কফিয়া-ক্রুডা স্নায়বীয় মাথাধরা বৃদ্ধি করে।

আধ্মানিক অজীর্ণ রোগে আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম অকৃতকার্য্য হইলে, লাইকোপোডিয়ম আরোগ্য করে।

আর্জেন্টাম-নাইট্রিকম নিম্নলিখিত অবস্থায় কৃতকার্য্যতার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে —অজীর্ণ (অপাক) রোগে নাইওনিয়া ও স্পাইজিলিয়ার পরে, গলগণ্ড রোগের জন্য স্পঞ্জিয়া ব্যবহার এবং তৎপরে নিকট-দৃষ্টি উপস্থিত হইলে, বহু পরিমাণে বায়ু উপর দিক দিয়া নির্গমন এবং তজ্জন্য বমি উপস্থিত হইলে ভিরাট্রম ব্যবহারের পর;

আর্জেন্টাম-নাইট্রিকমের সদৃশ:—অরম, ব্রোমম, কালি-বাইক্র, ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-কর, মার্ক-আইওড, নেট্রাম মিউরে, নাইট্রিক-এসিড।

আর্জেন্টাম-মেটালিকাম (রৌপ্য ধাতু) ও আর্জেন্টাম-নাইট্রিকমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত ঔষধ প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, চর্ম্ম, এবং বিশেষতঃ অস্থি ও অস্থিবেষ্টক ঝিল্লির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং হার্পেটিক রোগীর পক্ষে ফলপ্রদ; আর, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ (আর্জেন্টাম-মেটালিকাম) বিশেষতঃ উপাস্থির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

কাপড়ের চাপজনিত উপসর্গ; আরও ক্যালকে, আইও, কষ্টিক, লাইকো, সার্সা ও ষ্টানমে।

যখন কোরোসিস রোগে প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং উদরাময়ের আশঙ্কা

হইতে বাম : ৬। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে : ২১। বেদনা ছড়াইয়া পড়ে : ১৭, ২৩।

১০ অনুভব।—মুখমণ্ডল, মস্তক প্রভৃতির বিস্তৃতি অনুভব।

অনুভব শক্তির হ্রাস, বাহ্যিক অংশসমূহে অসাড়তা।

মাংস ও অস্থি প্রত্যঙ্গাদিতে ভয়াজনক টাটানি।

দেহের বিভিন্ন (নানা) স্থানে শলাকৃতি বোধ।

১১ তন্তু।—শীর্ণতা, পদদ্বয়ে সংকোচন সুস্পষ্ট; শুষ্ক চেহারা।

পদদ্বয়ের স্ফীততা; উদরী, যকৃতের রোগ।

মাংসপেশী শক্ত।

রক্তহীনতা অপেক্ষা হরিদ্রাবর্ণ; অগভীর শ্বাসক্রিয়া, পাকাশয়িক ক্ষত, ক্লোরোসিস।

অস্থিপীড়া; বিশেষ দুরারোগ্য ক্ষত।

অম্লজান সংযোগ অসম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়, লোহিত কণিকার বিনাশ, উত্তাপ হ্রাস।

১২ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৫, ৯, ১৭, ১৯, ২১। চাপ : ৩, ১৭, ১৮, ২৮। গাত্রাবরণ শিথিল রাখা : ৩। অবশ্য চক্ষু মুদিতে হয় : ৫। চুলকানি (আঁচড়ানি) : ৪। পতনের পর : ৩১।

১৩ চর্ম্ম।—চর্ম্ম নীল, ধূসর, বেগুনে অথবা কাংস বর্ণ হইতে যথার্থ কৃষ্ণবর্ণ; চর্ম্ম কটাবর্ণ, টান টান শক্ত।

রাত্রিতে শয্যায় উষ্ণ হইলে চুলকানি, জ্বালা, প্রধানতঃ উরু ও বগলদ্বয়।

নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভেদ। * লোহিত ক্ষত।

বামবক্ষ, সেক্রম অথবা উভয় নিতম্বের বিসর্পবিশিষ্ট শয্যাক্ষত; কেন্দ্রস্থান শুষ্ক, রক্তযুক্ত মামড়ী দ্বারা আবৃত; সেক্রমের উপর চর্ম্ম কাল, কঠিন। * টাইফাস্।

ক্ষুদ্র ফিকুড়ি একত্রিতভাবে।

চর্ম্মোপরি আঁচিলাকার বিবর্দ্ধন।

কপালে চাপযুক্ত বেদনা, এবং অক্ষিপুটে আকৃষ্টবৎ চাপ বোধ।

টেম্পরাল অস্থিদ্বয়ের চাপযুক্ত,* ছিন্নবৎ বেদনা, স্পর্শে বৃদ্ধি।

মস্তক মধ্যে কষ্টকর শূন্যতা বোধ, বোধ হয় যেন ইহা খালি, তৎসহ সমস্ত মস্তিষ্কের কামড়ানি।

বামপার্শ্বের মাথাধরা, বোধ হয় যেন ঠিক মস্তিষ্কমধ্যে; প্রথমতঃ সামান্য আকর্ষণবৎ, ক্রমশঃ অধিকতর প্রবল হয়; বেদনার চরম সীমায় উম্মত্তভাবৎ,—যেন একটা স্নায়ু ছিঁড়িয়া যাইতেছে, ঐ বেদনা আবার হঠাৎ বিলুপ্ত হয়।

বহির্মস্তক।—মস্তকশীর্ষ টাটানি (tenderness), স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

করোটিতে (skull) চাপবিশিষ্ট, ছিন্নবৎ বেদনা, প্রধানতঃ টেম্পরাল অস্থিমধ্যে, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে পুনরুপস্থিত হয়, চাপ ও স্পর্শে বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে ভাল।

মস্তকের বামাংশে কামড়ানি।

চক্ষু।—দৃষ্টি বিলুপ্ত হয়।

বাম চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত, আলোকে অসাড়।

অক্ষিপুট ও চক্ষুর কোণে অত্যন্ত প্রবল চুলকানি। * ব্লেফারাইটিস।

অক্ষিপুট অত্যন্ত স্ফীত।

অক্ষিপুটের কিনারায় ফুস্কুড়ি।

অক্ষিপুটদ্বয় ছাড়াইতে গেলে কিনারার ভিতরে আকৃষ্ট হয়।

অক্ষিপুট ক্ষতবৎ টাটানি, লাল, ছনছনে।

প্রচুর পূঁজস্রাব।

কর্ণ।—ক্ষতকারী চুলকানি; যতক্ষণ না রক্ত পড়ে ততক্ষণ চুলকায়।

নাসিকা।—নাসিকায় গুড় গুড় করে, কীটচারণবৎ বোধ, তৎপরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকা দিয়া সজোরে নিশ্বাস ফেলিতে গেলে অত্যন্ত রক্ত পড়ে।

প্রবল জলস্রাবযুক্ত সর্দি, তৎসহ প্রাতঃকালে পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

মুখমণ্ডল।—মৌখিক অস্থিসমূহের চাপবিশিষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা; দক্ষিণ আইগোমা অস্থিতে আকর্ষণ, ছিন্নবৎ বেদনা।

মুখমণ্ডল খড়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ঠোঁট সমেত। *জরায়ু মুখের স্থিরাস।

৯ নিম্ন মুখ।—নাসিকার ঠিক নিম্নে ওষ্ঠের স্ফীতি।

১০ দন্ত। বাম পার্শ্বের বিনষ্ট মোলার (কসের) দন্তে অত্যন্ত কামড়ানি।
দন্ত সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়, যেমন সিরিসের আটা যায়।

১১ জিহ্বা ইত্যাদি।—জিহ্বার উপরে টাটানি, জালামুক্ত ফোস্কা; জিহ্বা শুষ্ক।

মুখে অত্যন্ত আঠাবৎ ঘন লালা বশতঃ কথা কহিতে বাধা বোধ হয়।

১২ মুখাভ্যন্তর।—মুখমধ্যে শুষ্কতা।

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ। * জরায়ুর স্থিরাস।

১৩ গলমধ্য।—সব-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির নিকটবর্ত্তী স্থান স্ফীত, গ্রীবা শক্ত, গলাধঃকরণ কষ্টকর, যেন ভিতরে ফুলিয়াছে, অন্ননলী মধ্য দিয়া প্রত্যেক গ্রাস সজোরে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

কোমল তালুতে ছড়িয়া যাওয়া বোধ, যেন কর্কশ কোন পদার্থ সেখানে লাগিয়াছে; ঢোক গিলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বোধ হয়, তাহাতে থুথু গিলিতে বাধা হয়।

হাই তুলিতে গেলে যেন ফুলার ন্যায় কসেসে কষ্টকর চাড়বোধ।

প্রশ্বাস প্রক্ষেপ, কিম্বা গলাধঃকরণ কিম্বা কাসিতে গেলে গলমধ্যে হাজ উঠা ও টাটানি বোধ হয়।

ফেরিংক্স মধ্যে আটা চট্‌চটে, ধূসরবর্ণ, ফেনিবৎ থুথু সহজেই খক্‌ করিয়া তোলা যায়; অতি প্রচুরাবে।

কসেসের অসাড়তা (অনুভব শক্তি বিলুপ্ত)। * ডিপথিরিয়া।

দক্ষিণ পার্শ্বে কসেস মধ্যে টনটনানি, কেবল হাঁ করিলে অনুভূত হয়।
*স্বরভঙ্গ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা বর্দ্ধিত; পূর্ণাহার করিবার পরে ক্ষুধার্ত্ত।

মদ্যপানেচ্ছা।

সময়ে সময়ে ক্ষুধা বিলুপ্ত, তৎসহ ধূমপানে অনিচ্ছা।

সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে অনিচ্ছা, এমন কি খাদ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময়েও।

তৃষ্ণার অভাব, এমন কি জ্বরের উত্তাপাবস্থায়ও।

১৫ পানাহার।—আহারের সময়ে ও পরে ঘর্ম।

মধ্যাহ্নাহারের পরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—মাথাঘোরা ও জীর্ণাম প্রদেশে বিবমিষা।

ক্ষুধাসহ বিবমিষা বোধ; তাঁহার (পুং) স্বপ্নে বিবমিষা।

বৈকালে মলত্যাগ সহ বমন।

তিক্ত জ্বালাকর তরল পদার্থ গলা পর্যান্ত উঠে; বুকজ্বালা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে জ্বালা, বুক পর্যান্ত উত্থিত হয়।

পাকস্থলী গহ্বরে উদ্বেগ ওচাপবোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বাম পার্শ্বে শেষ পঞ্জরাস্থির নিম্নে কর্ত্তন বিশিষ্ট সূচীবেধ।

১৯ উদর।—উদরের বাম পার্শ্বে আধ্মানিক স্ফীতি।

জোরে চাপ দিলে টাটানি, বায়ু নিঃসরণ হইয়া গেলে ক্রমশঃ হ্রাস হয়।

ক্ষুধাসহ এপিগাষ্ট্রিয়মে বিস্তৃতি ও পূর্ণতা বোধ।

ক্ষুধাসহ উদর মধ্যে উচ্চরবে ডাকা।

আধ্মানিক পেট কামড়ানি।

হাইপোগাষ্ট্রিয়মের স্ফীতি, উহা স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।

ঔদরিক মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও আকর্ষণ বোধ; সম্মুখে হেলিয়া ভ্রমণ করিতে হয়।

বাম নিতম্বের উপরে, এবং পেল্‌ভিসের সমগ্র বামপার্শ্বে ছুরিবৎ বেদনা।

বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে (কুচ্‌কিতে) আকৃষ্ট বোধ।

সমস্ত উদরে কষ্টদায়ক টাটানি, গাড়ীতে ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—অল্প পরিমাণে নরম মলত্যাগের সহিত, সরলান্ত্রের নিম্নাংশে পুনঃ পুনঃ বেগ।

মধ্যাহ্নাহারের পরে বালির মত শুষ্ক মল।

মল অনিয়মিত, প্রায়ই অজীর্ণখাদ্য সহ উদরাময়।

পাকস্থলীর বামপার্শ্বে সতত বেদনাসহ উদরাময়।

অল্প ভ্রমণে নেটিসের মধ্যে, মলদ্বারের চতুর্দিকে এবং কুচ্‌কিতে টাটানি

২১ মূত্র।—ঘোলা, মিষ্ট, রাত্রিতে প্রচুর। * বহুমূত্র।

রাত্রিতে প্রস্রাব প্রচুর; বর্ণহীন, দুর্গন্ধযুক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—প্রায় প্রতি রাত্রিতে স্বপ্নদোষ, লিঙ্গোত্থান হয় না, পুরুষাঙ্গের (penis) শুষ্কতা প্রাপ্তি; হস্তমৈথুনের পর।

প্রথমাবধিই দুরারোগ্য প্রকারের, হরিদ্রাভাযুক্ত ঈষৎ সবুজ প্রমেহ।

অণ্ডকোষে মুষ্টিবৎ বেদনাসহ অতি প্রচুর প্রমেহ।

মেঢ্রত্বকে এলোমেলো কিনারাযুক্ত ধূসরবর্ণের ঘা, সেই সময়ে গলমধ্যেও।

অণ্ডকোষে পিষ্টবৎ বেদনা, ভ্রমণে পরিধেয় বস্ত্রে বেদনা বর্দ্ধিত হয়, এবং সন্ধ্যাকালে শয্যাতেও।

স্কোটম ও পদদ্বয় স্ফীত। * সশর্করা বহুমূত্র।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বকোষ ও কুচকিতে বেদনা।

জরায়ুর ক্ষত হইতে পূঁযযুক্ত, কখন কখন রক্তযুক্ত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাতে ঘর অসহ্য দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়।

জরায়ুর গ্রীবা স্পঞ্জবৎ, গভীর ক্ষতযুক্ত দেখায়।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, অতি প্রবল বেদনাসহ বড় বড় দলা বহির্গত হয়, প্রত্যেক সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়।

বৃদ্ধবয়সে ঋতুবন্ধ হইবার সময়ে রক্তস্রাব।

জরায়ু-স্খলন, বাম ডিম্বকোষে বেদনা, কোমরে বেদনা, ঐ বেদনা সম্মুখে এবং নিম্নদেশে বিস্তৃত।

২৪ স্বরযন্ত্র।—কাসিবার সময়ে, গলাধঃকরণ করিবার সময়ে নহে, লেরিংক্সের উপরাংশে হাল উঠা ও টাটানি।

স্বরভঙ্গতা; বিশেষতঃ ব্যবসায়ী গায়ক, বক্তা প্রভৃতির।

উচ্চস্বরে কথা কহিতে পারে না; গলমধ্যে সতত শুড়শুড়ি, তাহাতে কাসী উৎপাদিত হয়।

হাস্যে লেরিংক্স মধ্যে শ্লেষ্মা জমে ও কাসী উপস্থিত হয়।

অবনত হইলে, কিম্বা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে গেলে, গলমধ্যে শ্লেষ্মা আসিয়া উপস্থিত হয়, একবার মাত্র কাসীলেই সহজেই উঠিয়া পড়ে।

ধূসরবর্ণ আঠাবৎ শ্লেষ্মা ট্রেকিয়া হইতে সহজেই উত্থিত হয়।

ট্রেকিয়ার দ্বিধাবিভক্ত স্থানে একটী ক্ষতবৎ স্থান; স্বরভঙ্গতা; কোন প্রকার স্বর বাহির করিতে গেলেই বৃদ্ধি।

২০ শ্বাসক্রিয়া।—সন্ধ্যাকালে উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে গেলে তাঁহার পুনঃ পুনঃ গলা ঝাড়া দিতে এবং খক্ খক্ করিয়া কাসীতে হয়।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্জরাস্থির মধ্যে সূচীবেধ, আঘ্রাণ লইবার সময়ে বৃদ্ধি।

গভীর আঘ্রাণ লইবার সময়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্জরাস্থির নিম্নে, ঠেলিয়া আইসাবৎ বেদনা।

প্রত্যেক গভীর শ্বাসগ্রহণে উভয় পার্শ্বের শেষ পঞ্জরাস্থির উপরে কর্তনবৎ।

বক্ষে প্রবল সূচীবেধ বেদনা আঘ্রাণ লওয়া ও ফেলার প্রতিবন্ধক করে।

শ্বাসের অভাব, বহুমূত্র রোগেও।

২১ কাসী।—টাটানি বেদনাসহ, ব্রংকিয়া মধ্যে উত্তেজনা বশতঃ শুষ্ক কাসী; মেরুদণ্ডের নিকট সর্ব্বনিম্ন পঞ্জরাস্থির উপরে আকর্ষণযুক্ত সূচীবেধ; এক একবার আক্রমণ হয়, দিবসে ও গৃহমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, রাত্রিতে ও খোলা বায়ুতে নহে; সহজেই গয়ার উঠে, গয়ার শাদা, ঘন, দেখিতে যেন সিদ্ধ শ্বেতসার; হাস্য করিলে; শ্বাসপথের নিম্ন হইতে উপরের দিকে অল্প অল্প কর্তন, উহা সূচীবেধে পরিণত হয়, ঐ কর্তনবশতঃ কাসী, তৎসহ বক্ষে শ্লেষ্মা।

প্রায় সর্ব্বদা গয়ার, দিবা ও সন্ধ্যায়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—দক্ষিণ বক্ষে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে সূচীবেধ, তিনি ঐ সূচীবেধ অনুভব না করিয়া আঘ্রাণ লইতে বা ফেলিতে পারেন না।

বক্ষের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বামপার্শ্বে বেশী।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—স্পন্দন কখন কখন বন্ধ হইয়া যায়।

হঠাৎ পৈশিক ব্যায়ামে হৃৎকম্পন বর্দ্ধিত।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে পূর্ণতাবোধ।

সমস্ত হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় মাংসপেশীর পুনঃপুনঃ আক্ষেপিক কিন্তু বেদনা-যুক্ত উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ চীৎ হইয়া শয়ন করিলে; সংজ্ঞাসের ভয়।

নাড়ী: প্রায় অপরিবর্ত্তিত; সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়নে অধিকতর দ্রুত; প্রাতঃকালে ধীর।

৩০ বহির্বক্ষ।—বামপার্শ্বে উপপর্শুকার উপাস্থিতে কর্ত্তন।

বক্ষঃ স্পর্শে টাটানি।

শেষ পর্শুকার নিকট স্ফোটক।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—মস্তক ঘুরাইলে টান পড়িলে ষ্টার্ণ-ক্লিডোম্যাষ্টইড মাংসপেশীতে আঘাত লাগে।

দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে চুলকানি।

পেল্‌ভিসের দক্ষিণে, সেক্রমের নিকটে, চর্ম্ম শীতল বোধ হয়, যেন বরফ স্পর্শ করান হইয়াছে, আহারান্তে উহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুদ্বয়ের উপরাংশ শক্তিহীন বোধ হয়, যেমন কঠিন পরিশ্রম করিলে হয়।

বাহুদ্বয়ের অস্থিমধ্যে, বিশেষতঃ হস্তদ্বয় ও অঙ্গুলিসমূহের অস্থিমধ্যে ছিন্নবৎ বেদনা।

বাহুর উপরাংশের বাহিরের দিকে অস্থায়ী পক্ষাঘাতিক আকর্ষণ বোধ; টিপিলে বেদনা করে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে; সেইরূপ মণিবন্ধ সন্ধিতে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ভ্রমণকালে নিতম্বে সূচীবেধ।

সময়ে সময়ে ঊরুদ্বয়ে খিলধরাবৎ বেদনা।

ঊরু সন্ধির নিকটবর্ত্তী স্থানে পরিশ্রান্তি বোধ, ভ্রমণকালে বৃদ্ধি; উঠিলে পর সজোরে টিপিলে ছেঁচা আঘাত লাগিয়াছে বোধ।

প্রাতঃকালে নিতম্বে কাঠিন্য।

বসিতে গেলে জানু ছেঁচা আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা করে।

ভ্রমণকালে জানুতে জানুতে আঘাত লাগে।

সিঁড়ি দিয়া নিম্নে আসিতে গেলে পায়ের ডিম বোধ হয় যেন অত্যন্ত হোঁচট পড়িয়াছে।

পদবিক্ষেপকালে পায়ে টাটানি বোধ হয়, বোধ হয় যেন ঘা হইয়াছে।

পা শোথবৎ স্থূল, স্ফীত।

পায়ে ছিন্নবৎ বোধ, কখন কখন পায়ের তলায়, পায়ের উপরে, গোড়ালিতে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, টার্সাল ও মেটাটার্সাল অস্থিসমূহে।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে অসাড়তা, যেন নিদ্রিত রহিয়াছে।

সমস্ত অঙ্গাদিই কঠিন (stiff) অনুভূত হয়।

শক্তির অভাব; ভ্রমণের পর অস্বাভাবিক পরিশ্রান্তি।

ভারী বোধ।

হস্তপদাদির সন্ধিসকল বেদনাযুক্ত বোধ হয়; সন্ধিসমূহে আকর্ষণ বোধ।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—গতি : ১৩, ২৩, ৩৬। ব্যায়াম : ২১। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হইতে হয় : ১। ভ্রমণ : ২০, ২২, ২৩, ৩৪। উপরে উঠিলে : ২৫। নিম্নে নামিলে : ৩৩, ৪৪। উপবেশন : ৩৩। সম্মুখে অবনত হইলে : ১৯। অবনত হইলে : ২৫। মস্তক ঘুরাইলে : ৩১। উঠিলে পর : ৩৩। শয়ন : ২১, ৩৬।

৩৬ স্নায়ু।—বেদনাযুক্ত উৎক্ষেপ :—দক্ষিণ বক্ষ ও দক্ষিণ উরুর চতুর্দ্দিকে; দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির,—লিখিবার সময়ে উহা বাহিরের দিকে বাঁকিয়া যায়।

রগ, কপাল, এবং থাইরইড উপাস্থির নিকট গলমধ্যের মাংসপেশীর আক্ষেপিক, বেদনাদায়ক উৎক্ষেপ।

সমস্ত শরীরের আক্ষেপিক বেগ; পূর্ব্বগত মাথাঘোরার পরে; প্রধানতঃ যখন নিদ্রায় ঢুলিতে থাকে, নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

মৃগীর আক্রমণ, তৎপরে প্রলাপযুক্ত মত্ততা, লাফান, নিকটস্থ লোকদিগকে আঘাত করা।

পরিশ্রান্ত, শুইয়া পড়িতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য।

সকালবেলা পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা; ছেঁচা আঘাতের ন্যায় বোধ।

ঘর্ম, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা সহ দুর্ব্বলতা।

৩৭ **নিদ্রা।**—হাইতোলা, নিদ্রালু ; মন ভগ্নোদ্যম।

নিদ্রা আসিবার সময়ে বিদ্যুৎবৎ বেগ।

অস্থির নিদ্রা ; উদ্বেগপূর্ণ, ভয়াবহ স্বপ্ন, জাগিলে পরেও তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বপ্নে বিড়বিড়া।

জাগিলে :—পরিশ্রান্তি ; বাহুর উপরাংশ দুর্ব্বল, পদদ্বয় শক্তিহীন।

৩৮ **সময়।**—দিবা : ২৭। প্রাতঃকাল : ৭, ১০, ২৯, ৩৩। পূর্ব্বাহ্ন : ১, ৪০। মধ্যাহ্ন : ৪। অপরাহ্ন : ১, ১৬, ৪০। সন্ধ্যা : ২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৪০। রাত্রি : ২১, ২৭। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে : ২, ৪০। মধ্যরাত্রির পরে, ৪০।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—খোলা বায়ুতে ভাল : ৪, ২৭। উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে : ২। অনাবৃত হইলে : ৪০।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে শীতলতা।

শীত :—অপরাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে, যতক্ষণ না নিদ্রিত হয়, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বহু বার শয্যাবস্ত্র উঠান হয়।

শীত, স্পন্দিত (বোকার ন্যায়), শীত পৃষ্ঠদেশ হইতে বিস্তৃত হয়।

পূর্ব্বাহ্নে তৃষ্ণাহীন উত্তাপ ; শীত সর্ব্বাঙ্গে, কিন্তু মস্তকে নয়।

দ্বিবিলেপী (beotic) জ্বর, প্রাতে ১১ টা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত, কিম্বা বেলা ১ টা।

সহজেই ঘর্ম্ম হয় ; ভোজনের সময়ে ও পরে, শরীরের উর্দ্ধাঙ্গে, কিম্বা শরীরের সম্মুখ দিকে।

মধ্যরাত্রির পরে ঘর্ম্ম।

উদর, বক্ষোপরি ঘর্ম্ম।

৪১ **আক্রমণ।**—বেদনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, হঠাৎ বিলুপ্ত হয়।

হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী বেদনা,—উদর, পৃষ্ঠদেশ, দক্ষিণ হস্ত, ইত্যাদি।

একবার করিয়া আক্রমণ।

৪২ **পার্শ্ব।**—দক্ষিণ : ৩, ৮, ১৮, ৩১, ৩৬। বাম : ৩, ৫, ১০, ১৮, ১৯, ২৩,

২৮, ৩০, ৩২, ৪৫। নিম্ন হইতে উপরে: ৩, ১১, ২৭। উপর হইতে নীচে: ২৩।

ভিতর হইতে বাহিরে: ২৮।

১৩ অনুভব।—আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের টাটানি ও ছালউঠাবৎ।

সন্ধিস্থিত বাত, ফুলা নাই, জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা আছে, যেন বোলতায় হুল ফুটানবৎ, জানুতে অত্যন্ত প্রবল, কনুইতে তদপেক্ষা বেশী।

বেদনা:—যেন মচকাইয়া গিয়াছে; যেন আঘাত লাগিয়াছে।

১৪ তন্তু।—ম্যাক্সিলারি ও প্যারটীড গ্রন্থি সমূহে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

উপাস্থি ও সন্ধির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। অকস্মাৎ কাশে সন্ধি সকল দুর্ব্বল, টাটানি বোধ হয়; বিশেষতঃ নিতম্বে।

সন্ধি সমূহে হুলবৎ বাতরক্ত সম্বন্ধীয় বেদনা; শুষ্কতাবৎ শীর্ণতা।

অস্থিসমূহ মধ্যে বেদনা, চাপ বোধ কিম্বা ছিন্নকর বোধ; চর্ব্বণ বোধ, বিশেষতঃ লম্বা অস্থিতে এবং মুখমণ্ডলের অস্থিসমূহে।

১৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৩, ৪, ১৯, ৩০, ৪৩। চাপ: ৪, ১৯, ৩২, ৩৩। আঁচড়ান: ৬, ৪৬। গাড়িতে ভ্রমণ: ১১।

১৬ চর্ম্ম।—চুলকানি, আঁচড়াইলে অপরিবর্ত্তিত।

টাটানিযুক্ত উদ্ভেদ, স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারেনা, এমন কি চর্ম্ম সঞ্চালিত হইলে প্রায় অসহ্য বোধ হয়।

বাম হস্তে একটা ফুস্কুড়ি স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

স্থানে স্থানে মশক দংশনের ন্যায় হুলবেধ।

১৭ অবস্থা।—খিটখিটে প্রকৃতির দীর্ঘকায় কৃশ ব্যক্তি।

হস্তমৈথুন জনিত পীড়া সকল।

১৮ সম্বন্ধ।—ক্যানাবিস, কোপেবা ও মার্কুরিয়সে কোন ফল না দর্শিলে ইহা প্রমেহ আরোগ্য করিয়াছে।

জরায়ু ও ডিম্বকোষ সম্বন্ধীয় লক্ষণ সকল প্যালেডিয়মের সদৃশ; প্যালেডিয়মের দক্ষিণ পার্শ্বে, আর্জেন্টাম-মেটালিকাম বাম পার্শ্বে।

পারদ অপব্যবহার-জনিত রোগ সকল।

আর্জেণ্টাম-মেটালিকামের প্রতিবিষ :—মার্ক, পলসা।

আর্জেণ্টাম-মেটালিকামের পরে সুফলপ্রদ :—ক্যালকে, পলসা, সিপিয়া।

আর্জেণ্টাম-মেটালিকাম সুফলপ্রদ : এলুমিনা ও প্লাটিনার পরে।

আর্জেণ্টাম-মেটালিকাম কর্ত্তৃক গর্ভাবস্থার তৃতীয় মাসে আরোগ্য হইয়া পুনরায় প্রসবান্তে চারিমাস পরে সকম্পন হৃদকম্পন প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং তাহা রসটক্স কর্ত্তৃক উপশমিত হয়।

হাস্যজনিত কাসি সম্বন্ধে ষ্টানমের সহিত ইহার তুলনা দেখ।

আর্টিকা ইউরেন্স।

পরীক্ষা হয় নাই।

১৯ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধার অভাব, মলদ্বার চুলকানি; নাসিকা চুলকানি; রাত্রিকালীন অস্থিরতা।

২০ মল, ইত্যাদি। রক্তামাশয়।

ক্রিমিবশতঃ মলদ্বারের অত্যন্ত চুলকানি।

২১ মূত্র।—রুদ্ধ; ঊর্দ্ধাঙ্গ শোথবৎ স্ফীত (œdematous)।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—স্ক্রোটমের চুলকানি ও বলক্ষয়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ভগের প্রুরাইটাস (চর্ম্মরোগ বিশেষ)।

২৪ গর্ভাবস্থা।—প্রসবান্তে অল্প দুগ্ধ নিঃসরণ, অথবা মোটেই দুগ্ধ থাকে না। সন্তানের স্তন ত্যাগের পর দুগ্ধ নিঃসরণ বন্ধ করে।

২৮ ফুসফুস।—হৃদযন্ত্রের অতি প্রবল পরিশ্রম বশতঃ রক্ত উঠা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ ডেল্টইড মাংসপেশী মধ্যে ক্রমাগত বেদনা।

৩৩ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ব্যায়াম : ২৮।

৩৬ সময়।—রাত্রি : ১৯।

৩৯ আক্রমণ।—লক্ষণ সকল বৎসরান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪০ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩২।

৪ অনুভব।—যে কোন স্থানে হলবেধ, জ্বালাজনক অনুভব।

৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—ঘর্ষণ: ৪৬।

৬ চর্ম্ম।—আমবাত:—চর্ম্মের চুলকানি ও জ্বালা, যেন কলসিয়া গিয়াছে; উন্নত লালবর্ণ বড় বড় ফুস্কুড়ি, সূক্ষ্ম, হলবেধযুক্ত বিন্দু সকল; রক্তশূন্য ও সদন্ত ঘর্ষণ করা প্রয়োজন।

দাহ, কেবল চর্ম্ম আক্রান্ত হইলেই; অতি প্রবল জ্বালা, চুলকানি।

আম্বাত বসিয়া গেলে উপসর্গ সকল।

আর্ণিকা মণ্টেনা (মূল)।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—জ্ঞানশূন্য; জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয়, কিন্তু অচেতনতা (জ্ঞানশূন্যতা) ও প্রলাপ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

স্পন্দন, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির অভাব। * মস্তিষ্কাঘাত (concussion)।

নিদ্রা (stupor), তৎসহ অসাড়ে মলনিঃসরণ। * টাইফস।

ভুলো (forgetful); যাহা তিনি (পুং) পাঠ করেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যান, এমন কি যে কথাটী তিনি বলিয়াছেন তাহাও। *টাইফস।

অন্যমনস্ক, চিন্তাসকল যথার্থ পদার্থ হইতে ভ্রমণ করে এবং কাল্পনিক মূর্ত্তি ও খেয়ালের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়।

মস্তিষ্কের খোলমাল, তাহা চাপবিশিষ্ট দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলে পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রলাপ, আস্তে আস্তে বিড় বিড় বকা।

পানাত্যয় (deliriun tremens)।

চক্ষুর জল ফেলে ও চীৎকার করে।* রাগের পর।

শয্যাবস্ত্র খোঁটে।

তিনি (স্ত্রী) একটীও কথা কহেন না; প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন না, সহানুভূতি ভালবাসেন না।

চিন্তা করিতে অনিচ্ছা; খোলা বায়ুতে ভ্রমণের পর।

ভয় পায় যাহারা তাহার নিকটে আসিতেছেন তাঁহাদিগের দ্বারা স্পৃষ্ট বা আঘাত প্রাপ্ত হইবে। *বাতরক্ত (gout)।

একাকী থাকার ভয়।

অবসাদবায়ুজনিত উৎকণ্ঠা।

নিরাশা; উদাসীনতা। * মস্তিষ্কাঘাতের পর।

অতি চৈতন্যাধিক্য প্রকৃতি, খিট্‌খিটে, বিবাদপ্রিয়।

ভয় প্রাপ্ত; সামান্য বিষয় সকল হইতে চমকাইয়া উঠে।

ভয় বা ক্রোধজনিত রোগ সকল।

যন্ত্রণার প্রবল আক্রমণ। * এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা; মস্তক নাড়িতে গেলে তিনি (স্ত্রী) অনুভব করেন যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই ঘুরিতেছে অথবা সমস্তই তাঁহার উপর পতিত হইতেছে; অতি প্রচুর আহার করিলে, দৃষ্টির বাধাসহ বিবমিষা; চক্ষু মুদিত করিলে; কথা কহিবার সময়ে কর্ণ বন্ধ হইয়াছে অনুভব, ইত্যাদি।

বিবমিষা, বমন ও উদরাময় সহ মাথাঘোরা।

*মস্তকাভ্যন্তর।—ভ্রমণ, সিড়িতে উঠিতে, পুনর্চিন্তা অথবা পাঠ করিতে গেলে কপালে চাপবিশিষ্ট বেদনা।

কপালের ত্বকসকল আক্ষেপিক সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে অনুভবসহ, চক্ষুর উপরে এবং রগের নিকটে চাপবিশিষ্ট মাথাধরা।

চাপবিশিষ্ট মাথাধরা, বোধ হয় যেন মস্তক বর্দ্ধিত হইতেছে।

কপালে চাপ (compression) ও সমুত্তাপযুক্ত বমনসহ, এক চক্ষুর উপরি ভাগে বেদনা।

বামরগে সূচীবেধ, ছিন্নকর বেদনা।

মাথাধরা যেন রগের মধ্যে একটী প্রেক সজোরে বিদ্ধ হইতেছে, তৎসহ রাত্রি ১২ টার সময়ে সাধারণতঃ সর্বাঙ্গে ঘর্ম, তৎপরে ক্লান্তি।

বেদনা, বোধ হয় যেন একখানি ছুরিকা বাম দিক হইতে পাশাপাশি মস্তকের মধ্য দিয়া টানিয়া লওয়া হইতেছে, তৎপরে মস্তকের আভ্যন্তরিক শীতলতা।

ভারী দ্রব্যের ন্যায় বোধ, রগে চাপযুক্ত চিড়িকমারা।

রাত্রি ও প্রাতঃকালে, দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ সহ, মস্তিষ্ক মধ্যে জ্বালা; সঞ্চালনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম।

মস্তিষ্কের মধ্যস্থানে ভারীবোধ।

সংন্যাস, জ্ঞান রহিত (অচৈতন্য), তৎসহ অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ, পক্ষাঘাত (বামপার্শ্বের); নাড়ী পূর্ণ, বলশালী; ঘড় ঘড় শব্দে নাকডাকা; দীর্ঘশ্বাস, বিড় বিড় বকা।

মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা মধ্যে এফ্যুডেশান।

বাহ্যিক কারণ বশতঃ অথবা আভিঘাতিক মেনিঞ্জাইটিস।

মস্তকে পতন বা আঘাত জনিত মস্তকম্প।

বহির্মস্তক।—বোধ হয় যেন কপালের ত্বক আক্ষেপবশতঃ সঙ্কুচিত।

কপালের কোন এক ক্ষুদ্রস্থানে শীতলতা অনুভব।

মস্তকোপরি বরফ প্রয়োগের ন্যায় অসহ্য অনুভব; প্রাতঃকালিক আহারের পর।

মস্তকোপরি জ্বালাযুক্ত বা উত্তপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল।

চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে আলোক-কম্পনসহ, পাঠ বা লিখিবার সময়ে বৃদ্ধি।

অক্ষিতারকা প্রসারিত, আলোকে চৈতন্যাধিক্য।

চক্ষুতে আঘাত বশতঃ দ্বিদৃষ্টি।

চক্ষুতে আঘাত বশতঃ দৃষ্টিহীনতা।

এণ্টিরিয়ার চেম্বারে (চক্ষু মধ্যস্থিত সম্মুখ গহ্বরে) অধিক রক্তস্রাব সহ আভিঘাতিক ক্ষত।

রেটিনাল (অক্ষিমুকুর) রক্তস্রাব; আর্ণিকায় সত্বর রক্ত জমাট (সংযত রক্ত) শোষণের সহায়তা করে।

অক্ষিপুট নাড়িলে উভয় অক্ষিপুটদ্বয়ের কিনারায় বেদনাযুক্ত, যেন তাহা শুষ্ক ও অত্র টাটানিবিশিষ্ট।

কঞ্জংটাইভার নিম্নে কাল দাগসহ, শুষ্ক, উত্তপ্ত, প্রদাহিত অক্ষিপুটের শোথবৎ স্ফীতি।

চক্ষুতে রক্তাধিক্য; অক্ষিগোলক রক্তযুক্ত লালবর্ণ।

বাহ্যিক আঘাতের পরে কাল দাগসহ চক্ষুর প্রদাহ।

প্রবল সিলিয়ারি স্নায়ুশূল; মস্তক উত্তপ্ত, শরীর শীতল।

৬ কর্ণ।—মস্তকে রক্তধাবন-জনিত কর্ণ মধ্যে শব্দ; শব্দ সম্বন্ধে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য।

শ্রবণশক্তির হ্রাস। * মস্তিষ্কাঘাত বশতঃ।

কর্ণে ছুরিবৎ বেদনা, কর্ণ মধ্যে ও পশ্চাতে সূচীবেধ; তৎসহ উচ্চশব্দ সম্বন্ধে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য, কর্ণ অত্যন্ত শুষ্ক।

কর্ণ হইতে রক্তস্রাব।

৭ নাসিকা।—নাসিকা মধ্যে ছুরিবৎ বেদনা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব:—তৎপূর্ব্বে শুড় শুড় করা; প্রত্যেক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের পর প্রচুর; বাহ্যিক কারণ বশতঃ; মুখমণ্ডল ধুইলে।

নাসিকাগ্র শীতল।

নাসিকার স্ফীতি।

পূর্ব্বদিন ভারীদ্রব্য তুলিবার পরে প্রবল হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য, অন্তঃপ্রবিষ্ট; ঈষৎ হরিদ্রাভাযুক্ত; লালবর্ণ, স্ফীত।

দপদপানি ও চিমটি কাটাবৎ বেদনা সহ দক্ষিণ গণ্ডের লালবর্ণ স্ফীতি; শীতল দেহ সহ, ঠোঁট স্ফীত ও মস্তকে অত্যন্ত উত্তাপ।

একপার্শ্বে আরক্ততা ও জ্বালা।

সন্ধ্যাসময়ে মুখমণ্ডলে শুষ্ক উত্তাপ, তৃষ্ণা রহিত; নাসিকা শীতল।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট:—জ্বালা করে; স্ফীত ও ফাটা।

অধর (নিম্ন ঠোঁট) কম্পিত হয়।

অন্নাহার কালে, অতি প্রত্যুষে, চোয়ালের দক্ষিণ অস্থিগ্রন্থিতে ছুরিবৎ বেদনা।

নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

১০ দন্ত।—শস্ত্রক্রিয়া; বিনষ্ট, গর্তবিশিষ্ট দন্ত পূর্ণ করিয়া (ভরিয়া) দেওয়া (plugging) ইত্যাদির পরে দন্তশূল।

দক্ষিণ দিকের উপর চোয়ালের সমস্ত দন্তে মর্ম্মভেদী, কর্ত্তনবৎ, ছিন্নকর, বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগে অথবা পরিষ্কার বায়ু শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি।

দন্ত বোধ হয় যেন সজোরে গর্ত্ত হইতে উৎপাটিত, দপদপানি দন্তশূল।

▌মাড়ী বেদনাযুক্ত, স্ফীত। * দন্তোদ্গামী শিশু।

▌মাড়ীমধ্যে স্পন্দন ও শুড় শুড় বোধ। * দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—পচা; পচাডিম্বের ন্যায়; তিক্ত।

গলমধ্যের পশ্চাদ্ভাগে টাটানি, জ্বালা ও হূলবেধ সহ, জিহ্বার উপর কামড়ানি বোধ।

জিহ্বা —শাদা ক্লেদাবৃত, মধ্যভাগে কটাবর্ণ দাগ সহ, শুষ্ক; শুষ্ক কিম্বা হরিদ্রা ক্লেদাবৃত। * টাইফাস।

১২ মুখমধ্য।—অধিক তৃষ্ণাসহ, শুষ্ক।

▌মুখ হইতে পচা গন্ধ। * টাইফাস।

১৩ গলমধ্য।—দুইবার গলাধঃকরণের মধ্যে গলার পশ্চাদ্ভাগে হূলবেধ।

কসেস ও লেরিংক্স মধ্যে পুরাতন বেদনা, সজোরে কথা কহিলে পর অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি থাকে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সির্কা বা অম্ল পদার্থের জন্য ইচ্ছা; মদ্য পানেচ্ছা।

ক্ষুধা হ্রাস।

খাদ্যে ঘৃণা।

অনিচ্ছা :—মাংসে; মাংসের ঝোলে; দুগ্ধে; ধূমপানে।

জ্বর না থাকিয়া শীতল জলের তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—আহারান্তে এপিগাষ্ট্রিয়মে কষ্টবোধ (আঘাত প্রাপ্তির পর)।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—▌উদ্গার :—প্রাতঃকালে তিক্ত ও পচা ডিম্বের ন্যায়; শূন্য।

কাসিবার পর উদ্গার।

হিক্কা। * মেনিঞ্জাইটিস।

বিবমিষা :—খালি বমনোদ্যম; গলমধ্যে জ্বালাসহ চুলকানি; পূর্ব্বাহ্নে সাধারণতঃ হ্রাস বোধ (relaxation)।

গাঢ় লালবর্ণ জমাট রক্তের বমন, মুখ তিক্ত; সার্ব্বাঙ্গিক বেদনা।

অতি সামান্য মাত্র খাদ্যও বমন করিয়া ফেলে; রাত্রিতে কাঠবমি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকস্থলীতে নখাঘাত সদৃশ, আক্ষেপিক মোচড়ানি বেদনা, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় সঙ্কোচন বোধের সহিত এবং রক্তামাশয়ের সহিত এইরূপ লক্ষণ।

এপিগাষ্ট্রিয়মে চাপবিশিষ্ট, কর্ত্তনবৎ বেদনা; বিবমিষা ও কাঠবমি।

পাকস্থলী বিবমিষা ও পরিতৃপ্তি কর্ত্তৃক পূর্ণ বোধ হয়।

পাকস্থলী বায়ু কর্ত্তৃক স্ফীত, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে চাপ বোধ, বক্ষঃস্থলের কষ্ট বোধ।

আঘাত বশতঃ রক্তবমন, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।

পাকস্থলীতে ভারী বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধ, বেদনাদায়ক যখন শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

যকৃৎ প্রদেশে চাপবোধ; হৃৎপিণ্ডের নিম্নে, দিবা ও রাত্রি।

টিপিলে বেদনা সহ, প্লীহাপ্রদেশে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—স্পর্শে অসহ্য বেদনা সহ, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বের কঠিন স্ফীতি।

উদরের মধ্য দিয়া এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে তীব্র বেদনা।

প্রস্রাবকষ্ট সহ পেটবেদনা।

সকালসকালে নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—অজীর্ণ যুক্ত পদার্থ; রক্তযুক্ত; পূঁজযুক্ত; বেগ ও অত্যন্ত পেটকামড়ানি সহ, রক্তযুক্ত, পিচ্ছিল আম; উদরে টাটানি ছুরীবৎ বেদনা সহ, কাদাচে, রক্তযুক্ত আম; কটাবর্ণ, উচ্ছলিত (ফাঁপিয়ার ন্যায়); বাহ্যে অনিচ্ছা; দুর্গন্ধ বাতবায়ু; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, নরম, কখন কখন অসাড়ে; নিদ্রা কালে অসাড়ে; পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প, আমযুক্ত।

‖ মূত্রস্তম্ভ সহ রক্তামাশয়, কিম্বা মূত্রস্থলীর গ্রীবার কোঁথপাড়া, তৎসহ নিষ্ফল বেগ।

‖ বায়ু নিঃসরণে পচা ডিম্বের দুর্গন্ধ।

এপিগাষ্ট্রিয়মে আঘাতের পরে দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—পৃষ্ঠদেশ ও নিতম্বে অতি কষ্টদায়ক বেদনা।

বৃক্ক মধ্যে ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় ভেদকারী বেদনা; শীত বোধ, বমনেচ্ছা।

শীতের পরে বৃক্ক সম্বন্ধীয় বেদনা, বিবমিষা ও বমন, কিন্তু কোন উপশম হয় না।

‖ বাহ্যিক আঘাতের পরে মূত্রাশয়ের পীড়া।

‖ মূত্রাশয়ের গ্রীবার আক্ষেপ বশতঃ বেগ।

মূত্রাশয় বোধ হয় অতি পরিপূর্ণ, নিষ্ফল বেগ।

‖ প্রস্রাব করিবার জন্য অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়।

‖ রাত্রিতে নিদ্রাকালে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

‖ সতত বেগ কিন্তু মূত্র অসাড়ে ফোটা ফোটা পড়িতে থাকে।

মূত্র অল্প পরিমাণে, ক্রমশঃ হরিদ্রা-কটাবর্ণে বর্দ্ধিত করে।

অম্ল, লালবর্ণ মূত্র, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

পুনঃ পুনঃ বর্ণ বিহীন মূত্রত্যাগ।

‖ পরিশ্রম বশতঃ প্রস্রাবরোধ।

‖ রক্তামাশয় সহ মূত্রস্তম্ভ।

মূত্র গাঢ় কটাবর্ণ, অম্ল, ইষ্টকের চূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ; লালবর্ণ, যকৃতের পীড়ায়; অম্লাক্ত, আক্ষেপিক গুরুত্ব বর্দ্ধিত।

‖ রক্তযুক্ত মূত্র; বাহ্যিক কারণ বশতঃ রক্তস্রাব।

মূত্রাশয়ে বেদনা বশতঃ শিশু চীৎকার করিয়া উঠে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—‖ পুংধ্বজ ও অণ্ডকোষ স্ফীত, কালচে লালবর্ণ; আঘাতের পর।

শার্মাটিক কর্ড বেদনাযুক্ত স্ফীত, উহাতে সূচীবেধ।

ঘর্ষণ জনিত ক্ষত; ঐ স্থান রক্ত বর্ণ বৎ ও অত্যন্ত স্ফীত।

স্ফোটকের বিসর্প সদৃশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

▌ ছেঁচা আঘাত বশতঃ জলকোষ (hydroocelo)।

২০ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমের পর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

ঋতু সাধারণতঃ অতি শীঘ্র শীঘ্র; এপিগাষ্ট্রিয়মে বিবমিষা।

রক্তস্রাব-প্রবণতা সহ জরায়ুর ক্ষত।

যোনির ওষ্ঠ (labia) বেদনাযুক্ত স্ফীত।

▌ স্খলন বা ভ্রংশ (prolapsus), সংঘাত (concussion) বশতঃ।

২১ গর্ভাবস্থা।—▌ পতন, আঘাত, ইত্যাদি বশতঃ গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; স্নায়বীয়, উত্তেজিত; দৃষ্টবৎ বেদনা বোধ।

প্রসববেদনা:—অতি প্রবল, কিন্তু কোনও উপকার দর্শে না; দুর্ব্বল, কিম্বা স্থগিত হইয়া আইসে, পুনঃ পুনঃ অবস্থিতি ভাব পরিবর্ত্তন করিতে চাহে; ছেঁচা আঘাতবৎ অনুভব করে।

▌ প্রসববেদনার পর স্থান সকলে বেদনা।

প্রসবান্তিকা বেদনা (ভেদালির ব্যথা) প্রবল; স্তনপান করাইতে গেলেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

প্রসববেদনার পরে সতত প্রস্রাব করে।

উজ্জ্বল লালবর্ণ কিম্বা রক্তজমাট মিশ্রিত রক্তস্রাব; মস্তক উত্তপ্ত, শরীর শীতল।

▌ চুচুক ক্ষত (sorenipples)।

▌ দৃষ্টাঘাত বশতঃ স্তনপ্রদাহ (mastitis); বিসর্পবিশিষ্ট প্রদাহ।

▌ শিশুদিগের শ্বাসরোধ জনিত মৃতকল্পাবস্থা।

২২ লেরিংক্স।—গভীর স্বর; কিম্বা, মৃদু, অস্পষ্ট শব্দ।

কণ্ঠস্বরের অতি-ব্যবহার জনিত স্বরভঙ্গতা; অতি প্রত্যূষে ঐ রূপ।

টেকিয়া ও ব্রংকিয়ার বরাবর ক্ষতবৎ, ছাল উঠা অনুভব।

২৩ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাস দুর্গন্ধ, স্বল্পস্থায়ী, হাঁপানির ন্যায়।

শিশুগণ কুপিত হইলে একবারে শ্বাসবন্ধ হইয়া যায়।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, মস্তক উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, শরীর শীতল।

▌ ইতস্ততঃ সঞ্চালনের ইচ্ছা সহ হাঁপানি; মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রাশূন্য; মৃতপ্রায় দেখায়; হৃৎপিণ্ডে বেদনাবিত।

২৭ কাসি।—লেরিংক্স ও ট্রেকিয়া মধ্যে সদত অসহ্য গুড় গুড়ি, তাহাতে দিবারাত্রি কাসি হয় ; * ফুস্ফুস্ প্রদাহ।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে, ট্রেকিয়ার মধ্যে নীচে গুড় গুড়ি বশতঃ শুষ্ক অল্প অল্প কাসি।

নিদ্রাকালে রাত্রিতে থাকিয়া থাকিয়া কাসির আক্রমণ, তাহাতে জাগিয়া উঠে না।

ট্রেকিয়ার নিম্নাংশে গুড় গুড়ি এবং শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া কাসি, প্রধানতঃ রাত্রিতে অল্প পরিমাণে স্বচ্ছ, আঠাবৎ পিচ্ছিল গয়ার অতি কষ্টের সহিত তোলা, কাল কাল দাগ মিশ্রিত, অথবা গয়ার রক্তযুক্ত।

গয়ার :—দুর্গন্ধ, সবুজ, পুঁজযুক্ত, রক্তের দাগযুক্ত ; সরল হইলেই গলাধঃকরণ করিতে হয় ; দিবা ও সন্ধ্যায়।

▮ হুপসজক কাসি ; আক্রমণের পূর্ব্বে শিশু কান্দিয়া উঠে।

▮ কাসিতে চক্ষু রক্তিমাবর্ণ, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় ; সফেন রক্ত, অথবা রক্তের জমাট গয়ার উঠে ; কখন কখন সন্ধ্যাকালে পচা আস্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা গয়ার উঠে, তাহা গিলিয়া ফেলিতে হয়।

২৮ ফুসফুস।—▮ বাহ্যিক আঘাতের পরে রক্তস্রাব ; কাল, ঘন, আঠাবৎ রক্ত, কিম্বা উজ্জ্বল লালবর্ণ সফেন রক্ত অল্প অল্প উঠে, তাহা শ্লেষ্মা ও জমাটরক্তে মিশ্রিত।

বক্ষে জ্বালা বা ক্ষতবৎ।

কাসিতে গেলে বক্ষে বেদনা, গয়ার রক্তের দাগযুক্ত ; সরলীকৃত শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না।

বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে অতি ক্ষুদ্র স্থানে চাপবিশিষ্ট বেদনা, সঞ্চালন, স্পর্শ বা নিশ্বাস গ্রহণে বর্দ্ধিত হয় না।

বক্ষে (বাম পার্শ্বে) সূচীবেধ, শুষ্ক কাসী হইতে বৃদ্ধি ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; বাহ্যিক চাপ হইতে বৃদ্ধি।

▮ বাহ্যিক আঘাত হইতে প্লুরিসি ; সতত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে চায়, শয্যা এত কঠিন বলিয়া বোধ হয়।

▌ বাহ্যিক আঘাত হইতে নিউমোথোরাক্স।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ।

হৃৎপিণ্ডের ভূমি প্রদেশ যেন মুষ্টাঘাত লাগিয়াছে বোধ।

▌ অতিশয় দৌড়ান হেতু হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া।

প্রায় প্রত্যেক পরিশ্রমের পরেই হৃৎকম্পন; বিশ্রামে দূর হয়।

বাম বক্ষঃ মধ্য দিয়া এবং বাম বাহু বহিয়া নিম্নে যকৃত হইতে বেদনা; হস্তোপরি শিরা সকল স্ফীত, কালচে বর্ণ; হঠাৎ বেদনা, যেন হৃৎপিণ্ড সজোরে পিষ্ট হইয়াছে, কিম্বা, ইহা বিদ্যুৎবৎ বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে।

▌ স্টার্ণামের নিম্নে চাপবোধ, উদ্বেগযুক্ত যন্ত্রণা, শক্তনাশাবস্থা; ক্ষুদ্র, অনিয়মিত নাড়ী, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; এঞ্জাইনা পেক্টোরিস।

▌ হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষতা।

নাড়ী:—দ্রুত, পূর্ণ, কঠিন; কখন কখন হৃৎস্পন্দন অপেক্ষাও দ্রুততর; সবিরাম গতি, ক্ষীণ, দ্রুত, অনিয়মিত; দুর্ব্বল ধড় ধড় করে (fluttering)।

৩০ বহির্বক্ষ।—▌ সঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, অথবা কাসিবার সময়ে বক্ষের সন্ধিসকল ও উপাস্থি সংযোগসকল বোধ হয় যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

বামবক্ষের মধ্যস্থলে প্রবল সূচীবেধ বৎ বেদনা।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা; ঐ মাংসপেশী সকল স্থির ভাবে মস্তকভার ধারণ করিতে পারে না।

গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা সমূহের চাপিলে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

প্রবল পৃষ্ঠমজ্জায় বেদনা, যেমন অনেকক্ষণ অবনত হইয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে হয়।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি (ডানা) ও কোমর বেদনাযুক্ত, যেন আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছে।

দক্ষিণ-স্কন্ধাস্থির আভ্যন্তরিক-ধারে ছুরিবৎ বেদনা।

কোমরে বেদনা করে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

২৯ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধসন্ধি হইতে মধ্যাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রবল উৎক্ষেপযুক্ত বেদনা।

বাহুদ্বয়ে গুড়গুড়ি বোধ।

বাহুতে দৃষ্টবৎ ক্লান্তি অনুভব।

বাহু ও মণিবন্ধের সন্ধিতে মচকানবৎ অনুভব।

বাম অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে ছিন্নকর বেদনা।

বামহস্তের অঙ্গুলিমধ্যে খিল ধরে।

অঙ্গুষ্ঠের মূলে তরুণ দৃষ্টবৎ বেদনা।

৩০ নিম্নাঙ্গ।—বাম বঙ্ক্ষণসন্ধিতে আকর্ষণ ও চাপবৎ বেদনা, বসিবার সময়ে উরু প্রসারিত করিতে হয়।

বঙ্ক্ষণস্থলে মচকানবৎ বেদনা।

কীট-চারণানুভব; থঞ্জবোধ; শয্যা বা চেয়ার এত কঠিন বোধ হয় যে বারম্বার অবস্থিতি (স্থান) পরিবর্ত্তন করিতে হয়:—পরিশ্রমের পরে, অধিক দূর সজোরে হাঁটিবার পরে (যেমন সৈন্যগণ হাঁটে), ইত্যাদি।

হাঁটিবার সময়ে উরুদেশে আঘাতের ন্যায় বেদনা।

জানু স্পর্শ করিলে যেন সূচ দিয়া বিদ্ধ করিতেছে বোধ।

দাঁড়াইলে জানুসন্ধি হঠাৎ বক্র হইয়া পড়ে, পদদ্বয় অসাড়, চৈতন্যরহিত।

পুনঃপুনঃ জানু পাতিয়া জানুর অর্ব্বুদ (hygroma)।

পদদ্বয়ের আড়ষ্ট্যবোধ সহ, আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় দক্ষিণ পদের ডিমে বেদনা।

টার্সাল সন্ধিসমূহে মচকান ন্যায় বেদনা।

জানুদ্বয়ে শক্তির অভাব বোধ এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপকালে জানুবোধ।

পায়ের উত্তপ্ত বিসর্পযুক্ত প্রদাহ ও বেদনা।

ভ্রমণের পর পদদ্বয় (feet) ক্লান্ত বা প্রপীড়িত বোধ হয়।

পায়ে বাতরক্তের (arthritic) বেদনা, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; ভয় করে যেন কেহ তাহা স্পর্শ করে; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-সন্ধি লালবর্ণ, মচকান বোধ।

৩৯ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—ভারবোধ।

সমস্ত সন্ধিতে সঞ্চালন কালে পাকাঘাড়িক দুষ্টবৎ বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশ্রাম অথবা সঞ্চালন কালে দুষ্টবৎ অনুভব; গাড়ীর ঝাঁকানী অথবা সজোরে পাদবিক্ষেপ বশতঃ বেদনাদায়ক সংঘাত।

আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কামড়ায়।

ছিন্নকর বেদনা, তৎসহ টাটানি, অসাড়তা, স্ফীতি অথবা তড়তড়ি।

৪০ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম ৩, ২১, ৩৪। সঞ্চালন: ৩, ৯, ১৯, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৩, ৪০, ৪৩। ভ্রমণ: ৩, ৩৩। খোলা বায়ুতে ভ্রমণ: ১। আরোহণ: ৩। সতত অবস্থিতি পরিবর্ত্তন: ২৪, ২৬, ৩৩, ৩৭। পরিশ্রম ৭, ২১, ৩৩। মস্তক সঞ্চালন: ২। শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন: ১৮। উঠিয়া বসিতে চেষ্টা: ৪০। উপবেশন. ৩৩। দাঁড়াইলে: ৩৩। মস্তক নীচ করিয়া শয়ন করিলে: ৩৭। শুইয়া পড়িতে বাধ্য: ৩৬।

৪১ স্নায়ু।—মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

সমগ্র শরীর বিশেষতঃ চর্ম্ম ও সন্ধিসকল, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও চৈতন্যাধিক্য, কঠিন পরিশ্রম অথবা আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় ক্লান্তি বোধ।

ক্লান্ত, দুষ্টবৎ বোধ, টাটানিযুক্ত, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শুইয়া পড়িতে বাধ্য, তথাপি শয্যা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া অনুভূত হয়।

দেহের শক্তি সত্বর বিলুপ্ত।

সমস্ত দেহের আলস্য ও ক্লান্তি, প্রায় দাঁড়ান যায় না।

পক্ষাঘাত:—সাধারণতঃ বেদনাযুক্ত; বামপার্শ্বের (সংজ্ঞালোপের পর); আংশিক, মেরুমজ্জার সংঘাতবশতঃ।

৪২ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা; প্রত্যূষে অত্যন্ত নিদ্রালু।

আলস্য বোধ, নিদ্রালুতা।

কথার উত্তর দিতে দিতে কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়।

অস্থিরতার নিদ্রা, উচ্চৈঃস্বরে নাক ডাকিয়া শ্বাস বহে।

উত্তাপ, অস্থিরতা, ও সতত অবস্থিতি (পার্শ্ব) পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা বশতঃ

রাত্রি ২ টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে ; অথবা দেহের এখানে একবার, সেখানে একবার, খোঁচা বেধা, হুল বেধা, দংশন প্রভৃতি বশতঃ জাগিয়া থাকে।

নিদ্রিত হইলে :—ভয়প্রাপ্তির ন্যায় চমকাইয়া উঠে ; উত্তাপ বশতঃ জাগিয়া উঠে।

মস্তক নীচ করিয়া শুইতে, অথবা লম্বালম্বি হইয়া শুইতে ভালবাসে।

দীর্ঘ নিদ্রার পরে, এবং জাগিলে পর বৃদ্ধি (মন্দ)।

স্বপ্ন :—সুস্পষ্ট ; ভয়াবহ,—যথা চোর, কাল কুকুর, বজ্রাঘাত ইত্যাদি সম্বন্ধে ; অতৃপ্তিকর, উদ্বেগযুক্ত।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ৯, ১৬, ২৫, ৪০। পূর্ব্বাহ্ণ : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ২৭, ৩৩, ৩৭, ৪০। রাত্রি : ৩, ১৬, ২১, ২৭, ৩৭। মধ্যরাত্রি : ৩। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে : ২৩। দিবারাত্রি : ১৮, ২৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ুর জন্য ইচ্ছা ; খোলা বায়ুতে উপশম। অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার পরে হঠাৎ ঠাণ্ডা হওয়া, তৎপরে যক্ষ্মাকাস-যৎকাসী।

খোলা বায়ু : ১০। উষ্ণতা : ১০। ধৌত : ৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পাকাশয় গহ্বরে শীত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

শীতের পূর্ব্বে অধিক তৃষ্ণা সহ, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে তৃষ্ণা।

প্রত্যেক নিদ্রার পরে শীত।

আভ্যন্তরিক শীত, তৎসহ বাহ্যিক উত্তাপ।

▌ উত্তাপ ও এক গণ্ডের লালবর্ণ সহ শীত।

প্রাতঃকাল অথবা পূর্ব্বাহ্ণে শীত বোধ ; শীতের পূর্ব্বে হাইতোলা, অধিক পরিমাণে জলের তৃষ্ণা ; অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি (পেরিয়ষ্টিয়ম) মধ্যে আকর্ষণ বোধ।

▌ কেবল মস্তক, অথবা কেবল মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, শরীর শীতল।

জাগিলে পর শুষ্ক, সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ ; প্রত্যূষে প্রবল তৃষ্ণা ; গাত্র অনাবৃত করিলে শীত বোধ হয় ; শয্যায় সঞ্চালন কালেও শীত বোধ।

অসাড়তা, নিদ্রা সহ উত্তাপ, অল্প জল পান করে।

ক্রমাগত উত্তাপ, তৎসহ এত দুর্ব্বলতা যে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতে গেলে তিনি (পুঃ) ভ্রমি যান।

তৃষ্ণাসহ উত্তাপের বেগ।

অত্যন্ত আভ্যন্তরিক উত্তাপ; হস্ত পদ শীতল।

ঘর্ম :—অম্লাক্ত অথবা দুর্গন্ধযুক্ত; কখন কখন শীতল; রাত্রিকালে অম্লাক্ত।

উদ্বেগযুক্ত যন্ত্রণাসহ, সমস্ত রাত্রি বারম্বার ক্ষণস্থায়ী ঘর্ম।

বিলেপী (hectic) জ্বর, শীর্ণতা, পাকাশয়ে আঘাত প্রাপ্তির পরে।

সবিরাম জ্বরে জ্বরবিচ্ছেদ কালে মাথাধরা, হরিদ্রাবর্ণ মুখমণ্ডল, তিক্তাস্বাদ, মাংসে অনিচ্ছা।

‖ জ্বর :—সবিরাম; টাইফাইড, আভিঘাতিক।

৪১ আক্রমণ।—চন্দ্রবৃদ্ধির সময়ে বৃদ্ধি।

অর্দ্ধশিরঃপীড়ার সাময়িক আক্রমণ।

কাসীর আক্ষেপ।

‖ পুনঃ পুনঃ ক্ষণস্থায়ী উত্তাপ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১, ৮, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২৮, ৩১, ৩৩। বাম ৩, ১৮, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৪৬।

৪৩ অনুভব।—অসহ্য বেদনা, পাগলের ন্যায় করিয়া তুলে; প্রত্যক সঞ্চালন বা শব্দে বর্দ্ধিত, একাংশ হইতে অপরাংশে সত্বর পরিবর্ত্তিত হয়, উপশমের জন্য দেওয়ালে অথবা শয্যায় ঘর্ষণ করে।

আঘাত প্রাপ্ত অথবা ছেঁচবৎ (bruised) অনুভব করে।

স্থান সকল, বিশেষতঃ সন্ধি সকল, মচকানবৎ অনুভূত হয়।

স্থান সকলের বাহিরের অংশ মধ্যে ছিন্নকর, আকর্ষণবৎ বেদনা।

স্থান সকলের বাহিরের অংশ মধ্যে তড়তড়ি।

ছেঁচা (bruised) স্থান সকল তড়তড় করে, অসাড় অথবা মৃতবৎ বোধ হয়।

বাহ্যিক আঘাত অথবা জীবনীশক্তির হ্রাস বশতঃ আলস্য বোধ।

•• তন্তু।—▌ সংঘাত (concussion) এবং ছেঁচা আঘাত।

আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অংশ সমূহের রক্তস্রাব।

▌ চর্ম্ম, কৌষিক (cellular) তন্তুর প্রদাহ ; চাপদিলে বেদনা বোধ।

▌ পূঁজোৎপত্তি নিবারণ করে।

▌ গর্ত্তকারী পূঁজ, বেদনাযুক্ত নহে।

মাংসপেশী কঠিন।

▌ পেশীশূল (myalgia), বিশেষতঃ অতিশ্রমের পরে।

শীর্ণতা।

▌ রক্তের পচনশীল দূষিতাবস্থা ; টাইফাইড আকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

▌ বাতরক্ত (gout) ও বাত।

আভ্যন্তরিক অংশ সমূহের শোথ।

অস্থি (অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি) কামড়ায়। ▌ অস্থি-মেরুমজ্জা প্রদাহ।

•• সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ. ১, ১১, ২৮। চাপ: ১৮, ২৮, ৩১, ৩৪।

▌ বাহ্যিক আঘাত ; মস্তিষ্ক সংঘাত, যখন অচৈতন্যতা, রক্তহীনতা অথবা নিদ্রালুতা, দুর্ব্বল, অবিরাম নাড়ী, শীতল গাত্র, এবং হঠাৎ আঘাতজনিত অত্যন্ত জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতার লক্ষণ থাকে।

অশ্বারোহণের পরে বৃদ্ধি; গাড়ীতে চড়িয়া পাকস্থলী হইতে বমনেচ্ছা ও বমন।

▌ যাহারই উপরে শুইয়া থাকেন তাহা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হয়।

▌ অত্যন্ত স্ফীতি, নীলাভাযুক্ত রক্তিমাবর্ণ, অত্যন্ত টাটানি এবং খচখচানি।

▌ চর্ম্ম ছিন্ন না হইয়া ছেঁচা আঘাত।

▌ বোলতা বা ভেমরুলের হুলফুটান ; শল্যবেধ।

▌ চর্ম্ম ছিন্ন সহ অস্থিভঙ্গ (compound fracture) এবং তাহার প্রচুর পূঁজোৎপত্তি।

১৬ চর্ম্ম।—উত্তপ্ত, লালবর্ণ শোথবৎ স্ফীত।

কীটের হুল ফুটান হইতে চর্ম্মের উত্তপ্ত, কঠিন, চক্‌চকে স্ফীতি।

কালশিরা; চর্ম্মনিম্নে রক্তজমা (petechia)।

‖ এইরূপে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বেদনাযুক্ত, একটীর পর আর একটী স্ফোটক; অত্যন্ত টাটানিযুক্ত।

লালবর্ণ দাগ সকল প্রথমে হস্তপদাদিতে, তৎপরে গাত্রে।

শয্যাক্ষত; বিশেষতঃ সেক্রাম প্রদেশে ও নিতম্বে।

বিসর্পযুক্ত প্রদাহ, বাম হস্ত গাঢ় নীলবর্ণ।

ভেরিকোস ক্ষতঃ—আরোগ্য হইতে চাহে না; ক্ষতের নিম্নস্থান মলিন নীলবর্ণ; পুঁজ নাই কিন্তু জলবৎ, দুর্গন্ধ রসস্রাব, অর্দ্ধস্বচ্ছ মাখ্‌ড়ী পুরু সিরিসের মত, দুর্গন্ধযুক্ত।

বেদনাযুক্ত ক্ষত।

কদর (কড়া), (কড়া উপর উপর কাটিয়া ফেলিবে এবং আর্ণিকা বাহ্যিক ব্যবহার করিবে)।

১৭ অবস্থা।—কৃষ্ণবর্ণ কেশ, অনম্য মাংসপেশী।

মেদপূর্ণ দেহ; অত্যন্ত লালবর্ণ মুখমণ্ডল।

‖ চর্ম্ম ছিন্ন সহ অস্থিভঙ্গ, এবং তাহার প্রচুর পূঁযোৎপত্তি।

বালিত্বক কেশ, রক্তপূর্ণ ধাতু। * হৃৎ-মস্তক কাসী।

স্নায়বীয়, বেদনা সহ্য করিতে পারে না।

যাহাদের সামান্য একবার বাহ্যিক আঘাত লাগিয়া সেই আঘাতের ফল বেশী দিন বর্ত্তমান থাকে, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

১৮ সম্বন্ধ।—অধিক মাত্রায় আর্ণিকার প্রতিবিষ:—ক্যাম্ফ, ইপিকা।

আর্ণিকার ক্রমের প্রতিবিষ:—একো, আর্সে, সিকো, ইগ্নে, ইপিকা।

আর্ণিকা প্রতিষেধ করে:—এমন-কার্ব্ব, সিকো, সিকুটা, ফেরম, ইগ্নে, ইপিকা, সেনেগা।

আর্ণিকা নিম্নলিখিত ঔষধের পরে ভাল ফলপ্রদ:—‖ একো, ইপিকা, ভেরাট্র; এপিসের পরে বস্তিকোষক রোগে।

আর্ণিকার পরে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল সুফলপ্রদ :—একো, আর্সে, ব্রাইও, ইপিকা, রস, সলফ্-এসিড।

মদ্যপান অথবা কয়লার ধূমজনিত রোগসমূহে আর্ণিকা নির্দ্দিষ্ট।

একোনাইটের কার্য্যাবশেষ-পূরক।

একোনাইট ও রসটক্সের সহিত আর্ণিকা সুফলের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

কুকুর দংশন অথবা অন্য কোন বিষাক্ত বা কুপিত জন্তুর দংশনের পরে আর্ণিকা অপকারী।

মদ্য আর্ণিকার কষ্টকর লক্ষণ সকলকে বর্দ্ধিত করে।

মেরুমজ্জার সংঘাতে হেপার-সাল্ফ শ্রেষ্ঠ, কাটিয়া গিয়া ক্ষত এবং পূঁযোৎপত্তি হইলে ক্যালেণ্ডুলা।

সদৃশ ঔষধ:—একো; এমন-কার্ব্ব; ক্রোটন; আর্সে; ব্যাপটি; বেলেড; ব্রাইও; ক্যাম; চায়না; ইউফ্রে (চক্ষুর আঘাতে); ক্যালেণ্ডুলা; ফেরাম; হেপার; হাইপা; হামামে; ইপিকা; মার্ক; পলসা; র‍্যানান্‌-বেল (পণ্ডর্কা মধ্যবর্ত্তী মাংসপেশীর বেদনায়); রসটক্স; রুটা; ষ্টাফি; সাইলি; সিম্ফাইট; সলফ (আভিঘাতিক প্লুরিসি); সলফ্-এসিড; ভিরাট্র, বেলিস-পেরে (ক্ষত, ফোটক, ইত্যাদি; বিসর্প-প্রবণতা)।

আরেলিয়া র‍্যাসিমোসা।

পরীক্ষক:—এস. এ, জোন্স।

১ নাসিকা।—ক্ষতকর শ্লেষ্মা নির্গমন বশতঃ পশ্চাংস্থিত মেম্বিসের আলাকর টাটানি; নাসাপুটের বিশেষ এক প্রকার টাটানি, যেন কাটিয়া গিয়াছে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শুষ্ক, শাঁই শাঁই শব্দ সহ শ্বাসক্রিয়া, শ্বাসরোধ হইবে অনুভব; বাঁশীর ন্যায় শব্দ, নিশ্বাস গ্রহণ কালে বৃদ্ধি উঠিয়া বসিতে হয়।

২৭ কাসী।—। কাসিয়া উঠে ও কাসে, কাসির জন্য পুরকাল নিদ্রা আসিতে পারে না।

হাঁপানির চরমসীমায় গয়ার অল্প, তৎপরে বর্দ্ধিত হইলে উক ও লবণাক্ত হয়।

২৮ ফুস্ফুস।—সমস্ত টার্ণাবের পশ্চাতে ও প্রত্যেক ফুস্ফুসে ক্ষতবৎ, জ্বালা, বুক টাটানি বোধ।

আস্টিলেগো।

পরীক্ষক:—হাট।

১ মন।—মনের অত্যন্ত তমোদ্যমতা, কোপনস্বভাব;

২ চৈতন্য।—পুনঃ পুনঃ মাথাঘোরার আক্রমণ; দ্রব্য সকল চক্ষুর সম্মুখে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, দ্রব্য সকল দ্বিগুণ দেখায়; কিন্তু সাদা দাগ সকল দৃষ্টিপথে আইসে এবং অন্যান্য সমস্ত ঢাকিয়া ফেলে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের পূর্ণতা বোধ, তৎসহ অল্প অল্প চাপবিশিষ্ট কপালের মাথাধরা।

মস্তকের শীর্ষস্থান এবং পার্শ্বে বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর উৎক্ষেপ, চক্ষু বোধ হয় যেন মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে এবং এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে।

৭ কর্ণ।—প্রবাহিত টন্সিল গ্রন্থি হইতে বিস্তৃত বামকর্ণে সতত অল্প অল্প বেদনা।

চক্ষু বুজিলে চক্ষু উত্তপ্ত অনুভূত হয়।

চক্ষু জালা করে, অক্ষিগোলক কামড়ায়; প্রচুর অশ্রুস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠ, রক্তশূন্যতা; মধ্যাকালে যখন বসিয়া থাকে।

৯ জিহ্বা, ইত্যাদি।—পিচ্ছিল, তাম্রবৎ আস্বাদ।

জিহ্বামধ্যে খোঁচাখোঁচা বোধ, বোধ হয় যেন জিহ্বামূলের দিকে কি একটা পদার্থ রহিয়াছে, উহা জিহ্বাকে উপরে ঠেলিয়া তুলিতেছে

১২ মুখমধ্য।—লালা প্রচুর; তিক্ত।

১৩ গলমধ্য।—কষ্টদায়ক গলাধঃকরণ সহ, ফসেসের শুষ্কতা; পাকাশয়ের মধ্যে জ্বালাজনক কষ্ট।

টন্সিল রক্তাধিক্য, প্রদাহিত; বাম টন্সিল গ্রন্থি অত্যন্ত বৃহৎ, কাল্‌চে বর্ণ, তৎসহ অল্প অল্প বেদনা, গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

লেরিংক্সের পশ্চাতে একটা দলা রহিয়াছে বোধ, তজ্জন্য সতত ঢোক গিলিতে ইচ্ছা জন্মে।

দক্ষিণ টন্সিল মধ্যে তীব্র, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পাকাশয়ের অন্ননলী-নিকটস্থ ছিদ্রের সন্নিকটে অন্ননলী মধ্যে জ্বালা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা লোপ, তৎপরে অতি প্রচুর ক্ষুধা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—খাদ্যের উদ্গার, অত্যন্ত অম্ল।

১৭ পাকস্থলী।—যকৃত প্রদেশ ও অন্ত্রে বেদনা সহ, এপিগাষ্ট্রিয়মে বহুবার ভ্রমি বোধ।

অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুশূল বেদনা সহ, ষ্টার্ণাম ও পাকস্থলী মধ্যে জ্বালাযুক্ত কষ্টবোধ।

এপিগাষ্ট্রিয়ম মধ্যে পুনঃ পুনঃ সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃতের দক্ষিণ বিভাগে বেদনা।

১৯ উদর।—প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর সূক্ষ্ম, কর্ত্তনবৎ, শূলবৎ বেদনা; কঠিন মলত্যাগে উপশমিত হয়, তৎপরে অন্ত্রমধ্যে অল্প অল্প বেদনা।

ভ্রমণকালে বাম বঙ্ক্ষণ (কুচকি) প্রদেশে বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—কাল, বড় বড় মল; কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগের অত্যন্ত ইচ্ছা সহ, মূত্র প্রথমে বর্দ্ধিত ও বর্ণবিহীন; পরে, অল্প ও গাঢ়বর্ণ; রক্ত বমন।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—কামোদ্দীপক কল্পনা; শুক্রক্ষরণ; শয্যাশায়ী, অলস, কটিদেশে বেদনা, নিরাশ, কোপনস্বভাব।

শুক্রক্ষরণ, হস্তমৈথুনের অদম্য ইচ্ছা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অসাড় মুখে সতত কামভাব।

প্রচুর রক্তঃস্রাব সহ, স্থানচ্যুত জরায়ু; জরায়ুগ্রীবা স্ফীত; স্পর্শ করিলে রক্ত পড়ে।

ছোট ছোট জমাট রক্ত সহ, কয়েক দিন ধরিয়া কালরক্ত ঝরে; জরায়ু বর্দ্ধিত, জরায়ুগ্রীবা স্ফীত কিম্বা প্রসারিত।

ডিম্বকোষ সম্বন্ধীয় উত্তেজনা সহ, অল্প ঋতুস্রাব।

কোঁথ পাড়া, যেন সমস্তই বাহির হইয়া পড়িবে।

ডিম্বকোষ মধ্যে জ্বালাযুক্ত কষ্ট বোধ।

স্ফীতিসহ বাম ডিম্বকোষ মধ্যে অতি তীব্র বেদনা; সবিরাম বেদনা; পা বহিয়া বেদনা চিড়িক মারিয়া নামে।

আর্ত্তবস্রাব প্রচুর, পুনঃ পুনঃ, জমাটরক্ত থাকে।

ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে বামস্তনের নিম্নে, পর্শুকা সমূহের কিনারার নিকটে, সদত কষ্ট বোধ।

বৃদ্ধবয়সে ঋতু বন্ধ: মাথাঘোরা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

২৬ গর্ভাবস্থা।—গর্ভস্রাব উৎপন্ন করে।

প্রসব বেদনা অল্প; জরায়ুমুখ কোমল, নমনীয়, প্রসারনীয়।

২৮ ফুসফুস।—বামপার্শ্বে বক্ষের উপরাংশ হইতে নিম্নে ষষ্ঠ বা সপ্তম পর্শুকা পর্য্যন্ত তীব্র ছিন্নকর বেদনা, শ্বাসক্রিয়া বর্দ্ধিত।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

৩০ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—উপবেশন: ৮। ভ্রমণ: ১১।

৩১ নিদ্রা।—এপাশ ওপাশ করে, কষ্টদায়ক স্বপ্ন; দেহোপরি উত্তাপ।

৩২ সময়।—সন্ধ্যাকালে: ৮৮। রাত্রি: ৪০।

৩৩ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণগৃহে কষ্টবোধ, ভ্রমি।

৩৪ শীত, জ্বর, ঘর্ম।—শরীরের মধ্যদিয়া আভ্যন্তরিক উত্তাপ, চক্ষুতে বেশী, চক্ষুতে আলোকাসহতা এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত; নাড়ী স্বাভাবিক।

রাত্রিতে নিদ্রার পরে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপ।

৩৫ আক্রমণ।—প্রতি কয়েক নির্দিষ্ট অন্তর: ১১।

৩৬ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১৩, ১৭, ১৮। বাম: ৬, ১৩, ১৯, ২৩, ২৮, ২৯।

ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে : ২৮।

৪৮ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ২৩, ৪০।

আর্সেনিকম এল্বম।

(সেঁকো বিষ)

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা।

মস্তকমধ্যে গোলমাল।

পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা, কারণ তিনি মনে ভাবেন যে পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে তিনি বিরক্ত (offended) করিয়াছেন, যদিও তিনি জানেন না কেমন করিয়া।

বিমর্ষ, অশ্রুপূর্ণ, উদ্বিগ্ন মানসিক ভাব।

একাকী থাকিতে ভয়, পাছে তিনি নিজের প্রতি কোন ক্ষতি করিয়া ফেলেন।

‖ তিনি এত কষ্ট সহ্য করিতেছেন যে আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প।

ভয় করেন তাঁহার কাহাকেও হত্যা করিতে হইবে।

কীট দর্শন করেন; হাত ছুড়িয়া ছারপোকা ফেলিয়া দেন।

নিজ দেহ ছিন্ন করেন, নিজের শরীরের উপর ক্ষতি (আঘাত)করেন; উন্মত্ততা।

‖ একাকী থাকিলে, কিম্বা শয্যায় শুইতে গেলে মৃত্যুভয়।

উদ্বেগপূর্ণ ও বিষাদজনক ভয়, চিরকালের জন্ত দাম্ভিক।

‖ অতি প্রবল উদ্বেগ এবং তৎসহ অস্থিরতা, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি; শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে।

‖ অত্যন্ত উদ্বেগ, তৎসহ বক্ষের সঙ্কোচন ভাব ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

‖ অত্যন্ত ভয়, অস্থিরতা, কম্পন, শীতল ঘর্ম্ম, শয্যাশায়িতা।

একগুঁয়ে ও অশ্রুপূর্ণ।

বিরক্তি, তৎসহ উদ্বেগ, অস্থিরতা ও শীতভাব।

শিশু খিটখিটে, কোলে লইয়া বেড়াইতে বলে।

কোনস্থানে বিশ্রাম পায় না, ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে, এক শয্যা হইতে অন্য শয্যায় যাইতে চায়।

চৈতন্য।—বোধ হয় যেন সঞ্চালন কালে মস্তিষ্ক নড়িতেছে এবং করোটীতে (skull) আঘাত করিতেছে।

মাথাঘোরা, যেন তিনি পড়িয়া যাইবেন। ম্যালেরিয়া-জনিত মাথাঘোরা, তৎসহ শ্রবণশক্তির অনুভবশক্তির বৃদ্ধি, কিম্বা গর্ভাবস্থায় মাথাঘোরা।

ঠোঁট ও মুখমণ্ডল নীলাভাযুক্ত, ভূগুলার শিরা তরঙ্গাকারে আন্দোলিত হয়।

হাঁপানি রোগগ্রস্তদিগের মাথাঘোরা, কাশির বৃদ্ধির সময়ে অচৈতন্যতা সহ মাথাঘোরা।

মস্তকে ভার বোধ, তৎসহ কর্ণ মধ্যে গুন্ গুন্ করা। ঐ অনুভব খোলাবায়ুতে দূরীভূত হয় কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিলেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

• মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাঘোরা সহ কপালে অত্যন্ত প্রবল মাথাধরা।

কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে আকৃষ্ট, চাপ বিশিষ্ট বেদনা।

নাসিকার উপরে এবং কপালে ছুরীবৎ কিম্বা টাটানি বেদনা, ঘর্ষণে ক্ষণিক উপশম হয়।

নাসিকা মূলে দপদপানি, কপালের শিরঃপীড়া। • নাসিকা হইতে পুঁজস্রাব (পূতিনস্য)।

মাথাধরা :—স্পন্দনকারী; কিম্বা মস্তিষ্কোপরি ভার চাপান রহিয়াছে এইরূপ চাপবোধ; শয্যায় উঠিয়া বসিলে এবং সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়; শীতল জলে ধৌত করিলে ক্ষণিক উপশম হয়, খোলা বায়ুতে হাঁটিলে স্থায়ীরূপে উপশমিত হয়।

মস্তক ও মুখমণ্ডলের বেদনা বামপার্শ্বেই অধিকতর প্রবল; সেই পার্শ্বে হেলান দিতে বা শয়ন করিতে পারে না।

• বহির্মস্তক।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীতলতা সহ, মস্তকের বিবর্ণ বিশিষ্ট জ্বালা ও স্ফীতি ; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

▌ মস্তকের কেশ স্পর্শ করিতে দেয় না, মস্তকের চর্ম্ম এত চৈতন্যাধিক্য।

চুল উঠিয়া যাওয়া।

খোলা বায়ুতে মস্তকের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা ; মস্তক উষ্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে।

▌ পুরাতন উদ্ভেদসকল, তৎসহ পূঁযপূর্ণ পষ্টুল ও ভেসিকেল (ফুস্কুড়ি)।

• চক্ষু।—আলোকে চৈতন্যাধিক ; আলোকাসহ্যতা।

অশ্রুস্রাব সহ বরফে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।

চক্ষুর সম্মুখে কম্পন-বৎ বোধ।

▌ সমস্ত দ্রব্যই সবুজ বোধ হয় ; যেন শাদা জালের মধ্য দিয়া দেখিতেছেন।

দৃষ্টির দুর্ব্বলতা ; অপরিষ্কার দৃষ্টি।

অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত।

▌ চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট অথবা বাহিরে ঠেলিয়া বাহির হয়।

শ্বেতোটিকা হরিদ্রাবর্ণ।

দক্ষিণ অক্ষিগোলকে বেদনা, বিশেষতঃ সঞ্চালন কালে।

চক্ষুমধ্যে সকম্পন দপদপানি, প্রত্যেক স্পন্দনে এক একটী সূচীবেধ বোধ হয়।

চক্ষুতে বালুকার ন্যায় অনুভব।

▌ চক্ষুতে অত্যন্ত প্রবল জ্বালা।

অক্ষিপুটের আভ্যন্তরিক পার্শ্ব অক্ষিগোলকে সংঘর্ষণ করে ; জ্বালা, ইত্যাদি।

শিশুদিগের চক্ষুপ্রদাহ-জনিত ক্লেদাস কঙ্কটাইভা প্রদাহ।

▌ কঙ্কটাইভা যেন এক খণ্ড কাঁচা গোমাংসের ন্যায় দেখায়।

অশ্রুস্রাব সহ, উপর অক্ষিপুটের কম্পন।

▌ অক্ষিপুট শোথবৎ স্ফীত ও আক্ষেপের সহিত রুদ্ধ ; আরও, প্রদাহ-

পূঁজ বোধবৎ স্ফীতিতে (এপিসের ন্যায়) আর্সেনিক উপকারী।

অক্ষিপুটের সংযোজনা।

প্রক্ষালন কালে অক্ষিপুটের কিনারা বেদনাযুক্ত, যেন শুষ্ক ও অক্ষি-গোলকে ঘর্ষণ করিতেছে।

অক্ষিপুটের আভ্যন্তরিক পার্শ্ব অত্যন্ত লালবর্ণ, তৎসহ কষ্টবোধ, বেদনা নহে।

অক্ষিপুটের কিনারায় জ্বালা।

শিশুদিগের চক্ষুপ্রদাহ (চোক উঠা), চর্ম্ম কর্কশ, শুষ্ক ও দেখিতে মলিন; আলোকাসহতা ও প্রচুর, ক্ষতকর অশ্রুস্রাব, উষ্ণতা প্রয়োগে উপশমিত।

কর্ণ।—শব্দে অস্বাভাবিক চৈতন্যাধিক্যতা।

কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি।

প্রত্যেকবার বেদনার আক্রমণের সহিত কর্ণে গর্জ্জন ধ্বনি।

কাণে অল্প শুনা, অথচ স্বর শুনিতে পায় না। (কস্ফরস তুলনা কর)।

বাম কর্ণের শ্রবণপথ (auditary meatus) হইতে সূচীবেধ সহ ছিন্নকর বেদনা বহির্দ্দিকে যাইতেছে বোধ, সন্ধ্যাকালে অধিক।

নাসিকার শুষ্কতা সহ, দক্ষিণ কর্ণ হইতে হরিদ্রাবর্ণ স্রাব; শ্রবণশক্তি দুর্ব্বল হয় না।

স্রাব পচা গন্ধ, প্রচুর, ঈষৎ রক্তাভাযুক্ত জলবৎ পাতলা।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ।

নাসিকার সম্মুখে পর্য্যায়ক্রমে পিচ ও গন্ধকের গন্ধ।

খাদ্যের দৃষ্টি বা আঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না।

নাসিকা গহ্বরের শুষ্কতা।

দক্ষিণ নাসিকা হইতে আলাকর শ্লেষ্মা স্রাব।

পুনঃ পুনঃ হাঁচিসহ তরল সর্দ্দি (coryza); তৎসহ স্বরভঙ্গতা ও অনিদ্রা; তৎসহ নাসিকা স্ফীত; পর্য্যায়ক্রমে নাসিকা রুদ্ধ।

জলবৎ স্রাবে নাসিকায় জ্বালা ও দগ্ধবৎ বোধ হয়, যেন ক্ষত হইয়াছে।

ক্রোধাদি রিপু প্রাবল্যের অথবা বমনের পর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

▌ নাসিকার গাইটবিশিষ্ট স্ফীতি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখের চেহারা উদ্বিগ্নযুক্ত, কিন্তু এলোমেলো নহে; কষ্টপ্রাপ্ত; যন্ত্রণার চিহ্ন; মানসিক যন্ত্রণা; রুগ্ন; কোটরপ্রবিষ্ট।

চেহারা অত্যন্ত রক্তশূন্য; হরিদ্রাবর্ণ; ধূসরবর্ণ; মেটেবর্ণ; ফ্যাকাটে, নীলাভাযুক্ত; আরক্তিম; লালবর্ণ ও স্ফীত।

▌ মুখমণ্ডলের শোথবৎ স্ফীতি।

মৌখিক মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডলের বামার্দ্ধে ছিন্নকর বেদনা।

▌ জালাবিশিষ্ট, সূচীবেধ বেদনা, যেমন অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত সূচী হইতে হয়।

জালাকর স্রাব সহ ব্রণ ও ফুস্কুড়ি; চুলকানি, জালা; রাত্রিতে ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম।

▌ মুখমণ্ডলে কর্কটজাতীয় ক্ষত, জালাযুক্ত বেদনা।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—দক্ষিণ ইনফিরিয়ার-ম্যাক্সিলারি স্নায়ু বহিয়া অতি তীব্র বেদনা।

জলপানকালে গ্রাস কামড়াইয়া ধরে।

▌ ঠোঁট ক্ষতবৎ বেদনা ও মুখমধ্যে ঘা।

▌ ঠোঁটে উদ্ভেদ।

ওষ্ঠের (উপর ঠোঁটের) এক পার্শ্বে সঙ্কোচক কম্পন কিম্বা উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ নিদ্রিত হইলে।

১০ দন্ত।—নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ।

দন্ত অধিকতর লম্বা বোধ হয়, শিথিল হইয়া যায়, এবং চাপে ও শীতল জলে চৈতন্যাধিক্য।

সকলগুলি দন্তে বেদনা, যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে ও পড়িয়া যাইবে, চর্ব্বণে বেদনা বর্দ্ধিত হয় না।

চিড়িকমারা (jerking) বিশিষ্ট দন্তশূল, রগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, শয্যায় উঠিয়া বসিলে এবং বাহিক উষ্ণতা প্রয়োগে উপশমিত অথবা একবারে দূরীভূত হয়।

▌ কণ্ঠমূল উন্মাদের উত্তাপে উপশমিত হয়।

▌ কাঁচ, রক্ত পড়া মাড়ী, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—কাষ্ঠবৎ, শুষ্ক; কটুকর; গলমধ্যে মিষ্টাস্বাদ; অম্ল; ধাতুবৎ; তিক্ত; পচা।

খাদ্যের আস্বাদ :—অতি লবণাক্ত; প্রচুর লবণাক্ত নহে; বিস্বাদ বা স্বাদহীন; অম্ল।

▌ বাক্য কথনের শক্তি বিলুপ্ত।

▌ জিহ্বার উপরে প্রবল জ্বালা।

▌ জিহ্বামূলে, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, স্ফীতি।

লেপ :—পার্শ্বদ্বয় ক্ষারযুক্ত, তৎসহ মধ্যস্থলে লালবর্ণ দাগ ও জিহ্বাগ্র লালবর্ণ; পুরু ক্ষারযুক্ত, কিনারাদ্বয় লালবর্ণ; শাদাটে; হরিদ্রাভাযুক্ত শাদা; যেন শাদা রঙ্গে চিত্রিত; কটাবর্ণ

▌ জিহ্বা :—শুষ্ক, এবং রোগজ লালবর্ণ, তৎসহ জিহ্বাগ্রে জিহ্বার কণ্টকসকল সবিশেষ উচ্চ; সীস (ধাতু) বর্ণ।

▌ রক্তশূন্য, কোমল, দন্তের দাগ বসে; স্নায়ুশূল।

▌ জিহ্বার কিনারা লালবর্ণ, দন্তের দাগ বসিয়া যায়।

জিহ্বার গলিত ক্ষত; জিহ্বার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সকল অবিরত জ্বলিতে থাকে।

১২ মুখগহ্বর।—▌ অতি প্রবল তৃষ্ণা সহ, মুখগহ্বরের শুষ্কতা।

মুখগহ্বর, ফেরিংস ও অন্ননলীমধ্যে জ্বালা।

অধিক লালা; পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিতে হয়।

লালা হ্রাস।

▌ মুখগহ্বরে ঘা (apthæ); তাহা রক্তশূন্য অথবা নীলবর্ণ হইয়া যায়।

মুখগহ্বরে ও জিহ্বার উপর বেদনাযুক্ত ফোস্কা।

১৩ গলমধ্য।—কণ্ঠনালী ও গলমধ্যে শুষ্কতা, রুক্ষবোধ, চাঁচিয়া তোলা ও জ্বালা বোধ।

গলমধ্যে সংকোচন অনুভব।

কণ্ঠনালীসকল অত্যন্ত কটুকর ও বেদনাদায়ক।

ফেরিংক্স ও অন্ননলীর পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা।

গলাধঃকরণ কালে জ্বালা; খাদ্য ফেরিংক্সের প্রদেশে লাগিয়া যায়, এবং তৎক্ষণাৎ উহা তথা হইতে বহিষ্কৃত হয়।

ডিপথিরিয়ার ঝিল্লি দেখিতে শুষ্ক ও কুঞ্চিত।

১১ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা বর্দ্ধিত।

ইচ্ছা:—অম্ল পদার্থে; ব্রাণ্ডিমদ্য; কাফি; দুগ্ধ; চর্ব্বি।

তৃষ্ণা বৃদ্ধি সহ ক্ষুধা হ্রাস।

অনিচ্ছা:—খাদ্যে; মাখনে।

বিশেষ এক প্রকার ঘন, শাদা লালা সহ, মুখহ্বরের তৃষ্ণা ও শুষ্কতা।

অত্যন্ত তৃষ্ণা, পানে পরিতৃপ্তি জন্মে না।

▌ পুনঃ পুনঃ কিন্তু পরিমাণে অল্প অল্প জল পান করে; কিম্বা অধিক পরিমাণে ও পুনঃ পুনঃ জলপান করিতে পারে। পুনঃ পুনঃ অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

▌ অত্যন্ত তৃষ্ণা কিন্তু জলপানে পাকাশয়ের কষ্ট বোধ হয়। * শোথ।

অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানের বিশেষ ইচ্ছা নাই।

১২ পানাহার।—পাকাশয়-আন্ত্রিক লক্ষণসকলের বৃদ্ধি—বরফ খাওয়ার পরে;

▌ কুল্পি খাওয়ার পরে; বরফ-জল; সির্কা; অম্ল বিয়ার মদ্য; তামাক (চর্ব্বণ করা), মদ্যপানের পরে; পনীর; ফল।

▌ অপরিমিত মদ্যপানের পর কুফল। *পানাত্যয় (ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স); বমন; উদরাময়; রক্তস্রাব।

১৩ বিবমিষা ও বমন।—▌ পুনঃ পুনঃ হিক্কা; আরও, যখন জ্বর আইসা উচিত ছিল তখন হিক্কা।

উদ্গার উঠিতে উঠিতে উঠে না (abortive), নিষ্ফল কাঠ বমি; পাকাশয়ের স্বাভাবিক সঞ্চালন না হইয়া অনিয়মিত আক্ষেপিক ক্রিয়া।

বেলা ১১টা ও বৈকালে ৩ টার সময়ে বিবমিষা।

▌ বিবমিষা ও ক্ষুধা একবারে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

▌ জ্বরি, কম্পন সহ, দীর্ঘস্থায়ী বিবমিষা; সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ ও কম্পন।

খাদ্য ও পাকাশয়িক তরল পদার্থের প্রবল বমন; বমিত পদার্থ পরিমাণে প্রায়ই অল্প।

বমিত পদার্থ:—তিক্ত; সবুজ-হরিদ্রাবর্ণ তরল পদার্থ; ভুক্ত পদার্থ; কটাবর্ণ, ঘোলাপদার্থ; রক্তের ছিটযুক্ত; রক্ত; প্রথমে জল, পরে মল, আঠাবৎ কিম্বা ঘাসের ন্যায় সবুজ শ্লেষ্মা; পরিশেষে রক্ত।

আরও, খাদ্য আহার বা জলপানের ঠিক পরেই বমন।

পুনঃ পুনঃ বমন, তৎসহ মৃত্যু আশঙ্কা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় প্রদেশে চাপ, ভার, যেন পাথর চাপান রহিয়াছে।

পাকাশয় টিপিলে বেদনাযুক্ত।

পাকাশয় ও পাকাশয়-গহ্বরে অতি তীব্র উত্তাপ ও জ্বালা।

পাকাশয় ও অন্ত্রমধ্যে প্রবল, ছিন্নকর, স্রোকবেধবৎ বেদনা ও খিলধরা।

পাকাশয়ে বেদনা মিষ্ট দুগ্ধে উপশমিত হয়।

এপিগাষ্ট্রিক প্রদেশের নিকট অত্যন্ত উদ্বেগ।

এপিগাষ্ট্রিয়ম স্ফীত ও কঠিন, এবং নাভি স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

পাকাশয়-গহ্বরে বেদনা শ্বাসরুদ্ধ করে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—জ্বালাজনক বেদনা সহ, দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে বেদনাদায়ক স্ফীতি।

যকৃত প্রদেশে বেদনা চাপে বর্দ্ধিত হয়।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে সূচীবেধ, পাকাশয় প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উহা সমস্ত উদরের উপর প্রবল চাপবোধের ন্যায় অনুভবে পর্য্যবসিত হয়।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়মের নিম্নে আকৃষ্টবৎ, সূচীবেধ বেদনা।

প্লীহায় কাট কাট বোধ ও চাপবৎ বেদনা।

প্লীহা ও যকৃতের কাঠিন্য ও বিবৃদ্ধি।

১৯ উদর।—উদর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত।

উদরে গোঁ গোঁ শব্দ সহ ডাকা।

উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

‖ অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ, উদরে প্রবল বেদনা, কোন স্থানে বিশ্রাম পায় না, মেজের উপর গড়াগড়ি দেয়, এবং জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়।

নাভির নিকট বেদনা, চিত হইলে বৃদ্ধি।

কটিদেশের নিকট, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, উদরের মধ্য দিয়া দক্ষিণ কুচকিতে এবং স্ফোটকের সেই পার্শ্বে বিস্তৃত।

কুচকি :—বাম কুচকিতে সঙ্কোচনবৎ বেদনা; অবনত হইতে গেলে, দক্ষিণ কুচকিতে যেন মচকাইয়া গিয়াছে; স্ফোটকের ন্যায় খননবৎ, জ্বালা; সূচীবেধ।

কুচকি-গ্রন্থির স্ফীতি।

২০ মল ইত্যাদি।—অসাড়ে মল ও মূত্রত্যাগ।

ঠাণ্ডা পদার্থ ভক্ষণ হেতু পাকাশয় শীতল করায় উদরাময়।

উদরাময় :—পিচ্ছিল, সবুজ আম; খণ্ড খণ্ড আম, তৎসহ মলত্যাগের কষ্টকর বেগ ও মলদ্বারে কর্তনবৎ বেদনা, মল অল্প, তৎসহ মলত্যাগের কষ্টকর বেগ; প্রথমে গাড় সবুজবর্ণ মল, তৎপরে গাঢ় সবুজবর্ণ আম; কাল আম, তৎসহ অদম্য বমন; কাল, জ্বালা ও ক্ষতকর ও পচাগন্ধ; হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ মলত্যাগের কষ্টকর বেগ ও জ্বালাবিশিষ্ট বেদনা, অপরিষ্কার জলবৎ; রক্তযুক্ত ও জলবৎ।

হস্তপদাদির অত্যন্ত শীতলতা সহ ভেদ।

‖ উদরাময় মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি, এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর।

মলদ্বার লাল ও ক্ষতবৎ। ‖ মলদ্বারে জ্বালা।

অন্ত্রে বেদনা সহ কোষ্ঠবদ্ধ।

অর্শ :—ভ্রমণ ও উপবেশন কালে (মলত্যাগের সময়ে নহে) সূচীবেধ সহ, জ্বালাযুক্ত বেদনা সহ, উত্তাপে উপশমিত হয়।

‖ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, রক্ত কালচেবর্ণ চূর্ণকযুক্ত। * টাইফাস।

২১ মূত্র।—প্রচুর মূত্রস্রাব সহ, পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মূত্র অল্প, কষ্টের সহিত নির্গত হয়, প্রস্রাবকালে জ্বালা।

মূত্র রোধ, যেন মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হইয়াছে।

মূত্র :—গাঢ় কটাবর্ণ ; গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ ; ঘোলা ; লালবর্ণ বালির অধঃক্ষেপ ; পুঁজ ও রক্ত মিশ্রিত।

রক্তস্রাব। ▌ অণ্ডলালযুক্ত মূত্র (albuminuria)।

▌ মূত্রনাশজনিত তন্দ্রাদোষ (uræmia), হত্যাকরা চিন্তাসহ যন্ত্রণা বোধ, বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদিগের।

১২ পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ড নীলবর্ণযুক্ত লাল, স্ফীত ও ফাটা।

জননেন্দ্রিয়ের অতিশয় বেদনাদায়ক প্রদাহ ও স্ফীতি, বৰ্দ্ধিত হইয়া এমন কি গলিত ক্ষতে পরিণত হয়।

মেচুঘকের পুরাতন হার্পিস (রসটক্স নিষ্ফল হইলে)।

▌ স্ক্রোটম শোথবৎ স্ফীত।

উদরাময়ের মলত্যাগের সময় শুক্রস্রাব।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অনিচ্ছায় শ্লেষ্মা নিঃস্রাব সহ, সঙ্গমেচ্ছা বৰ্দ্ধিত।

ঋতু :—অত্যন্ত আগাইয়া ; অত্যন্ত প্রচুর ; দুর্ব্বলকারী প্রচুর রক্তস্রাব।

ছুরিকাদ্বারা কৰ্ত্তনবৎ, জ্বালাযুক্ত বেদনা সহ রক্তস্রাব ; হঠাৎ প্রচুর কাল্‌চে বর্ণ রক্তস্রাব।

ঋতুকালে সরলান্ত্রে তীক্ষ্ণ শল্যবিদ্ধ বোধ, তৎপরে মলদ্বার ও পিঠবিস পর্য্যন্ত।

বেদনাযুক্ত ঋতু।

জলকৃত্ত। অল্প বিবর্ণ (ফিকাবর্ণ) ঋতু।

ঋতুর পরিবর্ত্তে পাতলা, শাদাটে, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।

▌ শ্বেত প্রদর :—প্রচুর, হরিদ্রাভাযুক্ত, ঘন ও ক্ষতকর।

উদর হইতে নিম্নে যোনি পর্য্যন্ত সূচীবেধ।

▌ ডিম্বকোষ মধ্যে জ্বালাযুক্ত, কিম্বা কাটিয়া দেওয়ার ন্যায় বেদনা।

▌ দক্ষিণ ডিম্বকোষ প্রদেশে চাপযুক্ত, সূচীবেধ বৎ বেদনা।

▌ ডিম্বকোষ প্রদেশ হইতে উরু পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ, সূচীবেধ বেদনা, ঐ উরু অসাড় ও খঞ্জ বোধ হয় ; সঞ্চালন, অবনত হওয়া কিম্বা বক্র হইয়া উপবেশনে বৃদ্ধি।

অস্ত্রপ্রদেশে জ্বালাযুক্ত, দপ্‌দপানি, ছুরিকা দ্বারা কৰ্ত্তনবৎ বেদনা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—স্তনদ্বয়ে জ্বালাযুক্ত বেদনা; সঞ্চালন হইতে উপশম।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর:—কম্পবান; দুর্ব্বল; অসমান, একবার জোরযুক্ত, আবার একবার দুর্ব্বল; স্বরভঙ্গ; কর্কশ; গভীর; স্বর বিলুপ্ত।

▌ মিথ্যা মেম্ব্রেনাস ক্রুপ; উদ্ভেদ সকল বিশেষতঃ আমবাত, বাহির হইতে হইতে বন্ধ অথবা বাহির না হওয়া হেতু উৎপাদিত মেম্ব্রেনাস ক্রুপ।

লেরিংক্সের শৈষ্মিক আবরণ মলিন-লালবর্ণ কিম্বা রক্তশূন্য, তৎসহ নীলাভাযুক্ত লালবর্ণ চাকা চাকা দাগ; অলস (দুর্দ্দম্য), কিম্বা জ্বালাযুক্ত ক্ষত; লেরিংক্সের যক্ষ্মাকাস।

হঠাৎ সর্দ্দি, রাত্রিতে শ্বাসরোধের ভয়।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া হ্রাস ও উদ্বেগপূর্ণ।

অত্যন্ত উদ্বেগ সহ, কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

▌ শ্বাসক্রিয়া হাঁপানির ন্যায়:—বক্ষঃস্থল সম্মুখে অবনত করে; রাত্রিতে শয্যায় লাফাইয়া উঠে। * হাঁপানি।

শ্বাসপথ সঙ্কুচিত বোধ হয়, সম্পূর্ণ রূপে শ্বাস লইতে পারে না।

বক্ষঃ ও পাকাশয়ের সঙ্কোচন অনুভবসহ, কাসীর পর বর্দ্ধিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

▌ সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবামাত্র শ্বাসকৃচ্ছ বোধ, তৎসহ টেকিয়া মধ্যে বংশিধ্বনিবৎ ও সঙ্কোচন।

▌ শ্বাসকষ্ট ঝটিকাপূর্ণ বায়ু কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত; দ্রুত ভ্রমণ; আরোহণ; গরম ও কসা (tight) পরিধেয়; কিন্তু বিশেষতঃ উষ্ণতা ও শৈত্যের পরিবর্ত্তন হইতে বৰ্দ্ধিত।

▌ শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ, তৎসহ কাসী ও সফেন গয়ার, গয়ার দেখিতে আলোড়িত ডিম্বের শাদা অংশের ন্যায়।

▌ অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ও শীতল ঘর্ম্মে আবৃত; অত্যন্ত উদ্বেগ। *এঞ্জিসিমা।

শিস দেওয়া বৎ প্রশ্বাস।

২৭ কাসী।—ধূমবৎ অনুভব কিম্বা লেরিংক্স মধ্যে গন্ধকের বাষ্প, কিম্বা লেরিংক্স মধ্যে সতত শুষ্ক শুড়্‌শুড়ি কর্ত্তৃক উত্তেজিত কাসী।

কাসীর পূর্ব্বে বিভজে উৎক্ষেপ, তদ্বারা বোধ হয় কাসী উত্তেজিত হয়।

কাসী :—শীতল, খোলা বায়ুতে গমন কালে; বিশেষতঃ পানের পর; সন্ধ্যাকালে, ঠিক শয়নের পরেই; উঠিয়া বসিতে হয়; তৎপরে, এপিগাষ্ট্রিক প্রদেশে টানিয়া ধরা, বেদনা তদ্বারা কাসী হইতে থাকে (স্থায়ী হয়); দুর্ব্বলতা।

‖ রক্তযুক্ত গয়ার সহ কাসী।

রাত্রিকালিক কাসী; কাসী আরম্ভ হইবা মাত্র উঠিয়া বসিতে হয়; রাত্রি ১ টা, তৎসহ শ্বাস লইবার জন্ত হা করিয়া থাকা।

গভীর, শুষ্ক, অবিশ্রাম কাসী; কাসী হাঁপানি, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে; আরও, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পতনাবস্থা, রক্তাল্পতা, স্নায়বিক উত্তেজনশীলতা প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কাসী।

গয়ার; সফেন লালা; ঘন, হরিদ্রা বর্ণ; সবুজ, তিক্ত; লবণাক্ত; শ্লেষ্মায় রক্তের ছিটযুক্ত।

‖ রক্তস্রাবের পর রক্ত উঠা; সর্ব্বাঙ্গে প্রজ্বলিত উত্তাপ, বিশেষতঃ তৎসহ স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে বেদনা; মদ্যপায়ীদিগের অথবা ঋতু বন্ধ হেতু।

৮ ফুসফুস।—বক্ষে কসিয়া ধরা, যেন কাষ্ঠ নির্ম্মিত চক্রাকার পদার্থ দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

‖ বক্ষের সঙ্কোচন বোধ :—তৎসহ সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্থিরতা; যখন উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

দক্ষিণ বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে সূচীবেধ, বাম বক্ষে কেবল নিশ্বাস গ্রহণের সময়।

কাসিবার সময়ে ষ্টার্ণমের মধ্যে, নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিকে, সূচীবেধ বেদনা।

‖ মূর্চ্ছার সম্ভাবনা সহ গ্রুপিসি।

সন্ধ্যাকালে বক্ষঃ মধ্যে শীত বোধ।

বক্ষঃ মধ্যে জ্বালা।

‖ বক্ষে সর্দ্দি, অত্যন্ত শ্বাস-কৃচ্ছতা; শ্বাসনালীতে ঘড়্‌ ঘড়্‌ করে।

‖ সবুজবর্ণ, পাতলা ঈষৎ রক্তবর্ণ জলবৎ শ্লেষ্মার সহ, ফুসফুসের গলিত ক্ষত।

২০ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃদকম্পন; হার্পিস কিম্বা গায়ের ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইলে পর; তৎসহ ক্ষুদ্র, অনিয়মিত নাড়ী; হৃৎস্পন্দন বলশালী, দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, প্রধানতঃ রাত্রিতে।

‖ যন্ত্রণা সহ, হৃৎকম্পন,—চিত হইয়া শুইতে পারে না; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে বর্দ্ধিত হয়।

চিত হইয়া শুইলে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর ও অধিকতর জোরে সম্পন্ন হয়।

‖ এঞ্জাইনা পেকটরিস; হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে হঠাৎ কসিয়া ধরা বোধ; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা; গ্রীবা ও অস্থিপট মধ্যে বেদনা, উদ্বেগ, কষ্টবোধ, কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া, থাকিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ভ্রমি; অতি অল্প সঞ্চালনেই শ্বাস বন্ধ হয়, সম্মুখে অবনত হইয়া কিম্বা পশ্চাতে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া থাকে; রাত্রিতে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ রাত্রি ১টা হইতে প্রাতে ৫ টা পর্য্যন্ত।

‖ অত্যন্ত খিটখিটে ভাব, যন্ত্রণা ও অস্থিরতা সহ হৃদবেষ্টক ঝিল্লিমধ্যে জলসঞ্চয়, বিশেষতঃ মূত্রনাশ-জনিত তন্দ্রাদোষ (uræmia), ইত্যাদিতে।

নাড়ী :—বর্দ্ধিত গতি; দ্রুত ও ক্ষুদ্র; দ্রুত ও দুর্ব্বল; ক্ষুদ্র, অত্যন্ত দ্রুত, ও অনিয়মিত, কখন কখন অনমুভবনীয়; সূত্রবৎ।

২০ বহির্বক্ষ।—বক্ষোপরি হরিদ্রাবর্ণ দাগ।

ইর্ণাম মধ্যে সূচীবেধ ও চাপ বোধ।

২১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগ অচল, যেন ঠেকা আঘাত লাগিয়াছে অথবা মচকাইয়া গিয়াছে।

গ্রীবার বাম পার্শ্বে স্নায়ুশূলের বেদনা।

আকৃষ্টবৎ বেদনা :—দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যে; শয়ন করিতে বাধ্য হয়; কোমর হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত।

কটিস্থ অস্থি প্রদেশে আরম্ভ হইয়া, মেরুদণ্ডের অচলভাব (stiffness)।

কোমরের শক্তি হ্রাস।

কোমরে ছেঁচা আঘাতের ন্যায় বেদনা।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধি ও স্কন্ধে ছিন্নকর-উৎক্ষেপ বেদনা।

রাত্রিকালে, যে পার্শ্বে শুইয়া থাকে সেই পার্শ্বের বাহুতে বেদনা।

অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ হইতে স্কন্ধ মধ্যে আকৃষ্টবৎ, উৎক্ষেপযুক্ত ও ছিন্নকর বেদনা।

হস্তদ্বয় ও সম্মুখ বাহুর নিম্নার্দ্ধ কালচে ও রক্তশূন্য।

বামকনুই সন্ধিতে ক্ষুদ্র লালাভাযুক্ত স্থান, সত্বর উহা কোস্কা হয়, কয়েক ঘন্টার মধ্যে উহা সুপারির মত বড় হইয়া উঠে ও কাল হইয়া যায়; ঐ রূপ কোস্কা দক্ষিণ কনুইতে এবং পরদিন বাম পায়ে বাহির হয়।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

▌ জ্বালাকর বেদনা সহ অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্ষত।

অঙ্গুলিমধ্যে শুড়শুড়ি বোধ।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ (কুচকি) ও বাম পায়ে (foot) অতি তীব্র চিড়িকমারাযুক্ত ছিন্নকর বেদনা।

গ্রেট ট্রোকাণ্টারের পুনরায় বেদনা, ঐ বেদনা উরুর পশ্চাৎ বহিয়া নামে, তৎপরে জানুর সম্মুখ দিয়া, নিম্নে টিবিয়া অস্থি বাহিয়া গুল্ফ পর্য্যন্ত; বেদনা জানু গুটাইলে (সঙ্কোচনে) কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়।

হাঁটিতে গেলে জানুমধ্যে খট্ খট শব্দ হয়।

জানুদ্বয়ের স্ফীতি ও বেদনা।

ছিন্নকর বেদনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে জানু ও চরণদ্বয়ের অচলভাব।

▌ জানুসন্ধিতে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা।

শীতলতা, বিশেষতঃ জানু ও চরণ দ্বয়ের।

পায়ের ডিমে খিলধরা।

উপবিষ্টাবস্থায় মেজেতে পা রাখিলে পদদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

▌ চরণদ্বয়ে শোথবৎ স্ফীতি।

▌ চরণদ্বয়ের দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি, অসাড়তা।

গোড়ালিতে ছিন্নকর বেদনা।

চরণ ও উরুদ্বয়ের অসহ্য চুলকানি।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিম্ন দিকে আকৃষ্ট।

▌ চরণ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলায় ক্ষত।

▌ ভ্রমণকালে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে টাটানি বেদনা, যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে।

উপরে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে গেলে, বোধ হয় যেন নিম্নাঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

▌ নিম্নাঙ্গে অসুখ বোধ, রাত্রিতে স্থির হইতে শুইতে পারে না।

উপশম করিবার জন্য চরণদ্বয়ের অবস্থিতি-ভাব সতত পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা ভ্রমণ করিতে হয়।

৩৮। সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—উৎক্ষেপ; কম্পন; নিদ্রিত হইলে সজোরে নাচিয়া (চমকাইয়া) উঠে; !অসাড়তা; আলস্য; ▌ শ্রান্তি।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও পরিশ্রান্তি বশতঃ তিনি শুইয়া পড়িতে বাধ্য হন।

ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গে অতি প্রবল ছিন্নকর বেদনা, বেদনাক্রান্ত পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; রোগাক্রান্ত অংশ সঞ্চালন কালে বেদনা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অনুভূত হয়।

৩৯। অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ: ৩, ২০, ২৬, ৩৩। আরোহন: ২৬, ৩৩। সঞ্চালন: ২, ৩, ৫, ২০, ২৪, ৩৪। রোগাক্রান্ত অংশ সঞ্চালন করিলে: ৩৪। উঠিবার সময়ে: ৩। উঠিলে পর: ২০। বসিয়া থাকিলে: ২০, ২৩, ২৭, ৩০। উঠিয়া বসিলে: ১০, ২৭। অবশ্য উঠিয়া বসিতে হয়: ২৭। অবনত হইয়া বসিলে: ২৩। বক্ষঃ সম্মুখ দিকে অবনত করিলে: ২৬। অবনত হইলে: ১৯। হেলান দিলে: ৩। বিশ্রাম লইলে: ৩, ৩২, ৩৩। বক্র হইলে: ২৩। জানু গুটাইলে: ৩০। শুইয়া পড়িলে: ২৭, ৩১। চিৎ হইয়া শুইলে: ১৯, ২৯।

রোগাক্রান্ত পার্শ্বে শুইলে : ৩৪। অবশ্য শুইতে বাধ্য : ৩১, ৩৪। স্থির হইয়া শুইতে পারে না : ৩৩। শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিতে হয় : ২৬। শয্যায় গড়াগড়ি দেয় : ১৯।

৩৬ স্নায়ু।—অত্যন্ত অস্থিরতা, কোন অবস্থাতেই সুখ পায় না।

নিদ্রিত হইলে চমকাইয়া উঠে।

হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ, তৎপরে পরিশ্রান্তি।

পুনঃ পুনঃ ভ্রমি।

পশ্চাৎদিকে পৃষ্ঠদেশ বক্র করিয়া আক্ষেপ ; মুখ দিয়া ফেনা উঠে।

তাণ্ডব রোগ (chorea), রোগের সরলাবস্থায়।

শিশু মৃতবৎ পড়িয়া থাকে ; রক্তহীন কিন্তু উষ্ণ ; কিয়ৎক্ষণের জন্য শ্বাসশূন্য।

মৃগীরোগের আক্ষেপ ; ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ।

অতি সামান্য মাত্র ব্যায়ামে পরিশ্রান্তি।

অত্যন্ত পরিশ্রমের পরে, পর্ব্বতারোহণের পর, ইত্যাদি।

অতি সত্বর শক্তির হ্রাস।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

নিদ্রাকালে ও নিদ্রা হইতে পুনঃ পুনঃ চমকাইয়া উঠা ; বেদনা বশতঃ জাগিয়া উঠে, রাত্রি ১২ টার সময়ে বৃদ্ধি।

অস্থিরতা ও কোথানি সহ, অনিদ্রা, চক্ষু ভ্রান্ত ; শয্যা হইতে উঠিতে পারে না।

স্বপ্ন :—চিন্তা, দুঃখ ও ভয়পূর্ণ ; দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ; অগ্নি ; কালজল ও অন্ধকার সম্বন্ধে ; মৃত্যু সম্বন্ধে।

৩৮ সময়।—সাধারণতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ মধ্যরাত্রির পরে (রাত্রি ১টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত)।

প্রাতঃকাল : ২০, ৪০। পূর্ব্বাহ্ণ : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ৬, ২৬, ২৭, ২৮, ৪০। রাত্রি : ৪, ৮, ২০, ২৫, ২৬, ২৯, ৩২, ৪০। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে : ৩৭। মধ্যরাত্রির পরে : ২০, ৩৭। রাত্রি ৩ টা : ১। প্রাতে ১১ টা ও বৈকালে ৩ টা : ১০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতায় প্রায় সর্ব্বদা বেদনা উপশমিত হয়।

মাথাধরা ব্যতীত, ঠাণ্ডা লাগিলে সাধারণতঃ বৃদ্ধি, মাথাধরা শীতল জলে ধৌত করিলে এবং শীতল বায়ু লাগাইলে উপশমিত হয়।

শীতল, সরস (ভিজা) নিম্নতলার ঘর উপসর্গ সকল বৃদ্ধি করে বা আনায়ন করে। সায়াটিকা।

শীতল খাদ্য : ২০; শীতল জল : ১০; শীতল জলে ধৌত : ৩; শীতল বায়ু : ৮, ২৭। খোলা বায়ু : ২, ৩, ৪, ৮, ৪০। ঠাণ্ডা লাগান : ২৬। ঘর : ২। উষ্ণতা : ৪, ৮, ১০, ২০, ২৬। অবশ্য আবৃত হইবে : ৪০; অবশ্য অনাবৃত হইবে : ৪০। উত্তাপের পরিবর্ত্তন : ২৬। ঝটিকাপূর্ণ বায়ু ২৬। ভারী বায়ু : ২৬।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতের (এবং উত্তাপের) অনিশ্চিত উৎপত্তি; হয় এক সঙ্গে, নতুবা পর্য্যায়ক্রমে।

তৃষ্ণা না থাকিয়া কম্প, খোলা বায়ুতে বৃদ্ধি।

পূর্ব্বাহ্নে শীত, কিছুতেই উপশমিত হয় না।

বাহ্যিক উত্তাপ ও লালবর্ণ গণ্ড সহ, আভ্যন্তরিক শীত।

▌ তৃষ্ণা না থাকিয়া শীত, তৎপরে অত্যন্ত তৃষ্ণা সহ এবং ঘর্ম্ম না থাকিয়া উত্তাপ; কয়েক ঘণ্টা পর ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্ম হইলে উপসর্গ সকল বৃদ্ধি হয়; যকৃত ও প্লীহা স্ফীত। * শোথ।

শীতল, চটচটে ঘর্ম্ম সহ বাহ্যিক শীতলতা।

শীতের সময়ে (এবং উত্তাপের সময়ে) যে সমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে ছিল কিন্তু অতি সামান্য মাত্র ছিল তাহার বৃদ্ধি।

স্তন্যপায়ী শিশু সুস্পষ্ট শীত না থাকিলেও আবৃত হইতে চায়; অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর।

শীতের সময়ে নীলবর্ণ নখ ও ঠোঁট।

▌ আভ্যন্তরিক জ্বালা, শুষ্ক উত্তাপ; অনাবৃত হইতে ইচ্ছা।

▌ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ তৃষ্ণা ও পুনঃ পুনঃ কিন্তু প্রত্যেক বারে অল্প অল্প পরিমাণে জলপান।

হ্রস্ব, ক্ষীণ, ও অত্যন্ত দ্রুত নাড়ী সহ, প্রবল উত্তাপ; মুখমণ্ডল রক্ত,

জিহ্বা এত শুষ্ক যে ইহা নাড়াইতে বেদনা বোধ হয়; তৃষ্ণা, তৎপরে তৃষ্ণা-শূন্যতা। * টাইফইড।

রাত্রিতে উত্তাপ, যেন উত্তপ্ত জল গাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জ্বরের শেষে ঘর্ম্ম, ঘর্ম্ম হইলে পূর্ব্বকার লক্ষণ সকল বিলুপ্ত হয়; ঘর্ম্মে বেদনা উপশমিত হয়; বাত।

উপশম না হইয়া প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম; শীতল চট্‌চটে কিম্বা অম্লাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত।

নিদ্রা আসিতে গেলে ঘর্ম্ম; অল্প ঘর্ম্ম হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

রাত্রিকালে জানুর নিকটে প্রচুর ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থায় অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

৪১ আক্রমণ।—উপসর্গ সকল নিয়মিত সময়ান্তর প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১৮, ১৯, ২০, ২৮, ৩২। বাম: ৩, ৬, ৮, ১৮, ১৯, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম হইতে দক্ষিণ: ৩২। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ১৯, ২৩, ৩২, ৩৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে: ২৮, ৩১, ৩২, ৪৩। ভিতর হইতে বাহিরে: ৬।

৪৩ অনুভব।—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক স্থান সমূহে জ্বালা।

বোধ হয় যেন উত্তপ্ত জল ধমনী মধ্য দিয়া ছুটিতেছে, তজ্জন্য নিদ্রা হয় না।

উষ্ণ বায়ু মেরুদণ্ড মধ্য দিয়া মস্তক মধ্যে দিয়া যাইতেছে বোধ।

মৃগী রোগের আক্রমণের পূর্ব্বে।

৪৪ তন্তু।—অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখমণ্ডল মৃত্তিকাবৎ।

চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার রেখা, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দুর্ব্বলতা, কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা থাকে না, ক্রমাগত বিশ্রাম লইতে ইচ্ছা।

মাংসপেশী শিথিল।

সার্ব্বাঙ্গিক, কিম্বা বক্ষঃগহ্বর অথবা উদর গহ্বরে শোথ।

স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী শোথ; রোগের ত্বক চর্ম্ম। *ব্রাইটের পীড়া।

৪৫ স্পর্শ, আঘাত ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৫, ১০, ১৭। চাপ: ৯, ১০,

১৭, ২৬, । ঘর্ষণ : ৩ । খাঁচড়াইলে : ৩৬ ।

▌সর্পদংশন।

৩৬ চর্ম্ম।—চর্ম্ম অত্যন্ত শাদা, তৎপরে হরিদ্রা বর্ণ, আঁইসবৎ ছাল উঠে।

চর্ম্ম শুষ্ক ও ছাল উঠে।

চর্ম্মোপরি নীলবর্ণ দাগ।

জ্বালাকর, চুলকানিযুক্ত স্থান সকল খাঁচড়াইলে পর বেদনাযুক্ত।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত কাল উদ্ভেদ।

▌ব্রণ সকল অত্যন্ত জ্বালা করে, তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা উৎপাদিত হয়।

দদ্রুবৎ (herpetic) উদ্ভেদ চুলকায় ও জ্বালা করে; শুষ্ক ছাল উঠে, জ্বালাযুক্ত প্রুরাইটাস।

আম্বাত বড় বড় ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

লালবর্ণ পেটিকি-বৎ উদ্ভেদ, মশক দংশনের আকার হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের আকার পর্য্যন্ত।

▌উদ্ভেদ বাহির হইতে বিলম্ব হয় কিম্বা হঠাৎ বক্ষস্থ হইয়া যায়; দূষিত (malignant) গলক্ষত, শোথ, কিম্বা উদ্ভেদ বেশ বাহির হইয়াছে কিন্তু তত্তুলনায় অধিক দুর্ব্বলতা, মৃদু প্রলাপ, বমন, ইত্যাদি। *স্কার্লাটিনা।

▌কাল ফুস্কুড়ি সকল অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনা উৎপাদন করে।

▌বসন্ত, অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসংযুক্ত রোগীর; গুটিকা সকল গর্ত্ত হইয়া যায়, তাহার চতুর্দ্দিকের স্থান সকল (areola) রক্তশূন্য হইয়া উঠে; আরও, রক্তস্রাবযুক্ত ও পচনযুক্ত বসন্তে উপকারী।

উচ্চ কিনারা সহ, ক্ষত; ক্ষতের স্রাব কাল, জমাট রক্ত।

▌পায়ে ক্ষত, মামড়ী দ্বারা আবৃত এবং প্রদাহিত কিনারা দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত; জ্বালাকর ও বেদনাযুক্ত।

পুরাতন ক্ষতের বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

উদ্ভেদ সকল হইতে পূঁজযুক্ত দুর্গন্ধ স্রাব।

ক্ষতের পচনশীল (গলিত) চেহারা।

কার্ব্বঙ্কল।

জ্বালাকর বেদনা সহ কর্কট রোগ।

জানুর বক্রস্থানে পাচড়াবৎ উদ্ভেদ।

১৭·অবস্থা।—হাইড্রজিনইড অবস্থা।

মদ্যপায়ীদিগের রোগে উপযোগী।

১৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ ঔষধ: এস্থা (কার্ব্বকল, এন্থ্রাক্স, পাইমিয়া, ইত্যাদি); এসেট-এসি (শোথ); একো (জ্বর, পক্ষাঘাত); এপি; এপো-ক্যান; ব্যাপটি (পচনাবস্থা, টাইফইড); বিসমাথ (বমন); বোবাক্স (সোরায়েসিস), সিকো (দুর্ব্বলতা, রসস্রাব, শোথ, কম্পজ্বর, গলিত ক্ষত, ক্ষত, রক্তউঠা, উদরাময়, পচা জল হইতে কুফল, জলা ভূমি হইতে বিষ, ইত্যাদি), কার্ব্ব-এনি (দুর্ব্বলতা, গ্রন্থির পীড়া সকল); কার্ব্ব-ভেজ (দুর্ব্বলতা, প্রতিক্রিয়া হয় না, পচনাবস্থা, বিশেষতঃ পচা মৎস্য মাংস কিম্বা জল হইতে রোগ সকল), ক্যালকে-আর্স (হৃৎপিণ্ড-লক্ষণ সহ মৃগী রোগ), ক্যাম্ফ (পতনাবস্থা, শীতলতা, ইত্যাদি); ক্যাপসি (মুখ হইতে দুর্গন্ধ), ক্রোটে (রক্ত বিষাক্ত হওয়া); কুপ্র (ওলাউঠা, প্রতিক্রিয়ার অভাব, পক্ষাঘাত, ইত্যাদি); কুপ্র-আর্স (ঔদরিক যন্ত্র সকলের স্নায়ুশূল); কেরম (উদ্ভেদ, শোথ, ক্লোরোসিস, স্নায়ুশূল, ইত্যাদি); গ্রাফাই (পুরাতন উদ্ভেদ সকল); হাইড্রাষ্ট (শূপাস রোগে শ্রেষ্ঠ); ইপিকা (কম্প ও জ্বর; হাপানি কাশী; শ্বাসরোধ সহ নাসিকা ও বক্ষের সর্দ্দি, গ্রীষ্মকালের রোগ সকল, বিশেষ পূর্ব্বকার শিশুদিগের; উদরাময়; বমন, ইত্যাদি); আইরি-ভার্সি; কালি-বাইক্র (প্রায়ই শূপাস রোগে শ্রেষ্ঠ); ল্যাকে (পচনাবস্থা, ইত্যাদিতে); মিউরিয়াটি-এসি; নাইট্রি-এসি (বিকারাবস্থা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ক্ষত সকল হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়, ডিপথিরিয়া, ইত্যাদি); নক্স-ভম (স্নায়ুশূল রোগে উত্তম, স্নায়ুশূল প্রাতঃকালে বৃদ্ধি); ফস্ফর; প্লম্ব (পক্ষাঘাত, পেটবেদনা, কম্পন), রস টক্স (মৃদু

প্রলাপ, বিসর্প, চক্ষুপ্রদাহ, কার্বাঙ্কল, দুর্ব্বলতা ও অসাড়ে মলত্যাগ সহ টাইফইড জ্বর; চর্ম্ম লক্ষণ সমূহ, ইত্যাদি); সিকেল (ওলাউঠা, উদরাময়, ক্ষত, গলিত ক্ষত, ইত্যাদি); সলফা; সলফ্-এসি; ট্যাবেক; টেরিবি (জরায়ুপ্রদাহ; ঘোলা মূত্র সহ নিদ্রা, ইত্যাদি); ভিরাট্-এল্ব (শীতলতা, ওলাউঠা, শীতল ঘর্ম্ম)।

ইহা এলিয়াম্-স্যাটাইভামের কার্য্যাবশেষ পূরক।

‖ তামাক চর্ব্বণের মন্দফল; কুইনাইন, লৌহ ও আওডিনের অপব্যবহার।

অল্পমাত্রায় আর্সেনিকের প্রতিবিষ:—‖ ক্যাম্ফ, সিঙ্কো, চিনি-সলফ, ফেরম, হেপার, আওডি, ইপিকা, নক্স-ভমি, স্যাম্বুক, ট্যাবেক, ভিরাট্।

আর্সেনিক নিম্ন লিখিত ঔষধসমূহের ক্রিয়া প্রতিষেধ করে:—কার্ব্ব-ভেজ, সিঙ্কো, ফেরাম, গ্রাফাইটি, আওডি, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক, নক্স-ভমি, ভিরাট্।

ইউপেটোরিয়াম পার্পুরিয়াম।

পরীক্ষক:—শ্রীমতী এইচ. এইচ. ডেসার।

১ মন।—বোকার ন্যায়, কোন চিন্তা করিতে পারে না।

দীর্ঘশ্বাস যুক্ত।

ভগ্নোদ্যম, নিদ্রালু।

বাড়ী থাকিয়া থাকিয়া কষ্টবোধ।

২ চৈতন্য।—লঘু, মাথাঘোরা, বোধ হয় যেন পুনঃ পুনঃ মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে; অনুভব হয় যেন বাম পার্শ্বে পড়িয়া যাইবে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সধমন শিরঃপীড়া:—মস্তকের বাম পার্শ্বে অল্প অল্প মুদ্গরাঘাত, স্পন্দন, সূচীবেধ, অথবা প্রেকবেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে চাপ বোধ; প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া বৈকাল ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়; শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি; পরিষ্কার বায়ুতে ধীরে ধীরে ভ্রমণকালে উপশম।

৪ বহির্মস্তক।—করোটী-ত্বকে ক্ষতবৎ বেদনা।

মস্তকে ঘর্ম্ম, কপালের নিকট প্রচুর।

৫ চক্ষু।—একদৃষ্টি।

জ্বরের সময়ে চক্ষু জলপূর্ণ।

শীতের সঙ্গে সঙ্গে কনীনিকাটাইতা হরিদ্রাবর্ণ।

৬ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে চট্‌ পট্‌ শব্দ, বট গাছের ছাল দগ্ধ হওয়ার ন্যায়।

কর্ণ বোধ হয় যেন পরিপূর্ণ।

৭ নাসিকা।—তরল সর্দ্দি; অত্যন্ত উত্তাপ, হাঁচি।

৮ মুখমণ্ডল।—জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল আরক্তবর্ণ।

মুখমণ্ডল চক্‌চকে।

৯ নিম্নমুখ।—ঠোঁট নীলবর্ণ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা লেপাবৃত, মধ্যভাগে কটাবর্ণ, শীতের সঙ্গে সঙ্গে তিক্তাস্বাদ।

জিহ্বা অসাড়, খোঁচাবেধা, হুলবেধ বেদনা।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে শ্বাসরোধকারী পূর্ণতা বোধ, পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে হয়।

গলমধ্য বামপার্শ্বে বেদনাযুক্ত, তাহাতে গলাধঃকরণে বেদনা উপস্থিত হয়; শীতের পূর্ব্বে।

গলমধ্য পশ্চাদ্ভাগে ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—শীত ও উত্তাপের সময় তৃষ্ণা; কিম্বা শীতের পূর্ব্বে।

শীতের সময় লেমনেড কিম্বা শীতল পানীয় খাইতে চাহে।

শোথ সহ তৃষ্ণা।

ক্ষুধা নাই।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—সবমন শিরঃপীড়া সহ বমন।

শীতের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিবমিষা, কিন্তু বমন নাই।

বিবমিষা, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে খিলধরাবৎ বেদনা।

১৮ উদর।—উদর মধ্যে গড় গড় ডাকা।

নিয়োদর স্ফীত ও উত্তপ্ত।

মূত্রত্যাগের পর সমস্ত উদরে পেটবেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—পিত্তযুক্ত উদরাময়; "পেট নরম" অর্থাৎ বাহ্যে হয়, কম্প।

২১ মূত্র।—মূত্রনাশ (suppression of urine)।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা; বিশেষতঃ শিশুদিগের।

বৃক্কের গভীর স্থানে অম্ল অম্ল বেদনা, আরও কর্ত্তনবৎ বেদনা; পুরাতন বৃক্ক প্রদাহ।

অত্যন্ত মূত্রকৃচ্ছ্রতা:—গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত গাত্রান্দোলন সহ অশ্বারোহণের পর; জরায়ু স্থানচ্যুত হইলে।

সতত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; এমন কি পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের পরেও মূত্রাশয় তথাপি পূর্ণ অনুভব হয়।

মূত্রাশয় মধ্যে টাটানি ও বেদনা; গভীর স্থানে কামড়ানি; অসুখ বোধ; সর্দ্দি।

প্রস্রাব করিতে গেলে মূত্রাশয় ও মূত্রপথে জ্বলজ্বলে, জ্বালা।

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের চেষ্টা, কেবল কয়েক ফোটা মাত্র মূত্র বহির্গত হয়।

মূত্র:—অত্যন্ত প্রচুর; অল্প, অণ্ডলাল-যুক্ত; অল্প কিন্তু পুনঃ পুনঃ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বকোষ মধ্যে দ্রুত, উৎক্ষেপবৎ বেদনা।

বাম ডিম্বকোষের উপর ভারবিশিষ্ট চাপ বোধ।

অসাড়তা, কুচকিতে বেশী।

শ্বেত প্রদর প্রচুর।

বাহ্য জননেন্দ্রিয় যেন সরস (ভিজা) বলিয়া অনুভূত হয়।

২৪ লেরিংক্স।—কর্কশ স্বর সহ, স্বরভঙ্গতা।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া।

প্রত্যেক গভীর নিশ্বাস গ্রহণে বক্ষে শব্দযুক্ত ঘর্ষণবৎ অনুভব।

২৬ কাসী।—সন্ধ্যাকালে খক্‌খক্‌ করিয়া কাসী।

ব্রংকিয়া মধ্যে টাটানি ও উত্তাপসহ কাসী।

এক একবার কিয়ৎক্ষণ অন্তর শুষ্ক, খক্‌খক্‌ করিয়া কাসী; কম্পজ্বর।

৩১ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী বৰ্দ্ধিতগতি ও পূর্ণ; কম্পজ্বর।

৩২ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—পৃষ্ঠদেশে অতি প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে স্নায়ুশূলের বেদনা উঠে, প্রধানতঃ পৃষ্ঠদেশ ও নিতম্বের বামপার্শ্বে।

পৃষ্ঠদেশে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—পদদ্বয়:—অসাড়; দুর্ব্বল, পরিশ্রান্ত।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—বাতের বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করে, সর্ব্বদা নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠে।

শীতের পূর্ব্বে বাহু ও পদদ্বয়ে বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালনে শীত বৰ্দ্ধিত হয়।

অবস্থিতি পরিবর্ত্তন: ৪০। ভ্রমণ: ৩।

৩৬ স্নায়ু।—অস্থির, ছট্‌ফট্ করা, কোঁথান।

প্রসব লক্ষণসমূহ সহ দুর্ব্বল, শ্রান্ত, ভ্রমি।

৩৭ নিদ্রা।—হাইতোলা; দীর্ঘশ্বাস ফেলা।

নিদ্রা অস্থির, পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ, কম্পজ্বর, তৎসহ জ্বরের সময়ে ভীতিপ্রদ স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ২৭। রাত্রি: ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ু ১ খোলা বায়ুতে ভ্রমণ: ৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মাবস্থায় অবস্থিতি পরিবর্ত্তনের সময় শীত বোধ।

কোমরে শীত আরম্ভ হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গ শরীরে বিস্তৃত হয়; অতি প্রবল কম্প, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প শীতলতা, অস্থি বেদনা; শীত ও উত্তাপ কালে তৃষ্ণা।

নখ সকল নীলবর্ণ।

শীতস্থায়ী জ্বর, তৎপরে অল্প ঘর্ম, ঘর্ম প্রধানতঃ কপালে ও মস্তকে।

রাত্রিকালীন ঘর্ম; বিকেলী জ্বর (hectic)।

৪১ আক্রমণ।—দিবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শীত।

একদিন অন্তর।

৪২ পার্শ্ব।—বাম : ২, ৩, ১৩, ৩১। দক্ষিণ হইতে বাম : ৩। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে : ৩১, ৩৪।

৪৪ ত্বক্।—শীর্ণতা ; মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহের সঙ্গে শীর্ণতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি। গাত্রান্দোলন সহ অশ্বারোহণ : ২১।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম।

পরীক্ষক —হেল।

১ মন।—কামড়ানি বেদনা বশতঃ কোঁথানি।

উদ্বেগপূর্ণ চেহারা।

জ্বর সহ নিরাশা।

২ চৈতন্য।—জ্বরকালে সঞ্চালনে ভ্রমি।

মস্তিষ্ক মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া ঘূর্ণিত হওয়া, অতি প্রত্যূষে।

বোধ হয় যেন বাম দিকে টলিয়া পড়িবে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—শীতের সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা।

জাগিবার সময়ে, একদিন অন্তর প্রাতঃকালে মাথাধরা ও বিবমিষা।

মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে টাটানি বেদনা ও স্পন্দন।

মস্তকশীর্ষে উত্তাপ : কষ্ট বোধ।

শীত ও উত্তাপের সময়ে দপদপানি সহ মাথাধরা।

সবিরাম জ্বরের উত্তাপাবস্থায় মাথাধরা ও কম্পন।

মস্তকের বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে চিড়িকমারা।

সবমন শিরঃপীড়া :—প্রথম জাগিবার সময়ে ; সমস্ত দিবস স্থায়ী ; একদিন অন্তর।

শয়নের পর অক্ষিপটে বেদনা, তৎসহ ভার বোধ, মস্তকোত্তলন কালে হাত দিয়া ধরিয়া সাহায্য করিতে হয়।

৪ বহির্মস্তক।—দক্ষিণ প্যারায়টাল অস্থির উন্নত স্থান ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত।

মস্তক আক্ষেপের সহিত পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট।

৫ চক্ষু।—আলোকে অত্যন্ত অনিচ্ছা।

অক্ষিগোলকের ক্ষতবৎ বেদনা।

অক্ষিপুটের কিনারা সকল লালবর্ণ, তৎসহ মিবোমিয়ান গ্রন্থিসমূহ হইতে আঠাবৎ রসনিঃসরণ।

চক্ষুমধ্য দিয়া অত্যন্ত তীব্র বেদনা চিড়িক মারিয়া উঠে, যেমন ছুঁচ বিঁধিলে হয়; চক্ষু প্রদাহিত নহে।

স্ক্লেরোটিকা হরিদ্রাভাযুক্ত।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ভন্‌ভন্‌ শব্দ করে, মস্তকশীর্ষে উত্তাপ।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দি, তৎসহ প্রত্যেক অস্থি মধ্যে কামড়ানি বেদনা।

বহুব্যাপক সর্দ্দি (ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা), তৎসহ দুর্ব্বল নাড়ী, শয্যাশায়ীতা, অস্থিসকল বেদনাযুক্ত; বিশেষতঃ অমিতাচারী মদ্যপায়ী ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে।

৮ মুখমণ্ডল।—সবিরাম জ্বর সহ কৃশবৎ, সর্দ্দি সহ, রক্তশূন্য, লালবর্ণ, চর্ম্ম শুষ্ক।

দক্ষিণ গণ্ডের মাংসপেশীর হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল সঙ্কোচন।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা শাদা কিম্বা হরিদ্রা লেপাবৃত। তিক্তাস্বাদ।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রক্তশূন্যতা।

শ্বাসবায়ু ঈষৎ অম্ল গন্ধযুক্ত।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস টাটানি।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—কুলি খাইতে প্রবল ইচ্ছা।

খাদ্যে অনিচ্ছা।

কম্পজ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অথবা পূর্ব্বে, কিম্বা কুইনাইন ব্যাবহারের পরে অতিরিক্ত ক্ষুধা।

ক্ষুধা বিলুপ্ত।

শীতল জলের তৃষ্ণা।

১৫ পানাহার।—শীতল জল পান করিলে পর:—কম্প; পিত্ত বমন।

আহারের পরে:—অত্যন্ত কষ্টদায়ক বেদনা; যতক্ষণ সমস্ত বমিত না হইয়া যায়, ততক্ষণ সুখ নাই।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—কম্প জ্বর আসিবার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে বমনভাবযুক্ত পাকস্থলী।

বমন :—যেমন শীত অতিবাহিত হয়, কিম্বা শীত ও জ্বরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে; উত্তাপাবস্থার শেষ সময়ে পিত্ত বমন; পিত্তবমন, তৎসহ কম্পন ও অত্যন্ত বিবমিষা, তাহাতে অত্যন্ত শয্যাশায়ীতা উৎপাদন করে; বমনের পূর্ব্বে তৃষ্ণা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত প্রদেশে টাটানি।
কসিয়া কাপড় পড়িলে কষ্টবোধ হয়।

১৯ উদর।—উদরের উপরাংশে অত্যন্ত প্রবল পেটবেদনা, তৎসহ মাথা-ঘোরা ও অন্যান্য বেদনা।
উদর পূর্ণ ও আধ্মানযুক্ত।

২০ মল, ইত্যাদি।—অত্যন্ত পেটকামড়ানি, মলত্যাগের পর বৃদ্ধি, তৎসহ কোঁথপাড়া।
দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ, তাহাতে উপশম হয়।
প্রাতঃকালিক উদরাময়।
পুনঃ পুনঃ সবুজ, জলবৎ মল
সর্দ্দিসহ, কোষ্ঠবদ্ধ।

২১ মূত্র।—অল্প, তাহাতে শাদাটে, কর্দ্দমবৎ পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়; বাতরক্ত (gout) সহ, প্রচুর, বর্ণশূন্য প্রস্রাব।
স্ত্রীলোকের প্রস্রাবপথের প্রদাহ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মন্দ-স্ক্রিনেরিসে চুলকানি।

২৪ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ, গলমধ্য শুষ্ক, বেদনা; কথা কহিতে পারে না; প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে বৃদ্ধি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়ার কষ্ট, তৎসহ ঘর্ম্ম, উদ্বেগপূর্ণ মুখের চেহারা, নিদ্রালুতা।
বক্ষে অত্যন্ত কষ্ট বোধ; পূর্ণ শ্বাস লইতে বেদনা; বক্ষে ঘড় ঘড় শব্দ।
শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তৎসহ শুষ্ক কাসী।
মস্তক ও স্কন্ধদেশ উচ্চ করিয়া শয়ন করিতে চাহে।

২৭ কাসী।—সবিরাম-জ্বর বন্ধ হওয়া বশতঃ বিলেপী (hectic) কাসী।
বিজ্বরাবস্থায় সরল কাসী; এবং হামের পর বা জ্বরে।

কর্কশ কাশী, বক্ষে বেদনাযুক্ত , বক্ষে হাত দিয়া ধরিতে হয় ; মুখমণ্ডল আরক্তিম. চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ।

২৮ **ফুসফুস** ।—বক্ষাভ্যন্তরে বেদনা : নিশ্বাস গ্রহণে বেদনা বৃদ্ধি ।

স্টার্ণামের পশ্চাতে বেদনা ও টাটানি ; হৃৎপিণ্ড বোধ হয় যেন অতি অল্প মাত্র স্থানে রহিয়াছে ।

স্টার্ণামের মধ্যভাগে কষ্টবোধ , বোধ হয় যেন কোন পদার্থ হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ দিতেছে ; হৃদকম্পন ।

শ্বাসক্রিয়া-কালে দক্ষিণ চুচুক মধ্য দিয়া বেদনা ।

৩০ **গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ** ।—পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে অত্যন্ত প্রবল কামড়ানি ।

গ্রীবার পশ্চাৎ দেশে এবং স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা ।

পৃষ্ঠদেশে কামড়ানি সহ টাটানি ।

৩১ **ঊর্দ্ধাঙ্গ** ।—শীতাবস্থায় হাতদ্বয় ও অঙ্গুলিসমূহের কাঠিন্য ।

মণিবন্ধে বেদনা বোধ হয়, যেন ভগ্ন কিম্বা সন্ধিচ্যুত হইয়াছে বোধ ।

হস্তদ্বয়ে উত্তাপ, কখন কখন তৎসহ ঘর্ম্ম ।

৩২ **নিম্নাঙ্গ** ।—বিলধরার ন্যায় অতি প্রবল বেদনা, তাহাতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে , তৎপরে শীতল ঘর্ম্ম বাহির হয় ।

ভ্রমণকালে দক্ষিণ নিতম্বে ও নিম্নাঙ্গে খঞ্জতা ।

বাম উরুর মাংসপেশী সকল বোধ হয় যেন অস্থি হইতে ঝুলিয়া পড়িতেছে ।

উরুদ্বয়ের আভ্যন্তরিক পার্শ্বে চর্ম্মের জ্বালা ।

দক্ষিণ পদে দপদপানি ।

পদদ্বয়ে আলপিন ফুটানবৎ সূচীভেদ বোধ ।

প্রাতঃকালে পায়ের তলায় উত্তাপ ।

পদদ্বয়ে অতি তীব্র জ্বালা, তিনি (স্ত্রী) জুতা পায়ে রাখিতে পারেন না ।

বাম পায়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে গাইটযুক্ত স্ফীতি ; জানু ও পদদ্বয় শোথযুক্ত ।

৩৩ **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি** ।—অস্থির মধ্যে অতি তীব্র কামড়ানি, যেন অস্থিসকল ভগ্ন হইয়াছে ; পৃষ্ঠদেশ ও অস্থির কামড়ায়, যেন ভাঙ্গিয়া দিতাছে ।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; বাম গুল্ফ, নিতম্ব, স্কন্ধ; বেদনা হঠাৎ আইসে এবং শীঘ্র চলিয়া যায়।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—অত্যন্ত অস্থির, কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, যদিও স্থির থাকিবার অত্যন্ত ইচ্ছা আছে

সঞ্চালনে উপশমিত হয় না। সঞ্চালন ২ ৪০। ভ্রমণ ৩৩। শয়ন : ৩, ২৬। মস্তকোত্তলন করিতে পারে না ৪০।

৩৬ স্নায়ু।—জ্বরের সময়ে দুর্ব্বল, ভ্রমি বোধ, শায়বীয়, কম্পন।

৩৭ নিদ্রা।—সবিরাম জ্বরের সঙ্গে হাইতোলা ও আড়ামুড়ি ভাঙ্গা।

নিদ্রালু, কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া।

মধ্যাহ্নে গভীর নিদ্রা কিন্তু তথাপি প্রত্যেক শব্দ শুনিতে পায়।

জ্বরের সঙ্গে অনিদ্রা।

জাগিলে পর মাথাধরা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল ২, ৩, ২০, ২৫, ৩০, ৫০। প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত ৪০। মধ্যাহ্ন ৩৭, ৪০। রাত্রি ২৭, ৪০। সমস্ত দিবস ৩

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীতের পূর্ব্বে—তৃষ্ণা জ্বরের পূর্ব্ব রাত্রিতে, কাসী, হাইতোলা।

শীতের সময়ে।—তৃষ্ণা, মস্তক দপ দপ্ করে, সর্ব্বাঙ্গে কামড়ানি, যেন অস্থিমধ্যে, শীতলতা অপেক্ষা কম্প বেশী, কম্পন, বিবমিষা; বেদনায় কোঁথায়।

শীতের শেষে:—পিত্তবমন।

পৃষ্ঠদেশ হইতে শীত প্রসারিত হয়, প্রাতে ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে আরম্ভ হয়।

একদিন অতি প্রত্যূষে শীত, পরদিন মধ্যাহ্নে অল্প শীত।

জ্বরের পূর্ব্বে তৃষ্ণা, মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না; গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ; দপ্দপানি মাথাধরা; নিদ্রা ও কোঁথানি; কম্পন, সঞ্চালনে ভ্রমি; উত্তাপাবস্থার শেষভাগে পিত্তবমন, তৎপরে অল্প ঘর্ম্ম ও নিদ্রা।

চর্ম্ম ঘর্ম্মে প্লাত; কিম্বা অল্প ঘর্ম্ম।

রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, তৎসহ সকালনে অনাবৃত হইলে শীত শীত বোধ।

কম্পজ্বর রুদ্ধ হইয়া বিলেপী (hectic) জ্বর।

পৈত্তিক জ্বর; স্বল্প বিরাম জ্বর। ডেঙ্গু জ্বর।

৪১ আক্রমণ।—একদিন অন্তর প্রাতঃকালে:—সকল প্রকারের সবিরাম জ্বর, বিশেষতঃ ত্র্যাহিক (tertain) প্রকারের।

বেদনা সকল শীঘ্র আইসে এবং শীঘ্র চলিয়া যায়: ৩৪।

৪২ পার্শ্ব।—বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম।

দক্ষিণ: ৪, ৮, ২৮, ৩৩, ৪০। বাম: ২, ২৮, ৩০। বাম হইতে দক্ষিণ: ৩।

৪৩ অনুভব।—অসাড়তা অনুভব, বোধ হয় যেন মাংস অস্থি হইতে খসিয়া পড়িতেছে।

পৃষ্ঠদেশ, মস্তক, বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে বেদনা,—বেদনা যতই সার্ব্বাঙ্গিক ও প্রবল হইবে, ইউপেটোরিয়ম ততই উপযোগী হইবে।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত।—অবশ্য হাত দিয়া ধরিতে হয়: ২৭।

৪৫ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ সকল বিলম্বে বহির্গত হয়; বিশেষতঃ হাম।

৪৬ [illegible] মস্তক পশ্চাতে আকৃষ্ট; অঙ্গুলি কামড়ায়, টাটানি বোধ হয়।

যক্ষ্ম।

৪৭ অবস্থা।—বৃদ্ধব্যক্তি।

মদ্যপায়ী।

৪৮ সম্বন্ধ।—ইউপেট-পার্ফোলিয়েটামের পরে সিপিয়া অথবা নেট্রম-মিউরেটিকাম ফলপ্রদ।

ইউফ্রেসিয়া।

পরীক্ষক:—হানিম্যান।

১ মন।—স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা।

মস্তক মধ্যে গোলমাল (confusion)।

অবসাদ-ব্যঞ্জক অলসভাব; চতুষ্পার্শ্বস্থ কোন পদার্থেই লক্ষ্য নাই।

২ **চৈতন্য ।**—মাথাঘোরা, তৎসহ মস্তকের ভারবোধ, তৎসহ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ।

মস্তকাভ্যন্তর ।—অল্প অল্প কপাল-প্রদেশে মাথাধরা ।

অত্যন্ত প্রবল দপ্‌দপানি মাথাঘোরা ।

মাথাধরা (সন্ধ্যাকালে). যেন ছেঁচা আঘাত লাগিয়াছে, তৎসহ সর্দ্দি ।

মস্তিষ্ক মধ্যে সূচীবেধ ।

মাথাধরা, বোধ হয় যেন মস্তক কাটিয়া যাইবে, তৎসহ সূর্য্যালোকে চক্ষুদ্বয় ঝলসিয়া যাওয়া ।

চক্ষু ।—আলোকাসহ্যতা —দিবসে ও সূর্য্যালোকে ; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ; অন্ধকার গৃহে থাকিতে হয় ; এমন কি অক্ষিপুটের আক্ষেপ উপস্থিত হয় ; তৎসহ স্ফীত, সংযোজিত অক্ষিপুট ; অক্ষিপুটের মধ্য দিয়া পুরু, হরিদ্রাবর্ণ স্রাব নির্গত হয় ।

প্রদীপের আলোকের দিকে তাকাইলে চক্ষুমধ্যে চাপ বোধ ।

অক্ষিতারকা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ।

চক্ষুতে চাপযুক্ত, কর্ত্তনবৎ বেদনা, উহা ফ্রন্টাল-সাইনাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

চক্ষুমধ্যে সূচীবেধসহ চাপবোধ ।

চক্ষুমধ্যে জ্বালাকর সূচীবেধবোধ ।

চক্ষুমধ্যে শুষ্ক চাপবোধ, যেন নিদ্রালু হইয়াছে ।

চক্ষুমধ্যে যেন বালুকা পড়িয়াছে অনুভব ।

কর্ণিয়ার দাগ, ফুস্কুড়ি ও ক্ষত ।

কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা ।

বোধ হয় যেন একগাছি চুল চক্ষুর উপর ঝুলিতেছে এবং তাহা মুছিয়া ফেলিতে হয় ।

সর্দ্দিজ চক্ষুপ্রদাহ (ophthalmia), তৎসহ অশ্রুস্রাব এবং প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব, কঞ্জংটাইভা রক্তিমাবর্ণ, সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি (coryza) এবং কপালে বেদনা ।

কঞ্জংটাইভার কৈশিকা সকল বিস্ফারিত ।

আর্ব্বুদরোগ (chemosis), ক্ষতকর অশ্রুস্রাব ও সর্দ্দি ।

ক্ষতকর, প্রচুর অশ্রুস্রাব, তৎসহ আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

অক্ষিপুটের কিনারার প্রদাহ ও ক্ষত।

চক্ষুতে বেদনাসহ পর্য্যায়ক্রমে উদরে বেদনা।

অক্ষিপুট স্ফীত।

শিরোস্থিত গ্রন্থি সমূহের প্রদাহ ও স্ফীতি।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘণ্টার শব্দবৎ অনুভব।

কান কামড়ানি।

৭ নাসিকা।—প্রচুর, অক্ষতকারী (blaud), জলবৎ সর্দ্দি, তৎসহ জ্বালাকর অশ্রুস্রাব ও আলোকে অনিচ্ছা; সন্ধ্যাকাল ও রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সর্দ্দিসহ হাঁচি।

নাসিকার উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রণবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ দাগ, নাসিকা মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া বেদনা।

নাসিকার উপর দিয়া দক্ষিণ হইতে বামপার্শ্বে বেদনা; মুখমণ্ডল ও কপালের বামার্দ্ধ এবং বাম চক্ষু প্রদাহিত; কান কামড়ানি।

নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে কর্কট রোগ (cancer)।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের লাল বর্ণ ও উত্তাপ।

মুখে উদ্ভেদ বাহির হয়, উহাতে উহা চুলকায়, জলে ভিজাইলে লাল ও জ্বালা করিয়া উঠে।

কথা কহিতে ও চর্ব্বণ করিতে গেলে বাম গণ্ডের কাঠিন্য (stiffness) বোধ, তৎসহ উত্তাপ এবং তথায় সূচীবেধ বোধ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ওষ্ঠের কাঠিন্য, যেন বোধ হয় কাষ্ঠ নির্ম্মিত।

১৫ পানাহার।—আহার: ২৭। ধূমপান ২৭।

১৯ উদর।—পুনঃ পুনঃ পেট বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—অত্যন্ত জ্বালাসহ, মলদ্বারের নিকটে দীর্ঘস্থায় কণ্ডাইলোমেটা; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

উপবিষ্টাবস্থায় মলদ্বার মধ্যে জ্বালা; এমন কি অর্শ রোগেও।

২১ মূত্র।—অতি ঘনে ঘনে এবং প্রচুর।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় ।—জননেন্দ্রিয় ভিতরে আকৃষ্ট বলিয়া বোধ; পিউ-
বিসের ঊর্দ্ধে চাপ বোধ, সন্ধ্যাকালে।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—প্রদরস্রাব, তৎসহ চক্ষুর প্রদাহ ও নাসিকার উপরি ভাগের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত।

ঋতু বেদনাদায়ক, কেবল একঘণ্টা থাকে, সময় নিয়মিত।

ঋতু বিলম্বিত, অল্প, এবং অতি অল্প ক্ষণ স্থায়ী।

২৫ লেরিংক্স ।—সর্দ্দিজ স্বরভঙ্গতা।

২৭ কাসী ।—কাসী—প্রাতঃকালে উঠিলে পর, ক্রমাগত থাকে যতক্ষণ না পুনরায় শয়ন করে; এত কাসী যে শ্বাস লইতে অবকাশ পায় না, ট্রেকিয়ার মধ্যে গুড়গুড়ি, ধূমপান করিলে বৃদ্ধি, আহারের সময়ে উপশম; অর্শ বিলুপ্ত হইলে কাসী; কাসীর সহিত প্রবল সর্দ্দি; চক্ষু আক্রান্ত; দিবসে গয়ার তুলিতে কষ্ট; রাত্রিতে কাসী থাকে না; কাষ্ঠের ধূম হইতে কাসী।

৩৩ নিম্নাঙ্গ ।—পায়ের ডিমে খিলধরা, বিশেষতঃ দাঁড়াইয়া থাকিলে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি ।—শয়ন : ৭, ২৭। দণ্ডায়মান : ৩৩। ভ্রমণ : ২৩। উঠিলে : ২৭।

৩৭ নিদ্রা ।—মধ্য রাত্রির পরে অনিদ্রা।

পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠা, যেন ভয় হইতে।

প্রায়ই নিদ্রার পরে বৃদ্ধি।

অতি বিলম্বে নিদ্রা হইতে জাগেন।

৩৮ সময় ।—দিবা : ২৭, ৪০। প্রাতঃকাল : ২৭। পূর্ব্বাহ্ণ : ৪০।

বৈকাল : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ৩, ৫, ৭, ২২। রাত্রি : ৭, ২০, ২৭, ৩৭, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু ।—প্রায়ই শয্যায় শুইয়া থাকিলে বৃদ্ধি; শয্যা হইতে উঠিলে উপশম।

ঘরের বাহিরে কাজ করিলে উপশম; ঘরের মধ্যে থাকিলে বৃদ্ধি।

উষ্ণতা : ৮। ভিজা : ৮।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—পূর্ব্বাহ্ণে শীত ও আভ্যন্তরিক শীত শীত বোধ বৈকালে বাহ্যিক শীত ও বাহুদ্বয়ে শীতলতা।

উত্তাপ অবতরণ করে।

দিবসে উত্তাপের আক্রমণ, তৎসহ মুখমণ্ডলের লালবর্ণ ও শীতল হস্তদ্বয়।

ঘর্ম্ম প্রায়ই দেহের সম্মুখ দিকে আবদ্ধ।

রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মে অত্যন্ত প্রবল দুর্গন্ধ, বক্ষোপরি সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

৪২ পার্শ্ব।—বাম পার্শ্ব।

উর্দ্ধে দক্ষিণ, নিম্নে বাম পার্শ্বে।

দক্ষিণ: ৭, ২৩। বাম: ৭, ৮। দক্ষিণ হইতে বাম দিকে: ৭। নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে: ৪১।

৪৩ অনুভব।—একাঙ্গে মক্ষিকা-হণ্টনবৎ বোধ, যেন মক্ষিকা সরল রেখায় নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে যাইতেছে বোধ, তৎপরে সেই অংশের অসাড়তা।

৪৪ তন্তু।—গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

শীর্ণতা।

৪৫ সংস্পর্শ।—পতন, ছেঁচা আঘাত বা অন্য কোন প্রকার বাহ্যিক আঘাত।

৪৬ চর্ম্ম।—আঁচিল।

৪৭ সম্বন্ধ।—ইউফ্রেসিয়ার প্রতিবিষ —ক্যাম্ফা, পল্‌সা।

ইগনেসিয়া।

পরীক্ষক:—হানিম্যান।

১ মন। অন্যমনস্ক।

একাকী থাকিতে ইচ্ছা।

পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ভাব; ঠাট্টা ও হাস্য করে, তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণতায় পরিবর্ত্তিত হয় এবং অশ্রুত্যাগ করিতে থাকে।

নিস্তব্ধ (কথা না কহিয়া থাকা) প্রকৃতি, বিষণ্ণতা।

মানসিক প্রকৃতি চৈতন্যাধিক, বিবেকের অত্যন্ত প্রবলতা।

স্নেহশীল প্রকৃতি।

অতিশয় স্নেহের ব্যক্তি বা বন্ধু হারাইলে অত্যন্ত শোক।

ক্রোধ, তৎপরে নিস্তব্ধ ভাবে শোক বা দুঃখ ভোগ।

শিশুদিগকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করার পরে শয্যায় শুইতে বলা হয় এবং পীড়িত হয়।

শোক, মানসিক অসুখ, মন্দ সংবাদ অথবা মানসিক কষ্ট জন্য হইয়া উপসর্গ সকল। হিংসা।

নিরাশ প্রণয়ের ফল।

২ চৈতন্য।—মস্তকের ভার।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—চাপবিশিষ্ট কপালে মাথাধরা, মস্তক সম্মুখে অবনত করিতে হয়; তৎপরে বমন করিবার ইচ্ছা।

মাথাধরা; মস্তিষ্কের উপর পার্শ্বে যেন কোন কঠিন দ্রব্যদ্বারা চাপ দিতেছে।

অক্ষিপটে দপ্‌দপানি বেদনা, মলত্যাগকালে বেগ দিতে গেলে বৃদ্ধি।

মস্তকের পশ্চাতে ভার বোধ; মস্তক পশ্চাতে অবনত করিতে ইচ্ছা।

ধমনীর প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত বেদনা।

বেদনা, বোধ হয় যেন একটা প্রেক মস্তকের পার্শ্ব মধ্যে প্রোথিত করা হইতেছে, সেই পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে উপশম।

মাথাধরা, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি; চক্ষু সঞ্চালন করিলে; শব্দে; কাফি, তামাক অথবা সুরাপানে; বিশেষ মনঃসংযোগ করিলে।

তাঁহাকে কোন কথা বলিলে মস্তকে রক্তাধিক্য।

মস্তক টাটানি বেদনা; ক্ষতবৎ বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—মস্তকের কম্পন।

আক্ষেপের সময়ে মস্তক পশ্চাতে বক্র হয়।

৫ চক্ষু।—আলোকের দীপ্তি অসহ্য; সূর্য্যালোকে মাথাধরে।

চক্ষুর সম্মুখে আলোক-রেখা দর্শন।

অপরিষ্কার দৃষ্টি।

মস্তক হইতে বাম চক্ষুমধ্যে বেদনা; বাম চক্ষে জ্বালা ও অশ্রুস্রাব।

উপর অক্ষিপুটের নিম্নে বেদনা, যেন অত্যন্ত শুষ্ক।

চক্ষুমধ্যে বালুকাকণার ন্যায় অনুভব।

দিবসে চক্ষুমধ্যে জ্বালাকর অশ্রুস্রাব।

উপর অক্ষিপুট স্ফীত।

রাত্রিকালে অক্ষিপুটের সংযোজনা।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ সঙ্গীতবাদ্যাদিতে উপশমিত হয়।

গোলমাল অসহ্য; গোলমাল হইতে মাথাধরা।

প্রবল বায়ুর ন্যায় কর্ণের নিকট শব্দ।

কর্ণ কণ্ডুয়ণ।

৭ নাসিকা।—এক নাসিকা বদ্ধ।

সরস সর্দ্দি।

নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত।

স্ফীতিসহ, নাসিকাভ্যন্তরে টাটানি ও চৈতন্যাধিক্যতা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

মুখমণ্ডলের পর্য্যায়ক্রমে লালবর্ণ ও রক্তশূন্যতা।

এক গণ্ড ও কর্ণের লালবর্ণ ও উত্তাপ।

মুখমণ্ডল মৃত্তিকাবৎ ও অন্তঃপ্রবিষ্ট, তৎসহ চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল মণ্ডলা-
কার দাগ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখের কোণের স্পন্দন।

চোয়াল আক্ষেপের সহিত আবদ্ধ।

ঠোঁট শুষ্ক, ফাটা, রক্তস্রাবী।

মুখের একটী কোণ ক্ষতযুক্ত।

অধরোষ্ঠ (নিম্ন ঠোঁট) অভ্যন্তর ভাগ বেদনাযুক্ত, যেন ক্ষতবৎ।

গ্রীবা সঞ্চালন কালে সবম্যাক্সিলারি গ্রন্থি সমূহে বেদনা।

১০ দন্ত।—সমুখ দন্তে বিদ্ধকারী বেদনা, সমস্ত দন্তেই টাটানি।

মদ্যপান, কাফি ও ধূমপানের পরে বৃদ্ধি; মধ্যাহ্নের পরে; সন্ধ্যাকালে
শয়নের পরে; কিম্বা প্রাতঃকালে জাগরণের পরে।

আক্ষেপসহ দন্তোদ্গমে কষ্ট।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—অম্ল, লালারও অম্লাস্বাদ; খড়ির ন্যায়। খাদ্যে কোন আস্বাদ পাওয়া যায় না।

চর্ব্বণ করিবার ও কথা বলিবার সময়ে গালের অভ্যন্তর ভাগ অথবা জিহ্বা দন্তদ্বারা দংশিত হয়।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে প্রচুর লালা সঞ্চয়।

মুখমধ্য প্রদাহিত ও ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত।

মুখ হইতে পচা গন্ধ।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালুতে সূচীবেধ, কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতসহ, প্রদাহিত, কঠিন স্ফীত টন্সিল।

কেবল গলাধঃকরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে গলার মধ্যে সূচীবেধ অনুভব।

গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব, গিলিবার সময়ে নহে।

পাকস্থলী হইতে উর্দ্ধে গলমধ্য পর্য্যন্ত শ্বাসরোধ করা অনুভব।

যখন কিছু গেলা যায় না, এবং যখন জল গেলা যায় তখন গলমধ্যে বেশী কষ্ট; খাদ্য গিলিবার সময়ে ভাল বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—একই সময়ে ক্ষুধা ও বিবমিষা।

সন্ধ্যাকালে ক্ষুধা বোধ, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

নানা দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা, কিন্তু দিলে আর ক্ষুধা থাকে না।

খাইবার ইচ্ছা :—অম্লদ্রব্য, রুটী।

খাইতে অনিচ্ছা :—তামাক, উষ্ণ খাদ্য, মাংস, সুরা।

১৫ পানাহার।—কাফিপান করিলে : ১০, ২১। আহারকালে : ১১, ১৩ ৪০। আহারের পরে ১০, ৩৮। আহার ও পানের পরে : ১৬। উষ্ণ পানীয় ২৭। তাড়াতাড়ি পান ৩৬। ধূমপান : ১০, ১৬।

১৬ বিবমিষা, বমন।—হিক্কা :—আহার ও পানের পরে; ধূমপান হইতে।

বুক বহিয়া জলোদ্গম।

ভুক্ত পদার্থ গলা বহিয়া উঠে।

মুখে তিক্ত জলোদ্গম।

বিবমিষা, কিন্তু বমন নাই; খালি কাঠ বমি, আহার করিলে উপশম।

বমন :—তিক্ত ; ভুক্ত পদার্থের।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়-গহ্বরে দুর্ব্বলতা অনুভব, মুখে বিস্বাদ বোধ, অথবা দীর্ঘশ্বাস।

পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা।

স্পর্শ হইতে সময়ে সময়ে খিলধরার আক্রমণ, উহা রাত্রিতে বৃদ্ধি; অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করিলে বৃদ্ধি।

পাকাশয়ের চর্ব্বণ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

পাকাশয় স্ফীত।

বুকের নিকট কষ্ট বোধ।

এপিগাষ্ট্রিয়মে পূর্ণতা ও চাপ বোধ; পাকস্থলী প্রদেশ ও হাইপোকণ্ড্রিয়া এত স্ফীত যে তিনি (স্ত্রীং) শ্বাস লইতে পারেন না।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্লীহার স্ফীতি ও কাঠিন্য।

১৯ উদর।—উদরের সাময়িক (নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর) আক্ষেপ।

নাভিদেশে আকর্ষণ ও চিমটিকাটাবৎ।

উদরের এক পার্শ্বে শূলবেদনাবৎ বেদনা, প্রথমে কামড়ানি, তৎপরে সূচীবেধ।

উদরাধ্মানকে পেট বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—উদরাময় :—বেদনাশূন্য, তৎসহ পেটের ভিতর বায়ুজনিত গড়্ গড়্ শব্দ; রাত্রিতে ও ভয় হইতে বৃদ্ধি; তৎসহ সরলান্ত্রে জ্বালা।

নিষ্ফল চেষ্টা এবং মলত্যাগের বেগ।

মল কঠিন ও কোমল, কিন্তু অতি কষ্টে বহির্গত হয়।

মল ত্যাগের এক বা দুই ঘণ্টা পরে সরলান্ত্রে সঙ্কোচনযুক্ত, টাটানি বেদনা, যেন রক্তস্রাব শূন্য (blind) অর্শ হইতে।

মলত্যাগের পর মলদ্বারের সঙ্কোচন, দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

মলদ্বার হইতে সরলান্ত্র পর্য্যন্ত সূচীবেধ।

কৃমি বশতঃ মলদ্বারের চুলকানি।

মলত্যাগ কালে সহজে বেগ দিলেই, সরলান্ত্রের জ্বলন।

২১ মূত্র ।—মূত্রত্যাগের হঠাৎ, দুর্দ্দম্য ইচ্ছা ।

কাফিপান হইতে মূত্রত্যাগের বেগবোধ ।

পুনঃ পুনঃ প্রচুর জলবৎ মূত্রত্যাগ ।

প্রস্রাব-ত্যাগকালে প্রস্রাবপথে জ্বালা, হুলহনে অথবা ক্ষতবৎ টাটানি বোধ ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয় ।—সঙ্গমেচ্ছা দুর্ব্বল ।

মল ত্যাগকালে লিঙ্গোত্থান ।

পুরুষাঙ্গের সঙ্কোচন, উহা অত্যন্ত ছোট হইয়া যায় ।

বেষ্টকের কিনারায় চুলকানিসহ মিশ্রিত, টাটানি ও ক্ষতবৎ বেদনা ।

সন্ধ্যাকালে শয়নের পরে জননেন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দিকে ও পুরুষাঙ্গের উপরে চুলকানি ; চুলকাইলে উহা নিবারিত হয় ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ।—ঋতু :—অতি শীঘ্র ; অল্প, অথবা প্রচুর ।

আর্ত্তব শোণিত কাল, পচা দুর্গন্ধযুক্ত, রক্ত জমাটসহ ।

ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনবৎসহ জরায়ুমধ্যে খিলধরা বেদনা, সেই অংশসকল স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি ।

প্রসববেদনার ন্যায় প্রবল বেদনা, তৎপরে পূঁযযুক্ত ক্ষতকারী শ্বেতপ্রদর ।

২৪ গর্ভাবস্থা, ইত্যাদি ।—দুগ্ধ হ্রাস ।

অত্যন্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত প্রসবাত্মিকা বেদনা (ফোঁপানির ব্যথা) ।

সূতিকাবস্থায় আক্ষেপ, গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া এবং আড়ামুড়ি ভাঙ্গিয়া আরম্ভ ও শেষ হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বমন থাকে ।

২৫ লেরিংক্স ।—স্বর :—নীচ ; কম্পবান ; গাওয়া শোনা হইতে স্বরভঙ্গতা ।

লেরিংক্সমধ্যে টাটানি অনুভব ।

ট্রেকিয়া ও লেরিংক্স মধ্যে সঙ্কোচন অনুভব ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া ।—গভীর শ্বাস লইতে ইচ্ছা ।

পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ।

বক্ষোপরি ভারচাপান ন্যায়, বাধাপ্রাপ্ত নিশ্বাস গ্রহণ ।

আক্ষেপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া ।

রাত্রিতে বক্ষমধ্যে কষ্টবোধ, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি।

দৌড়াইতে গেলে শ্বাস বদ্ধ হইয়া যায়।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসী।

যেন গন্ধকের ধূম অথবা গলমধ্যে ধুলা পড়িয়াছে এইরূপ অনুভব হইয়া সন্ধ্যাকালে খং খং করিয়া আক্ষেপিক কাসী; প্রাতঃকালে শ্বাস-নলী-গহ্বরের ঊর্দ্ধে শুড়শুড়ি বোধ হইয়া কাসী।

যত বেশীক্ষণ কাসী থাকে, ততই কাসীর উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়।

ভ্রমণের পর, যতবার তিনি (পুং) স্থিরভাবে দাঁড়ান, ততবার কাসেন।

উষ্ণ পানীয় পানের পর কাসী; প্রত্যেক কাসীর আক্রমণের পরে নিদ্রাবোধ।

গয়ার:—সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে প্রায়ই হয় না, সন্ধ্যাকালে কষ্টকৃত; পুরাতন সর্দ্দির ন্যায় আস্বাদ ও গন্ধ।

২৮ ফুস্ফুস।—উদরাধ্মান বশতঃ পেটকামড়ানি হইতে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ।

বক্ষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—রাত্রি ও প্রাতঃকালে শয্যায় শয়নাবস্থায় হৃৎকম্পন।

নাড়ী:—সাধারণতঃ (প্রায় সর্ব্বদা) কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত, তৎসহ রক্ত-বহা নাড়ী মধ্যে দপদপানি; তদপেক্ষা অল্প সময় নাড়ী সূক্ষ্ম ও ধীর; পরিবর্ত্তনশীল।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাৎদেশ অচল (stiff)।

গ্রীবাদেশে গ্রন্থিসমূহের বেদনাশূন্য স্ফীতি।

মেরুদণ্ডে বেদনা, চিত হইয়া শুইয়া থাকিলে প্রাতঃকালে।

মেরুদণ্ডের পীড়া।

[illegible]ঙ্গ।—স্কন্ধের মাংসপেশী মধ্যে সকম্পন উৎক্ষেপ।

পশ্চাৎদিকে বক্র করিতে গেলে বাহু-সন্ধিসমূহে বেদনা: যেমন অস্থি পরিভ্রষ্ট হইতে, অথবা যেন মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায়।

রাত্রিতে শয্যায় শয়নাবস্থায় বাহুদ্বয়ের অসাড় বোধ, তৎসহ অনুভব হয় যেন কি একটা কীট বাহু দিয়া দৌড়িতেছে।

৩০ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব সন্ধিতে ছিন্নকর, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

সায়াটিক বেদনা :—সবিরাম, পুরাতন ; গ্রীষ্মকালে উপশম, শীতকালে বৃদ্ধি।

নিম্নাঙ্গের আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ।

জানুসন্ধিতে খট্‌খট্ শব্দ।

চরণদ্বয়ের ভার।

চরণদ্বয়ের তলায় সূচীবৎ অথবা হুলবেধ অনুভব।

রাত্রিতে গোড়ালিতে জ্বালা ; কিন্তু উভয়ের সংস্পর্শ হইলে শীতল অনুভূত হয়।

৩১ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মধ্যে শুড়শুড়ি।

স্কন্ধ, নিতম্ব এবং জানুসন্ধিদ্বয়ে যেন মচকান অথবা সন্ধিচ্যুতবৎ বেদনা।

নিদ্রাগমকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উৎক্ষেপ।

৩২ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—সঞ্চালন : চক্ষু, ৩, গ্রীবা, ১। ভ্রমণ : ৩০। দৌড়ান : ২৬। দাঁড়ান : ২০, ২৭। মস্তক পশ্চাতে বক্রীকৃত : ৪। মস্তক সম্মুখে অবনত করিতে হয় : ৩। বাহুদ্বয় পশ্চাতে বক্র করিলে : ৩২। শয়ন করিলে : ১০, ২২ ; বেদনাযুক্ত পার্শ্বে : ৩ ; চিত হইয়া : ৩১, ৩৬। শয্যায় : ২৯, ৩২। অবস্থিতি ভাব (স্থান) পরিবর্ত্তনে উপশম।

৩৩ স্নায়ু।—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কম্পন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে আলস্য।

শিশুদিগের আক্ষেপ, তৎপূর্ব্বে তাড়াতাড়ি জলপান।

আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ, বিশেষতঃ ভয় বা দুঃখের পরে।

আক্ষেপ :—দন্তোদ্গমকালে, তৎসহ মুখে ফেণা উঠে, পদদ্বয় দ্বারা লাথি মারে ; উত্তেজযুক্ত জ্বরের প্রারম্ভে ; শাস্তি দেওয়ার পরে শিশুদিগের, ভয় অথবা ভয় প্রাপ্তির পরে ; প্রতি দিন ঠিক সেই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ভয় প্রাপ্তির পর তাণ্ডব রোগ, আহারের পর বৃদ্ধি ; চিত হইয়া শুইলে উপশম।

শাস্তি দেওয়ার পরে নিদ্রিতাবস্থায় শিশুর আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

অত্যন্ত মানসিক আবেগের পরে এবং রোগী-শুশ্রূষায় রাত্রি জাগরণের পরে পক্ষাঘাত।

৩৭ নিদ্রা।—আক্ষেপযুক্ত হাইতোলা :—তৎসহ নিম্ন চোয়ালে বেদনা, যেন সন্ধিচ্যুত হইয়াছে ; এত বেদনা যে চক্ষুতে জল বাহির হয়।

সচেতন নিদ্রা, নিদ্রাবস্থায় সমস্তই শুনিতে পায়, এমন কি দূরাগত শব্দ।

অস্থির নিদ্রা।

নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকাইয়া নিশ্বাস লওয়া।

শিশুদিগের নিদ্রাকালে :—মুখের চর্ব্বণবৎ সঞ্চালন এবং চমকাইয়া উঠা (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-সঙ্কোচক মাংসপেশীর), দাঁত কিড়মিড় করে।

শিশু অত্যন্ত চীৎকার করিয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে এবং সর্ব্বাঙ্গ শরীর কাঁপিতে থাকে।

স্বপ্ন :—সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সেই একই বস্তুর স্বপ্ন দেখেন।

যখন নিদ্রিত হন : ৩৪। প্রাতঃকালে জাগিবার পর : ১০।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ১০, ২৭, ২৯, ৩১। বৈকাল : ১০। সন্ধ্যাকাল ১০, ১৪, ২২, ২৭। রাত্রি ৫, ১৭, ২০, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৬। মধ্যরাত্রির পরে : ২৭। প্রতিদিন সেই একই সময় ৩৬। দিবস : ৫।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উত্তপ্ত হইলে : ৪৬। বাহ্যিক উষ্ণতা : ৪০। বাতাসের বেগ : ৪৮। খোলা বায়ু : ৪৩।

গ্রীষ্মকালে ভাল, কিন্তু শীতকালে খারাপ : ৩৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম।—শীত ও শীত শীত বোধ, তৎসহ বর্দ্ধিত বেদনা।

তৃষ্ণাসহ শীত, বাহ্যিক উষ্ণতায় উপশম।

শীত প্রায় সর্ব্বদা দেহের পশ্চাদংশের।

আভ্যন্তরিক শীতলতা, তৎসহ বাহ্যিক উত্তাপ।

তৃষ্ণাশূন্য বাহ্যিক উত্তাপ, বাহ্যিক উষ্ণতা সহ্য হয় না।

বাহ্যিক উত্তাপের বেগ।

উত্তাপ হইতে শীতলতায় ক্রমাগত শীঘ্র শীঘ্র পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্তন।

মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বের জ্বালাকর উত্তাপ।

উত্তাপ কিম্বা ঘর্ম্মাবস্থায় ভ্রমি।

ঘর্ম্ম অল্প, অথবা কেবল মুখমণ্ডলে।

বোধ হয় যেন ঘর্ম্ম হইবে কিন্তু তাহা হয় না।

আহারকালে ঘর্ম্ম; এবং তৎপরে মুখমণ্ডলে একটী ক্ষুদ্র স্থানের উপর।

ঘর্ম্ম কখন কখন শীতল, কিন্তু সাধারণতঃ উষ্ণ এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে অম্লগন্ধ-বিশিষ্ট।

৪১ আক্রমণ।—সাময়িক (নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর) ১৭, ৩৬।

৪২ পার্শ্ব।—বাম পার্শ্ব: ১৮। এক পার্শ্ব ৪০। ভিতর হইতে বাহিরে: ৩, ৪০। নিম্ন হইতে উর্দ্ধে: ১০, ২০।

৪৩ অনুভব।—বেদনার অতিশয় চৈতন্যাধিক্যতা।

ভিতর হইতে বাহিরের দিকে চাপযুক্ত বেদনা, যেন একটী কঠিন ছুঁচাল পদার্থ হইতে

আভ্যন্তরিক অংশ সমূহে কাট কাট বোধ

নির্দ্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—সামান্য স্পর্শে সাধারণতঃ বৃদ্ধি; সজোরে চাপ দিলে উপশম।

স্পর্শ: ১৭, ২০। চুলকাইলে ২২, ৪৬।

৪৫ চর্ম্ম।—বাতাসের হাওয়া লাগিলে চর্ম্মের অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

কণ্ডূয়ন:—আস্তে আস্তে চুলকাইলে উপশম, খোলা বায়ুতে উত্তপ্ত হইলে উপশম।

চর্ম্ম ছাল উঠা, ক্ষতবৎ টাটানি।

ক্ষত:—বেদনাশূন্য; অল্প অল্প নিঃস্রাব।

৪৬ অবস্থা।—স্নায়বীয় (বায়ু প্রধান) ধাতু এবং নম্র প্রকৃতি কিন্তু সহজেই উত্তেজিত হয় এই রূপ প্রকৃতির গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষতঃ উপযোগী।

৪৭ সম্বন্ধ।—ইগ্নেসিয়া জিঙ্কমের ক্রিয়া প্রতিষেধ করে।

কাফি, ক্যামমিলা, ব্রাণ্ডিমদ্য, পলসাটিলা, তামাকু প্রভৃতি হইতে উৎপাদিত রোগ সমূহে ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইগ্নেসিয়া কর্ত্তৃক উৎপাদিত রতীচ্ছার স্বল্পতা কফুলাস দূরীভূত করে।

ইগ্নেসিয়ার প্রতিবিষ :—আর্ণি, ক্যাম্ফ, ক্যাম, ককু, কফি, নক্স-ভম, পলসা।

ইগ্নেসিয়ার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ :—কফি, ট্যাবেক।

ইথুজা সাইনেপিয়াম।

পরীক্ষক :—মেনিং।

১ মনঃ।—অচৈতন্য পড়িয়া থাকে, অক্ষিতারকা প্রসারিত, একদৃষ্টি চক্ষু।
চিন্তা করিতে অক্ষমতা, মনমধ্যে গোলমাল, বুদ্ধি লোপ (idiocy)।
একাকী থাকিলে অত্যন্ত বিমর্ষতা : বিভীষিকা ও প্রলাপ।
উদ্বেগ ও অস্থিরতা, তৎপরে মাথাধরা ও পেটবেদনা।
খিট্খিটে স্বভাব, বিশেষতঃ বৈকালে ও খোলা বায়ুতে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—নিদ্রালুতাসহ, মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না, মাথাঘোরা অধিক হয় এবং মস্তক উত্তপ্ত হয় ; তৎসহ হৃৎকম্পন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অত্যন্ত বেদনা, যেন মস্তিষ্ক বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
কপালে চাপবিশিষ্ট বেদনা, যেন উহা বিদীর্ণ হইবে, বেদনার চরমসীমায় বমন ও পরিশেষে উদরাময়।
বায়ুনিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা হ্রসিত হয়।
মস্তকমধ্যে সূচীবেধ ও স্পন্দন।
অনুভব যেন মস্তকের দুই পার্শ্বেই কোপ পড়িয়াছে।

৪ চক্ষু।—দ্রব্য সকল স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়।
চক্ষু উজ্জ্বল, বহির্গামী ; অক্ষিতারকা প্রসারিত।
পুরাতন আলোকাসহতা রোগ ; স্বপ্নদোষজ চক্ষুপ্রদাহ; মিবো-

মিয়ার গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি ; অক্ষিপুটের কিনারা প্রদাহিত, রাত্রিকালে সংযোজিত, প্রাতঃকালে ধুইয়া তবে খুলিতে হয়।

৬ কর্ণ।—সূচীবেধ বেদনাসহ, দক্ষিণ কর্ণ হইতে হরিদ্রাবর্ণ স্রাব।

৭ নাসিকা।—ঘন শ্লেষ্মায় নাসিকা রুদ্ধ ; পুনঃ পুনঃ কিন্তু নিষ্ফল হাঁচিবার ইচ্ছা।

৮ মুখমণ্ডল।—উদ্বেগের লক্ষণ, তৎসহ নাসিকোপরি দাগ।

মুখমণ্ডল :—স্ফীতভাব, লাল লাল দাগযুক্ত, রক্তশূন্য।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—চিবুক ও মুখের কোণ শীতল অনুভব হয়।

১০ দন্ত।—মাড়ীমধ্যে হুলবেধ অথবা ছিন্নকর বেদনা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—মুখ-গহ্বর ও গলমধ্যে ঘা, লালানিঃস্রবণ।

বোধ হয় যেন জিহ্বা অতিরিক্ত লম্বা হইয়াছে।

আস্বাদ :—তিক্ত, পনীরবৎ, পেঁয়াজের ন্যায়, প্রাতঃকালে ঈষৎ মিষ্টাস্বাদ।

বাক্য কথনে বাধাপ্রাপ্ত, ধীর।

১২ গলমধ্য।—কোমল তালু লালবর্ণ ও স্ফীত।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—জ্বালাকর তৃষ্ণা।

মদ্যপানেচ্ছা, অল্প মদ্য পানে রোগের বৃদ্ধি।

১৪ আহার।—আহারকালে :—কপালে হঠাৎ ভারবোধ।

আহারান্তে :—নাভির নিম্নে বেদনা, উদরাময়ের ন্যায় মল, শুষ্ক কাসী।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—হঠাৎ প্রবল বমন :—ফেনাযুক্ত সাদা পদার্থ; হরিদ্রাবর্ণ তরল পদার্থ, তৎপরে জমাট দুগ্ধ। কোন প্রকার দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না।

অম্লস্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা বমন, মলের বর্ণের ন্যায় বর্ণ।

দুগ্ধ পান করিবার কিঞ্চিৎ পরেই উহা সজোরে উদ্গিরীত হয়; তৎপরে দুর্বলতা বশতঃ নিদ্রালুতা উপস্থিত হয়। *স্তন্যপায়ী শিশুদের।

আহারের এক ঘণ্টা পরে খাদ্য পুনরায় মুখে বহিয়া উঠে।

১৬ পাকস্থলী।—পাকস্থলীর বেদনাদায়ক সঙ্কোচন, উহা এত প্রবল যে অসম্পৃক্ত বমন হয় না।

পাকাশয়-গহ্বরে ছিন্ন ও বিদীর্ণকর বেদনা, অন্ননলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

১৮ **হাইপোকণ্ড্রিয়া।**—বৈকালে দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে কর্ত্তনবৎ।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়মে বেদনাদায়ক চাপ, জ্বালা, সূচীবেধ।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়মে চিড়িকমারা, প্রায় সতত এবং দীর্ঘস্থায়ী।

উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতে টাটানি ও বেদনা।

১৯ **উদর।**—উদর ও নিম্নাঙ্গের শীতলতা, তৎসহ পেটকামড়ানি, উষ্ণতা, জলপ্রয়োগে উপশমিত হয়।

উদরের নীলাভাযুক্ত কাল স্ফীতি।

পেটবেদনা, তৎপরে বমন, মাথাঘোরা ও দুর্ব্বলতা।

২০ **মল, ইত্যাদি।**—উদরাময়—মল হরিদ্রাভাযুক্ত, তৎপরে সবুজ ও পিচ্ছিল; সবুজ, পাতলা পিত্তযুক্ত কিম্বা রক্তযুক্ত আম; অজীর্ণ মল; সবুজ আম, তৎসহ পিত্ত, অত্যন্ত বেদনা ও ও কোঁথপাড়া।

২১ **মূত্র।**—বৃক্কদ্বয় মধ্যে বেদনা, ফাঁপিলে, গভীর নিশ্বাস লইলে এবং শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

মূত্রাশয় মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, তৎসহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্র:—লালবর্ণ, অধঃক্ষেপ শাদা, প্রচুর, জলবৎ পরিষ্কার, পরিশ্রমের পরে অত্যন্ত পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

২২ **পুংজননেন্দ্রিয়।**—দক্ষিণ অণ্ডকোষ উপরে উত্তোলিত, তৎসহ বৃক্কদ্বয়ে বেদনা।

২৩ **গর্ভাবস্থা।**—প্রসব বেদনা অত্যন্ত দুর্ব্বল, নিয়মিতরূপ নহে।

২৪ **শ্বাসক্রিয়া।**—অগভীর দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, হিক্কা বমনঃ প্রতিষেধক বটে।

২৫ **ফুস্ফুস।**—বক্ষের বামপার্শ্বে সূচীবেধ।

২৬ **হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।**—হৃৎকম্পন, তৎসহ মাথাঘোরা ও মাথাধরা।

নাড়ী:—দ্রুত, সূক্ষ্ম, কতকপরিমাণে কঠিন ও অনিয়মিত।

২৭ **পৃষ্ঠদেশ।**—বোধ হয় যেন কোমরে কোন দোষ ঘটিয়াছে।

কোমর-প্রদেশে বেদনাযুক্ত সুড়সুড়ি।

৩২ **ঊর্দ্ধাঙ্গ**।—বাহুদ্বয়ের অসাড়তা, স্কন্ধাস্থির নিকটে কামড়ানি,—বাহুদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অনুভব হয় যেন বাহুদ্বয় আরও ক্ষুদ্রতর হইয়াছে।

৩৩ **নিম্নাঙ্গ**।—নিম্নাঙ্গে প্রেকবেধবৎ ও চিড়িকমারা, তৎসহ অতি দুর্ব্বলতা।

বাম নিতম্ব হইতে উরুমধ্যে বেদনা ও আকর্ষণ (টানিয়া ধরা) বোধ।

উপবেশন কালে দক্ষিণ উরুদেশের মধ্যভাগে খঞ্জবৎ কামড়ানি; সঞ্চালন কালে বৃদ্ধি।

দক্ষিণ গোড়ালি হইতে পদতলে বেদনা।

পদদ্বয়ে কীট-হন্টনবৎ।

৩৫ **অবস্থিতি, ইত্যাদি**।—সঞ্চালন : ৩৩। ভ্রমণ : ৪৬। পশ্চাতে বক্র হওয়া : ৩। দাঁড়াইতে পারে না : ৩৬। শয়ন : ২১।

৩৬ **স্নায়ু**।—মৃগীরোগবৎ আক্ষেপ, তৎসহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুষ্টিবদ্ধ, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, চক্ষুদ্বয় উপরে উত্তোলিত; প্রসারিত, একদৃষ্টি, অচল অক্ষিতারকা, মুখে ফেনা উঠে, দাঁত লাগিয়া যায়, নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন ও দ্রুত।

আক্ষেপ, তৎসহ নিদ্রা বা প্রলাপ।

অত্যন্ত যন্ত্রণাসহ অস্থিরতা।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শিশুগণ দাঁড়াইতে পারে না; মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিতে পারে না।

৩৭ **নিদ্রা**।—বমন অথবা মলত্যাগের পর শিশুগণ ঢুলিতে থাকে।

নিদ্রিত হইলে, চক্ষু ঘূর্ণন অথবা অল্প আক্ষেপ।

৩৮ **সময়**।—প্রাতঃকাল : ৫। বৈকাল : ১, ১৮। রাত্রি : ৫।

৩৯ **বায়ু ও উত্তাপ**।—খোলা বায়ুতে ভ্রমণে মাথাধরার উপশম।

গ্রীষ্মকালে বেশী ব্যবহৃত হয়।

উত্তাপ : ৪৬। সরস উষ্ণতা : ১১। গৃহ : ৪০। খোলা বায়ু : ১। খৌত করা : ৪৩।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম**।—শীতলতা, কম্প, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অচল।

৪২ **পার্শ্ব**।—দক্ষিণ : ৬, ১৮, ২২, ৩৩। বাম : ১৮, ২৮, ৩৩।

৪০ অনুভব।—অনুভব হয় যেন মস্তক, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় স্ফীত হইয়াছে; ধৌত করিলে পর বৃদ্ধি; গৃহ মধ্যে আসিলে উপশম।

অনুভব যেন একটা চেওড়া ফিতা মস্তক ও বক্ষের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে।

অনুভব হয় যেন শরীরের কোন কোন অংশে দোষ ঘটিয়াছে, যথা, মস্তক, বক্ষ, কোমর।

৪৪ ত্বক্‌।—কালশিরা, সর্ব্বাঙ্গ শরীরে কাল ও নীলবর্ণ দাগ।

৪৬ চর্ম্ম।—উদ্ভেদ সকল উত্তাপ লাগিলে চুলকায়।

ভ্রমণকালে উরুদ্বয়ের ছাল উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

চর্ম্মোপরি লাল দাগ সকল।

জলপূর্ণ ফোস্কা, শয্যায় শয়নে চুলকায়।

যক্ষবৎ উদ্ভেদ; হইতে সহজেই রক্তপড়ে।

গাত্রে ও বাম পায়ে লালাভাযুক্ত নীলবর্ণ দাগ সকল।

৪৭ অবস্থা।—শিশুগণ, দন্তোদ্গমকালে।

৪৮ সম্বন্ধ।—সমগুণবিশিষ্ট :—সিকুটা, কোনি, ইনাম-ক্রোকে।

সহপ্রযুক্ত:—এন্টিম-ক্রুড (দুগ্ধ বমন), আর্সে; এসেরাম, ক্যাল্কে-কার্ব্ব (দুগ্ধ বমন); কুপ্র; ইপিকা; ওপি।

ইহা ওপিয়মের ক্রিয়া নাশ করে, এবং উদ্ভিজ্জাম্ল কর্তৃক ইহার ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

ইপিকাকুয়ানহা।

পরীক্ষক :—হ্যানিম্যান।

১ মন।—ইচ্ছায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কিসের জন্ত তাহা জানে না।

চীৎকার করে।

নিস্তব্ধতা, চিন্তায় জড়িত।

খারাপ মেজাজ, সকল পদার্থ ঘৃণা করে।

খিটখিটে, অস্থির, হঠাৎ রাগিয়া উঠে।

ক্রোধ, বদমেজাজ, বিরক্তি প্রভৃতি হইতে রোগ সকল।

২ চৈতন্য।—ভ্রমণকালে ও ফিরিতে গেলে মাথাঘোরে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তক যেন মুষ্টবৎ, মস্তকের সমস্ত অস্থিমধ্যে এবং তথা হইতে নিম্নে জিহ্বা মূল পর্য্যন্ত; বিবমিষা, বমন; বহির্দ্দেশে থাকিলে উপশম।

লালবর্ণ গণ্ড সহ, মস্তক মধ্যে উত্তাপ ও দপদপানি।

কপালে কামড়ানি; কপালের মধ্যে সূক্ষ্ম মলবেধ বোধ।

কপালে দপ্‌দপানি।

অশ্রুস্রাব সহ চক্ষুমধ্যে বেদনা।

বিবমিষা ও বমন সহ, অর্দ্ধাংশে শিরঃপীড়া।

মস্তকমধ্যে বেদনা।

অস্থিপট ও গ্রীবাদেশে বেদনা।

৪ বহির্মস্তক।—কণ্টানেল সকল উন্মুক্ত; অস্থিপট ও গ্রীবায় ক্ষতবৎ বেদনা।

৫ চক্ষু।—আলোকে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ বাতির আলোক হইতে।

আলোকের চতুর্দ্দিকে নীল ও লালবর্ণ মণ্ডলাকার।

দৃষ্টির ব্যাঘাত, চক্ষু প্রদাহিত, লালবর্ণ।

অক্ষিতারকা প্রসারিত।

স্ক্লেরোটিকা হরিদ্রাবর্ণ।

অর্জ্জুন রোগ (chemosis); প্রচুর অশ্রুস্রাব; বিবমিষা।

অক্ষি গোলকের মধ্য দিয়া প্রবল রূপে চিড়িক মারিয়া উঠে।

অক্ষিপুটের উৎক্ষেপ।

৬ কর্ণ।—অতি সামান্য শব্দ সহ্য করিতে পারে না।

জ্বরের উত্তাপ কালে কর্ণ শীতল।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তি বিলুপ্ত; সর্দ্দি, তৎসহ বিবমিষা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা বদ্ধ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল—রক্তশূন্য, স্ফীতভাব; হরিদ্রাবর্ণ; মৃতবৎ রক্তশূন্য, চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট; এবং তৎসহ নীলবর্ণ দাগ।

নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর ইনফ্লু ও স্ফুটাবর্দ্ধিতাল আদুল।

তৎসহ আলোকাসহতা, অশ্রুস্রাব, এবং জ্বালাযুক্ত অক্ষিপুট; ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত।

মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

উদ্বেগ।

১০ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখগহ্বরের চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ চর্ম্ম।

ঠোঁট নীলবর্ণ; শীতের (কম্পের) সময়ে।

শিশুগণ মুখমধ্যে মুটা পুরিয়া দেয়; চীৎকার করে; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; দন্তোদ্গম।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—তিক্ত; মিষ্ট, রক্তবৎ, গলাধঃকরণ কালে দুর্গন্ধ তৈলের মত।

জিহ্বা:—পরিষ্কার, হরিদ্রা বা শাদা; রক্তশূন্য হইয়া যায়।

কথা কহিতে চাহে না; জিহ্বা শুষ্ক।

১২ মুখমধ্য।—লালা বর্দ্ধিত।

মুখগহ্বরে ও জিহ্বার উপরে দমদমে জ্বালা।

১৩ গলমধ্য।—ফসেস শুষ্ক, ক্ষতবৎ টাটানি, কর্কশ, হলবেধ বোধ।

কষ্টকৃত গলাধঃকরণ।

ডায়াফ্রামে বেদনা সহ, গলমধ্যে চাপবোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য, মিষ্টান্ন খাইতে ইচ্ছা।

সকল প্রকার খাদ্যেই অনিচ্ছা, ক্ষুধা নাই; মাটির ন্যায় আস্বাদ, পাকস্থলী শিথিল বোধ হয়; বিবমিষা।

তৃষ্ণা।

তৃষ্ণাশূন্যতা।

১৫ পানাহার।—বৃদ্ধি:—দুষ্পাচ্য দ্রব্য, লেবুর খোসা, পিষ্টক ইত্যাদি হইতে, এমন কি এই সমস্ত হইতে আক্ষেপ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়; ফল, শূকর, মাংস, চর্ব্বি ইত্যাদি হইতে।

কোন শীতল পানীয় খাইলে (বৃদ্ধি খাইলেও) পেটবেদনা, বিবমিষা, বমন।

পান করিলে : ৪০।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—শূন্য উদ্গার ; প্রচুর লালা।

বিবমিষা সহ হিক্কা।

প্রায় সকল রোগের সঙ্গে সঙ্গেই সতত বিবমিষা ; বিবমিষা, যেন পাকাশয় হইতে।

ধূমপান হইতে বিবমিষা ও কাঠবমি, তামাকের প্রাথমিক (মুখ্য) ক্রিয়া।

বমন :—ভুক্ত পদার্থ ; পিত্ত ; প্রচুর আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা ; রক্ত অথবা পিচের ন্যায় পদার্থ ; কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ, তৎসঙ্গে রক্ত থাকে বা থাকে না ; অম্ল তরল পদার্থ, সতত বিবমিষা থাকে।

বমন :—বমনের সহিত তৃষ্ণা, ঘর্ম, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ; বমনের সহিত উদরাময়, পেটবেদনা, স্ফীত উদর, বমনের পর নিদ্রালু।

অবনত হইলে বমন বৃদ্ধি।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয় মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্টবোধ (বমনের ন্যায়)।

চুষ্পাচ্য পদার্থ অথবা বরফবৎ শীতল পদার্থ হইতে পাকাশয়ের সর্দি।

পাকাশয় শিথিল বোধ হয়, যেন ঝুলিতেছে।

খামচান-বৎ বেদনার আক্রমণ।

পাকাশয়ে স্পন্দন বোধ।

প্রতি দিন অথবা এক দিন অন্তর, ঠিক একই সময়ে, অজীর্ণ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ে বেদনা।

তাহাতে যেন জাঁতার মধ্যে ফেলিয়া পিষ্ট হইতেছে।

১৯ উদর।—পেট মোচড়ান বেদনা, যেন কাহারও হস্তের অঙ্গুলিগুলি অন্ত্রমধ্যে চাপ দিতেছে, বিশ্রামে উপশম, সঞ্চালনে অত্যন্ত বৃদ্ধি।

প্রত্যেক সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তনবোধ বেদনা, প্রায় সর্ব্বদা ঐ বেদনা বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে যায়।

পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগের সহিত, উদরাধ্মানযুক্ত পেট বেদনা।

নাভির নিকট কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মল, ইত্যাদি।—বেদনা সহ উদরাময়, বেদনায় অবিরাম চীৎকার ও ছট্‌ফট্ করা।

মল :—হরিদ্রাবর্ণ, বেদনাশূন্য, উচ্ছলিত (উৎসেচনযুক্ত) অর্থাৎ ফেনা ফেনা ; যেন উৎসেচনযুক্ত (*fermented*) খাদ্যের ন্যায় সবুজ, তৎসহ বিবমিষা ও পেট বেদনা; সবুজ আম; মল লাল, রক্তযুক্ত আমদ্বারা আবৃত; রক্তযুক্ত; পিচের ন্যায় অথবা ফেনাযুক্ত খাদের ন্যায়; পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত; তৎপরে কোঁথ পাড়া।

শরৎকালিক উদরাময়, নাভির নিকট অতিশয় মোচড়ানি বেদনা।

শিশুর গুলাউঠার প্রারম্ভে, বিবমিষা, বমন, পেটবেদনা, উদরাময়; বিশেষতঃ স্থূলকায় (মেদযুক্ত) রক্তশূন্য শিশুদিগের।

মলদ্বারে চুলকানি।

দক্ষিণ বৃক্ক হইতে জানুতে চিড়িকমারা।

২১ মূত্র।—মূত্র—অম্ল, কালচে লালবর্ণ ঘোলা, তৎসহ লালবর্ণ অধঃক্ষেপ।

প্রস্রাবত্যাগে নিষ্ফল বেগ।

রক্তপ্রস্রাব :—তৎসহ উদর ও প্রস্রাবপথে কর্তন, চুলকানি পাচড়া হঠাৎ বসিয়া গেলে।

২২ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর সময়ে স্খলন (prolapsus) এবং রক্তস্রাব। ঋতু অত্যন্ত আগাইয়া হয় ও প্রচুর।

২৩ গর্ভাবস্থা।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, প্রচুর, জমাট বাঁধা, বিবমিষা, শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর, নাভি হইতে জরায়ু মধ্যে দপদপানি।

প্রসব বেদনা আক্ষেপযুক্ত; বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে কর্তনবৎ বেদনা; বিবমিষা, নাভির নিকট খামচান।

প্রসবান্তে : ১৬।

২৪ লেরিংস।—স্বর গলার মধ্য হইতে।

ক্রুপ বা হুপিংকাশের আক্ষেপ।

দীর্ঘ শ্বাস লইতে গেলে বায়ুকুণ্ডলী মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ।

বায়ুনলী মধ্যে বায়ুরোধ; শ্বাস রোধক আক্রমণসকল।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসক্রিয়া :—দীর্ঘশ্বাসযুক্ত; দ্রুত, উদ্বেগপূর্ণ।

শ্বাস বায়ু :—দুর্গন্ধ, তৎসহ বমন ও ঘর্ম ; ত্রাস, যেন ধূলা নিশ্বাসের সহিত লইয়া।

কষ্টকর প্রশ্বাস প্রক্ষেপ।

গলমধ্য ও বক্ষের অতি প্রবল সঙ্কোচন, বিশেষ এক প্রকার হাঁপানির শব্দ ; খোলা জানালায় গিয়া বাতাসের জন্য হাঁপায় ; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ; অতি সামান্য মাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার ভয় ; হাঁপানি।

কাসিতে কাসিতে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

সর্দ্দির সময়ে শ্বাসরুদ্ধের ভয়, বিশেষতঃ যদ্যপি সর্দ্দি হঠাৎ বসিয়া যায়।

২১ কাসী।—কাসী :—কর্কশ, সর্ব্বশরীর কাঁপাইয়া ; শুষ্ক, লেরিংক্সের উর্দ্ধাংশে শুড়শুড়ি হইতে, প্রত্যেক শ্বাসের সহিত ; তৎসহ বমন করিতে ইচ্ছা, তৎসহ সামান্য পরিশ্রমের র চেষ্টা ; সরস, কিছুই শ্লেষ্মা উঠে না, যদিও বক্ষ শ্লেষ্মায় পূর্ণ বোধ হয় ; শ্বাসকষ্টের ন্যায় বোধ, বংকিয়াস মধ্যে এত শ্লেষ্মা জমিয়াছে বোধ হয়, রাত্রিতে ক্রুপের ন্যায়, দুলকম্প (মেদপূর্ণ) শিশুগণ।

হুপশব্দক কাসী, তৎসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মুখ হইতে রক্তস্রাব, বমন, শ্বাসরোধ হয়, রক্তশূন্য অথবা নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং অনড় (শক্ত) হইয়া উঠে।

শ্বাসরোধক সন্ধ্যাকালীন কাসী ; ক্রমাগত কাসী, তৎসহ কপালে ঘর্ম, মস্তকমধ্যে ধাক্কা লাগা বোধ, কাঠবমি ও বমন।

গয়ার প্রাতঃকালে ঈষৎ লাল রক্তযুক্ত, শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত ; কিম্বা টানিলে দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা, উহা প্রায়ই বমিত হয়।

২২ ফুসফুস।—শিশুদিগের ফুসফুসপ্রদাহ ; শ্বাসক্রিয়া দ্রুত, কষ্টকর ; গাত্র নীলবর্ণ ; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য।

বড় বড় বুদ্বুদের বড় বড় শব্দ ; জ্বর, কিন্তু মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত রক্তশূন্য ; কাসী এবং ওয়াক-তোলা।

ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব ; অতি সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি ; পুনঃ পুনঃ বহু বহু করিয়া কাসী, তৎসহ রক্তের দাগযুক্ত শ্লেষ্মা গয়ারউঠে।

বক্ষের ভিতর সূক্ষ্ম ঘড় ঘড় শব্দ, আক্ষেপিক কাসী; বিবমিষা, ফুস্ফুসের স্ফীতি (ইডিমা)।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী :—বৃহৎ ও কোমল; বর্দ্ধিতগতি, কিন্তু দুর্ব্বল।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গলমধ্যে স্ফীতি ও পূয়োৎপত্তি।

সঞ্চালন কালে দুই স্কন্ধাস্থি মধ্যে খিলধরে।

চিড়িকমারা বেদনা, দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে নিম্নে উরুদিয়া জানুতে।

৩১ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—এক হাত শীতল, অপর হাত উষ্ণ।

৩২ নিম্নাঙ্গ।—রাত্রিতে উরুদ্বয়ে খিলধরে।

পদ ও চরণদ্বয়ে আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ।

পায়ের ডিমে চুলকানি।

চরণে ক্ষত, ক্ষতের মধ্যস্থল কাল।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—ভ্রমণ : ২। ফিরিতে গেলে : ২। অবনত হওয়া : ১৬। সঞ্চালন ১৯, ২৬, ৩১, ৪০। বিশ্রাম ১৯। ছটফট করে : ২০। অতি সামান্য মাত্র পরিশ্রম ২৭, ২৮। উপবেশন : ৩১।

৩৫ স্নায়ু।—শরীর অবসন্ন, প্রসারিত, পরে বাহুর আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ।

তামাকু পানাহরণ করায় ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ।

আক্ষেপ :—হুপিংকফ কাসীতে, উদ্ভেদ বসিয়া গেলে; অজীর্ণ খাদ্য হইতে, ইত্যাদি।

মৃগীরোগবৎ আক্ষেপ তৎসহ চীৎকার; আক্ষেপে পশ্চাতে ধনুকবৎ বক্র হওয়া, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, শীত ভাব; পাকাশয়ের গোলমাল।

অত্যন্ত দুর্ব্বল, সকল প্রকার খাদ্যেই অনিচ্ছা, বিবমিষা, হঠাৎ শয্যাশায়ীবৎ দুর্ব্বলতা।

৩৬ নিদ্রা।—হাইতোলা ও আড়ামোড়ি ভাঙ্গা।

অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে নিদ্রা; কোঁথানি, গোঁ গোঁ করা।

নিদ্রা রহিত।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ২৭। প্রাতে ১১টা : ৪০। সন্ধ্যাকাল : ২৭।
রাত্রি : ২৭, ৩৩।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উত্তাপ ও ঠাণ্ডায় অতি চৈতন্যাধিক।

শীতকালে ও শুষ্ক বায়ুতে বৃদ্ধি।

উষ্ণ সজল বায়ুতে বৃদ্ধি, ‖ দক্ষিণে বাতাসে —সর্দ্দি ; হাঁপানি।

ঘরের বাহিরে : ৩, ৪০। খোলা জানালার বাতাসে : ২৬। উষ্ণতা : ৪০। খোলা বায়ু : ৪০। গৃহ : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম। একদিন অন্তর বেলা ১১ টার সময়ে শীত।

শরীরের উর্দ্ধাংশের শীতলতা।

উষ্ণগৃহে অথবা বাহ্যিক উত্তাপ হইতে শীত বৃদ্ধি ; পান করিলে এবং খোলা বায়ুতে থাকিলে হ্রাস হয়। শীতের সময়ে বমন।

আভ্যন্তরিক শীত, বাহ্যিক উত্তাপ।

পৃষ্ঠে বেদনা, হ্রস্ব (স্বল্পস্থায়ী) শীত, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর ; শীতের সঙ্গে প্রায়ই ঢক্কা, মাথাধরা, বিবমিষা এবং কাসী ; ঘর্ম্ম সর্ব্বশেষে।

সর্ব্বাঙ্গ শরীরে উত্তাপ, তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের শীতলতা ও রক্তশূন্যতা ; কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম :—উত্তপ্ত, গৃহমধ্যে হঠাৎ আক্রমণ ; আংশিক, শীতল ; শরীরের উর্দ্ধাংশে ; সঞ্চালনে বৃদ্ধি ; টক্ গন্ধযুক্ত ; হরিদ্রা দাগ পড়ে ; গৃহের বাহিরে গেলে বৃদ্ধি ; শীতল, চটচটে ; কুইনাইন ব্যবহারের পরে প্রচুর।

কুইনাইন অপব্যবহারের পর সবিরাম জ্বর ; অনিয়মিত সবিরাম জ্বরের প্রারম্ভে, বিশেষতঃ যদ্যপি তাহাতে বিবমিষা থাকে ; নেট্রাম-মিউরেটিকামের ন্যায় কপালে মাথাধরাসহ শীত, জ্বর এবং ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থায় বৃদ্ধি ; ঘর্ম্মের পরে উপশম।

৪১ আক্রমণ।—বাল্যে অরুচিসহ রোগের আক্রমণ।

প্রতিদিন অথবা একদিন অন্তর ঠিক একই সময়ে : ১৭, ৪০। শরৎকাল : ২০।

৩২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ২১, ৩১। বাম : ১৮। বাম হইতে দক্ষিণ : ১৯, ২৪। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩১।

৩৩ তন্তু।—রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত।

মেদ, স্থূলকায় শিশু।

বেদনা, যেন সমস্ত অস্থি বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; তৎসহ বমন এবং অন্ত্রে বেদনা।

আভ্যন্তরিক অংশ সমূহে শোথ।

চর্ম্ম ও মাংসপেশী শিথিল (দুর্ব্বল)।

মৃৎপাতু রোগ (জেরোসিস)—কড় অঙ্গ, চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল শাদাটে ও রক্তশূন্য।

৩৪ চর্ম্ম।—কপাল, বগ ও গণ্ডে উদ্ভেদ।

চর্ম্ম চুলকায় ; যতক্ষণ না বমি হয় ততক্ষণ চুলকায়।

সূতিকাবস্থায় উদ্ভেদ।

উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া কিম্বা অতি ধীরে ধীরে বহির্গত হয়, তৎসহ বক্ষে (শ্বাসগ্রহণে) কষ্ট বোধ বমনকারক ও ঘড়ঘড়ি কাশী।

বিসর্প।

৩৫ সম্বন্ধ।—ইপিকার পরে শুভফলপ্রদ :—শৈশব বিসূচিকা, দুর্ব্বলতা, ক্রুপ, জ্বর ইত্যাদিতে আর্সেনিক, শোথবদ্ধ বদ্যো যাহ বক্ষে এণ্টিম-টার্ট, সর্দ্দি বসিয়া গেলে নক্স-ভমিকা, আর্সেনিক ; কিরাটাইটিস রোগে এপিস।

ইপিকার প্রতিবিষ :—আর্ণি, আর্সে, সিঙ্কো, নক্স-ভম টাবে।

ইপিকা প্রতিষেধ করে :—এলুমি, আর্জে, আর্সে, সিঙ্কো, ডল্কা, ফেরাম, লরো, ওপি, ট্যাবে, এণ্টিম-টার্ট।

ইপিকার কার্য্যাবশেষপূরক :—কুপ্রম।

ইলাটিরিয়াম।

১৮ বিবমিষা ও বমন।—বিবমিষা; জলবৎ পদার্থ, অথবা সবুজবর্ণ, পিত্ত-যুক্ত পদার্থ, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

১৯ উদর।—অন্ত্রমধ্যে কর্ত্তনবৎ, মোচড়ানি বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—প্রচুর তরল, ফেনাযুক্ত কিম্বা সবুজবর্ণ।

৩১ নিম্নাঙ্গ।—বাম সায়াটিক স্নায়ু বহিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত চিড়িকমারা এবং অল্প অল্প কামড়ানি বেদনা।

৩৯ তন্তু।—ইলাটিরিয়াম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ অন্ত্র ও পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে, প্রচুর জলবৎ সিরাম নির্গত করায়।

৪৮ সম্বন্ধ।—তুলনা কর।—ক্রোটে টিগ (সমগুণ সম্বন্ধ), সিকেলি (সবুজ উদরাময়), ভিরাট্রি এল্বম, কলচিক (ওলাউঠাবৎ লক্ষণ)।

ইস্কুলাস হিপোকাষ্টেনাম।

পরীক্ষক।—হেলবিগ।

১ মন।—উদাসপ্রকৃত, বিমর্ষ, খিটখিটে।
মনঃসংযোগ করিতে পারেন না।

২ চৈতন্য।—মস্তকমধ্যে গোলমাল (confused) বোধ, তৎসহ মাথাঘোরা।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে অল্প অল্প চাপবোধ, অল্প বিবমিষা, তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বে দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে সূচীবেধ।
কপালের দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে স্নায়ুশূলের চিড়িকমারা বেদনা; তৎপরে এপিগ্যাষ্ট্রিয়মে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা। রগের মধ্যদিয়া পুনঃ পুনঃ কাটিয়া যাওয়াবৎ বেদনা।

৪ চক্ষু।—চক্ষু সম্মুখে আলোক-কম্পন।
অক্ষিতারকা প্রসারিত; ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়।
চক্ষু ভার ও অলস বোধ; অক্ষিগোলক টাটানি বেদনাযুক্ত ও উত্তপ্ত বোধ।
বামচক্ষুর উর্দ্ধে বেদনাদায়ক কামড়ানি।

উৎক্ষেপ :—অক্ষিপুটের ; বাম-চক্ষুর নিম্নস্থিত মাংসপেশীর।

অশ্রুস্রাব।

৭ নাসিকা।—পোষ্টিরিয়ার-নেরিস ও গলমধ্যের শুষ্কতা।

*সর্দ্দি (coryza)।

সরস সর্দ্দি, অল্প অল্প কপালের শিরঃপীড়া, পাতলা জলবৎ সর্দ্দিস্রাব ; জ্বালাযুক্ত ও ক্ষতবৎ বোধ।

পোষ্টিরিয়ার-নেরিস ও কোমল তালু মধ্যে হুলবেধ ও জ্বালা।

৮ মুখমণ্ডল —রক্তশূন্য, অতি দুঃখীর ন্যায় চেহারা।

মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে উত্তাপ ও লালবর্ণ।

শুইলে পর মুখমণ্ডল স্ফীত হয়, দর্শনে লাল দাগ সকল বাহির হয়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ —মিষ্ট, তিক্ত, পরে মিষ্ট, ধাতব : লালাস্রাবসহ তৈল অথবা তাম্রবৎ।

জিহ্বাকে শাসন করিতে পারেন না যে ঠিক কথাটি উচ্চারণ করিতে পারিবেন।

জিহ্বা সাদা বা হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মাবৃত ; জলসান বোধ হয়।

জিহ্বার অগ্রভাগ টাটানিযুক্ত, যেন ক্ষত হইয়াছে।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্যে পুরু হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা।

লালাস্রাব, তৈলবৎ আস্বাদ ; দন্ত যেন তৈলাবৃত।

১৩ গলমধ্য।—টন্সিলে বড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা ; শ্লেষ্মা মিষ্টাস্বাদযুক্ত।

কণ্ঠের মধ্যে খোঁচাবেধ বোধ ; যেন কিছু সেখানে আটকাইয়া এইরূপ চাপ বোধ।

কণ্ঠমধ্যে শুষ্কতা, জ্বালা ও সঙ্কোচন বোধ।

টন্সিলদ্বয় কালচেবর্ণ, রক্তপূর্ণ স্ফীত, বাম পার্শ্বে টন্সিলে বেশী ; গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা, তৎসহ অত্র কামড়ানি বেদনা।

১৪ আহার।—আহারান্তে পাকস্থলী পূর্ণ বোধ হয়, বোধ হয় যেন তাহার প্রাচীর পুরু হইয়াছে।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—অম্ল ; চর্ব্বিযুক্ত ; তিক্ত ; ভুক্তপদার্থের আস্বাদ ; খালি (শূন্য) ; ঘন শ্লেষ্মা।

প্রবল কাঠবমি ও বমন ; পাকস্থলীতে জ্বালা।

১৭ পাকস্থলী।—প্রত্যূষে পাকস্থলী মধ্যে চর্বণ ও খালি (শূন্য) বোধ।

পাকস্থলীমধ্যে শূন্যতা বোধ, জ্বালা, অত্যন্ত কষ্ট বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—পাকস্থলী হইতে যকৃতের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত সতত অতি প্রবল কামড়ানি (aching) বেদনা।

দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে টাটানি ; মাথাধরার পরে সূচীবেধ।

পেটবেদনাসহ, দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়মে চিমটিকাটাবৎ বেদনা।

যকৃত ও পোটাল শৈরিক বিধানের রক্তাধিক্যতা।

প্লীহা প্রদেশে বেদনা।

১৯ উদর।—নাভির নিকটে জ্বালাকর কষ্ট, টাটানি ও কামড়ানি (aching)।

উদর স্পর্শে টাটানিযুক্ত ; ইহার মধ্যে পূর্ণতা ও দপদপানি বোধ।

পেটডাকা, তৎসহ নাভির নিকটে কর্ত্তনবৎ বোধ।

দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ।

উদর (অন্ত্র) মধ্যে আধ্মান বশতঃ বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ করে।

মলদ্বারের নিকট টাটানি, জ্বালা, চুলকানি, পূর্ণতা ও কোঁথপাড়া।

সরলান্ত্রের শুষ্কতা, উত্তাপ ও সঙ্কোচন, সরলান্ত্র বোধ হয় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্যপূর্ণ রহিয়াছে ; কষ্টকর জ্বালা বোধ ; কদাচিত রক্তস্রাব হয় ; পৃষ্ঠদেশে কামড়ানি ও খঞ্জতা, কিম্বা চিড়িকমারা।

মলত্যাগের পর মলদ্বারের স্খলন (ভ্রংশ) ; অল্প অল্প পৃষ্ঠ বেদনা।

মল বৃহৎ, শুষ্ক কঠিন ও গাঁইটবিশিষ্ট :—কষ্টে নিঃসৃত ; ভসকা ; প্রথমাংশ কঠিন, কাল, শেষাংশ দেখিতে স্বাভাবিক আকার কিন্তু দুগ্ধবৎ সাদা।

২১ মূত্র।—পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প মূত্রত্যাগ ; বৃক্ক মধ্যে বেদনা।

মূত্র :—কর্দ্দমযুক্তবৎ ঘোলা, অতি বেদনার সহিত নিঃসারিত হয় ; জ্বালাবৎ বোধ ; উত্তপ্ত ; কালচে কটাবর্ণ অধঃক্ষেপ ; হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ ঘন সাদা শ্লেষ্মার অধঃক্ষেপ।

২২ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শ্বেতপ্রদর কালচে হরিদ্রাবর্ণ, ঘন এবং চটচটে ;

ঋতুর পরে বৃদ্ধি; ভ্রমণকালে বৃদ্ধি; যোনি-ওষ্ঠে ক্ষত উৎপাদন করে; সেক্রাম ও জানুদ্বয় মধ্যে কামড়ানি (aching)।

২৪ গর্ভাবস্থা।—ভ্রমণকালে সেক্রো-ইলিয়াক সন্ধিস্থল ফাঁক হইয়া যায়; বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; শয়নে অপেক্ষাকৃত ভাল।

* অর্শ।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ।

গ্লটিস এবং লেরিংক্স ও ফেরিংক্সের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা ও কাঠিন্য বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, কষ্টকৃত, শ্বাসক্রিয়ার সহিত দক্ষিণ ফুস্ফুসে বেদনা।

২৭ কাসী।—শুষ্ক, হ্রস্ব, গলাধঃকরণ ও গভীর নিশ্বাস লইলে বর্দ্ধিত হয়।

২৮ ফুস্ফুস।—বক্ষমধ্যে ক্ষতবৎ বোধ।

ফুস্ফুসদ্বয় রক্তপূর্ণ, ভারী বোধ হয়।

বক্ষমধ্য দিয়া সূচীবেধ; সূচীবেধ বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করে।

৩০ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—পূর্ণতাবোধ ও হৃদকম্পনসহ, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে চিড়িকমারা।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অল্প অল্প কামড়ানি (aching), জ্বালা বোধ।

হৃৎকম্পন, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পূর্ণ; শরীরের সর্ব্বত্র স্পন্দন অনুভূত হয়।

নাড়ী:—বর্দ্ধিত গতি; কোমল, দুর্ব্বল।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাৎদেশে খঞ্জতা ও শ্রান্তি বোধ।

স্কন্ধদ্বয় মধ্যে কামড়ানি (aching)।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি ও বক্ষ মধ্যে বেদনা; আঘ্রাণ লইলে বৃদ্ধি।

কটিদেশে প্রবল কামড়ানি বেদনা, সম্মুখে অবনত হইলে ও ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বামবাহু ও হস্ত অধিকতর ঠাণ্ডা, ভারী ও স্ফীত বোধ হয়।

দক্ষিণ বাহুর পক্ষাঘাত বোধ হয়, তাহা তুলিতে পারে না।

হস্তদ্বয় ধৌত করিলে পর তাহাতে খোঁচাবেধা ও স্ফীত বোধ।

করতলদ্বয় নীলবর্ণ।

৩৫ নিম্নাঙ্গ।—পৃষ্ঠদেশ ও পদদ্বয় দুর্ব্বল ; হাঁটিতে পারে না, শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

৩৬ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সন্ধি অচল, কামড়ানি ও বেদনাযুক্ত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভারী বোধ হয়।

৩৭ অবস্থিতি, ইত্যাদি —শয়ন : ২৪, ৩৩। সঞ্চালন : ৪৪। ভ্রমণ : ২৩, ২৪, ৩১, ৩৩। অবনত হইলে : ৩১। উপবেশন : ২৪।

৩৬ স্নায়ু।—স্নায়ুশূলের বেদনা।

খঞ্জতা ও পাক্ষাঘাতিক বোধ : ৩১, ৩২, ৩৩।

ভ্রমি ও দুর্ব্বল বোধ ; শ্রান্তি বোধ।

৩৭ নিদ্রা।—আড়ামূড়ি ভাঙ্গিতে ও হাইতুলিতে ইচ্ছা।

নিদ্রালু :—নিদ্রিত হইয়া পড়ে ; জাগিলে পর বুঝিতে পারে না কোথায় সে (স্ত্রী) আছে।

পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা সহ জাগিয়া উঠে।

প্রাতে জাগিলে পর টাটানিযুক্ত ও শ্রান্ত বোধ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল ১৭, ৩৭, ৪৪। সন্ধ্যাকাল : ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বায়ু : ৭। ধৌত করিলে : ৩২। অগ্নির তাপ : ৪০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত বোধ :—শীত পৃষ্ঠ বহিয়া উঠে ও নাবে, তৎসহ মলদ্বার মধ্যে জ্বালা ; অগ্নির তাপে উপশম।

সন্ধ্যাকাল :—জ্বর, চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক ; হাত পায়ের তলায় জ্বালা।

মস্তক কামড়ায়, যেন উহা ফাটিয়া যাইবে ; আড়ামূড়ি ভাঙ্গিতে ও হাই-তুলিতে ইচ্ছা।

অক্ষিপট, মুখমণ্ডল, গ্রীবা ও স্কন্ধদ্বয়ের উপর উত্তাপের বেগ।

জ্বরের সহিত প্রচুর উত্তপ্ত ঘর্ম্ম।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ :—হাইপোকণ্ড্রিয়া, ১৮ দেখ ; কুক্ষি, কুচঁকি ২৬ দেখ।

বাম :—অক্ষিগোলকে বেদনা, লালবর্ণ মুখমণ্ডল, টন্সিল রক্তাধিক্যযুক্ত ; হৃৎপিণ্ড, ২৯ দেখ ; বাহু ভারী।

বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে :—বক্ষমধ্য দিয়া সূচীবেধ।

১৫ তন্তু।—রক্ত অধিক হওয়ার ন্যায় পূর্ণতা :—হৃৎপিণ্ড, মস্তক, ও চর্ম্মের।
মাংসপেশীর টাটানি বোধ, প্রাতঃকালে জাগিলে এবং সঞ্চালন কালে।
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা।
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত হয়।

১৬ চর্ম্ম।—পিপীলিকা হণ্টনবৎ :—করোটিত্বক, নাসিকা ও কসেসে।
সর্ব্ব শরীরের চুলকানি, বিশেষতঃ কটিদেশে।

১৭ অবস্থা।—অর্শরোগের প্রবণতা।

১৮ সম্বন্ধ।—সমগুণ বিশিষ্ট :—ইস্কু-ম্যাস্র।
সহপ্রযুক্ত :—এলো, কলিন্সো, মার্ক, নক্সভমি, পডোফ, সলফা।

একোনাইটাম।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অন্যমনস্ক; স্মরণ শক্তির দুর্বলতা, তারিখ মনে রাখিতে পারে না।
দূরস্থ পদার্থ দর্শন।
আহ্লাদ; কল্পনা সকল; প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রিতে।
পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ভাব, একবার আনন্দ পূর্ণ, আবার ক্রন্দনেচ্ছা।
‖ জনতা কিম্বা জনতাপূর্ণ রাস্তা পার হইতে ভয়।
• ভূতের ভয়; জ্ঞানবিলোপের ভয়; ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশঙ্কাযুক্ত।
আসন্ন মৃত্যুর ভয়; মৃত্যুর দিন পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলে।
অশান্তনীয় উদ্বেগ, করুণোৎপাদক বিলাপ; কেবল সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যকে তিরস্কার করে; খিটখিটে, অধীর।
‖ উদ্বেগ, অস্থির, যন্ত্রণায় ছটফট করে।
চৈতন্যাধিক, আলোক কিম্বা শব্দ সহ্য করিতে পারে না।
• কানের ভিতর ভন্ ভন্ শব্দ; স্পৃষ্ট অথবা অনাবৃত হইতে চাহে না।
খিটখিটে, অল্পেই রাগিয়া উঠে; হিংসক স্বভাব; কিম্বা বিমর্ষ, বিলাপ।

একবার ভয় প্রাপ্তির পরে, অন্ধকারে থাকিতে ভয়।

ক্রোধজনিত রোগ সকল; শিশু থাকিয়া থাকিয়া এক একবার অত্যন্ত রাগিয়া উঠে।

২ চৈতন্য।—রক্তাধিক্যতা বশতঃ মাথাঘোরা, যেমন রৌদ্রে ভ্রমণ হইতে, শুষ্ক, শীতল বায়ুর পরে; ক্রোধ, ভয় প্রাপ্তির পরে; মানসিক আবেগ বা ঠাণ্ডা লাগান হেতু হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া হেতু।

পতন বা চেঁচা আঘাত হইতে মাথাঘোরা: মুখমণ্ডল রক্তশূন্য অথবা লালবর্ণ, কিন্তু তন্দ্রা নাই।

মস্তকোত্তলন করিলে মাথাঘোরে, বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে শয়ান থাকার পরে, বিবমিষা, দৃষ্টিশক্তি লোপ, চৈতন্য বিলুপ্ত, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কিম্বা মাতালের ন্যায় টলা।

হেলান দেওয়া অবস্থা হইতে উঠিতে গেলে ভমি, তৎসহ মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা অথবা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা।

• মস্তকাভ্যন্তর।—সূর্য্যাঘাত, বিশেষতঃ সূর্য্যোত্তাপে শুইয়া থাকিয়া।

শিশুদিগের মস্তিষ্ক পীড়া, তৎসহ মস্তক মধ্যে প্রবল বেদনা ও চক্ষুর চৈতন্যাধিক্যতা, কিম্বা স্তম্ভিতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তৎসহ বমন, কোষ্ঠবদ্ধ।

রক্তাধিক্যতা, উদ্বেগ, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ ও আরক্তিমতা, কিম্বা রক্তশূন্য মুখমণ্ডল; ক্যারটিড ধমনীর প্রবল স্পন্দন; নাড়ী পূর্ণ, বলশালী, কিম্বা ক্ষুদ্র ও দ্রুত; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

কপালের পূর্ণতা ও ভার বোধ, যেন সমস্ত মস্তিষ্ক চক্ষুমধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

মস্তকমধ্যে স্পন্দন ও চিড়িকমারা।

নাসিকা মূলের ঊর্দ্ধে খিলধরাবৎ অনুভব, বোধ হয় যেন তিনি জ্ঞান হারাইবেন; সর্দ্দি বসিয়া যাওয়া।

মাথাধরা, যেন মস্তিষ্ক আলোড়িত অথবা উত্তোলিত হইয়াছে; সঞ্চালন-কালে, পান করিলে, কথা কহিলে অথবা সূর্য্যালোকে বৃদ্ধি।

উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে, কপালে বোধ হয় যেন চাপ প্রাপ্ত।

কপাল, রগদ্বয় ও মস্তক-শীর্ষে চাপ।

মাথাধরা, তৎসহ মূত্রোৎপত্তি বর্দ্ধিত।

• বহির্মস্তক।—মস্তকশীর্ষে বোধ হয় যেন কেশ ধরিয়া টানিতেছে, রগ, কপাল ও নাসিকায় খট্‌খট্ শব্দ, যেমন পাতলা ধাতুপত্র বাঁকা ইলে হয়; সন্ধ্যাকালে, সঞ্চালন হইতে বৃদ্ধি; বসিলে উপশম।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

• চক্ষু।—আলোকে বিতৃষ্ণা, বিশেষতঃ সূর্য্যালোক: আলোকে চক্ষু ঝল-সিয়া যায়।

দৃষ্টিভ্রমে কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ দেখে।

চক্ষু বহির্গামী, একদৃষ্টি, বিকৃত চেহারা। * সংন্যাস। * হাপানি। * ধনুষ্টংকার।

অক্ষিতারকা সঙ্কুচিত, পরে প্রসারিত।

চক্ষু লালবর্ণ, প্রদাহিত, ধমনীসকল গভীর লালবর্ণ, জ্বালাযুক্ত, চাপবিশিষ্ট চিড়িকমারা বেদনা, বিশেষতঃ অক্ষিগোলক নাড়িলে; কোন প্রকার স্রাব নাই; শীতল শুষ্ক বায়ু লাগিয়া কঞ্জংটাইভা-প্রদাহ।

প্রবল বেদনা, অতিশয় রক্তাধিক্যতা, প্রমেহ রুদ্ধ হইয়া চক্ষুপ্রদাহ।

অক্ষিগোলকের উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশ সঞ্চালনকালে টাটানি।

অতি প্রবল বেদনাসহ, প্রচুর অশ্রুস্রাব।

ছাই অথবা অন্যপ্রকার বাহ্য বস্তু হইতে কঞ্জংটাইভা-প্রদাহ।

অক্ষিপুট কঠিন, লালবর্ণ, স্ফীত; উত্তপ্ত, শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত এবং বাতাসে চৈতন্যাধিক; শীতলজলে শুষ্ক উত্তাপ উপশমিত হয়।

• কর্ণ।—গোলমালে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা; সঙ্গীত অসহ্য, সঙ্গীত যেন প্রত্যেক অঙ্গে প্রবেশ করে; সঙ্গীতে তাঁহাকে (স্ত্রীং) বিষণ্ণ করে।

কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ।

বাহ্যকর্ণে ছিদ্রবৎ বোধ।

বাহ্য কর্ণ উষ্ণ, স্ফীত, লালবর্ণ, বেদনাদায়ক চৈতন্যাধিক্যতা।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত।

সর্দ্দি :—প্রবল হাঁছি, জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা; শুষ্ক কিম্বা সরস সর্দ্দি; শুষ্ক, ঠাণ্ডাবায়ু বা প্রবল বাতাসজনিত সর্দ্দি।

সর্দ্দি, তৎসহ মাথাধরা, কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ, জ্বর, অনিদ্রা; বিশেষতঃ যদ্যপি সর্দ্দি বসিয়া যায়, খোলা বায়ুতে ভাল, কথা কহিলে বৃদ্ধি।

৮ মুখমণ্ডল।—উদ্বিগ্ন চেহারা।

মুখমণ্ডল :—পর্য্যায়ক্রমে রক্তবর্ণ ও শাদা; এক গণ্ড লাল, এক গণ্ড শাদা; ঠোঁট রক্তশূন্য, কালচে, বোধ হয় যেন মুখমণ্ডল বৃহত্তর হইতেছে।

উঠিলে রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল মৃতবৎ রক্তশূন্য (শাদা) দেখায়।

বামপার্শ্বের ট্রাইজেমিনাস স্নায়ুর স্নায়ুশূল, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও উষ্ণ; অস্থিরতা, যন্ত্রণা।

বোধ হয় যেন মাংসপেশী সকল সজোরে, আক্ষেপের সহিত নহে, সঙ্কুচিত হইয়াছে, সমস্ত মুখমণ্ডলের অসাড়তা, ভারীবোধ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট শুষ্ক, কাল, ছাল উঠিয়া যায়; ওষ্ঠের পীড়া।

ঠোঁটের জ্বালা, শুড়শুড়ি, অসাড়তা।

নিম্ন চোয়ালের স্ফীতি, তৎসহ মুখমণ্ডলে কামড়ানি।

মুখমণ্ডল এক পার্শ্বে আকৃষ্ট (বক্র)। আক্ষেপ।

১০ দন্ত।—ঠাণ্ডা হইতে, শুষ্ক শীতলবায়ু হইতে দন্তশূল, তৎসহ এক পার্শ্বে দপদপানি, গণ্ডের রক্তবর্ণ, মস্তকে রক্তাধিক্যতা, অত্যন্ত অস্থিরতা; বামপার্শ্ব।

দন্ত সংঘর্ষণ (কিড়মিড় করা)।

দন্ত শীতল বায়ুতে চৈতন্যাধিক; সুস্থ দন্তে দন্তশূল।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি। আস্বাদ :—তিক্ত, জল ব্যতীত; পচা; ঈষৎ মিষ্ট; পচা ডিম্বের ন্যায়, বিবমিষা উৎপাদক, শক্ত শ্লেষ্মা তুলিতে বাধ্য করে।

কম্পন এবং ক্ষণিক জোড়না।

বাক্য কথন : ৩, ৭।

জিহ্বা বোধ হয় যেন স্ফীত, জ্বালাযুক্ত, খোঁচাবেঁধা, শুড়শুড়ি।

মুখগহ্বর ও জিহ্বার অসাড়তা।

জিহ্বা শাদা কিম্বা হরিদ্রাযুক্ত শাদা লেপাবৃত।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য, জিহ্বা ও ঠোঁটের শুষ্কতা।

মুখমধ্যে জল সঞ্চয়। *কৃমি।

লালানিঃসারক নলীসকলের মুখ টাটানি, যেন ছাল উঠিয়া গিয়াছে।

লালা সাধারণতঃ হ্রাস হয়।

১৩ গলমধ্য।—কোমল তালু ও মুড়ুলার আরক্তিমতা।

শুষ্কতা অনুভব, বোধ হয় যেন গলমধ্যে কিছু আটকাইয়াছে।

গলমধ্যে হুলবেধ, ফসেস কালচে লালবর্ণ, জ্বালাযুক্ত।

গলমধ্যে জ্বালা ও অসাড়তা, গলমধ্য প্রায় অসাড়।

গলমধ্যে ও ইযুষ্টেকিয়ান নলী বরাবর খোঁচাবেঁধা, জ্বালা, গলাধঃকরণ করিতে বাধা করে।

স্বরভঙ্গতাসহ, গলাধঃকরণে প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষমতা।

গলাধঃকরণ কালে—গলমধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা ; বোধ হয় যেন কণ্ঠপিণ্ডপ্রদেশে খাদ্য রহিয়া গেল।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অতি প্রবল কিন্তু ধীরে ধীরে আহার করে।

জ্বালাজনক অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা।

* ইচ্ছা—সুরা বা ব্রাণ্ডি মদ্য, বিয়ার মদ্য, তিক্ত পানীয়।

ক্ষুধা বিলুপ্ত অথবা খাদ্যে ঘৃণা, বিবমিষা।

১৫ পানাহার।—শীতল পানীয় হইতে উপশম, উত্তাপে উপশমিত হয়।

বরফ জল খাইলে কাসী হয় ; পাকাশয়ের সর্দি, বিশেষতঃ দেহ অতি উত্তপ্ত হইলে পান করিলে পর।

আহারের পরে পাকাশয়ে প্রবল বেদনা, তৎসহ উষ্ণতা ও টাটানি ; হিক্কা ; বিবমিষা (মাংসের ঝোল খাইলে পর)।

সুরাপানের পর, বক উঠা, রক্তাধিক্যতা।

ধূমপানে :—হৃৎকম্পন বর্দ্ধিত হয় ; স্তম্ভিত করে।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

বিবমিষা : কৃমি বমন এবং শ্লেষ্মা বমন।

বিবমিষা অন্ননলী অথবা পাকস্থলীমধ্যে, গলমধ্যে কদাচিত কখন।

বমন :—পিত্ত : সবুজবর্ণ পদার্থ, তিক্তাস্বাদ ; রক্ত, অথবা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা, কিম্বা যাহা পান করা হইয়াছে, তৎপরে তৃষ্ণা।

উদ্বেগ, উত্তাপ, তৃষ্ণা, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং বর্দ্ধিত মূত্রত্যাগসহ, বমন।

১৭ পাকস্থলী।—যেন ভার চাপানবৎ পাকাশয় গহ্বরে চাপ, পুনঃ পুনঃ বমনের পর বোধ হয় যেন সেখানে একখানি শীতল পাথর রহিয়াছে।

পাকস্থলী হইতে অন্ননলী বহিয়া মুখমধ্য পর্য্যন্ত জ্বালা।

হঠাৎ অসহ্য বেদনা, তৎসহ কাঠিন্য, রক্তবমন, শ্বাসকষ্ট বোধ।

কপালে শীতল ঘর্ম্ম, পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রক্তাধিক্যতা।

পাকাশয়প্রদেশ স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া। —হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উদ্বেগ বোধ।

শ্বাসকষ্টসহ, বক্ষঃপ্রদেশে চাপ অথবা সঙ্কোচন।

শ্বাস গ্রহণে বক্ষঃমধ্যে সূচীবেধ।

ডায়াফ্রাম মধ্যে সূচীবেধ ও উত্তাপ।

১৯ উদর।—পেট বেদনায় দুমড়াইয়া পড়ে, তথাপি কোন অবস্থাতেই উপশমিত হয় না, টাওা লাগার পরে প্রদাহযুক্ত।

অন্ত্রমধ্যে জ্বালা, কর্ত্তন, চিড়িকমারা, অতি সামান্য মাত্র চাপে অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

উদর স্পর্শে উত্তপ্ত, স্ফীত, চৈতন্যাধিক, থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণা।

নাভিপ্রদেশ কঠিন, স্ফীত।

বমন, প্রস্রাবত্যাগে অক্ষমতা।

অন্ত্রবৃদ্ধি আটকাইয়া যায় (অর্থাৎ আর উঠে না), তৎসহ পিত্তযুক্ত বমন; অনুভবশক্তির অতি প্রাবল্য এবং প্রদাহ, অথবা শীতল চটচটে ঘর্ম্মসহ অন্ত্রবৃদ্ধি।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল অল্প, পাতলা, পুনঃ পুনঃ, তৎসহ কোঁথপাড়া; অথবা, বেদনাযুক্ত, অবশেষে রক্তযুক্ত। *রক্তামাশয়।

শাদা, তৎসহ কাদচে লালবর্ণ মূত্র।

* গ্রীষ্মকালের পীড়া।

পেট বেদনাসহ, শিশুদিগের পিত্তযুক্ত উদরাময়।

জলে ভিজিয়া উদরাময়, পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, অন্ত্রমধ্যে প্রবল বেদনা; বেগ।

কোঁথ দেওয়া, পিচ্ছিল মল, রাত্রিতে মলদ্বারে অসহ্য চুলকানি ও সুড়সুড়ি। *কৃমি।

দিবসে অত্যন্ত উত্তাপ এবং রাত্রিতে ঠাণ্ডা এইরূপ সময়ে রক্তামাশয় অথবা শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময়।

ক্রোধ অথবা ভয়প্রাপ্তির পরে, কর্ত্তন, পেটকামড়ানি, তৎপরে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বেগ।

পর্য্যায়ক্রমে পিচ্ছিল মল ও কোষ্ঠবদ্ধ। *আমলারোগ।

কোষ্ঠবদ্ধ; কর্দ্দমবৎ মল।

রক্তস্রাবী অর্শ, অর্শ প্রদাহিত, মলদ্বারে হুলবেধ ও চাপ।

২১ মূত্র।—বৃক্কপ্রদেশের চৈতন্যাধিক্য, চিড়িকমারা বেদনা।

মূত্রত্যাগ বেদনাযুক্ত, কষ্টকর, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া; পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

মূত্র অল্প, অগ্নিবৎ, জ্বালাজনক উত্তপ্ত, কাদচে লালবর্ণ, ঘোলা।

ইষ্টকচূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ।

তৃষ্ণাসহ, অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

মাথাধরা ও প্রচুর ঘর্ম্মসহ, অধিক মূত্রত্যাগ।

মূত্র নাশ অথবা মূত্ররোধ, তৎসহ মূত্রাশয়প্রদেশে চাপবোধ, কিম্বা মূত্রপ্রদেশে সূচীবেধ; ঠাণ্ডা লাগান হেতু মূত্ররোধ, বিশেষ শিশুদিগের, তৎসহ অত্যন্ত ক্রন্দন ও অস্থিরতা।

রক্তস্রাব, তৎসহ অর্শ; প্রস্রাবপথে জ্বালাবশতঃ অসহ্য কষ্ট।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা বর্দ্ধিত; থাকিয়া থাকিয়া কামোদ্দীপনা।

সন্ধ্যাকালে সঙ্গমেচ্ছা বর্দ্ধিত।

সঙ্গমেচ্ছা হ্রাস, তৎসহ স্থান সকল শিথিল।

অণ্ডকোষে ছুরিবৎ বেদনা।

অণ্ডকোষের গ্রন্থি (বীচি) স্ফীত ও কঠিন বোধ হয়।

শিশুগণ জননেন্দ্রিয় হাত দিয়া স্পর্শ করে। *মূত্রমেহ-প্রদাহ।

১০ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।---ডিম্বকোষপ্রদাহ, মূত্রপাতের বহির্গমন বেগ; প্রবল জ্বর, [illegible]

হঠাৎ [illegible] শুষ্ক, উত্তপ্ত।

জরায়ুপ্রদাহ [illegible] টাটানি।

ঋতু:—সাধারণতঃ অতি বিলম্বে, ক্লাস [illegible] দীর্ঘস্থায়ী, স্থূলকায় (মদাক্ত) স্ত্রীলোকগণ যাহারা কেবল বসিয়া থাকে: মস্তক ও বক্ষে রক্তাধিক্য-প্রবণতা; প্রচুর, তৎসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; ভয়প্রাপ্তি হেতু রুদ্ধ হইয়া যাওয়া।

শ্বেত প্রদর প্রচুর, আঠাবৎ, হরিদ্রাভাযুক্ত।

জরায়ুমধ্যে প্রসব বেদনাবৎ চাপ বোধ, ভূমড়াইয়া পড়িতে হয় কিন্তু কোন অবস্থাতেই উপশমিত হয় না। *কষ্টরজঃ।

জরায়ু হইতে প্রবল রক্তস্রাব, অত্যন্ত উদ্বেগ[illegible], মাথাঘোরে, উঠিয়া বসিতে পারে না [illegible]

১১ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় [illegible]

ভয়প্রাপ্তি হইতে গর্ভস্রাবের [illegible] উত্তেজিত, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া।

প্রসববেদনা অতি প্রবল, বেদনা অতি ঘন ঘন আইসে; স্থান সকল শুষ্ক, টাটানি, অপ্রসারণীয়; জরায়ুসংকোচন অপ্রচুর।

প্রসবান্তিকা বেদনা (আফ্টার পেইন্স) অত্যন্ত বেদনাদায়ক; দীর্ঘস্থায়ী।

স্তন্যজ্বর, তৎসহ প্রলাপ; স্তনদ্বয় উত্তপ্ত।

সূতিকাজ্বর, লোকিয়া (ক্লেদস্রাব) রুদ্ধ, স্তনদ্বয় শুষ্ক, শূন্য; চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক; নাড়ী কঠিন, দ্রুত কিম্বা সঙ্কুচিত; চক্ষু উজ্জ্বল

ন্যায়, একদৃষ্টি, উজ্জ্বল; জিহ্বা শুষ্ক; উদর বায়ুপূর্ণ ও চৈতন্যাধিক।

যখন স্ত্রীলোকগণ প্রসবের কিছুদিন পরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে, তখন লোকিয়া-স্রাব প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সদ্যজাত শিশু :—শ্বাসরোধ (মৃতকল্পতা), সংন্যাসের লক্ষণ যথা উত্তপ্ত, নীলবর্ণাভ, শ্বাস বহে না, নাড়ী নাই; কামলা; চক্ষু-প্রদাহ; মূত্র অবরুদ্ধ।

২০ লেরিংক্স।—ভেকের ন্যায় স্বর।

লেরিংক্স স্পর্শে চৈতন্যাধিক্যতা।

প্রাদাহিক জ্বরসহ লেরিংজাইটিস (লেরিংক্সপ্রদাহ), তৎসহ শ্বাস-রোধের আক্ষেপ।

বায়ুনলী মধ্যে শুষ্কতা, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ একটু একটু কাসী।

ঘুংরিকাসী (ক্রুপ) :—প্রথম নিদ্রাতেই জাগিয়া উঠে; শিশু যন্ত্রণা পায়, অস্থির, ছট্ ফট্ করে, শুষ্ক, হ্রস্ব কাসী, কিন্তু অধিক সাঁই সাঁই শব্দ অথবা করাতকরার ন্যায় শব্দ থাকে না; শ্বাস প্রক্ষেপ কালে কাসী ও শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া, প্রত্যেক প্রশ্বাস শব্দযুক্ত, খক্ খক্ করিয়া কাসী, প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হয়; শুষ্ক, শীতল বায়ু লাগায় পরে।

২১ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত, উদ্বেগযুক্ত, কিম্বা দ্রুত ও অগভীর, নিদ্রাকালে অথবা উঠিয়া বসিতে গেলে হ্রস্ব, গভীর, ধীর দীর্ঘনিশ্বাস।

শ্বাসবায়ু উত্তপ্ত, ফুসফুস মধ্যে উত্তাপ বোধ।

ফুসফুস ও বক্ষিতে প্রবল রক্তাধিক্যহেতু বশতঃ হাঁপানি, মুখমণ্ডলে রক্তবর্ণ, চক্ষু একদৃষ্টি, মানসিক আবেগের পরে, কথা কহিতে পারে কিন্তু এক সময়ে অতি অল্প, মুখ খুলিয়া উচ্চ শব্দযুক্ত, প্রবল, শ্বাসক্রিয়া।

তরুণ উদ্বেগ বসিয়া থাকিলে হাঁপানি, বক্ষের চতুর্দ্দিকে যেন একটা চেক্কা কিম্বা রহিয়াছে অনুভব, বক্ষের মাংসপেশী সকল অবশ্য; কখন কখন বমন, অল্প মূত্র, হাঁপানির আক্রমণের পরে, গাত্র রক্তিমাবর্ণ অথবা ত্বকের দাগযুক্ত।

অথবা, সোজা হইয়া উঠিয়া বসে, নিশ্বাস লইতে পারে না ; নাড়ী ঠিক সূত্রবৎ, বমনেচ্ছা ; উদ্বেগসহ ঘর্ম ; ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে স্ফীতি।

দ্রুত সঞ্চালন কিম্বা আরোহণ কালে বক্ষে কষ্টবোধ। *হৃদরোগ।

২৭ কাসী।—যতবার শিশু কাসে ততবার হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরে।

কাসী :—শুষ্ক ও বেদনাদায়ক ; ক্ষুদ্র, শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া কাসী, লেরিংক্সমধ্যে শুড়শুড়ি বশতঃ কাসী উত্তেজিত হয়।

আক্ষেপযুক্ত, কর্কশ কাসী, তৎসহ শ্বাসরোগের আশঙ্কা।

গয়ার উঠে না, কিম্বা রক্তযুক্ত, ঘন, শাদা শ্লেষ্মা।

ঠাণ্ডা লাগিলে কাসীর বৃদ্ধি, শীতল জল খাইলে বৃদ্ধি, তামাকের ধূম হইতে, যে কোন এক পার্শ্বে শুইলে, সন্ধ্যাকাল, রাত্রি, মধ্যরাত্রির পরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

চিত হইয়া শুইলে শুষ্ক কাসী আংশিক উপশমিত হয়।

২৮ ফুস্ফুস।—রক্ত নিষ্ঠীবন —অল্প কাসিলেই, অথবা হক্ করিলেই রক্ত উঠে, উদ্বেগের চেহারা, অত্যন্ত মৃত্যুভয়, হৃদকম্পন, দ্রুত নাড়ী, বক্ষে সূচীবেধ ; মানসিক উত্তেজনা বশতঃ হয়, শুষ্ক, শীতল বাতাস লাগান হেতু হয়, সুরা ব্যবহারের পর।

বক্ষের নিকট সূচীবেধ, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে পারে না ; কেবল চিত হইয়া শুইয়া থাকে, শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া কাসী। *প্লুরিসি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকট কষ্টবোধ।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উদ্বেগ বোধ, হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত ও জোরে স্পন্দিত হয়, মৃত্যুভয়।

হৃদকম্পন, তৎসহ বোধ হয় যেন বক্ষমধ্যে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়াছে।

উদ্বেগ, শ্বাসকষ্ট, বোধ হয় যেন মস্তকমধ্যে কি প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্ণতাবোধ ; হৃৎপিণ্ডে সূচীবেধ ; স্কন্ধদেশ উচ্চ করিয়া চিত হইয়া শুইয়া থাকে, বক্ষে কষিয়া ধরা (সঙ্কোচন) বোধ।

জ্বর।

নাড়ী :—জ্বর ও প্রদাহে পূর্ণ, কঠিন, বলশালী ; হাঁপানিতে ক্ষুদ্র, সবিরাম গতি, অনিয়মিত ; হৃদস্পন্দন অপেক্ষাও দ্রুততর ; পেরিটোনাইটিস রোগে দ্রুত, কঠিন ও ক্ষুদ্র ; কখন প্রায় অননুভবনীয়, সূত্রবৎ, অতি ধীর।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—বেদনাদায়ক অচল গ্রীবা, গ্রীবা সঞ্চালনে কষ্ট বোধ ; গ্রীবা বহিয়া নিম্নে দারুণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা।

দুই স্কন্ধের মধ্যে [illegible] বেদনা।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা বশতঃ [illegible] সইতে পারে না।

পৃষ্ঠদেশে অসাড়তা [illegible]।

কোমরে বেদনা, বিশেষতঃ কটিদেশে, যেন কামড়ায়, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

মেরুদণ্ডের প্রদাহযুক্ত পীড়ায় আক্ষেপ।

৩২ উর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা।

বাহু, হস্ত ও অঙ্গুলিসমূহের পিপীলিকা হাঁটন অনুভব।

বাহুদ্বয় শক্তিহীন হইয়া ঝুলিতে থাকে, যেন আঘাতপ্রাপ্তি হেতু পক্ষাঘাত হইয়াছে।

বাম বাহুর অসাড়তা ; হাত প্রায় নাড়াইতে পারে না ; অঙ্গুলিসমূহের গুড়গুড়ি।

বাহু, সম্মুখ বাহু, মণিবন্ধ ও অঙ্গুলি সমূহের চিড়িকমারা, ছিন্নকর বেদনা।

মণিবন্ধের পক্ষাঘাত।

লিখিবার সময়ে অঙ্গুলি মধ্যে কীটচারণ বোধ।

হস্তদ্বয়ের পশ্চাতে লালবর্ণ ফুস্কুড়ি।

হস্তদ্বয় বরফবৎ শীতল ; শীতল, ঘর্ম্মযুক্ত হাতের তলা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—বাম নিতম্ব সন্ধিতে সঞ্চালনকালে আকর্ষণ-ছিন্নকর।

পদ, জানু, গুল্ফ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চিড়িকমারা, ছিন্নকর।

বিশ্রামকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিশ্রান্ত বোধ হয়।

পায়ের ডিমে খিলধরা।

পদ ও চরণদ্বয় অসাড় বোধ হয়; ভড়ভড়ি চরণে আরম্ভ হয় এবং ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইতে থাকে।

অনুভব হয় যেন শীতল জলের ফোটা সকল উরুদেশের সম্মুখ দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

বাতরক্তযুক্ত (gouty) অঙ্গাদিতে অসাড়তা।

চরণ ও গুল্ফদ্বয়ের শীতলতা; চরণদ্বয়ের তলা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত।

৩। সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—দুষ্টবৎ, ভারী অনুভব।

হস্ত ও চরণদ্বয়ের অসাড়তা, বরফবৎ শীতলতা ও চৈতন্যশূন্যতা।

হস্তদ্বয় উত্তপ্ত ও চরণদ্বয় শীতল।

সন্ধিসমূহের বাতের প্রদাহ, সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি; স্থান সকলের অতি তীব্র, উজ্জ্বল আরক্তিমতা, চকচকে স্ফীতি, অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

আক্রান্ত স্থানসমূহে খঞ্জতা ও অসাড় অনুভব; বেদনা অসহ্য।

৩। অবস্থিতি, ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৩৩। শয়ন করিলে: ২, ৪০; দক্ষিণ পার্শ্বে: ১৯, ২৮; যে দিকে এক পার্শ্বে ২৭; চিৎ হইয়া: ২৭, ২৮, ২৯। উপবেশন: ৪, ৩৩, ৪৬। সোজা হইয়া উঠিয়া বসে: ২৬। বসিতে পারে না: ২৩। উঠিলে: ২, ৮। অবশ্য দুমড়াইয়া পড়িতে হয়: ১৯, ২৩। সঞ্চালন: ৩, ৪, ৫, ৩১, ৫৩। ভ্রমণ: ৩৩। দ্রুত সঞ্চালন: ২৬। আরোহণ: ২৬।

৩। স্নায়ু।—স্নায়ুবিধানের অত্যন্ত উত্তেজনা।

শিশুদিগের আক্ষেপ, দন্তোদ্গম, উত্তাপ, চমকাইয়া উঠা, একএকটী মাংসপেশীর উৎক্ষেপ; শিশু নিজ মুষ্টি চর্ব্বণ করে, খুঁতখুঁত করে, কাঁদে; কোষ্ঠবদ্ধ অথবা কালচেবর্ণ জলবৎ মল।

সকম্পন হৃৎকম্পন; মাংসপেশী সকল ছেঁচা আঘাতপ্রাপ্ত বোধ হয়।

অসাড়তা, ভড়ভড়ি; বাম পার্শ্ব খঞ্জ, অঙ্গাদির পক্ষাঘাত।

বাম পদ বা বাহুর উৎক্ষেপ; দন্ত সংঘর্ষণ; নিদ্রাবিকৃত, অস্থির, ক্রোধাদি।

শরীরের আলস্য, চূর্ণবৎ ও অস্থিরতা বোধ।

৭। **নিদ্রা**।—নিদ্রালুতা ; আক্ষেপিক হাইতোলা।

মধ্য রাত্রির পরে অনিদ্রা, তৎসহ উদ্বেগ, অস্থিরতা, ক্রমাগত ছট্‌ফট করা ; চক্ষু মুদিত।

ভয়, ভয়প্রাপ্তি, অথবা উদ্বেগ বশতঃ অনিদ্রা, তৎসহ ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভয়।

স্বপ্ন উদ্বেগপূর্ণ ; সুস্পষ্ট।

৮। **সময়**।—সন্ধ্যাকাল : ৩, ৪, ২২, ২৭, ৩৪, ৪০। রাত্রি : ১, ২৫, ২৭, ৩৪, ৪০, ৪৩। মধ্যরাত্রির পরে : ২৭, ৩৭।

৯। **উত্তাপ ও বায়ু**।—সূর্য্য : ৩, ৫, ৪৬। উষ্ণ দিবস ও ঠাণ্ডা রাত্রি : ২০। উষ্ণগৃহ ৩। খোলাবায়ু : ৭। শুষ্ক, ঠাণ্ডা বাতাস : ২, ৫, ৭, ২১, ২৮, ৪৪। শীতল জল : ৫। ভিজিলে : ২০। অনাবৃত হইলে : ১, ৪০।

১০। **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম**।—প্রারম্ভে অতি প্রবল শীত, সন্ধ্যাকালে শয়নের পর বেশী, তৎসহ প্রায়ই উষ্ণ গণ্ড ও সঙ্কুচিত কনীনিকা থাকে।

শীত শীত বোধ, যদ্যপি অনাবৃত অথবা স্পর্শ করা যায়।

শীতের সহিত :—আভ্যন্তরিক উত্তাপ, উদ্বেগ, লালবর্ণ গণ্ড ; শরীর শীত শীত বোধ, উষ্ণ কপাল ও কর্ণ, আভ্যন্তরিক উত্তাপ।

চরণদ্বয় হইতে বক্ষে কম্প উঠে।

শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ তৃষ্ণা, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, দ্রুত, কঠিন, পূর্ণ নাড়ী।

আবৃত অথবা আক্রান্ত স্থানসকল প্রচুর ঘামে, অনাবৃত হইতে ইচ্ছা করে।

নিদ্রিতাবস্থায় প্রচুর, উষ্ণ ঘর্ম্ম (যক্ষ্মাকাস রোগীদিগেরও)।

ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার কুফল।

১১। **পার্শ্ব**।—দক্ষিণ : ৩১।

দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে যায় ; কাণ কামড়ানি, মূত্রযন্ত্র কামড়ানি, রক্তশূল, বাহু অসাড়।

বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে : পক্ষাঘাত।

৪৩ অনুভব।—জ্বালা, শুড়শুড়ি ও অসাড়তা।

শীতলতা ও শৈরিক রক্তসঞ্চালন ধীরগতি।

বেদনার অতি চৈতন্যাধিক্যতা ; বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, অসহ্য বোধ হয়।

৪৪ ত্বক্।—সিরস (সৈহিক) ঝিল্লির বর্দ্ধিত ক্রিয়া, তাহার কৈশিকা সকলকে রক্তবর্ণ করিয়া তুলে।

ধামনিক বিধান প্রবল ; পরিবর্ত্তিত রক্ত কণিকার উপর একোনাইটের অতি অল্পই ক্রিয়া আছে ; বিকারাবস্থায় ব্যবহৃত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত মানসিক লক্ষণসহ রক্তাধিক্যতা।

গ্রন্থিসকল বেদনাযুক্ত, উষ্ণ, স্ফীত।

সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্য দিয়া জ্বালা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১, ৫, ১৭, ২৫, ৩৪, ৪০। চাপ : ১৯। ছেঁচা আঘাত : ২। পতন : ২।

৪৬ চর্ম্ম।—রক্তবর্ণ, চকচকে, উষ্ণ স্ফীতিসকল, অতি প্রবল বেদনা।

গাত্রে কাল্‌চেবর্ণ উদ্ভেদ।

হামের ন্যায় উদ্ভেদ, সন্ধিসমূহে বেদনা : শুষ্ক, খং খং করিয়া কাসী ; আলোক অসহ্য ; উষ্ণ, শুষ্ক ঘর্ম্ম।

লালবর্ণ উদ্ভেদ, তৎসহ প্রবল জ্বর।

মশকদংশনের ন্যায় দাগ।

বিসর্প ; মসৃণ চর্ম্ম ; প্রবল জ্বর।

সূর্য্যালোকে অরুণিমা (এরিথিমা) ; ফুস্কুড়িযুক্ত অরুণিমা (এরিথিমা)।

হরিদ্রাবর্ণ চর্ম্ম। *কামলা।

চর্ম্মের শুষ্কতা ও জ্বালা।

৪৭ অবস্থা।—অতি প্রবল জ্বরসহ, শিশুদিগের পীড়া।

কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও চক্ষু।

যে সকল ব্যক্তি কেবল নিষ্কর্ম্ম বসিয়া থাকে।

বৃদ্ধাবস্থা ; অনিদ্রা।

বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির মাংসপেশী বেশ শক্ত।

শুষ্ক চর্ম্মসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফটানি না থাকিলে উত্তেজবিশিষ্ট জ্বরে ইহা অপ্রযুক্ত।

৩৯ সম্বন্ধ।—একোনাইটের প্রতিবিষ :—এসেট-এসি, প্যারিস, মদ্য।

একোনাইট স্বয়ং প্রতিবিষ :—বেল, ক্যাম, কফি, নক্স-ভম, পিট্রোলি, সিপি, সালফ, ভিরাট্র।

একোনাইটের পরে ফলপ্রদ :—আর্নি, বেল, ব্রাইও, সিপি ও সালফ; ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হইয়া জ্বর রোগে উদরের দোষ থাকিলে: ইপিকা; পেট (শূল) বেদনায়: আর্সে; কাসীতে: ব্রাইও, স্পঞ্জি।

একোনাইট প্রায়ই আবশ্যক হইতে পারে আর্নি, কফি, সালফ ও ভিরাট্রের পরে।

একোনাইটের পরে হৃৎকাসশ্বাসরোগে সাল্ফিউরাস ফলপ্রদ।

একোনাইট জ্বর, অনিদ্রা, বেদনাসহ্যতায় কফিয়ার কার্য্যাবশেষপূরক; দুষ্টাঘাতে আর্ণিকার; অতি উচ্চ ক্রম সালফারের।

একোনাইট হইতে রোগ সকল :—একুটি-বাসি, ক্যাম, কফি, নক্স-ভম, পিট্রোলি, সিপি, সালফ।

একোনাইটের অপব্যবহার হইলে সালফার প্রয়োজন হয়।

এগনাস কাষ্টস।

পরীক্ষক :—হানিমান।

১ মন।—অন্যমনস্ক, কোন বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

বিষাদযুক্ত, আসন্ন মৃত্যুর ভয়।

নিরাশা, বিরক্তা; খিট্‌খিটে স্বভাব।

উদ্বেগপূর্ণ, ভয় ও দুর্ব্বলতা।

২ চৈতন্য।—মস্তকমধ্যে তড়িতের ন্যায় বোধের পরে, জ্ঞানযুক্ত, দীর্ঘস্থায়ী মাথাঘোরা, তৎপরে বমন ও আক্ষেপিক কম্পন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—রগ ও কপালে চাপসহ ছিন্নকর, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।
অধ্যয়ন বশতঃ রগের উপরে সঙ্কোচক মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটিত্বকে দংশন-চুলকানি, সন্ধ্যাকালে ও নিদ্রাগম কালে বৃদ্ধি।

৫ চক্ষু।—অক্ষিতারকা প্রসারিত; আলোকাসহ্যতা।
সন্ধ্যাকালে পড়িতে গেলে চক্ষু জ্বালা করে।
ভ্রূ ও অক্ষিপুটের মধ্যে ও উপরে এবং চক্ষুর নিম্নে ক্ষতকারী চুলকানি।

৬ কর্ণ।—কর্ণমধ্যে ঘন্টাশব্দবৎ অথবা গোঁ গোঁ শব্দ, শ্রবণশক্তি হ্রাস।

৭ নাসিকা।—ভুল আঘ্রাণ পায় যথা হেরিং মৎস্যের, মৃগনাভির।
নাসিকোপরি কামড়ানি বেদনা, চাপিলে উপশম।

৮ মুখমণ্ডল।—গণ্ডদ্বয়ের ক্ষতকারী চুলকানি।
বাম গণ্ডোপরি বিসর্প, নাসিকা হইতে সমস্ত মুখমণ্ডল ও মস্তকে বিস্তৃত হয়।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মাড়ীর নিম্নে দক্ষিণ নিম্ন-চোয়ালের অস্থিমধ্যে বিদীর্ণ ছিন্নকর বেদনা।

১০ দন্ত।—উষ্ণ খাদ্য বা পানীয় দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে দন্ত বেদনাযুক্ত।
বাম কেনাইন দন্তে দপ্‌দপানি ছিন্নকর দন্তশূল, ঐ দন্তের নিকট ক্ষুদ্র স্ফোটক, স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।
বেদনা থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—ধাতব, তাম্রবৎ; তিক্ত।
জিহ্বা সাদা শ্লেষ্মাবৃত।

১২ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা হ্রাস; তৃষ্ণাশূন্যতা।

১৩ আহার।—ভোজনের পর উদর স্ফীত।

১৪ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা; সহজেই ক্রোধান্বিত হয়; খিট্‌খিটে।
দাঁড়াইয়া থাকিলে বিবমিষা।
যেন চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য খাইয়া। *ঋতু রুদ্ধ হইলে।

১৫ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—প্লীহাপ্রদেশে টাটানি।
প্লীহার স্ফীতি ও কাঠিন্য।

মস্তকপ্রদেশে কামড়ানি, স্পর্শে বৃদ্ধি।

১৯ উদর।—নিদ্রাকালে উদর মধ্যে গড় গড় করিয়া ডাকা।

উদর চাপে চৈতন্যাধিক।

বায়ু আবদ্ধ, নিঃসৃত হয় না।

প্রবল সঙ্কোচনযুক্ত পেট কামড়ানি, প্রাতঃকালে হঠাৎ আইসে, তৎসহ কোথানি। ঋতু বন্ধ হইলে।

২০ মল, ইত্যাদি।—শিশুদিগের উদরাময়, প্রৌঢ়দিগের পুরাতন উদরাময়।

দাঁড়াইলে যেন উদরাময় আরম্ভ হইবে বোধ; যন্ত্রণা, অতি দুর্ব্বল।

অত্যন্ত বায়ু-সঞ্চয়; কাপড়ে মূত্র অনেকক্ষণ থাকিলে যেরূপ গন্ধ হয়, বায়ুনিঃসরণে সেইরূপ গন্ধ।

কঠিন মল; কোষ্ঠবদ্ধ; কোমল মল কষ্টে নিঃসৃত হয়।

মলত্যাগকালে বেগ দিতে গেলে, প্রষ্টাটিক রস বহির্গত হয়।

ভ্রমণকালে মলদ্বারের নিকট চর্ম্মনিম্নে টাটানি বোধ।

পেরিনিয়মের কণ্ডকারী চুলকানি।

মলদ্বারের গভীর ফাটা (fissures)।

কৃমি।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়ে বেদনা।

অধিকতর প্রস্রাব হয়।

প্রস্রাবত্যাগকালে কখন লিঙ্গোপরে কখন মূত্রক মধ্যে বেদনা।

রক্তবর্ণ ঘোলা মূত্র, তৎসহ প্রস্রাবপথে জ্বালা ও চাপ।

প্রষ্টাটিক রস বহির্গমন। ২০, ২২ দেখ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—‖ সঙ্গমেচ্ছা হ্রাস, প্রায় বিলুপ্ত; অনিচ্ছায় শুক্রনিঃসরণ (spermatorrhœa) সহ ধ্বজভঙ্গতা।

লিঙ্গোত্থান ক্ষীণ, সঙ্গমেচ্ছা নাই।

‖ পুরুষাঙ্গ এত শিথিল যে কামোদ্দীপক চিন্তাতেও লিঙ্গ কাঠিন্য হয় না।

‖ অণ্ডকোষের বীচি শীতল, স্ফীত, কঠিন; পুরুষাঙ্গ ক্ষুদ্র, শিথিল।

ধ্বজভঙ্গতা, তৎসহ পুরাতন প্রমেহ, বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ প্রমেহ হইয়াছে।

প্রস্রাবপথ হইতে হরিদ্রাবর্ণ স্রাব।

জননযন্ত্র-সমূহের চুলকানি।

পুরাতন প্রমেহ, তৎসহ রতীচ্ছার ও লিঙ্গোত্থানের অভাব।

১০ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—ঋতু রুদ্ধ, তৎসহ উদরে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

শ্বেতপ্রদরের স্বচ্ছ স্রাব অসাড়ে শিথিল স্থানসকল হইতে নিঃসৃত হয়।

শ্বেতপ্রদর প্রচুর নহে কিন্তু কাপড়ে হরিদ্রা দাগ লাগে।

কামোন্মত্ততাসহ শুক্রবায়ু রোগ (হিষ্টিরিয়া)।

১১ **গর্ভাবস্থা।**—অথবা জরায়ু মধ্যে রক্ষিত।

দুগ্ধ অল্প, অথবা মোটেই নাই।

বন্ধ্যাত্ব।

১২ **শ্বাসক্রিয়া।**—সিড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে কষ্ট।

শ্বাসকষ্ট; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

১৩ **কাসী।**—কাসী—সন্ধ্যাকালে শয্যায়, নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে; রক্ত উঠাসহ, তৎপরে প্রচুর শ্লেষ্মা, থাকিয়া থাকিয়া একএকবার, তৎসহ হৃৎকম্পন ও নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে; যখন শীতল বায়ু নিশ্বাসগ্রহণ করে।

১৪ **ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—দক্ষিণ বগলে ও উপর বাহুতে কঠিন চাপবোধ, স্পর্শ ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

অঙ্গুলি সন্ধিসমূহের স্ফীতি, ছিন্নকর বেদনা, বাতের ন্যায়।

১৫ **নিম্নাঙ্গ।**—দক্ষিণ চরণের ভারীবোধ, যেন ভার চাপান রহিয়াছে।

দক্ষিণ নিতম্বসন্ধিতে বেদনা, সঞ্চালনকালে বৃদ্ধি, বিশ্রামে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম।

সন্ধ্যাগমে পদদ্বয় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও স্ফীত।

শীতল জানু।

মলত্যাগের পরে শুষ্ক স্ফীত।

চরণ ও অঙ্গুলি সমূহের ছিন্নকর, বিদীর্ণকর বেদনা, ভ্রমণে বৃদ্ধি।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি ।—সঞ্চালন : ৩, ৩২, ২৩। ভ্রমণ : ২৫, ৩৩। উপরে উঠিলে : ২৬। দাঁড়াইলে : ১৮, ২০।

৩৬ স্নায়ু ।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা :—যেন অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে ; তৎসহ মনের বিষাদ ভাব ; তৎসহ স্তনে দুগ্ধাভাব।

সর্ব্বাঙ্গ শরীরে দুষ্ট (ছেঁচা আঘাতপ্রাপ্তি) বোধ।

৩৭ নিদ্রা ।—অনিদ্রা।

পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে, যেন ভয়প্রাপ্ত হইয়াছে, চমকাইয়া উঠে।

উদ্বেগযুক্ত স্বপ্ন।

৩৮ সময় ।—প্রাতঃকাল : ১১। সন্ধ্যাকাল : ৪, ৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৪০, ৪৮।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু ।—চরণদ্বয় ভিজান হেতু কুফল।

উষ্ণদ্রব্য : ১০।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম ।—শীত শীত বোধ, তৎসহ কম্পন, চর্ম্ম উষ্ণ।

সন্ধ্যাসময়ে ঈষৎ শীত বোধ, তৎপরে উত্তাপ, তৎসহ মাথাধরা।

তৃষ্ণা নাই, অল্প প্রলাপ, যন্ত্রণা, প্রচুর ঘর্ম্ম।

পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

সর্ব্বাঙ্গে শীত, কিন্তু কেবল হস্তদ্বয় স্পর্শে শীতল অনুভূত হয়।

খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম।

সহজেই ঘর্ম্ম হয়।

৪১ পার্শ্ব ।—দক্ষিণ : ৪, ৯, ৩২, ২৫। বাম ৪, ৩১, ৩৩।

৪২ সংস্পর্শ, আঘাত ।—ছেঁচা আঘাত ও কতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সন্ধি সমূহের মচকান ; ভারীদ্রব্য উত্তোলন হেতু বেগ প্রাপ্ত।

স্পর্শ : ১০, ১৩, ৩২। চাপ : ৭।

৪৩ চর্ম্ম ।—শরীরের বিভিন্ন স্থানে চর্ব্বণ বোধ ও চুলকানি, চুলকাইলে ক্ষণিক উপশম।

৪৪ অবস্থা ।—লিম্ফাটিক ধাতু।

"পুরাণ পাপী," তৎসহ রক্তহীনতা ও পুরাতন প্রমেহ।

৪৫ সম্বন্ধ ।—আমবাত-কাউসের পরে উপকারী :—আর্সে, ব্রাইও, ইগে, লাইকো, পলসা, সেপেনি (রক্তহীনতা), ক্যাল্কা।

আগনস-কাষ্টাসের প্রতিবিষ :—ক্যাম্ফা, নেট্‌-মিউরে; অতি তীব্র লবণ-জল।

এগারিকাস মাস্কেরিয়াস।

পরীক্ষক :—শ্রেটার ও ষ্টাপ।

১ মন।—ঠিক কথাটি খুঁজিয়া পায় না, ভুলকথা বলিয়া ফেলে; পরিশ্রমের পরে বৃদ্ধি; নিদ্রাশূন্য রাত্রি।

মস্তকমধ্যে গোলমাল, ভার বোধ, যেমন সুরাপানের পর।

প্রলাপ, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করে।

প্রলাপসহ অতি শ্রমসূচক হস্তপদাদি সঞ্চালন।

অত্যন্ত বকুনি, মৌখিক ও গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন, প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব, মস্তক স্কন্ধোপরি আনীত হয়; হৃষ্টচিত্ত, এলোমেলো বকা।

শীত পায়, কথা কহে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছা।

কোন প্রকার পরিশ্রম, বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা।

দীর্ঘকাল অধ্যবসায়সহ মনঃসংযোগ অথবা উত্তেজক তর্কবিতর্কে মাথাঘোরা উপস্থিত হয়।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে, মদ্যপায়ীর ন্যায় টলিতে থাকে; দীর্ঘস্থায়ী, তৎসহ শীতল বায়ুতে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা; ক্ষণিক, সূর্য্যের প্রখর আলোক হইতে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—অল্প অল্প মাথাধরা, বিশেষতঃ কপালে; এদিক ওদিক মস্তক সঞ্চালন করা এবং নিদ্রা যাওয়ার ন্যায় চক্ষু মুদিত করা আবশ্যক।

প্রাতঃকালে অল্প অল্প আকৃষ্টবৎ (টানিয়া ধরার ন্যায়) মাথাধরা, নাসিকামূলের মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তৎসহ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিম্বা ঘন শ্লেষ্মাস্রাব।

বস্তিদেশের বামার্দ্ধভাগে ছিন্নকর ও চাপ বোধ।

দক্ষিণ পার্শ্বে চাপবোধ, যেন প্রেকবিদ্ধ হইতেছে ; স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে সঞ্চালনে উপশম।

বেদনা বোধ হয় যেন তীক্ষ্ণ বরফ মস্তক স্পর্শ করিতেছে অথবা শীতল সূচী উহা বিদ্ধ করিতেছে।

যাহাদের তাণ্ডবরোগ (chorea) আছে, অথবা যাহারা জ্বরে কিম্বা বেদনায় প্রলাপযুক্ত হইয়া উঠে তাহাদের মাথাধরা ; উৎক্ষেপ কিম্বা মুখবিকৃতি।

বহির্মস্তক।—মস্তক অস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে, যদিও স্পর্শে উষ্ণ, তথাপি শীতলতা অনুভব।

মস্তক ও গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর উৎক্ষেপ, দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী।

মস্তক ও গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর উৎক্ষেপ, এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে চলিয়া বেড়ায়।

চক্ষু।—অপরিষ্কার দৃষ্টি।

অস্পষ্ট দৃষ্টি ; বস্তু সকল অস্পষ্ট দেখায়, যেন ঘোলা জলের মধ্য দিয়া দেখিতেছে ; মাথাঘোরাসহ তরঙ্গায়িত আলোক রেখা।

কষ্টে পড়িতে হয়, অক্ষর সকল যেন সরিয়া যাইতেছে বোধ। দ্বিত্ব-দৃষ্টি (diplopia)।

লিখিবার সময়ে চক্ষুর সম্মুখে আলোক রেখার কম্পন।

বাম চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ।

অক্ষিতারকা প্রসারিত।

অক্ষিপুট হরিদ্রাবর্ণ আঠাবৎ শ্লেষ্মায় জোড়া লাগিয়া থাকে।

চক্ষুর কোণে জ্বালা ; আভ্যন্তরিক কোণে চুলকায়, জ্বালাকরে এবং রক্তবর্ণ ; স্পর্শে বৃদ্ধি।

অক্ষিপুটে পুনঃ পুনঃ সামান্য উৎক্ষেপ।

অক্ষিগোলকে উৎক্ষেপ ; পড়িবার সময়ে বাম অক্ষিগোলকে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষেপ ও চাপ বোধ।

বাম অক্ষিগোলক কাঠিন্যসহ আক্ষেপ। নিকটদৃষ্টি (myopia)।

৬ কর্ণ।—কর্ণের রক্তিমাবর্ণ, জ্বালা, চুলকানি।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তির চৈতন্যাধিক্যতা।

পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

প্রাতঃকালে নাসিকা দিয়া সজোরে শ্বাস ফেলিতে গেলে রক্তস্রাব।

নাসিকা হইতে প্রচুর দুর্গন্ধি স্রাব।

সর্দ্দি না হইয়া পুনঃ পুনঃ ফোটা ফোটা পরিষ্কার জল পড়ে।

৮ মুখমণ্ডল।—স্ফীত ভাব, রক্তশূন্য, চক্ষুর নিম্নে নীলবর্ণ, নাসিকা ও ঠোঁট নীলবর্ণ।

মৌখিক মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

রক্তিমাবর্ণ।

মুখমণ্ডলে ও চোয়াল অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট ও নিম্ন চোয়ালের মাংসপেশীর কম্পন; নিম্ন চোয়ালের আক্ষেপিক কম্পন।

চিবুকে সূচীবিদ্ধের ন্যায় খোঁচাবেঁধা।

১০ দন্ত।—নিম্ন কসের দন্তে ছিন্নকর বেদনা, শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

মাড়ীর স্ফীতি ও রক্ত পড়া।

দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্ন চোয়ালের দন্ত সমূহ হইতে চিড়িকমারিয়া মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বার বাম পার্শ্ব অসাড়।

জিহ্বা: শুষ্ক;—প্রাতঃকালে শাদা ক্লেদাবৃত; টাটানি; জ্বালাযুক্ত অগ্রভাগ,—যেন মরিচ হইতে।

জিহ্বা বহিষ্করণে কম্পন; অস্পষ্ট বাক্যকথন। *তাণ্ডব (কোরিয়া)।

১২ গলমধ্য।—ফসেস ও লেরিংক্সের শুষ্কতা অনুভব।

অতি প্রচুর ক্ষুধাসহ, গলাধঃকরণে অতি কষ্ট।

প্রায় না কাসিয়াই নিটল পিণ্ডবৎ পদার্থ তুলে।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অধিক ক্ষুধা, অতি প্রত্যুষে ক্ষুধা থাকে না।

জ্বালাকর তৃষ্ণা। *টাইফাস।

১৪ পানাহার।—আহারান্তে একঘণ্টা ভাল, কিন্তু অত্যন্ত নিদ্রালুতা থাকে।

মাংসাহারের পরে বুকজ্বালা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—পচা ডিম্বের অথবা আতার আস্বাদ; খালি (শূন্য)।

বিবমিষা, বমন।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়শূল আহারের পরে তিনঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়; জ্বালা, উহা অল্প অল্প চাপবৎ বেদনায় পরিবর্ত্তিত হয়, যেন একটা বাহ্যিক পদার্থ রহিয়াছে, তৎসহ বিবমিষা।

পাকস্থলী মধ্যে ভারী বোধ।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত বর্দ্ধিত, রক্তাধিক্যযুক্ত।

যকৃতপ্রদেশে সূচীবিদ্ধের ন্যায় তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা।

বাম পার্শ্বের ক্ষুদ্র পঞ্জরাস্থির নিম্নে সূচীবেধ।

প্লীহার গভীর স্থানে স্পন্দন।

২০ মল, ইত্যাদি।—ঘাসের ন্যায় সবুজ, পিত্তযুক্ত; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ, মলযুক্ত, পিচ্ছিল; রক্তযুক্ত, রক্তামাশয়যুক্ত।

উদরাময় প্রধানতঃ প্রাতঃকালে উত্থান ও আহারের পরে, তৎসহ অত্যন্ত পেটডাকা; খিলধরার ন্যায় পেটবেদনা ও বায়ু নিঃসরণ হয়।

অধিক গন্ধহীন বায়ুনিঃসরণ হয়।

২১ মূত্র।—মূত্র :—প্রচুর, বর্ণহীন।

প্রস্রাবপথ হইতে গাঢ় আঠাবৎ চটচটে শ্লেষ্মা নির্গমন।

মূত্রাশয়-মুখের দুর্ব্বলতা, তৎসহ অসাড়ে মূত্র ঝরিতে থাকে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—সঙ্গমেচ্ছা অতি প্রবল, পুরুষাঙ্গ শিথিল।

জননযন্ত্র-সমূহের কামোদ্দীপক চুলকানি।

সঙ্গমের পরে :—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; প্রচুর রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম; চর্ম্মের জ্বালা, চুলকানি; পঞ্জরাস্থির নিম্নে কাট্ কাট্ ও চাপবোধ।

অনিচ্ছায় শুক্রক্ষরণ, তৎসহ উরুদ্বয়ে বেদনা ও দুর্ব্বলতা।

অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবীদিগের রোগসকল।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বহু সন্তান হওয়ার পরে জরায়ুস্খলন।

। কোথপাক্ষ বেদনা প্রায় অসহ্য।

স্থানসকলের চুলকানি ও উত্তেজনা, পৃষ্ঠদেশ ও উদরে চাপযুক্ত বেদনা।

২২ গর্ভাবস্থা।—চুচুক চুলকায়, জ্বালাকরে, রক্তবর্ণ দেখায়।

২৩ শ্বাসক্রিয়া।—লেরিংক্সের কষ্ট ও সঙ্কোচন বোধ; তিনি (পুং) শ্বাসরোধের ভয় করেন।

পুনঃ পুনঃ গভীর নিশ্বাস গ্রহণ।

শ্বাসকষ্ট, বোধ হয় যেন বক্ষ অতি পরিপূর্ণ রহিয়াছে; তাঁহার আরও গভীরতর নিশ্বাস লইতে হয়।

২৭ কাসী।—প্রবল কাসী, পুনঃ পুনঃ হাঁছিলে উপশমিত হয়।

আক্ষেপযুক্ত কাসী, তৎসহ কষ্টকর ঘর্ম্ম।

। হঠাৎ আক্ষেপযুক্ত কাসী দুই প্রহরের পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে অতি প্রবল আক্ষেপিক কাসী।

ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পিণ্ডবৎ গয়ার উঠে, প্রায়ই বিনা কাসীতে উঠে, তাহাতে ফুস্‌ফুস উপশমিত হয়।

২৮ ফুস্‌ফুস।—বক্ষে কষ্ট বোধ।

দক্ষিণ ফুস্‌ফুস মধ্য দিয়া উৎক্ষেপযুক্ত সূচীবেধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে জ্বালাযুক্ত, চিড়িকমারা বেদনা, ঐ বেদনা বাম স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ঐ বেদনা গভীর নিশ্বাস গ্রহণে উৎপন্ন হয় এবং কাসীতে, হাঁছিতে, হিক্কা তুলিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি।

অবনত হইতে গেলে হৃৎপিণ্ডে কষ্টবোধ।

প্রবল হৃৎকম্পন, সজোরে আঘাত করে, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, তৎসহ মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা, উপবেশনে কতকগুলি এলোমেলো বলশালী স্পন্দন; উদ্বেগযুক্ত কষ্ট।

নাড়ী:—ক্ষীণ, প্রায় অনুভূত হয় না; ক্রমশঃধীরতর হয়; ক্ষুদ্র, * অনিয়মিত।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাদেশীয় মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

গ্রীবার পশ্চাৎদেশে অনম্যতা।

স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ একপ্রকার দুর্ব্বলতা ও অনম্যতা অনুভব ; ঐ অনুভব গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা, যেরূপ অনেকক্ষণ অবনত হইয়া থাকার পর হয়।

মাংসপেশীসকল ছেঁচা আঘাতের ন্যায় অনুভব হয় ; সম্মুখে বক্র হইতে গেলে ছোট বোধ হয়।

পৃষ্ঠদণ্ডের অতি গভীর স্থানে অতি প্রবল চিড়িকমারা,জ্বালাজনক বেদনা।

মেরুদণ্ড ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে কামড়ানি।

কটিদেশ ও সেক্রমে বেদনা ; পৃষ্ঠদেশে একপ্রকার আক্ষেপিক বেদনা ; উহা বরাবর গ্রীবার পশ্চাৎদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বোধ হয় যেন মেরুদণ্ড বহিয়া পিপীলিকা হাঁটিতেছে।

মেরুদণ্ড স্পর্শে চৈতন্যাধিক ; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

প্রত্যেক সঞ্চালনে এবং প্রত্যেক বার দেহ ফিরিবার ঘুরিবার সময়ে মেরুদণ্ডে বেদনা লাগে।

উর্দ্ধাঙ্গ।—হৃৎকম্পন আরম্ভ হওয়ার পরে বাম হস্ত ও বাহুতে ধনুষ্কারী বেদনা।

উভয় হস্তেই জ্বালা, চুলকানি, যেন ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে ; স্থানসকল উষ্ণ, স্ফীত, লালবর্ণ।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

লিখিবার সময় দক্ষিণ হস্ত কাঁপে; অধিক লেখা হেতু বাহু পক্ষাঘাতবিশিষ্ট অনুভূত হয়।

বাতরক্ত (gout) বশতঃ অঙ্গুলিসমূহের অচলতা (stiffness)।

নিম্নাঙ্গ।—নিতম্বের মাংসপেশীর উৎক্ষেপ।

পদদ্বয়ের ভারী বোধ; আলস্য।

পদদ্বয়ে বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ নিতম্ব প্রদেশে, যেন পরিশ্রান্তির ন্যায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে অতি প্রবল বেদনা, বিশেষতঃ নিতম্ব মাংসপেশীর নিয়ে বাম নিতম্বে।

পদদ্বয়ে বেদনা, উঠিতে বসিতে গেলে বেশ সুস্পষ্ট অনুভূত হয় : ভ্রমণ কিম্বা সঞ্চালন কালে ভাল।

পায়ের অঙ্গুলি সকল চুলকায় ও জ্বালা করে; লাল ও স্ফীত।

রাত্রিতে পদতলে ঝিলধরা।

৩২ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—মাংসপেশী পুনঃ পুনঃ লাফিয়া উঠা।

বোধ হয় যেন তাঁহার (স্ত্রীং) অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি তাঁহারই নহে।

নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ ও প্রবল রক্তস্রাবের পর অঙ্গঃপ্রত্যঙ্গাদির সন্ধি সমূহের টাটানি ও ছেঁচা আঘাতের ন্যায় বোধ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শীতল, লালবর্ণ।

৩৩ অবস্থিতি ইত্যাদি।—বিশ্রামে: লক্ষণ সকল সাধারণতঃ মন্দ।

সঞ্চালন: ৩, ২৮, ৩১ ৪৪। ভ্রমণ: ২, ২৮, ৩১, ৪৪। পরিশ্রম: ১, ৪০। উপবেশন: ৩, ২৮, ২৯। বক্র হইলে: ২৯, ৩১।

৩৪ স্নায়ু।—সঙ্গমের (রতিক্রিয়ার) পর দুর্ব্বলতা।

সমস্ত শরীরের কম্পন।

নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, তৎসহ বাহুদ্বয়ের অল্প আক্ষেপ।

আক্ষেপিক সঞ্চালন,—সামান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ও একটী মাংসপেশীর উৎক্ষেপ হইতে সমস্ত শরীরের নৃত্য পর্য্যন্ত।

অক্ষিপুট ও অক্ষিগোলকের উৎক্ষেপ, হস্তপদাদির কম্পন, দুর্ব্বলতা; মেরুদণ্ডের টাটানি।

জাগরিত অবস্থায় অনৈচ্ছিক সঞ্চালন; নিদ্রিত হইলে স্থগিত হয়।

দন্তোদগম কালে জ্বরের পরে কোমা; চক্ষু অর্দ্ধ মুদিত, চক্ষুর শ্বাদা অংশ বাহির হইয়া থাকে; শ্বাসক্রিয়া দ্রুত নহে, কিন্তু পুনঃ গভীর নিশ্বাস গ্রহণ, তৎপরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ও হস্তপদাদির অল্প অল্প আক্ষেপিক উৎক্ষেপ।

হস্তপদে ঝিলধরা; দেহ আড়ষ্ট, যেন মেরুদণ্ডে গ্যালভানিক ব্যাটারি (তাড়িত বেগ) প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৩৫ নিদ্রা।—পুনঃ পুনঃ হাইতোলা; আক্ষেপের, কিম্বা মাথাধরার আক্রমণের (বৃদ্ধির) পূর্ব্বে।

অস্বাভাবিক নিদ্রালুতা।

অস্থির, অসচ্ছন্দ নিদ্রা; চর্ম্মের অতি প্রবল চুলকানি ও জ্বালাবশতঃ।

নিদ্রিত হইলে :—চমকাইয়া উঠে, উৎক্ষেপ হয় ; হঠাৎ সম্পূর্ণ জাগরণ।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৩, ১১, ১৪, ২০, ৩১, ৪৪। পূর্ব্বাহ্ণ : ২৭, ৪৪।
সন্ধ্যাকাল : ২৯। রাত্রি : ২৭, ৩৩, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—শীতল বায়ুতে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক।
নীহার কোটিক (চিনয়েন)।
শীতল : ১০। খোলা বায়ু : ২, ৩১, ৪০। উষ্ণ শয্যায় : ৪৪।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—খোলা বায়ুতে অত্যন্ত শীতানুভব, শীত সর্ব্বাঙ্গ শরীর মধ্যে যেন প্রবেশ করে।
সামান্য সঞ্চালনেই শীত বোধ, কিম্বা শয্যাবস্ত্র উত্তোলন করিলে, সর্ব্ব-শরীরে কম্প, কম্প ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন করে।
ঘর্ম্ম :—সমস্ত রাত্রি নিদ্রাবস্থায় চর্ব্বিযুক্ত (তৈলাক্ত) ঘর্ম্ম, কিন্তু দুর্গন্ধ নহে ; অল্প পরিশ্রমে ; প্রায়ই শরীরের সম্মুখ দিকে ; রাত্রিতে, বিশেষতঃ পদদ্বয়ে ; মুখমণ্ডল, গ্রীবা ও বক্ষে শীতল ঘর্ম্ম।

৪২ পার্শ্ব।—লক্ষণসকল কোণাকুণিভাবে প্রকাশিত হয় (যথা দক্ষিণ বাহু ও বাম পায়ে, ইত্যাদি)।
দক্ষিণ : ৩, ৪, ১০, ২৮, ৩৩। বাম : ৩, ৫, ১১, ১৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৪৪।

৪৩ অনুভব।—শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালাকর চুলকানি ও আরক্তিমতা :—কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গ, ঠিক নীহার কোটকের (চিনয়েন) ন্যায়।
খোঁচাবেধা, যেন আলপিন বিদ্ধের ন্যায়, জ্বালা।
শরীরের নানা স্থানে অনুভব হয় যেন বরফ স্পৃষ্ট হইয়েছে অথবা বরফ-বৎ শীতল সূচী চর্ম্মে বিদ্ধ করা হইতেছে।
পিপীলিকা হাঁটন, কীটচারণ অনুভব।
মাংসপেশীতে ছিন্নতার ন্যায় বেদনা, বেদনা ভ্রমণশীল।

৪৪ ত্বক।—ত্বককে তরলীকৃত (পাতলা) করে।
শিরা সকল স্ফীত, তৎসহ শীতল ঘর্ম্ম।
স্পর্শে মাংসপেশী ছেঁচা আঘাত প্রাপ্তিবৎ অনুভব হয়, ক্রমশে উপশম।
সঞ্চালনের পর হাঁটাহাঁটি প্রাপ্তির ন্যায় বীর্যাধিক্যহেতু বেদনা।

প্রাতঃকাল ও পূর্ব্বাহ্নে অস্থিসমূহে বেদনা (বেদনা উপদংশের বেদনার ন্যায়, শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি না হইয়া বরং ভাল)।

সন্ধি সকল যেন সন্ধিচ্যুত হইয়াছে অনুভব।

মেদ বৃদ্ধি (অতিরিক্ত মোটা হওয়া)।

১৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—শরীর স্পর্শ কিম্বা চাপে চৈতন্যাধিক; চক্ষুর কোণে জ্বালা; দুই কশেরুকার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেরুদণ্ডে বেদনা; মাংসপেশী সকল মুষ্ট্যাঘাত বোধ অনুভব; বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে খোঁচা বেধা।

স্পর্শে বৃদ্ধি : ৪, ৩১। চুলকাইলে পরে : ৪।

সামান্য আঘাতে কালশিরার দাগ পড়ে।

১৬ চর্ম্ম।—জ্বালাকর চুলকানি, লালবর্ণ ও স্ফীতি, যেন নীহারস্ফোটকবৎ।

উদ্ভেদসকল ঘন সন্নিবিষ্ট ও শাদা, তৎসহ অসহ্য জ্বালা, চুলকানি।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুলকানিসহ সূচীবেধ।

১৭ অবস্থা।—শ্বশ্রুকেশ, চর্ম্ম ও মাংসপেশী সকল দুর্ব্বল।

ধীর রক্তসঞ্চালন সহ বৃদ্ধ ব্যক্তি।

শৈরিক রক্তসঞ্চালনের উত্তেজনা।

১৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ :—সিমিসি, বেলেড, ক্যালকে-কার্ব্ব, ক্যানাবি-ইণ্ড, সাইকু. কাষ্ক, হায়ো, ইগনে. ন্যাকে, নক্সভমি, ওপি, পলসা, সিপি, ষ্ট্রা, ষ্ট্রামো, টারান্টু. ভিরাট্র-এল, জিঙ্ক।

এগারিকাসের পরে ফলপ্রদ :—বেলেড, ক্যালকে-কার্ব্ব, মার্কু, ওপি, পলসা, রসটক্স ও সাইলি।

ডক্কা, ফস্ফ-এসি, পলসা ও কুপ্রম নিষ্ফল হইলে পর এগারিকাস হইতে সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *পুরাতন উদরাময়।

যেখানে বেলেড, ষ্ট্রামো ও হায়ো নিষ্ফল হইয়াছে, সেখানে এগারিকাস আরোগ্য করিয়াছে।

এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েণ্টেল।

পরীক্ষক :—হ্যাণ।

১ মন।—▌ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও স্মরণ শক্তির বিলোপ।

▌ অতি কষ্টে স্মরণ হয়।

অনুমান হয় বিদেশস্থিতা মাতা বা ভগ্নির স্বর তিনি শুনিতেছেন।

বোধহয় যেন তাঁহার দুইটী ইচ্ছা শক্তি আছে, একটীতে যাহা করিতে বলে অপরটি তাহা বারণ করে।

অত্যন্ত আহ্লাদ; যখন গম্ভীর হওয়া উচিত তখন হাস্য করেন।

অসামাজিক।

কার্য্যে অনিচ্ছা।

বিষণ্ণতা; প্রত্যেক বিষয়ে মন্দ ভাব দৃষ্টি করেন।

▌ বিষাদ বায়ু (Hypochondriasis)। *অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধ।

তিনি বোধ করেন যে তিনি সমস্ত পৃথিবী হইতে পৃথক এবং তাঁহার নিজের উপর এত অল্প বিশ্বাস যে তিনি ভাবেন যে তাঁহাকে যাহা করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা তিনি করিতে পারিবেন না।

উদ্বেগ ও আসন্ন দুর্ঘটনা বোধ।

সুখকর বা অসুখকর ঘটনায় অত্যন্ত ঔদাস্য ও অসাড়।

অত্যন্ত খিটখিটে; রাগী।

▌ শাপ দিতে ও শপথ করিতে অদম্য ইচ্ছা।

মানসিক শ্রমে কপাল, মুখ ও অক্ষিপটে ছিদ্রকর, চাপদ্রুক মাথাধরা আনয়ন করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা:—ভ্রমণকালে; অবনত কালে; যেন চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ অথবা স্বয়ং টলিতেছে; অবনতাবস্থা হইতে উঠিতে গেলে বোধহয় যেন বামদিকে টলিয়া পড়ে।

▌ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণেরই দৌর্ব্বল্য।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—চাপ:—প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে কপালে, এবং সন্ধ্যাকালে; অক্ষিপটের দক্ষিণ পার্শ্বে।

দক্ষিণ অথবা বাম রগে প্রবল চাপ বোধ।

কপালে সঙ্কোচনকারী মাথাধরা, তৎসহ অত্যন্ত খিচ্‌খিচে প্রভৃতি, বেদনা প্রতি ঘণ্টায় বর্দ্ধিত হয়; সজোরে চাপ দিলে ক্ষণিক উপশমিত হয়; পরিশেষে মস্তক আক্রান্ত হয়।

মাথাধরা মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি হয়, তৎসহ মস্তক মধ্যে উত্তাপানুভব; আহারের সময়ে উপশম, আহারের পরে বৃদ্ধি।

অক্ষিপটে ছিন্নকর বেদনা।

সূচীবেধ :—দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধে; মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে।

দপদপানি মাথাধরা।

মস্তক মধ্যে উত্তাপ।

মাথাধরা—সঞ্চালন কালে ও কাজ করিবার সময়ে বৃদ্ধি।

পাকাশয়িক ও স্নায়বিক মাথাধরা।

বহির্মস্তক।—করোটিত্বকের অত্যন্ত প্রবল চুলকানি; কপালেরও চুলকানি।

করোটিত্বকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক, তৎসহ স্পর্শ করিলে বা চুলকাইলে টাটানি বেদনা।

চক্ষু।—আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

আলোকের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার দর্শন।

নিকটদৃষ্টি।

দৃষ্টি অস্পষ্ট।

অক্ষিগোলকের উপর সম্মুখ হইতে ভিতরের দিকে চাপবোধ।

কর্ণ।—কর্ণে গুন্ গুন্ শব্দ; কর্ণের নিকট শোঁ শোঁ শব্দ।

শ্রবণশক্তি একসময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল, অপর সময়ে অত্যন্ত তীব্র।

বাম কর্ণে ছিন্নকর অথবা সূচীবেধ বেদনা, গলাধঃকরণে বৃদ্ধি।

নাসিকা।—প্রাতঃকালে শয্যোত্থান করিলে মিথ্যা আঘ্রাণ প্রাপ্তি।

সতত নাসিকার নিকট পায়রা অথবা কুক্কুটশাবকের মলের আঘ্রাণ বোধ, বিশেষতঃ যখন নিজ দেহ অথবা বস্ত্রাদি আঘ্রাণ করেন।

আঘ্রাণশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত বোধ হয়, যদিও নাসিকা রুদ্ধ নহে।

হাঁচি, তৎপরে সরস সর্দ্দি ও চক্ষু দিয়া অশ্রুস্রাব।

৮ মুখমণ্ডল।—রক্তশূন্য, ঔজ্জ্বল্যবিহীন; চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডলাকার দাগ।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—মুখের চতুর্দ্দিকে কর্কশ, ছালউঠা-যুক্ত চর্ম্ম, তৎসহ কীটচারণ-চুলকানি বোধ।

১০ দন্ত।—কোন উষ্ণ দ্রব্য মুখে করিলে দন্তশূল।

একটী নিম্ন ইনসাইসার দন্তে দন্তশূল, জিহ্বা ও খোলাবায়ুর সহিত সংস্পর্শ হইলে বৃদ্ধি; দন্তে ছিন্নকর বোধ।

নিম্ন চোয়ালের দন্তসকলই বেশী আক্রান্ত বোধ হয়।

মাড়ী স্ফীত, সামান্য ঘর্ষণেই মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—ধূমপানের পরে মুখে তিক্তাস্বাদ।

মুখমধ্যে ও খাদ্যের বিস্বাদ, খারাপ আস্বাদ।

জিহ্বা ভারী ও যেন স্ফীত বোধ; কথা কহিতে বাধা জন্মে।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর হইতে পচা দুর্গন্ধ, কিন্তু তিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন না।

মুখমধ্যে বেদনাদায়ক সজল ফুস্কুড়ি।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে কর্কশ বোধ।

আহারের পর কাসীতে গেলে গলমধ্যে ক্ষতবৎ বোধ।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—সতত তৃষ্ণা; তথাপি পান করিতে গেলে খাসরুদ্ধ বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ থামিয়া পান করিতে হয়।

জ্বরের উত্তাপের সময়ে তৃষ্ণা।

একসময়ে প্রবল ক্ষুধা, অন্য সময়ে ক্ষুধা নাই।

১৫ পানাহার।—মধ্যাহ্নাহারের সময়ে লক্ষণসকল বিলুপ্ত হয়; দুই ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার নূতন হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

আহারের পরে বৃদ্ধি :—মস্তক, পাকাশয় ও অন্ত্রের লক্ষণসকল।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—হিক্কা।

উদ্গার :—শূন্য, পুনঃ পুনঃ জলবৎ পদার্থ, তাহাতে শ্বাসরোধ বোধ হয়; তৎসহ পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা।

ভোজন খাইলে পর বুকজ্বালা; পাকাশয় হইতে গলাপর্য্যন্ত জ্বালা, ভুক্ত পদার্থ ঠেলিয়া উঠা।

প্রাতঃকালে বিবমিষা, শীতল জল পান করিবা মাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করে, তৎসহ ঐ জল বমিত হয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্ননলী মধ্যে বেদনা।

ভুক্ত পদার্থ বমন, তাহাতে উপশম বোধ হয়।

১৭ পাকস্থলী।—প্রথমে পাকাশয়গহ্বরে উপবাসের ন্যায় বোধ, তৎপরে পাকাশয়ে চাপ বোধ।

নিশ্বাসগ্রহণ কালে পাকাশয়ে সূচীবেধ বোধ।

পাকাশয় গহ্বরে গড় গড় করিয়া ডাকা ও উৎসেচন।

দুর্ব্বল পরিপাক-ক্রিয়া, তৎসহ উদরের পূর্ণতা ও স্ফীতি।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—হাইপোকণ্ড্রিয়াতে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা, যেন একটা মোটা শল্য অন্ত্রমধ্যে সজোরে চাপ দিতেছে।

উদরে, বিশেষতঃ নাভি প্রদেশে, ক্রমাগত ডাকা।

উদর মধ্যে চিমটিকাটা ও মোচড়ানি বেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্র হইতে রস পড়া।

মলত্যাগের অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু মলত্যাগের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ইচ্ছা চলিয়া যায়, বাহ্যে হয় না; সরলান্ত্র শক্তিহীন বোধ, তৎসহ যেন উহা কোন বস্তু দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে বোধ।

সরলান্ত্রের অক্ষমতা, এমন কি কোমল মলও কষ্টে নিঃসৃত হয়।

মল অত্যন্ত ফ্যাকাটে বর্ণের।

মলত্যাগকালে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব।

মলত্যাগে চুলকানি।

২১ মূত্র।—সতত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

পুনঃ পুনঃ বেগ কিন্তু প্রস্রাব অতি অল্প হয়।

মূত্র:—জলবৎ পরিষ্কার; পরিত্যক্ত হইলে ঘোলা, অতি অপরিষ্কার অধঃক্ষেপ জমে; আলোড়িত করিলে কর্দ্দমবৎ বর্ণ অস্থবিত হয়।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অতি প্রবল রতীচ্ছা।

দিবসে নিদ্রোখান।

কামোদ্দীপক স্বপ্ন না দেখিয়াই রাত্রিতে শুক্রক্ষরণ।

শুক্রবাহে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

অণ্ডকোষের কামোদ্দীপক চুলকানি, তাহাতে রতীচ্ছা উত্তেজিত হয়।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—শ্বেত প্রদর, তৎসহ টাটানি,—ইহাতেও চুলকায়।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় বিবমিষা, আহারের পূর্ব্বে ও পরে বৃদ্ধি, আহারের সময়ে উপশম।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গ ও গভীর।

কথা কহিতে কাসী আইসে।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসের হ্রস্বতা, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কষ্ট বোধ।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে উদ্বেগ, বেদনা থাকে না, বোধ হয় যেন তাঁহার খোলা বায়ুতে যাইতে হইবে এবং তথায় ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

২৭ কাসী।—উত্তেজিত হয়:—কথা কহিলে; চেঁকিয়াতে শুড়শুড়ি বশতঃ।

আহারান্তে কাসী, তৎসহ খাদ্যবমন; তৎসহ অস্থিপটে বেদনা।

গয়ার:—মিষ্ট শ্লেষ্মা; আঠাবৎ; পুঁজযুক্ত।

২৮ ফুসফুস্।—অল্প অল্প চাপ, যেন বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে শল্য বিদ্ধ রহিয়াছে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ; নিশ্বাসগ্রহণ কালে রাত্রিতে।

নাড়ী সাধারণতঃ বৰ্দ্ধিতগতি।

রক্তবহা নাড়ীসমূহ মধ্যে সজোরে স্পন্দন।

৩০ বহির্ব্বক্ষ।—বক্ষোপরি চুলকানি।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবাপশ্চাতে অচলতা।

গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে অল্প অল্প সবিরাম (থাকিয়া থাকিয়া) চাপ বোধ।

দুই স্কন্ধাস্থি মধ্যে বেদনাযুক্ত ছিন্নকর।

৩২ ঊৰ্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কাপুলাতে সূচীবেধ, ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়।

স্পন্দন বন্ধ, বাহুদ্বয় মধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

কনুই বাহুর মাংসপেশীতে খঞ্জহারী বেদনাযুক্ত আভ্যন্তরিক চাপবোধ।

হস্তদ্বয়ে অত্যন্ত গুরুতা অনুভব।

হস্তদ্বয়, এমন কি হাতের তলা আঁচিলে আবৃত।

অঙ্গুলি সমূহের অসাড়তা।

৩০ নিম্নাঙ্গ।—বাম নিতম্বপেশী সমূহে অল্প অল্প চাপ বোধ।

উরুমধ্যে বেদনাদায়ক, অল্প অল্প, ছুচাল পদার্থ হইতে চাপ বোধ।

জানুর নিকটে কষ্টকর অসুখ বোধ, তৎসহ বসিতে অনম্যতা অনুভব।

পায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তরঙ্গাকারে সূচীবেধ।

জানুদ্বয় পক্ষাঘাত বোধ, তৎসহ অনম্যতা ও অলসতা, হাঁটিতে পারে না।

▌ভ্রমণ অথবা উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে গেলে পায়ের ডিমে খিলধরা, শয়ন করিলে উপশম হয়।

গোড়ালি হইতে পায়ের ডিম পর্যান্ত খিলধরাবৎ সবিরাম আকর্ষণ বোধ।

গুল্ফ সন্ধিতে বেদনা, মচকাইয়া গিয়াছে।

পায়ের তলায় সূচীবেধ।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত খিলধরাবৎ, আকর্ষণ ও ছিন্নকর বেদনা।

উপবিষ্টাবস্থায় পায়ের তলায় জ্বালা।

প্রাতঃকালে চরণদ্বয়ের শীতলতা।

৩১ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শ্রান্তি বোধ।

যুগপৎ ঊর্দ্ধ ও নিম্নাঙ্গের মধ্যদিয়া পুনঃ পুনঃ ছিন্নকর বেদনা, বেদনা থাকিয়া থাকিয়া হয়।

৩২ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শরীরের অস্থিরতা, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না।

চিত হইয়া শুইতে বাধ্য।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে অত্যন্ত ভয় বোধ।

উপবিষ্টাবস্থায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া উত্তেজিত।

সঞ্চালন : ১, ৩, ৪০। ভ্রমণ : ২, ৩৩, ৪০। শয়ন বা উপবেশন : ৪০। আহারান্তে হওয়া : ২।

ভ্রমণের প্রারম্ভে কষ্ট বোধ, ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে উপশম।

৩৬ স্নায়ু।—একাঙ্গের অথবা একাংশের পক্ষাঘাত।

কম্পন:—প্রত্যেক সঞ্চালনে; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে।

৩৭ নিদ্রা।—অস্থিরতা বশতঃ অনিদ্রা।

চুলকানি বশতঃ ভাল নিদ্রা যাইতে পারে না।

প্রাতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত গভীর নিদ্রা। রাত্রিতে সুস্পষ্ট স্বপ্ন, দিবসে সেই সমস্ত স্বপ্ন মনে পড়ে, মনে হয় যেন সেই সমস্ত ঘটনা যথার্থই ঘটিয়াছে।

স্বপ্ন:—অস্থির; মৃত দেহের।

৩৮ সময়।—রোগের বৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সময়,—প্রাতঃকাল, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত রাত্রি।

মধ্য রাত্রির পরে এবং দিবসে হ্রাস।

প্রাতঃকাল: ১, ৩, ৭, ১৬, ৩০। পূর্ব্বাহ্ন: ১, ১১। অপরাহ্ন: ১১। সন্ধ্যাকাল: ১, ৩, ৪০। রাত্রি: ২২, ২৯, ৩৭, ৪০। দিবস: ২২, ৩৭।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—বাতাসের হাওয়াতে চৈতন্যাধিক; সর্দ্দিপ্রবণতা।

খোলা বায়ু: ১০, ২৬, ৪৬। উষ্ণ গৃহ: ৪০। সূর্য্যোত্তাপযুক্ত স্থান ভালবাসে, শীত অনুভব করে।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—পৃষ্ঠদেশে কম্প, যেন তথায় শীতল জল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, তৎসহ মুখাভ্যন্তরে উত্তাপ।

আভ্যন্তরিক শীত, এমন কি উষ্ণ গৃহেও।

ঊর্দ্ধাঙ্গের উত্তাপ, তৎসহ চরণদ্বয় শীতল, আভ্যন্তরিক কম্প এবং উষ্ণ শ্বাস বায়ু।

প্রতিদিন বৈকালে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উত্তাপ; রাত্রিকালের আহারের পর চলিয়া যায়।

বাম পার্শ্বের উত্তাপ।

সন্ধ্যাকালে মস্তক, উদর ও পৃষ্ঠ দেশে ঘর্ম্ম, এমন কি যখন নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে।

উদর ও পৃষ্ঠ দেশে রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম।

হাতের তলায় চট্‌চটে ঘর্ম্ম, বিশেষ বাম হাতে।

আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহ শীতল ঘর্ম্ম।

আহারের সময়ে ঘর্ম্ম হ্রাস হয়।

৪১ আক্রমণ।—দুই এক দিন থাকে না এবং তৎপরে কয়েক দিন থাকে।

দ্ব্যাহিক ও ত্র্যাহিক প্রকারের সবিরাম জ্বর।

৪২ পার্শ্ব।—বাম পার্শ্ব, অথবা ‖ প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ পার্শ্ব।

দক্ষিণ : ৩, ৭, ৮, ২৮, ৩১। বাম : ৩, ৬, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪০।

সম্মুখ হইতে পশ্চাতে : ৫, ২৮। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে : ৩৩।

৪৩ অনুভব।—ক্রমাগত বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে চায়; একটী হাত নড়াইতে পারে না।

দেহের সর্ব্বত্র আকৃষ্টবৎ ও বেদনা।

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাপ অথবা শল্য বিদ্ধবৎ বেদনা।

‖ অনুভব যেন সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে একটা চেওড়া ফিতা বান্ধা আছে।

৪৪ তন্তু।—মাংসপেশী সমূহে খিলধরাবৎ বেদনা।

সন্ধি সমূহের সংকোচন।

বাহ্যিক স্থান সমূহের পীড়া।

শীর্ণতা।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ৪, ৭, ১০।

চাপ : ৩।

চুলকাইলে সাধারণতঃ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কখন কখন উপশম অথবা স্থান পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

ঘর্ষণ : ১১।

৪৬ চর্ম্ম।—খাদা হার্পেটিক (দদ্রুবৎ) দাগসকল।

জ্বালাকর ও হুলবেধযুক্ত হার্পিস (দদ্রু)।

অত্যন্ত কণ্ডূয়নযুক্ত উদ্ভেদসকল।

ফোস্কা, তাহা হইতে হরিদ্রাভাযুক্ত স্বচ্ছ তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়, উহা খোলাবায়ুতে কঠিন চামড়ীতে পরিণত হয়।

হাতের তলাতেও আঁচিল।

১৭ অবস্থা।—স্নায়বীয় ও হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প্রায়ই উপযোগী।

বৃদ্ধব্যক্তিগণ।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকগণ।

১৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ ঔষধ :—এন্টিম-টার্ট, এপি, বেল, আওড, লাইকো, নাইট্রি-এসি, নক্সভমি, ফস্ফ-এসি, প্লাটি, পলসা, আর্টিকা, জিঙ্ক, নেট্রম-মিউরে, কষ্টি।

এনাকার্ডিয়াম সুফলপ্রদ :—লাইকো, পলসা ও প্লাটিনার পরে।

এনাকার্ডিয়ামের পরে :—প্লাটিনা সুফলপ্রদ।

এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম।

পরীক্ষক :—হ্যানিম্যান।

১ মন।—অচৈতন্য; শয্যাগত হইয়াছে কিন্তু কোন বেদনার কথা বলে না। বালক প্রলাপযুক্ত, তন্দ্রালু, তৎসহ বিবমিষা, উষ্ণ ও লালবর্ণ মুখমণ্ডল; নাড়ী অনিয়মিত; জ্বরের উত্তাপ; শীতল জলে স্নান করাইতে গেলে কাঁদে; উষ্ণ জলে কাঁদে না।

‖ জীবনে বিতৃষ্ণা।

নিজেকে গুলিকরিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহে।

অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখপূর্ণ মানসিক ভাব।

‖ চন্দ্রালোকে কল্পনাপূর্ণ মানসিক ভাব, বিশেষতঃ প্রণয় সম্বন্ধে।

‖ শিশু খুঁতখুঁতে ও খিট্‌খিটে, স্পৃষ্ট অথবা দৃষ্ট হইতে চাহে না।

গম্ভীর হইয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কহে না।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা, বিবমিষা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মস্তকের দুর্ব্বলতা।

কপালে ভারবোধ।

মস্তকে রক্তাধিক্য।

• মস্তকাভ্যন্তর।—অল্প মাথাধরা ও মাথাঘোরা, সিঁড়িতে উঠিতে বৃদ্ধি।
কপালে স্তম্ভনকারী মাথাঘোরা, এত প্রবল যে উদ্বেগে ঘর্ম্ম বাহির হয়।
বাম রগে :—ভিতরের দিকে চাপবোধ; আকর্ষণ বোধ; অতি সূক্ষ্ম সূচীবেধসহ ধীর স্পন্দন।
▌ মাথাধরা :—নদীতে অবগাহনের পর, তৎসহ অস্ত্রপ্রত্যঙ্গাদিতে দুর্ব্বলতা ও খাদ্যে অনিচ্ছা; পাকাশয়ের বিকৃতি বশতঃ; সুরা পান বশতঃ; উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ার পরে; সর্দ্দি লাগার পরে।

• বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে পীপিলিকা দংশনবৎ চুলকানি; চুল উঠে।
করোটীত্বকে নানাস্থানে ছোট ছোট গুটিকা, চাপিলে বেদনাযুক্ত, তাহাদের চতুর্দ্দিকে কীট-চারণা বোধ।
জলে ভিজিলে অথবা শীতল জলে স্নান করিলে সর্দ্দি লাগার সম্ভাবনা; সন্ধ্যাকালে সর্দ্দি এবং দেহ উষ্ণ হইলে বৃদ্ধি; খোলাবায়ুতে এবং বিশ্রামকালে উপশম।

• চক্ষু।—অগ্নির দিকে তাকাইলে কাসী বৃদ্ধি হয়।
চক্ষুদ্বয় লালবর্ণ, প্রদাহিত, তৎসহ চুলকানি ও রাত্রিতে পল্লবের সংযোজনা।
বামচক্ষুর আরক্তিমতা, তৎসহ আলোকে বিতৃষ্ণা।
কর্ণিয়ার উপরে পষ্টুল, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা; অক্ষিপুটের কিনারায় ও মুখমণ্ডলে পষ্টুল।
▌ চক্ষুর বাহ্যিক কোণে টাটানি।
▌ অক্ষিপুট লালবর্ণ ও প্রদাহিত।
▌ শিশুদিগের পুরাতন অক্ষিপুট-চক্ষুপ্রদাহ।

• কর্ণ।—কর্ণের নিকট ঘণ্টাশব্দ, কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ।
দক্ষিণ কর্ণের এক প্রকার বধিরতা, অঙ্গুলি দিয়া কর্ণমধ্যে নাড়িলেও উপশমিত হয় না।
দক্ষিণ কর্ণ ও ইয়ুষ্টেকিয়ান নলী দিয়া আক্ষেপবৎ, মধ্যাহ্নাহারের পরে।
বাম কর্ণের আরক্তিমতা, জ্বালা ও স্ফীতি।
কর্ণ হইতে পূঁযস্রাব।

৭ **নাসিকা**।—নাসিকা রুদ্ধ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—সন্ধ্যাকালে ; মাথাঘোরাসহ মাথাধরার পরে ; মস্তকে রক্তাগমসহ।

সর্দ্দি :—শুষ্ক বা সরস।

টাটানিযুক্ত, ফাটা অথবা মামড়ীযুক্ত নাসারন্ধ্র।

৮ **মুখমণ্ডল**।—মুখের চেহারা বিবর্ণ।

মুখমণ্ডল লালবর্ণ। ১ দেখ।

মৌখিক মাংসপেশীতে উৎক্ষেপ।

গণ্ডোপরি উত্তাপ ও চুলকানি।

মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ব্রণ, পষ্টুল এবং স্ফোটক।

আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ।

বাম গণ্ডোপরি হরিদ্রাবর্ণ মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ, স্পর্শে বেদনাদায়ক।

গণ্ডোপরি পুঁজযুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী উদ্ভেদ।

৯ **নিম্নমুখমণ্ডল**।—ঠোঁট শুষ্ক।

মুখের কোণে ফাটা।

চিবুকোপরি জ্বালা, হুলবেধ।

১০ **দন্ত**।—গহ্বরবিশিষ্ট দন্তে দপ্দপ্, বেদনা কখন কখন মস্তক মধ্যে প্রবেশ করে ; রাত্রিতে বৃদ্ধি ; আহারের পরে, এবং শীতল জল হইতে ; জিহ্বা দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিলে যেন স্নায়ু ছিন্ন হইয়াছে এইরূপ বেদনা উপস্থিত হয় ; খোলাবায়ুতে ভ্রমণে উপশম।

মুখ দিয়া বায়ু টানিলে দন্তমধ্যে সূচীবেধবোধ।

গহ্বরযুক্ত দন্তে দপ্দপ্ অথবা চর্ব্বণ বোধ।

মাড়ী দন্ত হইতে সরিয়া যায় ও সহজেই রক্তপড়ে।

১১ **জিহ্বা, ইত্যাদি**।—আস্বাদ :—তিক্ত অথবা হ্রাস।

জিহ্বা লেপাবৃত :—পুরু ও সাদা ; দুধবৎ সাদা ; হরিদ্রাবর্ণ।

মুখে অধিক পরিমাণে লবণাক্ত লালা।

জিহ্বার কিনারায় টাটানি বোধ ও আরক্তিমতা।

১২ মুখমধ্য।—মুখ-গহ্বরের শুষ্কতা।

প্রচুর লালানিঃসরণ, লবণাস্বাদযুক্ত লালা।

১৩ গলমধ্য।—তালুর ক্ষতবৎ বোধ, তৎসহ গলা পরিষ্কার করিবার সময়ে অধিক শ্লেষ্মা উঠে।

নাসিকার পশ্চাৎ ছিদ্র (নেরিস) হইতে খানিক পরিমাণে ঘন, হরিদ্রা বর্ণ শ্লেষ্মা টানিয়া গলমধ্যে লয় ও তাহা গয়ার তুলে।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—অম্ল খাইতে ইচ্ছা।

সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা সহ দীর্ঘস্থায়ী অক্ষুধা।

প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে ক্ষুধা, কিন্তু খাইতে রুচি নাই।

ঠোঁটের শুষ্কতাসহ প্রবল তৃষ্ণা; রাত্রিতে অধিক; কিম্বা তৃষ্ণাশূন্যতা।

১৫ পানাহার।—রুটী খাইলে বিশেষতঃ বিবমিষা ও কর্ত্তনবৎ পেট বেদনা উপস্থিত হয়।

আহারের পরে শয়নেচ্ছাসহ আলস্য বোধ।

আহারান্তে পূর্ণতা ও কাট কাট বোধ, উহা পর্য্যায়ক্রমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, আনন্দ ও চাঞ্চল্য বোধ।

খারাপ, অম্ল মদ্য পান করিয়া বমন। *পাকাশয়ের সর্দ্দি।

স্নানপ্রদানের পর উদরাময়।

স্তন্যপায়ী শিশুগণ স্তনপান অথবা বোতল হইতে দুগ্ধ পান করিবামাত্র অম্ল অম্লযুক্ত দুগ্ধ তুলিয়া ফেলে।

অম্লাহারের পর বৃদ্ধি। *উদরাময়, তৎসহ কাসী।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—দুগ্ধপানের পর হিক্কা।

যাহা খাইয়াছে তাহা গলা বহিয়া উঠে।

উত্তম ক্ষুধাসহ বুক জ্বালাবৎ পাকাশয়ের জ্বালা।

বিবমিষা:—এক গ্লাস সুরাপানের পর; অধিক আহার হইতে।

বমন:—শ্লেষ্মা ও পিত্ত; পিচ্ছিল; কেবল জল; খাদ্য বা জল পান করিলে প্রত্যাবর্ত্তন করে; ক্রমাগত স্থায়ী, জিহ্বা সাদা।

তৃষ্ণা নাই। *শিশুদিগের শুষ্কতা প্রাপ্তি, পাকাশয়ের সর্দ্দি ইত্যাদি।

প্রবল বমন ও উদরাময়।

১৮ **পাকস্থলী।**—পাকাশয় দুর্ব্বল, সহজেই পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে।

পাকাশয়ের বেদনাদায়ক পূর্ণতা বোধ, পাকাশয় চাপে টাটানি বোধ।

অধিক পরিমাণে খাওয়ার ন্যায় পাকাশয়ে বেদনা, তৎসহ স্ফীত (কিন্তু কঠিন নহে) উদর।

পাকাশয়ে খিলধরার ন্যায় বেদনা।

▌ পাকাশয়ের সর্দ্দি:—জিহ্বা শাদা, বিবমিষা ও বমন; কাসী; "পেট নরম।" জন্মে:—অতিভোজন, অম্ল মদ্য, উষ্ণ বায়ু, স্নান প্রভৃতি হইতে; হামের সময়ে; বাতরক্ত (gout) অথবা বাতের স্থান পরিবর্ত্তন হইতে।

১৯ **উদর।**—উদর অত্যন্ত স্ফীত।

বায়ু আবদ্ধ; কোষ্ঠবদ্ধ।

পেট ডাকা।

চিমটিকাটা এবং যেন উদরাময় উপস্থিত হইবে বোধ।

অন্ত্রমধ্যে পূর্ণতা বোধ, আহারের পরে চলিয়া যায়।

পেট বেদনা, তৎসহ অক্ষুধা, কঠিন মল, লালবর্ণ প্রস্রাব।

উদরে অতি প্রবল কর্ত্তন, পাকাশয় হইতে কষ্ট বোধ উত্থিত হয়, কাজ করিতে অনিচ্ছা, অলস মন ও উদ্গার উঠা সহ পাকাশয়ে বেদনা।

জলবৎ উদরাময় সহ উদরে কর্ত্তন বোধ।

২০ **মল, ইত্যাদি।**—ক্ষতকর উদরাময়।

মল:—বমন সহ জলবৎ; জলবৎ; প্রচুর।

▌ জলবৎ, তৎসহ ছোট ছোট কঠিন গুট্‌লে, অথবা অজীর্ণ খাদ্য থাকে; প্রাতঃকালে আরম্ভ।

▌ উদরাময়, সির্কা ও অন্যান্য অম্ল খাইলে বৃদ্ধি; অম্ল খাদ্যে; অতি ভোজনে; শীতল জলে স্নানের পর; রাত্রিতে ও অতি প্রত্যূষে।

▌ বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ।

▌ বৃদ্ধদিগের উদরাময়।

▌ কষ্টনিঃসৃত কঠিন মল, মল অতি বৃহৎ, কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ আবদ্ধ বায়ু (নিঃসরণ হয় না)।

মল শুষ্ক, শাদা। বড়বড় জমাট দুধের দলা।

মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে বেদনা; টাটানি বোধ, যেন ক্ষত স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

নিটন মলের সহিত অন্ত্র হইতে প্রচুর রক্তস্রাব; অর্শের রক্তস্রাব।

শ্লেষ্মা (রস) স্রাবী অর্শ, অর্শে খোঁচা বেধা, জ্বালা; ক্রমাগত রসস্রাব হয়, কাপড়ে হরিদ্রা দাগ লাগে; কখন কখন রক্তযুক্ত জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়।

২১ মূত্র।—মূত্রাশয়ের বেগ, তাহাতে রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলে।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, তৎসহ অধিক শ্লেষ্মা, প্রস্রাব ত্যাগ কালে প্রস্রাব পথে প্রবল জ্বালা ও পৃষ্ঠদেশ কামড়ানি।

মূত্রত্যাগ কালে প্রস্রাব পথে কর্ত্তন বোধ।

মূত্র:—স্বর্ণবৎ হরিদ্রাবর্ণ, ২৪ ঘণ্টা থাকিলে তন্মধ্যে ক্ষুদ্র লোহিত কণিকা।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা উত্তেজিত, তৎসহ সমস্ত শরীরের অসুখ বোধ, তাহাতে তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন না।

রাত্রিতে স্বপ্নদোষ; তৎসহ কামোদ্দীপক স্বপ্ন থাকে বা থাকে না।

কণ্ডূয়ন:—পুরুষাঙ্গের; লিঙ্গ মুণ্ডের অগ্রভাগের।

স্ক্রোটামের বাম পার্শ্বে কামড়ানি, চুলকানি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্নান করার পরে ঋতু স্থগিত হইয়া গেলে ডিম্বকোষ প্রদেশের উপর বেদনা বোধ।

জরায়ু মধ্যে চাপ বোধ, যেন কিছু তাহা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে।

অল্পবয়সে ঋতু আরম্ভ হয়, প্রচুর, তৎপরে স্থগিত হয়; তৎপরে ক্লোরোসিস।

ঋতুর পূর্ব্বে দন্তশূল, তৎসহ বস্তি মধ্যে খেঁচকেন বোধ।

যোনি হইতে জ্বালাকর জলীয় পদার্থ নিঃসরণ, তাহাতে উরু পর্য্যন্ত জ্বালা করে।

শ্বেত প্রদর জলবৎ এবং তন্মধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ থাকে।

২৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায়:—পাকাশয়-আন্ত্রিক ও অর্শ সম্বন্ধীয় পীড়া।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরের ক্ষীণতা।

স্বর বিলুপ্ত; অতি উত্তপ্ত হওয়া হেতু; বিশ্রামের পর উপশম।

লেরিংক্স ও ফেরিংক্স মধ্যে অতি প্রবল আক্ষেপ, তৎসহ টাটানি বোধ।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

গভীর দীর্ঘশ্বাসবৎ শ্বাসক্রিয়া, যেন বক্ষঃ পূর্ণ, বৈকালে ও আহারের পরে।

পাকাশয় হইতে যেন শ্বাসকষ্ট বোধ।

প্রায় শ্বাসরুদ্ধের ন্যায় সঙ্কোচন।

২৭ কাসী।—পুনঃ পুনঃ শুষ্ক কাসী।

সমগ্র শরীর কম্পনকারী কাসী, তৎসহ অসাড়ে প্রচুর মূত্রত্যাগ।

প্রাতঃকালে উঠিবার পর কাসী; ▌প্রথম কাসীর আক্রমণ সর্ব্বদাই অতি প্রবল, পরে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে, পরিশেষে শেষ কাসী কেবল অল্প খক্ খক্ করিয়া হইতে থাকে। *হৃৎশূলক কাসী। *পাকাশয় দোষ বশতঃ কাসী।

হাস্যের পর হৃৎশূলক কাসী।

অগ্নির দিকে তাকাইলে কাসী বৃদ্ধি হয়।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে সূচীবেধ।

▌উত্তাপ সহ বক্ষে বেদনা।

বক্ষে জ্বালা ও খোঁচাবেধা বোধ।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—অতি প্রবল হৃৎ কম্পন। নাড়ী অত্যন্ত অনিয়মিত; একবার দ্রুতগতি এবং পরক্ষণেই ধীর।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা দেশীয় গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি।

সন্ধ্যাকালে শয়নের পর এবং প্রাতঃকালে পশ্চাৎ গ্রীবার মাংসপেশীর আক্ষেপিক টানিয়া ধরা বেদনা, স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অবনত হইলে, বাহুদ্বয় সঞ্চালনে এবং মস্তক বামদিকে ফিরাইলে ঐ বেদনা বর্দ্ধিত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে চুলকানি।

উপবিষ্টাবস্থা হইতে উঠিতে গেলে কটিদেশে অতি প্রবল বেদনা; ভ্রমণ কালে বিলুপ্ত হয়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—সঞ্চালন কালে কনুই সন্ধিতে খট্‌খট্ শব্দ।

টানিয়া ধরা বেদনা:—বাহুদ্বয়ে; অঙ্গুলি ও তাহার সন্ধিসমূহে।

▌ অঙ্গুলি সমূহে বাতের বেদনা।

নখসকল আর পূর্ব্বের মত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় না, এবং চর্ম্মের অতি বেদনাযুক্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—নিতম্ব সন্ধিতে বেদনাযুক্ত টানিয়া ধরা।

জানুর বেদনাযুক্ত অনম্যতা।

ঠিক জানুর নিম্নে বেদনা, যেন উহা অতি কষিয়া বান্ধা হইয়াছে।

টানিয়া ধরা বেদনা:—জানুদ্বয়ে, বাম গুল্‌ফে; এবং দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে ছিন্নকর বেদনা। *বাতরক্ত (Gout)।

নিম্নাঙ্গে অতি প্রবল বেদনা।

▌ পায়ের তলায়, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অতি নিকটে শৃঙ্গবৎ শক্ত বড় বড় স্থান।

পায়ের তলা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কড়া।

▌ ভ্রমণকালে পায়ের তলায় অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ ও কম্পন।

সমস্ত অঙ্গাদির অলসতা, সকম্পন শ্রান্তি এবং ভার বোধ।

বাত বা বাতরক্তের (Gouty) বেদনা।

৩৫ অবস্থিতি ইত্যাদি।—বিশ্রাম: ৪, ২৫। উপবেশন: ৩১, ৩৩। অবনত: ৩১। শয়ন: ১৫, ৩১। উত্থান: ৩১। আরোহণ: ৩। ভ্রমণ: ১০, ৩১, ৩৩। বাহু সঞ্চালন: ৩২। লেখা: ৩৪। ধ্বক ধিরান: ৩১।

৩৬ নিদ্রা।—▌ দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা; প্রধানতঃ পূর্ব্বাহ্নে।

ডোরা। গভীর, অব্যাহতপ্রায় নিদ্রা।

ভয় প্রাপ্তির ন্যায় পুনঃ পুনঃ জাগরণ।

স্বপ্ন:—বিষাদের; কামোদ্দীপক; উদ্বেগ পূর্ণ, যেন কেহ তাহাকে আঘাত করিবে; ভয়ানক, মানুষের হাত, পা, গলা কাটা ইত্যাদি সম্বন্ধে।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১৪, ২০, ২৭, ৩১, ৪০। পূর্ব্বাহ্ণ : ৫, ৩৭। মধ্যাহ্ন ৪০। অপরাহ্ণ : ৬, ২০। সন্ধ্যাকাল : ৪ ৭, ৩১, ৩৭। রাত্রি : ৫, ১০, ১৪, ২০, ২১, ২২, ৩৭, ৪০। দিবস : ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণ হইলে : ৪, ২৫, ৩৭। উষ্ণ গৃহ : ২৭, ৪০। সূর্য্যোত্তাপ : ২৭। উষ্ণ জল : ১। স্নান : ২৩; নদীর জলে স্নান : ৩, ৪। শীতল জল : ১, ১০, ২০। খোলা বায়ু : ৪, ৪, ১০।

উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি : ▌রাত্রিকালীন ঘর্ম্মসহ শ্রান্তি বোধ, নিদ্রালুতা, বিবমিষা; বমন।

▌সূর্য্যোত্তাপ সহ্য করিতে পারে না।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—দিবসে শীতের প্রাবল্য, এমন কি উষ্ণ গৃহেও।

তৃষ্ণা (বিস্তার মদ্যের জন্য) সহ মধ্যাহ্নের সময়ে অতি প্রবল কম্প।

পৃষ্ঠ বহিয়া কম্প, চরণদ্বয় বরফবৎ শীতল, তৎসহ শরীরের অন্যান্য স্থানে ঘর্ম্ম।

রাত্রিতে উত্তাপ।

প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে ঘর্ম্ম, তাহাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগের চর্ম্ম কুঞ্চিত হয়।

ঘর্ম্ম ঠিক সেই একই সময়ে হয়, প্রায়ই এক দিন অন্তর (তৃতীয় দিন) প্রাতঃকালে।

▌ঘর্ম্ম হইয়া গেলে উত্তাপ ও তৃষ্ণা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৪১ আক্রমণ।—লক্ষণ সকল প্রতি ৫, ৬, অথবা ১২ সপ্তাহ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সাময়িক প্রত্যাবর্ত্তন :—কোমা, কর্ণ বেদনা।

একদিন অন্তর ঠিক সেই একই সময়ে ঘর্ম্ম।

৪২ ত্বক।—কাল রক্তস্রাব।

সমস্ত শরীরে শোথের স্ফীতি।

▌শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল সাধারণতঃ আক্রান্ত।

গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি সহ বেদনা ও আরক্তিমতা।

বাহ্যাংশ সকল কাল হইয়া যায়; শুষ্ক গলিত ক্ষত (গ্যাংগ্রিন)।

যুবাদিগের মেদসঞ্চয়।

১৬। চর্ম্ম।—স্ফোটক ও ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ।

পানি বসন্তের ন্যায় গুটিকা।

চর্ম্মের চুলকানি, চুলকাইলে বেদনা বোধ হয়।

কীটাদির হুলফুটান ন্যায় জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও হস্ত পদাদির সন্ধিসমূহের উপরে।

দাদের ন্যায় উদ্ভেদ, আঁচিল, শৃঙ্গবৎ শক্ত প্রবর্দ্ধন সকল।

পেরিনিয়মে স্ফোটকসকল, তাহাদের চতুর্দ্দিকে জ্বালা।

গভীর, স্ফোটের ন্যায় ক্ষত।

পুরু, শক্ত মামড়ী সহ উদ্ভেদ।

১৭। অবস্থা।—শিশুগণ।

যুবকগণ মোটা হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধ ব্যক্তি:—পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ।

১৮। সম্বন্ধ।—সদৃশ—এপি (চর্ম্ম); আর্সে (পাকাশয়ের সর্দ্দি, জ্বালাকর উদ্ভেদ, শোথ), ব্রাইও (বাত, পাকাশয়ের লক্ষণ, উত্তাপের ফল, ইত্যাদি), ক্যাম, হেপার, ইপিকা (পাকাশয়ের পীড়া সকল), মার্ক, নক্স ভমি, পলসা (পাকাশয়ের লক্ষণ সকল, খোলা বাতাসে উপশম), র্যানা-বল (শৃঙ্গবৎ শক্ত উদ্ভেদ), রসটক্স, সলফ, সিনা।

পাকাশয়ের দোষ বশতঃ মাথা ধোরায় পলসাটিলার; অম্ল পদার্থ খাইয়া মাথাধরায় পলসাটিলা বা আর্সেনিকের; প্রদাহিত চক্ষুতে একোনাইট ও ইউফ্রেসিয়ার; গন্ধক বিশিষ্ট দ্রব্যের ঢেকুরে পলসাটিলার; গ্রীষ্মকালের উত্তাপ বশতঃ স্বাস্থ্যভঙ্গে ব্রাইও ও কার্ব্ব-ভেজের; পাকাশয়ে বিশৃঙ্খলায় পলসা বা ইপিকার; জলবৎ উদরাময়ে ভেরাট্রের; অতি উষ্ণ হইলে পর পাকাশয়ের লক্ষণ সমূহে ব্রাইওনিয়ার সদৃশ।

সমগুণবিশিষ্ট:—ইপিকা, তদপেক্ষা অধিকতর শাইকো।

সবিরাম জ্বরে ইপিকা বা পলসাটিলার পরে উপকারী।

▌ পলিপাস রোগে পলসাটিলা ও মার্ক্‌ রিয়াসের সহিত উপকারী।

এণ্টিম-ক্রুডের পরে সুফলপ্রদ :—পলসা, মার্ক্‌, সলফা।

এণ্টিম-ক্রুডের প্রতিবিষ :—ক্যালকে-কার্ব্ব, হেপার, মার্ক্‌।

এণ্টিম-ক্রুড প্রতিষেধ করে :—কীটাদির হুলফুটান।

কার্য্যাবশেষপূরক :—স্কুইলা।

এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম।

পরীক্ষক :—ষ্টাপ।

১ মন।—মস্তক মধ্যে গোলমাল (confusion)।

▌ খারাপ মেজাজ।* বায়ুনলীভুজের সন্ধি।

সন্ধ্যাগমে উদ্ভ্রান্ত আনন্দ।

আশঙ্কাযুক্ত ও অস্থির।

একাকী থাকিতে ভয়, পাছে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠেন।

মানসিক উত্তেজনা।

অতি সামান্য বিষয়ে ভয় পান।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—চক্ষু মুদিলে; ভ্রমণ কালে; চক্ষুর সম্মুখে আলোক কম্পন; মস্তকোত্তোলন কালে; শুইতে বাধ্য।

মস্তকের ভার।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা, বোধ হয় যেন কপালের চতুর্দ্দিকে একটা ফিতা দিয়া চাপ দেওয়া রহিয়াছে।

কপালে চাপযুক্ত বেদনা, সূচীবেধ বামচক্ষুর মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে দপ্‌দপানি।

মস্তকমধ্যে ছিন্নকর বেদনা।

মস্তকের কম্পন বিশেষতঃ বসিবার সময়।

৭ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে আলোক কম্পন।

যেন একটী সূক্ষ্ম পর্দার মধ্য দিয়া দেখিতেছেন। দৃষ্টি বিলোপ।

‖ অস্পষ্ট দৃষ্টি।* উদরাময়।

অধিক অশ্রুস্রাব সহ কঞ্জঙ্কটাইভার প্রদাহ।

অক্ষিগোলক বেদনা করে, যেন থেঁৎলা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

চক্ষুদ্বয় শ্রান্ত বোধ হয়, যেন অক্ষিপুট বন্ধ হইয়া আসিবে।

‖ বাত বা বাতরক্ত (Gout) সম্বন্ধীয় চক্ষুপ্রদাহ।

৮ কর্ণ।—কর্ণ মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ।

বাম কর্ণের নিকট বৃহৎ একটী পক্ষীর পক্ষ বিধূননবৎ বোধ।

দক্ষিণ বাহ্যকর্ণে উৎক্ষেপ, ছিন্নকর বোধ, সন্ধ্যাকালে শুইলে।

৯ নাসিকা।—আস্বাদ ও আঘ্রাণশক্তির অভাব সহ হাঁচি, সরল সর্দ্দি ও শীত শীত বোধ।

পর্য্যায়ক্রমে সরস সর্দ্দি সহ, নাসিকা রুদ্ধ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তৎপরে হাঁচি সহ সরল সর্দ্দি।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডল :—‖ রক্তশূন্য, অন্তঃপ্রবিষ্ট; কোমা সহ, রক্তশূন্য, স্ফীতভাব, নীলাভাযুক্ত।

‖ মুখমণ্ডলের সমগ্র পার্শ্বে, এমন কি সেই পার্শ্বের মস্তক ও গ্রীবায়, ছিন্নকর বেদনা।

মুখমণ্ডলের জ্বালাকর উত্তাপ।

মুখমণ্ডলের শীতল ঘর্ম।

বমন করিবার কষ্টে কপাল ও মস্তকের উপর ঘর্ম।

মুখমণ্ডলের প্রায় প্রত্যেক মাংসপেশীতে আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ (নৃত্য)।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—ঠোঁট শুষ্ক, মামরীযুক্ত।

ঠোঁটের উপরে কণ্ডূয়নযুক্ত সজল ফুষ্কুড়ি।

চিবুকের দক্ষিণ পার্শ্বে, উজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় জ্বালা।

১০ দন্ত।—প্রাতঃকালে অতি প্রবল দন্তশূল।

সবিরাম দন্তশূল।

মাড়ী দিয়া রক্তপড়ে।

দন্তোদ্গম কালে দন্তে সর্দ্দিক রক্তাধিক্যতা।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—বিস্বাদ; লবণাক্ত; অম্লাক্ত; তিক্ত; পচা ডিম্বের ন্যায়।

খাদ্য আস্বাদহীন বোধ হয়। তামাকের কোন আস্বাদ নাই।

জিহ্বা :—লাল দাগযুক্ত; অত্যন্ত লালবর্ণ, এবং মধ্যস্থলে শুষ্ক; পুরু শাদা ক্লেদে আবৃত; অতি পাতলা শাদা ক্লেদাবৃত, তৎসহ লালবর্ণ কণ্টকসকল, লালবর্ণ কিনারাদ্বয়।

জিহ্বা নাড়াইতে কষ্ট, এমন কি বেদনাদায়ক।

১২ মুখমধ্য।—প্রাতঃকালে উঠিলে পর মুখগহ্বর এত বেদনা যে গিলিতে পারে না।

মুখমধ্যে ও জিহ্বার উপরে বসন্তের পষ্টুলবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার দাগ।

১৩ গলমধ্য।—তালুর পশ্চাদংশে টাটানি বোধ।

হ্রস্ব শ্বাসক্রিয়াসহ গলমধ্যে অধিক শ্লেষ্মা।

গলাধঃকরণ বেদনাদায়ক অথবা অসম্ভব।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মাংস খাইতে ইচ্ছা, ও শীতল জলপানের তৃষ্ণা।

অম্ল খাইতে ইচ্ছা।

অধিক তৃষ্ণা, অল্প অল্প ও পুনঃ পুনঃ জলপান করে, কিম্বা, তৃষ্ণাভাব।

রুচি অল্প।

তামাক খাইতে ইচ্ছা নাই।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—প্রবল হিক্কা।

উদ্গার :—শূন্য; অম্ল; তিক্ত, লবণাক্ত; ন্যাকারজনক দুর্গন্ধ পদার্থ, ভুক্তখাদ্যের আস্বাদ।

বিবমিষা :—উদ্বেগোৎপাদক; তৎসহ পাকাশয়গহ্বরে অল্প চাপ, তৎপরে কপালে মাথাধরা; এবং উদরাময়সহ সমস্ত রাত্রি অবিরাম বমন; তৎপরে প্রচুর অশ্রুস্রাবসহ হাইতোলা, তৎপরে বমন।

বমন :—সকল অবস্থাতেই, কেবল দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে নহে; মাথাধরাসহ হস্তদ্বয়ের কম্পন; সবেগে।

বমন:—সবুজ; জলবৎ শ্লেষ্মা, তৎপরে চাপ চাপ খাদ্য, তৎপরে পিত্ত মিশ্রিত তরল পদার্থ।

বমনের পরে অত্যন্ত আলস্য, নিদ্রালুতা, বিতৃষ্ণা, ঠাণ্ডাজিনিষের ইচ্ছা। * উদরাময়।

কাঠবমি, তৎপরে বমন, বমনের পরে অত্যন্ত শয্যাশায়িতা।

১৭ পাকস্থলী।—অনুভব হয় যেন পাকাশয়ে অত্যধিক বোঝাই হইয়াছে; পচা ডিম্বের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উদ্গার; অস্থির নিদ্রা।

এপিগাষ্ট্রিয়ম প্রদেশে অতি প্রবল বেদনা।

পাকাশয়ে খিলধরা।

স্পন্দন ও দপদপানি, বিশেষতঃ পাকাশয় গহ্বর অথবা উদরে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃৎপ্রদেশ স্পর্শে চৈতন্যাধিক।

ফুসফুসপ্রদাহসহ কামলা, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের।

১৯ উদর।—যদিও ধ্যান নাই, এবং উদর কঠিন বলিয়া অনুভূত হয় না, তথাপি বোধ হয় যেন উহা পাথরপূর্ণ রহিয়াছে।

হাইপোগাষ্ট্রিয়মে চাপ বোধ ও কামড়ানি (aching)।

অতি প্রবল পেটবেদনা বোধ হয় যেন অন্ত্র খণ্ড খণ্ড কর্ত্তিত হইবে।

কুচকির মধ্যে উপর হইতে নীচের দিকে প্রবল কর্ত্তনবৎ ও প্রসব বেদনাবৎ ছিন্নকর বেদনা, ঐ বেদনা উরুর মধ্য দিয়া নিম্নে জানু পর্য্যন্ত।

নাভির নিকটে পেটবেদনা।

দক্ষিণ কুচকিতে প্রবল জ্বালাকর টাটানি।

সঞ্চিত বায়ু নড়িয়া বেড়ায়, তৎসহ পেটডাকা, উদরাময়।

২০ মল, ইত্যাদি।—মলদ্বারে সূচীবেধ।

প্রচুর মলনিঃসরণ।

মল:—পাতলা, পিত্তযুক্ত, আমযুক্ত, তরল সবুজাভাযুক্ত, তৎসহ মলদ্বারে উত্তাপ; পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ।

মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা, যদিও বোধ হয় উদর পূর্ণ ও বেগ আসিতেছে।

২১ মূত্র।—মূত্র:—ঘোলা, তীব্র গন্ধযুক্ত; ঘোলা হইয়া যায় এবং বেগুনে

রক্তের মাটীবৎ অধঃক্ষেপ পতিত হয়; অম্ল, শেষ কয়েক ফোঁটা রক্তযুক্ত; মূত্রাশয়ে প্রবল বেদনা; এল্‌বুমেনযুক্ত।

মূত্রত্যাগকালে ও পরে প্রস্রাব পথে জ্বালা।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি অগ্রে, দুর্ব্বল, এবং কেবল দুইদিনের জন্য।

ঋতুর পূর্ব্বে :—কুচকিতে বেদনা।

জলবৎ রক্তের শ্বেত প্রদর, বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি ; এক এক বার বেশী।

বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের উপরে পষ্টুল।

২৪ গর্ভাবস্থা।—পাকাশয়ের বিকৃতি—শ্লেষ্মা বমন; উদ্গার; খাদ্যে বিতৃষ্ণা; লালানিঃসরণ।

▌ জন্মকালে শিশু রক্তশূন্য, শ্বাসরুদ্ধ, হাঁপাইতে থাকে, যদিও নাড়ী তখনও স্পন্দিত হয়। * শিশুদিগের শ্বাসরোধ হইয়া মৃতকল্পাবস্থা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বর দুর্ব্বল এবং সন্ধ্যাকালে পরিবর্ত্তিত।

প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গতা, কথা কহিলে বৃদ্ধি।

▌ কাসিতে অথবা শ্বাসক্রিয়া কালে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে।

▌ টেকিয়া মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড় ঘড় শব্দ, উহা তুলিতে পারে না।

▌ ঘড় ঘড় শব্দ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। * বায়ুনলী-ভুজের সর্দ্দি।

▌ সর্দ্দিজ ক্রুপ, প্রৌঢ়দিগের ক্রুপ।

▌ বৃদ্ধদিগের সর্দ্দি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, হ্রস্ব; তারযুক্ত উদ্বেগপূর্ণ।

▌ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা; উপবিষ্টাবস্থায় থাকিতে বা অবলম্বন নিতে হয়।

▌ রাত্রি ৩ টার সময়ে শ্বাসরুদ্ধ এবং কষ্টপ্রাপ্ত, অবশ্য উঠিয়া বসিতে হয়; কাসী ও শয্যায় উঠিলে পর তিনি (স্ত্রী) কিছু উপশম বোধ করেন।

▌ শিশু জন্মকালে শ্বাস ও রক্তশূন্য।

প্রশ্বাস প্রক্ষেপে অত্যন্ত কষ্ট।

▌ শ্লেষ্মা বশতঃ অত্যন্ত গলা ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসক্রিয়া।

২৭ কাসী।—▌ যুগপৎ কাসী ও হাইতোলা।

কাশী, যদি শিশু রাগান্বিত হয়, এবং আহারের পরেও শিশু খাদ্য ও শ্লেষ্মা বমন করে।

উচ্চ শব্দসহ হ্রস্ব কাসী। * বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি।

কাসী রোগীকে উঠিয়া বসিতে বাধ্য করে, সরস ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দযুক্ত কিন্তু শ্লেষ্মা (গয়ার) উঠে না।

প্রত্যেক কাসীর আক্রমণের পূর্ব্বে বায়ু লইবার জন্য হাঁপায়।

কাসী —প্রচুর ফেনাযুক্ত গয়ারসহ অথবা মোটেই গয়ার উঠে না।

কাসী ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে, রোগীর রক্ত অঙ্গারক-বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠায় তাহার লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

রক্তযুক্ত, রক্ত উঠার পরে পিচ্ছিল।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষ শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ কিন্তু তুলিতে ক্ষমতা নাই।

বক্ষ পূর্ণ বোধ। বক্ষ সঙ্কোচন বোধ।

ফুসফুসের স্ফীতি (ইডিমা)। ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অত্যন্ত উদ্বেগ, তৎসহ শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন।

নাড়ী।—কঠিন ও দ্রুত, বৃদ্ধদিগের, দ্রুত, দুর্ব্বল ও কম্পবান; ক্ষুদ্র।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—কোন দ্রব্য তাঁহাকে স্পর্শ করে তাহা তিনি ভাল বাসেন না, জামার কলারের বোতাম খুলিয়া দিতে ইচ্ছা।

গ্রীবার মাংসপেশীতে খিলধরা।

পরিশ্রান্তিবৎ পৃষ্ঠদেশে বেদনা, বিশেষতঃ আহারান্তে ও বসিয়া থাকিলে।

সেক্রোলম্বার (কটি) প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল বেদনা।

সঞ্চালনের অতি সামান্য মাত্র চেষ্টা করিলে কাঠবমি ও শীতল, চট্‌চটে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়।

৩১ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—ছিন্নকর ও সূচীবেধ বেদনা।

দক্ষিণ বাহুতে, মণিবন্ধে চাপবৎ বেদনা।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

হস্তদ্বয় শীতল ও সরস।

অঙ্গুলির অগ্রভাগসকল মৃতবৎ শুষ্ক ও কঠিন; চৈতন্যহীন।

৩৪ **নিম্নাঙ্গ।**—পদদ্বয়ে অসাড়তা ও শীতলতা।

নিতম্ব, ঊরু ও পায়ের ডিমে বাতের বেদনা।

চরণদ্বয়ে পরিশ্রান্তি বোধ। শীতল চরণদ্বয়।

৩৫ **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।**—দুর্ব্বলতা; অসাড়তা ও শীতলতা; ভার।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সতত বিস্তৃত করিতে ইচ্ছা।

উঠিতে এবং উঠিবার ঠিক পূর্ব্বে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে বাতের ও মুষ্টাঘাতের অনুভব।

৩৬ **অবস্থিতি, ইত্যাদি।**—শয়ন করিতে ৬। উপবেশন ২৩, ২৬, ৩১, ৩৩। মস্তকোত্তলন ২। উত্থান : ৩৭। অবনত ৩। সঞ্চালন ৩১, ৩৬, ৫০। বারম্বার সঞ্চালন : ৩১। বিস্তৃত করিতে ইচ্ছা : ৩৪। ভ্রমণ : ২, ৩৩।

৩৭ **স্নায়ু।**—কম্পন :—সমস্ত শরীরের, আভ্যন্তরিক, মস্তকের এবং প্রত্যেক সঞ্চালনে হস্তদ্বয়ের পাক্ষাঘাতিক কম্পন।

অত্যন্ত অস্থিরতা। * বসন্তশীতলের সহিত।

অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও আলস্য।

মূর্চ্ছা।

৩৮ **নিদ্রা।**—হাইতোলা, অত্যন্ত নিদ্রালুতা, ঘুমাইতে অদম্য ইচ্ছা।

৩৯ **সময়।**—রাত্রি ৩টা : ২৬। প্রাতঃকাল ১০, ১২, ২৫। সন্ধ্যাকাল ১, ৬, ২৫। রাত্রি ২৬, ৫০। দিবসে ৫০।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—দিবসে শীত ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে।

দীর্ঘস্থায়ী শীতের পরে প্রবল (কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নহে) উত্তাপ, প্রত্যেক সঞ্চালনে বর্দ্ধিত।

অল্পস্থায়ী শীতের পরে, দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, তৎসহ নিদ্রা ও কপালে ঘর্ম্ম।

সর্ব্বাঙ্গ শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম, রাত্রিতেও।

ঘর্ম্ম প্রায়ই শীতল ও চটচটে।

আক্রান্ত স্থানসকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘামে।

৪১ **পার্শ্ব।**—দক্ষিণ ৪, ৯, ১৬, ১৯, ৩২। বাম : ৩, ৬, ৩০। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে : ৩, ১৯। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে : ৩।

১৫ তন্তু।—▌ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসকল; সর্দ্দি বা প্রদাহ; কণ্ঠনলী প্রদাহ; পাকাশয় প্রদাহ; অন্ত্র প্রদাহ; বায়ুকোষসমূহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত লেরিঞ্জাইটিস, ট্রেকিয়াইটিস, ব্রংকাইটিস, সিস্টাইটিস।

▌ পষ্টুলযুক্ত উদ্ভেদ:—কণ্ঠনলীর উপরে; মুখমণ্ডলে; মুখ গহ্বর ও ফুসফুসে; অন্ননলী, পাকাশয় ও জিজুনামে; জননযন্ত্রসমূহে।

১৬ সংস্পর্শ; আঘাত, ইত্যাদি।—শিশু বেড়াইয়া বেড়াইতে বলে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে কাঁদে; নাড়ী দেখিতে দেয় না।

১৭ চর্ম্ম।—শরীরের সর্ব্বত্র লালবর্ণ কণ্ডুয়নযুক্ত উদ্ভেদ।

শরীরের সর্ব্বত্র সরস ফুস্কুড়িযুক্ত উদ্ভেদ।

▌ পষ্টুলযুক্ত উদ্ভেদসকল হইতে মুখমণ্ডলে নীলাভাযুক্ত লালদাগ থাকিয়া যায়, জননযন্ত্র ও উরুদ্বয়ে ঐরূপ উদ্ভেদ, উদ্ভেদ বেদনাযুক্ত।

▌ বসন্তের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভেদ, প্রায়ই পষ্টুলাকার, কণ্ডুয়নযুক্ত পষ্টুল সকল মটরের মত বড় বড়। উহা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

চর্ম্মে চুলকানি।

▌ উদ্ভেদসকল বাহির হয় না এবং আক্ষেপ উপস্থিত হয়; পানিবসন্ত।

১৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ:—একো (ক্রুপ, লেরিংসের আক্ষেপ); আর্সে (হাঁপানি; হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ সমূহ; পাকাশয়ের সর্দ্দি, ইত্যাদি); ব্যারা-কার্ব্ব; ব্রোমিন (ক্রুপ); হেপার; আওডি, কালি-হাইড্ (ফুসফুস স্ফীতি, ফুসফুস প্রদাহ); ল্যাকে (জাগরণের পর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হাঁপানি, শ্বাসরোধ, ইত্যাদি); লাইকো (বক্ষে সর্দ্দি, কিন্তু নাসাপুটদ্বয়ের আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালনের পরিবর্ত্তে এণ্টিম-টার্টে নাসাপুটদ্বয় বিস্ফারিত থাকে), ভিরাট্রু (উভয়েরই উদরাময়, পেটবেদনা, বমন, শীতলতা এবং অম্ল খাইতে প্রবল ইচ্ছা লক্ষণ আছে; এণ্টিম-টার্টে অধিকতর উৎক্ষেপ বা মৃত্যু, নিদ্রালুতা এবং মূত্রত্যাগে বেগ আছে; ভিরাট্রুমে অধিকতর শীতল ঘর্ম্ম ও ক্লান্তি বা বোধ)।

ইপিকার সদৃশ (কিন্তু শ্বাসক্রিয়ার বিকৃতি বা ব্যাঘাত বস্তুতঃ অধিকতর

নিদ্রালুতা আছে। যখন ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আইসে, রোগী নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং কাসী থামিয়া অথবা ধারে অল্প হইয়া আইসে তখন ইহা ইপিকার পরিবর্তে ব্যবহৃতব্য)।

টীকা দেওয়ার পরিণাম ফলসমূহে যখন থুজা নিষ্ফল হয় এবং সাইলিসিয়া উপযোগী বোধ হয় না।

ফসফরসের সহিত ব্যাবহৃত হয়—ক্ষয়প্রাপ্ত দেহে মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় রোগে; প্লেরিশাইটিস, ফুসফুস প্রদাহ, ইত্যাদিতে।

জননযন্ত্র সমূহে এন্টিম-টার্ট কর্তৃক উৎপাদিত পষ্টুল সকল কোনিয়াম আরোগ্য করে।

এন্টিম-টার্টের পরে সুফলপ্রদ —ক্যাম্ফা, ইপিকা, পলসা, সিপি, সলফা।

এন্টিম-টার্ট সুফলপ্রদ—ব্যারা-কার্ব, পলসা, ক্যাম্ফা ও কষ্টিকমের পরে।

এন্টিম-টার্টের প্রতিবিষ—এসাফি, সিঙ্কো, ককু, ইপিকা, লরো, ওপি, পলসা ও সিপি।

এন্টিম-টার্ট প্রতিষেধ করে—সিপিয়া।

এপিস মেলিফিকা।

(মধুমক্ষিকার বিষ)

পরীক্ষক :—ব্রুন, ১৮৩৫।

১ মন।—অচৈতন্য।

‖ তন্দ্রা, মধ্যে মধ্যে এক একবার অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার।

দুর্বল স্মরণ শক্তি। ‖ অন্যমনস্ক।

মস্তকে যেন কিছুই প্রবেশ করে না; ‖ তাচ্ছিল্য।

কোন বিষয়ে চিত্ত স্থির করিতে পারে না।

আস্তে আস্তে অস্পষ্ট প্রলাপ।

‖ হঠাৎ অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার। *মস্তকে জলসঞ্চয়, ইত্যাদি।

‖ অত্যন্ত অন্যমনস্ক, মনন সমাধান করিতে পারে না।

মৃত্যুভয়।

তাচ্ছিল্য, শ্রবণশক্তি হ্রাস।

প্রকৃতি :—খিট্‌খিটে, অসন্তুষ্ট চিত্ত ; বায়ু-প্রধান (স্নায়বীয়)।

| হিংসা (স্ত্রীলোকদিগের)।

• মস্তকাভ্যন্তর —মস্তিষ্ক শ্রান্ত বোধ।

অক্ষিগহ্বর মধ্যে বেদনা সহ, চক্ষুপরি অল্প অল্প, ভারযুক্ত মাথাধরা।

পুরাতন শিরঃপীড়া, কপাল ও রগদ্বয়ে অত্যন্ত প্রবল বেদনা, সময়ে সময়ে চক্ষুদ্বয় আক্রান্ত, তৎসঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা, বিবমিষা ও বমন, মস্তক ও চক্ষুদ্বয় নিম্ন করিতে হয়।

মস্তক মধ্যে জ্বালা ও দপদপানি, সঞ্চালন ও অবনত করিলে বৃদ্ধি, হস্তদ্বয় সজোরে চাপিয়া ধরিলে ক্ষণিক উপশম।

অক্ষিপটে কামড়ানি (aching)।

বামরগে এবং তন্নিকটস্থ স্থানে, মক্ষিকার হুলবেধবৎ স্নায়ুশূল বেদনা।

মস্তক ও মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্যতা, মস্তক মধ্যে পূর্ণতা।

| শিশু স্থির হইয়া থাকে, প্রলাপ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন, বক্রদৃষ্টি, দন্ত সংঘর্ষণ, বালিসে মাথা গোঁজা ; এক পার্শ্ব উৎক্ষেপযুক্ত, অপর পার্শ্ব পক্ষাঘাতবিশিষ্ট, ঘর্ম্মে মস্তক স্নাত ; মূত্র অল্প, দুগ্ধবৎ, শ্বাস বায়ুতে দুর্গন্ধ, জিহ্বায় টাটানি। *তরুণ মস্তকোদক। *বিসর্পোচ্ছেদের পরে।

| অক্ষিপটে বেদনা, তৎসহ সময়ে সময়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার।

পুরাতন মেনিঞ্জাইটিস মস্তিষ্ক লক্ষণে বোধ হয় যে যদিও মস্তিষ্ক ঝিল্লি মধ্যে যথার্থ নিরম নিঃসৃত না হউক, নিঃসৃত হইবার আশঙ্কা আছে।

| মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (মস্তকোদক) ; নিদ্রা বা তন্দ্রা ; চক্ষুদ্বয় লালবর্ণ, মস্তক উষ্ণ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ; জিহ্বা শুষ্ক, চর্ম্ম শুষ্ক, হস্তদ্বয় শীতল ও নীলবর্ণ ; মূত্রকৃচ্ছ, উদর বেদনাযুক্ত, আমযুক্ত উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত, অসাড়ে, তাহাতে পুঁযের অংশ সকল থাকে। ২০ দেখ।

মস্তকে জলসেকবৎ মস্তকের বৃদ্ধি।

• **বহির্মস্তক।**—▌ মস্তক স্ফীত অনুভব; চর্ম্ম স্ফীত ও অসাড় বোধ।

করোটীত্বক, কপাল ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে স্ফীতভাব। * করোটীত্বক ও মুখমণ্ডলের বিসর্পযুক্ত প্রদাহ।

▌ মস্তক বালিসে গোঁজা (boring)।

▌ ফন্টানেলিস বসিয়া যায়। * শৈশব বিসূচিকা।

• **চক্ষু।**—▌ বক্রদৃষ্টি; অক্ষিগোলকের কম্পন; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

▌ জ্বালাকর, হুলবেধবৎ, চিড়িকমারা বেদনা।

▌ কঞ্জঙ্কটাইভা রক্তপূর্ণ, গাঢ় বর্ণের রক্তবহা নাড়ীপূর্ণ; কিমোসিস।

▌ কর্ণিয়া :—শুষ্ক, গাঢ় ধূম্রবর্ণের দাগযুক্ত; অস্বচ্ছ; ধূমযুক্তবৎ।

কর্ণিয়াতে ক্ষত।

কঞ্জঙ্কটাইভা প্রদাহ, আলোকাসহ্যতা, কিন্তু চক্ষু আবৃত করিতে পারে না।

▌ জ্বালাকর অশ্রুবারি, প্রচুর, আলোকে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা।

অক্ষিপুটদ্বয় :—স্ফীত, উল্টাইয়া পড়ে : স্ফীত ও অত্যন্ত চৈতন্যাধিক; ▌ শোথবৎ স্ফীতি, চক্ষুর নিম্নে থ্যাপের ন্যায় স্ফীতি।

• **কর্ণ।**—শ্রবণশক্তি হ্রাস।

উভয় কর্ণের আরক্তিমতা ও স্ফীতি।

প্রত্যেক চীৎকারের সহিত কর্ণের পশ্চাতে হাত তুলে।

• **নাসিকা।**—▌ নাসিকা স্ফীত, লালবর্ণ ও শোথবৎ ফুলা।

▌ নাসারন্ধ্রে ফোটক, টাটায় ভাল।

শাদা, ঘন, দুর্গন্ধ, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব।

• **মুখমণ্ডল।**—মুখের চেহারা :—আনন্দকর, সুখজনক; ভীতিযুক্ত, তাচ্ছিল্য-প্রকাশক; চেহারা বিকৃত, মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও অধিক স্ফীত; অন্তঃপ্রবিষ্ট, রক্তশূন্য, কুশবৎ।

মুখমণ্ডল :—রক্তশূন্য; কালচে লালবর্ণ : জ্বালা ও খোঁচাবেধানর, স্ফীত, লালবর্ণ ও উষ্ণ, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক; শোথবৎ ফুলা.

▌ শোথবৎ, রক্তশূন্য।

শীতল চরণসহ, গণ্ডদ্বয়ের জ্বালা।

. ▌ মুখমণ্ডলের বিসর্প।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট শোথবৎ স্ফীত।

ওষ্ঠ স্ফীত, উষ্ণ ও রক্তপূর্ণ।

অধর ফাটা।

জ্বালা :— ঠোঁটে ; চিবুকে।

▌ শ্বাসরোধাবস্থায় নীলবর্ণ ঠোঁট; গলমধ্যে সঙ্কোচন।

১০ দন্ত।—মাড়ী হইতে সহজেই রক্তপড়ে।

মাড়ীতে প্রবল বেদনা।

বাম পার্শ্বের উপরকার কসের দন্তে লম্ফনকারী বেদনা।

দন্তমধ্যে টাটানি ও হুলবেধবৎ বেদনাসহ, মাড়ী ও গণ্ডের স্ফীতি ও আরক্তিমতা।

দন্তোদ্গম :—মাড়ী জলপূর্ণ বোধ হয়, শিশু চীৎকারসহ জাগিয়া উঠে ; চর্ম্মোপরি স্থানে স্থানে লালদাগ।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—তিক্তাস্বাদ।

কথা কহিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে পারে না।

জিহ্বার শুষ্কতা, মুখগহ্বরের অগ্নিবৎ আরক্তিমতা, বেদনা; জিহ্বার কিনারায় বরাবর ক্ষতবৎ টাটানি, জ্বালা ও বেদনাযুক্ত ফোস্কা।

জিহ্বা :—অগ্রভাগ লালবর্ণ ; স্ফীত ; শুষ্ক দেখায়, উজ্জ্বল ; ফাটা টাটানি, ক্ষতযুক্ত, কিম্বা জলপূর্ণ ফুষ্কুড়িতে পূর্ণ ; শাদা ক্লেদাবৃত ; জিহ্বাপ্রদাহ।

১২ মুখমধ্য।—মুখমধ্য ও কণ্ঠের শুষ্কতা।

দুর্গন্ধ শ্বাসবায়ু।

আঠাবৎ চটচটে, কঠিন, ফেনাযুক্ত লালা।

১৩ গলমধ্য।—▌ টন্সিল প্রভৃতির স্ফীত, উজ্জ্বল লালবর্ণ, গলাধঃকরণকালে হুলবেধবৎ বোধ।

টন্সিল ও তালুতে গভীরক্ষত ; ক্ষতের চতুর্দ্দিকে দেখিতে বিসর্পযুক্ত ও শোথবৎ স্ফীতিযুক্ত।

গ্রন্থিসের শোথবৎ স্ফীতি।

গলমধ্যে আঠাবৎ শ্লেষ্মা।

গলমধ্য ভিতরে ও বাহিরে স্ফীত, স্বরভঙ্গ; শ্বাসক্রিয়া ও গলাধঃকরণ কষ্টকৃত।

১২ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্ষুধা নাই, খাইতে ইচ্ছাও নাই।

অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা; পুনঃ পুনঃ কিন্তু প্রত্যেক বার অল্প অল্প জলপান করে। * বক্ষের সর্দ্দি, উদরাময়, ডিপথিরিয়া এবং কোন কোন শোথরোগে।

তৃষ্ণাশূন্য। * মস্তিষ্কমেরুমজ্জীয় মেনিঞ্জাইটিস, ডিম্বকোষের শোথ, উদরী প্রভৃতি রোগে এবং গর্ভাবস্থায়।

জ্বরের উত্তাপের সহিত তৃষ্ণা নাই, মুখগহ্বর শুষ্ক।

অম্লাক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা।

শিশু দিনে স্তনপান করে, রাত্রিতে করে না। * টীকা দেওয়ার পরে।

১৩ বিবমিষা ও বমন।—মুখে জলউঠা, তিক্ত বা জ্বালাকর গলাবহিয়া উঠা।

বমন —পিত্ত, শ্লেষ্মা, ভুক্ত ও পিচ্ছিল পদার্থ, এবং উদরাময়।

১৪ উদর।—পাকাশয়ে জ্বালাকর উত্তাপ।

পঞ্জরাস্থির নিম্নে টাটানিবৎ বেদনানুভব।

▌ হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রদেশে বেদনা, উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত

উদরের স্ফীতি ও বৃদ্ধি প্রাপ্তি।

উদরে গড় গড় ডাকা। প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা।

▌ বোধ হয় যেন অন্ত্রে দুষ্টাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। * রক্তামাশয়। * উদরী।

অন্ত্রে জ্বালা, হূলবেধ।

▌ এক্‌ষ্ুডেশান (নিঃস্রাব স্রাবসহ) পেরিটোনাইটিস, প্রায়ই তৎসহ জলাবপ্রবাহ, মূত্র অল্প ও কালবর্ণ।

▌ উদরের প্রাচীর টান টান; ইলিও-সিকাল প্রদেশের চৈতন্যাধিক্যতা। * টাইফাস।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে দপ্‌দপানি, তৎসহ অনুভব হয় যেন মলদ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ ; বেগ দেওয়া।

উদরাময় :—▌ জলবৎ ; পেটকামড়ানিসহ, হরিদ্রাবর্ণ ; জলবৎ ও দুর্গন্ধযুক্ত, জলবৎ, প্রচুর, কাল ; সবুজাভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ আম, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি ; পিচ্ছিল আম ও রক্ত ; পুনঃ পুনঃ রক্তযুক্ত ও বেদনাশূন্য ; সবুজ, পিচ্ছিল, প্রচুর, উজ্জ্বল লালবর্ণ পিণ্ডবৎ পদার্থ পূর্ণ ; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ, তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের প্রত্যেক সঞ্চালনের সহিত মলত্যাগ, বোধ হয় যেন মলদ্বার সতত খোলাই রহিয়াছে।

কোষ্ঠবদ্ধ, তৎসহ বৃহৎ, কঠিন মল, কষ্টকৃত মলত্যাগ।

▌ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, তৎসহ জ্বালাকর বেদনা, মলদ্বারের ক্ষত, সতত বেগ বা কোঁথপাড়া। * মলদ্বার স্খলন (prolapsus ani)।

২১ মূত্র।—বৃক্কে বেদনা ; চাপ দিলে অথবা অবনত হইলে বেদনা বোধ।

মূত্রবাহকনলীর বরাবর পুনঃ পুনঃ হঠাৎ বেদনার আক্রমণ।

▌ পুনঃ পুনঃ এবং জ্বালাযুক্ত মূত্রত্যাগসহ, মূত্রাশয়ের গ্রীবার অত্যন্ত উত্তেজনশীলতা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু কেবল কয়েক ফোঁটামাত্র প্রস্রাব নির্গত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা, নিরুদ্ধ প্রকার (stricture)।

শিশুদিগের কষ্টকৃত মূত্রত্যাগ।

মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা।

মূত্র :—স্বল্প, লালবর্ণ ; রক্তবর্ণ, রক্তযুক্ত, উষ্ণ ও স্বল্প ; স্বল্প, দুর্গন্ধি ; থাকিলে ঘোলা হয় ; স্বল্প, দুগ্ধবৎ, এল্‌বুমেনযুক্ত ; কালচেবর্ণ, কাফির গুঁড়ার ন্যায় অধঃক্ষেপযুক্ত।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—পুনঃ পুনঃ এবং দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্গোত্থান।

▌ স্ক্রোটামের শোথ ; জলদোষ (hydrocele)।

স্ক্রোটামের প্রবল চুলকানি ও আরক্তিমতা, স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষ (ওভারি) প্রদেশে তীক্ষ্ণ, কর্তনবৎ,

বেদনা, নিম্নে ঊরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত; দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক।

* ডিম্বকোষ প্রদাহ। * ডিম্বকোষার্ব্বুদ।

ডিম্বকোষ প্রদেশে ভার বোধ।

দক্ষিণ ডিম্বকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বাম বক্ষপ্রদেশে বেদনা, কাসী।

▌ ডিম্বকোষদ্বয়ের (দক্ষিণ) অথবা জরায়ুর শোথ।

▌ কোঁথপাড়া বেদনাসহ জরায়ু প্রদেশের উপর অত্যন্ত টাটানি বোধ।

জরায়ু প্রদেশের উত্তাপ ও পূর্ণতা বোধ।

▌ জরায়ু অথবা ডিম্বকোষ প্রদেশে জ্বালাকর অথবা হুলবেধবৎ বেদনা।

রক্তাধিক্যতাযুক্ত অথবা প্রদাহিত ডিম্বকোষসহ, ঋতু রুদ্ধ।

ঋতুরোধ (amenorrhœa)।

অতি স্বল্প পিচ্ছিল রক্তস্রাবসহ, রজঃশূল (dysmenorrhœa)।

যোনি-ওষ্ঠের স্ফীতি।

ডিম্বকোষার্ব্বুদ।

শ্বেতপ্রদর :—প্রচুর, জ্বালাকর, সবুজবর্ণ।

১৮। গর্ভাবস্থা।—▌ প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব।

স্তনযুগল :—জ্বালা, হুলবেধ, স্ফীতি, কাঠিন্য ও পূঁযোৎপত্তি।

▌ স্তনদ্বয়ের বিসর্প।

▌ স্তনদ্বয়ের স্কিরাস অর্ব্বুদে, অথবা কর্কট রোগে হুলবেধ, জ্বালা।

সদ্যজাত শিশুদিগের নাভিক্ষত।

১৯। লেরিংক্স।—প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গতা; শুষ্কতা, জ্বালা।

▌ ইডিমা গ্লটিডিস।

২০। শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত ও কষ্টকৃত, তৎসহ জ্বর ও মাথাধরা; হ্রস্ব, দ্রুত; বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

শ্বাসরোধানুভব; গলার নিকট কিছুই রাখিতে বা সহ্য করিতে অক্ষম।

২১। কাসী।—প্রবল কাসী, বিশেষতঃ শয়ন ও নিদ্রার পরে।

কাসী :—ঘুংরিবৎ; শুষ্ক, তৎসহ ওয়াকতোলা; বক্ষের উর্দ্ধাংশে টাটানিসহ।

গয়ার :—অতি কদাচিত উঠে; মিষ্ট অথবা আস্বাদ বিহীন।

২৮ **ফুস্ফুস।**—টাটানি বোধ, যেন ঘৃষ্ট অথবা আঘাত প্রাপ্ত।

▌ বক্ষোদক (hydrothorax) * প্লুরিসির পরে।

বক্ষের বামপার্শ্বে সূচীবেধ।

▌ বক্ষের সমগ্র সম্মুখ পার্শ্বে জ্বালাকর, হুলবেধ বেদনা।

২৯ **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—নাড়ী :—দ্রুতগতি, পূর্ণ ও বলশালী; ক্ষীণ, মণিবন্ধে প্রায় অনুভূত হয় না; সময়ে সময়ে সবিরাম ও অননুভবনীয়; ▌ কঠিন, ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৩০ **বহির্বক্ষ।**—▌ বক্ষ বোধ হয় যেন ঘৃষ্ট অথবা আঘাত প্রাপ্ত।

৩১ **ঊর্দ্ধাঙ্গ।**—গ্রীবার পশ্চাতে অনম্যতা।

দক্ষিণ, পরে বামস্কন্ধে প্রবল বাত।

▌ হস্তদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি।

▌ জ্বালা, হুলবেধ ও দপ্‌দপানি সহ আঙ্গুলহাড়া; স্পর্শে অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্যতা; বিশেষতঃ সালফারের অপব্যবহারের পর।

৩২ **নিম্নাঙ্গ।**—বাম নিতম্ব সন্ধির নিকটে টাটানি বেদনা।

বাম জানুমধ্যে অতি প্রবল বেদনা।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনা, তৎসহ আরক্তিমতা।

▌ পদ ও চরণদ্বয় রক্তশূন্য, স্ফীত, শোথবৎ ফুলা।

৩৩ **অবস্থিতি।**—শয়ন ২, বামপার্শ্বে : ২৬, ২৭। উপবেশন : ২, ৩১। উত্থান ৩৬। সঞ্চালন : ৩, ২০, ৩২, ৪০। ভ্রমণ : ২। অবনত হওয়া ৩, ২১।

বেদনাযুক্ত অংশসমূহের অবস্থিতি পরিবর্ত্তনে উপশম।

সঞ্চালন বা ভ্রমণকালে বেদনা সকল উপশম।

৩৪ **নিদ্রা।**—▌ ঘুমাইতে ইচ্ছা, কিন্তু স্নায়বিক অস্থিরতা বশতঃ পারে না।

ক্রমাগত গভীর নিদ্রা।

▌ নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে; হঠাৎ চমকাইয়া উঠে।

স্বপ্ন :—পর্য্যটনের; উদ্বেগের; অসুখকর।

৩৫ **সময়।**—প্রাতঃকাল : ২, ২৫। বৈকালে, ৩টা : ৪০; ৪টা : ৭। সন্ধ্যাকাল : ৩৯, ৪০। রাত্রি : ৫, ১৪, ৩৩। দিবস : ১৪।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলা বাতাসে থাকিতে ইচ্ছা।

শীতল বায়ুতে দুর্ব্বলতা ও কাসীর পীড়াসকল বর্দ্ধিত হয়।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—বৈকালে ৩টার সময়ে শীত।

অতি সামান্য সঞ্চালনে শীত বোধ।

শীতলতা অনুভব কিন্তু চর্ম্ম শীতল নহে, কম্পজ্বর।

উত্তাপ, তৎসহ গাত্র অনাবৃত করিতে ইচ্ছা।

শুষ্ক, উষ্ণ চর্ম্ম, কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে শুষ্ক এবং সরস চর্ম্ম।

‖ উষ্ণাবস্থায় ন্যূনাধিক প্রবল মাথাধরা, সাধারণতঃ ক্রমাগত গভীর নিদ্রা। * সবিরাম জ্বর।

‖ ঘর্ম্মাবস্থা হয় অনুপস্থিত নতুবা অতি সামান্য মাত্র। * সবিরাম জ্বর।

‖ ক্রমাগত অল্প অল্প (low) জ্বর; তৃষ্ণা নাই; বৈকালে ৩টার সময়ে বৃদ্ধি, সেই সময়ে অত্যন্ত নিদ্রালু।

‖ বিকার জ্বর, বিশেষতঃ আন্ত্রিক, মাস্তিষ্ক ও উদ্ভেদ প্রকারের জ্বরসকল।

ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণার অভাব; উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা থাকিতে পারে বা পারে না, শীতাবস্থায় সর্ব্বদা তৃষ্ণা।

বিজ্বরাবস্থায়:—পদদ্বয় স্ফীত; প্রস্রাব স্বল্প; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও সন্ধিসমূহ টাটানি; অস্থির; আক্ষেপ।

৪১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৮, ২২, ২৩, ৩১। বাম: ৩, ৮, ১০, ১৮, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৩, ৪০। বাম হইতে দক্ষিণে: ২৯, ৩১। দক্ষিণ হইতে বামে: ৩২। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে: ১৮। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে: ২৩।

৪২ অনুভব।—জ্বালা, মক্ষিকা দংশনের ন্যায় হুলবেধ এবং টাটানি,—এই তিনপ্রকারই প্রধান বেদনা।

৪৩ তন্তু।—রক্ত ও রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় পীড়া, শোথ, শিরাপ্রদাহ, শিরাকুঞ্চন, কালশিরা-স্থানসকল, গলিত ক্ষত, অস্বাস্থ্যসূচক পুজোৎপত্তি।

অস্থিবেষ্টক ঝিল্লি প্রদাহ।

‖ সৌত্রিক ঝিল্লি:—প্রদাহিত; ইডুসান; সাইনোভাইটিস।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রদাহিত ও সর্দ্দিযুক্ত।

গ্রন্থি বর্দ্ধিত, প্রদাহিত।

মাংসপেশী অনম্য, চাপ দিলে বেদনা, কতক স্ফীত ; বাতের প্রদাহ।

১৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ : ১৭, ১৯, ২২, ২৩, ৩২, ৪৬।
চাপ : ৩, ১৭, ১৯, ২১।

১৬ চর্ম্ম।—হুলবেধ, জ্বালা, খোঁচাবেধা অথবা চুলকানি, অতি সামান্য মাত্র স্পর্শে চৈতন্যাধিক্যতা।

চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ ও রক্তবর্ণ।

অতি প্রগাঢ় লালবর্ণ উদ্ভেদ।

‖ স্কার্লাটিনা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঙ্কুল, তৎসহ জ্বালা, হুলহুলে, হুলবেধ, তাহার উপর ভস্ক, খাঁইসবৎ মামড়ী।

‖ বিসর্প, তৎসহ ধুষ্টাঘাত প্রাপ্ত, টাটানি বেদনা এবং অধিক স্ফীতি।

বক্ষ ও উদরোপরি শাদা উদ্ভেদ।

গরমের সময়ে যখন ঘর্ম্ম হয় না তখন আঘাত।

জ্বালাকর, হুলবেধযুক্ত বেদনাসহ পচনশীল বিস্ফোটক (কার্ব্বঙ্কল)।

১৭ অবস্থা।—পৈত্তিক, বায়ুপ্রধান ধাতু ; স্ত্রী ও শিশু, বিশেষতঃ বিধবাগণ।

বৃদ্ধদিগের হাঁপানি।

যাহাদের গর্ভস্রাবের আশঙ্কা থাকে তাহাদের অতি উচ্চ ক্রম ব্যতীত এপিস সেবন করা অবিধেয়।

১৮ সম্বন্ধ।—ক্রমের প্রতিষেধ।—ইপিকা, ল্যাকে।

প্রতিষেধ করে :—ক্যান্থ (মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশয়-প্রদাহ) ; আওডিয়াম, চায়না ও ডিজিটেলিসের অপব্যবহার।

টীকা দেওয়ার পর ইহা সুফলপ্রদ (বিসর্প, বেদনাযুক্ত উদরাময়) ; আঙ্গুলহাড়ায় সালফারের পরে।

এপিসের পরে সুফলপ্রদ :—গ্রাফাই, আর্সে, কমক, ইউরো, লাইকো, সলফা, আওডি।

কার্য্যাবশেষপূরক :—নেট্রম-মিউরে।

এপিস পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয় :—জানুর স্ফীতিতে আওডিয়মের সহিত; চক্ষুর স্ফীতিতে সলফারের সহিত; আঘাতে হেপারের সহিত; পেরিটোনাইটিসসহ উদরীতে মার্কুরিয়াসের সহিত; ষ্টাফিসেগ্রিয়াতে লাইকপোডিয়ামের সহিত।

সদৃশ:—একুটি-রাসি (শোথ); এনাকা (আঘাত); এপো-ক্যান (শোথ); আর্ণি (মুষ্ট্যাঘাত, টাটানি); আর্সে (বিকারযুক্ত জ্বর, গলিতক্ষত, শোথ, আঘাত, কম্পজ্বর); বেলেড (মেনিঞ্জাইটিস—বিশেষতঃ মস্তিষ্কের, রসেসপ্রদাহ, বিসর্প, গ্রন্থিসমূহের পীড়া, ইত্যাদি); ব্রোমি (ঋতুকালে ডিম্বকোষ-স্ফীতি); ব্রাইও; ক্যান্থা (বিসর্প, মূত্রলক্ষণসমূহ); চায়না, কল্‌চি (বাত); ক্রোট-টিগ (আঘাত); ইউফে (কঞ্জক্টাইভা); ফেরু; গ্রাফাই; হেলার; আওডি (জানুর স্ফীতি); ল্যাকে (বিকারাবস্থা, গলিত ক্ষত); লাইকো; মার্কু; নেট্র-আর্সে; নেট্র-মিউরে (কম্প, আঘাত); পলসা, রসটক্স (চক্ষুদ্বয়, কিন্তু এপিসে অল্প পূঁযোৎপত্তি; রুক্ষ্ডিমুক্ত বিসর্প, এপিস অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ এবং বাম হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত; বিকারাবস্থা; অস্থিরতা); রুমেক্রিপ্স (বেদনাশূন্য, সদৃশ্যাত্মক হরিদ্রাবর্ণ উদরাময়); স্যাবা (ডিম্বকোষ ও জরায়ু সম্বন্ধীয় লক্ষণসকল), সিপি; সাইলি; সলফা (গুটিকাযুক্ত মেনিঞ্জাইটিস, উদেশে বসিয়া যাওয়া বিশেষতঃ আঘাত, হাঁপানি, বক্ষোদক); টেরিবি (মূত্রসম্বন্ধীয় লক্ষণসমূহ); থেরিডি (মাথাঘোরা); থুজা (সাইকোসিস, টীকার কুফল); আর্টি-ইউরে; জিঙ্ক; ক্যানকে-আওডি।

এপোসাইনাম ক্যানাবিনাম।

১ মন।—বিহ্বল।

বিমর্ষ চিত্ত। * উদরী ও পুরাতন উদরাময়।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—সন্ধ্যাকালে মস্তকের ভার।

মস্তকোদক; নিদ্রাদোষ, একচক্ষুর দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

৫ চক্ষু।—উত্তাপ, বামচক্ষু লাল, যেন চক্ষুতে বালি পড়িয়াছে বোধ।

৮ মুখমণ্ডল। শয়নের পরে স্ফীত ভাব; বসিলে পর চলিয়া যায়।

১২ মুখমধ্য।—জাগিলে মুখের শুষ্কতা; তৃষ্ণা।

সতত থুথু ফেলা; মুখমধ্যে ও ফুসফুসে শ্লেষ্মা ও লালানিঃসরণ বর্দ্ধিত।

আস্বাদ:—তিক্ত।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—▌ অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জল সহ্য হয় না, জলপানে বেদনা উপস্থিত হয় অথবা তৎক্ষণাৎ বমিত হয়।

* শোথ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—নিদ্রার পরে বিবমিষা।

প্রবল বমন, দুর্ব্বলতা ও নিদ্রালুতা, শীতলচর্ম্ম।

১৭ পাকস্থলী।—▌ পাকাশয় এত উত্তেজনশীল যে এক ঢোক জলও পেটে থাকে না। * শোথ।

১৮ উদর।—▌ উদরী।

১৯ মল, ইত্যাদি।—পিত্তযুক্ত মল; পাতলা, কিন্তু প্রচুর নহে।

২২ মূত্র।—অল্প; কোন অসুখ নাই।

মূত্রাবরোধ, তৎসহ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রজোরোধ; উদর ও পদদ্বয় স্ফীত ভাব।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ক্রমাগত অথবা থাকিয়া থাকিয়া; তরল বা জমাট বাঁধা; বিবমিষা, বমন, হৃৎকম্পন; সঞ্চালিত হইলে নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ; বালিস হইতে মস্তকোত্তলনে ভ্রমি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—▌ বক্ষোদক (hydrothorax)।

জাগিলে বক্ষে কষ্টবোধ। দীর্ঘনিশ্বাসের অদম্য ইচ্ছা।

২৭ কাসী।—সরল, খড় খড় করিয়া, তৎসহ বক্ষে কষ্টবোধ ; শুষ্ক, ক্ষুদ্র ; সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে।

অতি অল্প শাদা শ্লেষ্মা গয়ার উঠে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—দুইবার বমনের আক্রমণের মধ্যে নাড়ী স্পন্দন মিনিটে ৫৫ বার। * জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

৩০ নিম্নাঙ্গ।—উভয় জানুতে কামড়ানি (aching)।

পদ ও জানুদ্বয়ের শোথবৎ স্ফীতি।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—চুলকানি; দৌর্ব্বল্য।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—মস্তকোত্তলনে, বমি : ২০।

শয়নে, মুখমণ্ডল স্ফীতভাব, উঠিয়া বসিলে ভাল : ৮।

৩৬ স্নায়ু।—দৌর্ব্বল্যসহ সাধারণ অস্থিরতা। * মস্তকোদক।

৩৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, বমন, দৌর্ব্বল্য।

নিদ্রাবিভূত।

অস্থিরতা, অতি অল্প নিদ্রা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল ৫, ৭, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭। সন্ধ্যাকাল : ৩, ২৭, ৩৭, ৫৬। রাত্রি : ২৭।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম।—শয্যায় শয়ন মাত্র গাত্রোষ্ণতা ঘর্ম ; যখন চর্ম্ম (বক্ষে) গরম হয়, তখন শোথ থাকে।

৪১ ত্বক।—▌ বহিঃস্রাব হ্রাস, বিশেষতঃ মূত্র, ঘর্ম।

▌ তরুণ প্রদাহজনিত শোথ।

▌ শোথ :—তৎসহ অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে বেদনা উপস্থিত কিম্বা তাহা বর্দ্ধিত হয়, টাইফাস, স্কার্লাটিনা ; সিরোসিসের পরে ; কিন্তু প্রধানতঃ কোন প্রকার যান্ত্রিক পীড়া (বিকার) না থাকিলে।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ :—এসেট-এসি ; ▌ এপি (এপিসের শোথে তৃষ্ণা নাই) ; আর্সে ; বেলেড ; ব্রাইও ; চায়না ; কলচি ; ডিজিটে (শোথ : ক্ষীণ নাড়ী) ; ইলাটি ; ▌ হেলিবো (মস্তকোদক,

উদরী, ইত্যাদি); কালি-কার্ব্ব; লাইকোপো; মার্ক; সিনা; সলফা; ভিরাট্র-এল্ব।

। কুইনাইন অপব্যবহারের পর শোথ।

এমোনিয়াম কার্ব্বনিকাম।

পরীক্ষক:—হানিমান।

১ মন।—বিমর্ষ, অন্যমনস্ক।

কার্য্যে বিতৃষ্ণা, কোন কাজেই ইচ্ছা নাই।

সম্পূর্ণ অপ্রসন্নতা; উদ্বেগ, তৎসহ কাঁদিতে ইচ্ছা।

২ চৈতন্য।—পুনঃ পুনঃ মাথাঘোরা, বোধ হয় যেন চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত পদার্থ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে; প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর, সমস্ত দিন থাকে, সন্ধ্যাকালে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি; রাত্রিতেও বৃদ্ধি, যখন মস্তক সঞ্চালন করে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা:—প্রাতঃকালে, কিন্তু বৈকালে বৃদ্ধি।

রাত্রিতে প্রেকবেধবৎ, সূচীবেধবৎ মাথাধরা।

কপালে স্পন্দনকারী, আঘাতকারী, চাপযুক্ত বেদনা, যেন উহা ফাটিয়া যাইবে; আহারান্তে বৃদ্ধি; খোলা বায়ুতে ভ্রমণে বৃদ্ধি; চাপ হইতে এবং উষ্ণগৃহে উপশম।

মস্তকের নানাস্থানে সূচীবেধ।

ছিন্নকর:—সমস্ত মস্তকে, রগে, বাম কর্ণের পশ্চাতে, মস্তক শীর্ষ পর্য্যন্ত উঠে।

৪ বহির্মস্তক।—কপালের অস্থিবেষ্টক ঝিল্লিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা, প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে, গাত্রোত্থানে চলিয়া যায়।

অস্থিময় কণ্টকবৎ কণ্ডূয়ন, বিশেষতঃ অস্থিপটে।

৫ চক্ষু।—স্থির দৃষ্টি।

চক্ষুতে জ্বালাসহ, আলোকে বিতৃষ্ণা।

দক্ষিণ চক্ষুর হানি।

চক্ষুতে চাপ, কর্তন ও সূচীবেধ।

চক্ষুতে জ্বালা এবং অক্ষিপুটের কিনারায় চুলকানি।

দক্ষিণ উপরাক্ষিপুটে অঞ্জনি।

চক্ষুপ্রদাহ ; দৃষ্টি অপরিষ্কার।

অশ্রুস্রাবসহ, চক্ষু রক্তপূর্ণ।

৬ কর্ণ।—শ্রবণশক্তি হ্রাস ; কর্ণ চুলকায় এবং পূঁয পড়ে।

কর্ণের সম্মুখে গুন্ গুন্ শব্দ।

কর্ণোর্দ্ধে চুলকানি, সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়।

দক্ষিণ প্যারাটিড গ্রন্থির কঠিন স্ফীতি।

৭ নাসিকা।—অবনত হইলে নাসাগ্রে রক্ত ধাবিত হয়।

প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকা হইতে জ্বালাকর জল নিঃসরণ।

রাত্রিতে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে, মুখ দিয়া শ্বাস ফেলিতে হয়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ :—তৎসহ গণ্ডদ্বয় লালবর্ণ ; মানসিক পরিশ্রমের সময় ; আহারের সময় ও আহারান্তে।

মুখমণ্ডল রক্তপূর্ণ, স্ফীত ভাব।

কপাল, গণ্ডদ্বয় ও চিবুকোপরি পুষ্টুলযুক্ত উদ্ভেদ।

মুখের কোণে, গণ্ড এবং চিবুকোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক ও কঠিন স্থান, তাহা হইতে জল ও রক্ত পড়ে।

৯ নিম্ন মুখমণ্ডল।—মুখের চতুর্দ্দিকে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

ঠোঁটের উপর কণ্ডুয়নযুক্ত উদ্ভেদ।

ওষ্ঠে বেদনা, যেন কাটিয়া গিয়াছে।

অধরের মধ্যস্থলে ফাটা, রক্তপড়ে ও জ্বালাকরে।

ঠোঁটের নীলাভা।

১০ দন্ত।—সন্ধ্যাকালে শয্যায় যাইবামাত্র প্রবল দন্তবেদনা।

দন্তে দন্তে ঘর্ষণে কষের দন্তে সূচীবেধ বেদনা।

দন্ত দীর্ঘ অনুভূত হয়। দন্ত পড়িয়া যায়।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ :—ঈষৎ মিষ্ট ; রক্তের ; তিক্ত ; খাদ্যের ; অম্লাক্ত অথবা ধাতব।

জিহ্বায় বেদনাযুক্ত ফোস্কা।

১২ মুখমধ্য।—মুখগহ্বর এবং অন্ননলীর আরক্তিমতা ও প্রদাহ।

অনুভব হয় যেন মুখগহ্বর স্ফীত।

অতিশয় লালানিঃসরণ।

১৩ গলমধ্য।—গলাধঃকরণে গলমধ্যে বেদনা, যেন দক্ষিণ টন্সিল স্ফীত।

টন্সিল বর্দ্ধিত, নীলাভাযুক্ত, সেথানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা।

গলমধ্যে জ্বালাকর বেদনা।

টন্সিলের গলিত ক্ষতের আশঙ্কা।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ক্রমাগত তৃষ্ণা, ক্ষুধা নাই।

রুচি :—কেবল মিষ্ট ও শীতল খাদ্যে ; মিষ্টান্নে।

অত্যন্ত ক্ষুধা ও রুচি কিন্তু অল্প পরিমাণে খাইলেই পরিতৃপ্ত হয়।

১৫ পানাহার।—জলপান না করিয়া খাইতে পারে না।

আহারের সময়ে বৃদ্ধি :—মুখমণ্ডলে উত্তাপ, মাথাধরা, বিবমিষা ও দৌর্ব্বল্য।

আহারান্তে বৃদ্ধি :—বিবমিষা, পাকাশয় ও কপালে চাপ বোধ।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার :—শুষ্ক, অসম্পূর্ণ ; খাদ্যের আস্বাদ ; অম্ল।

বুকজ্বালা। বিবমিষা এবং যাহা খাইয়াছে সমস্ত বমন, তৎপরে মুখমধ্যে অম্লাস্বাদ।

১৭ পাকস্থলী।—পূর্ণবোধ। শূন্যবোধ।

আহারান্তে পাকাশয়ে চাপ।

পাকাশয়ে উত্তাপ, উহা অন্ত্রমধ্যে বিস্তৃত হয়।

পাকাশয়ের বেদনা, তৎসহ মুখদিয়া জলউঠার সম্ভাবনা।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে চাপ অথবা টাটানি অনুভব।

বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে সূচীবেধ।

প্লীহার রোগলক্ষণ।

১৯ উদর।—বোতামের ন্যায় নাভির উপরে চাপ।

উদরের বামপার্শ্বে চাপযুক্ত বেদনা।

পেট বেদনা এবং স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে বেদনা।

উদরের মধ্যদিয়া সূচীবেধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—বেদনাযুক্ত উদরাময়।

মল ও আম।

মলের কাঠিন্য বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ।

মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে রক্তস্রাব।

মলত্যাগের পরে প্রষ্টাটিক রসনিঃস্রব।

মলত্যাগের পর অর্শ বাহির হয়, তৎসহ দীর্ঘস্থায়ী বেদনা, ভ্রমণ করিতে পারে না।

মলদ্বারে চুলকানি। মলদ্বারে জ্বালা।

২১ মূত্র।—রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ; নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মূত্রত্যাগ, প্রাতঃকালের দিকে।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ ও শুক্রবাহক নলীতে বেদনা; অণ্ডকোষ স্পর্শে চেতন্যাধিক্যতা, লিঙ্গোত্থানে বৃদ্ধি।

অণ্ডকোষ ও স্ক্রোটাম স্ফীত।

সঙ্গমেচ্ছা না হইয়া লিঙ্গোত্থান, প্রাতঃকালে।

প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, লিঙ্গোত্থান প্রায় থাকে না।

প্রায় প্রতি রাত্রি স্বপ্নদোষ।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুঃ—অসময়ে, প্রচুর, তৎপূর্ব্বে পেটকামড়ানি ও বেদনা, এবং অক্ষুধা, অতি বিলম্বে, স্বল্প এবং অল্পস্থায়ী; কাল্‌চে, রক্তজমাট সহ; বিদাহী ঋতুশোণিত, উহার সংস্পর্শে ঊরুদেশে ক্ষত জন্মে।

ঋতুর প্রারম্ভে ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণ।

শ্বেতপ্রদর:—জলবৎ, জালাকর, জরায়ু হইতে নির্গত হয়; বিদাহী, প্রচুর, যোনি হইতে নির্গত হয়।

বাহ্যজননেন্দ্রিয়ের স্ফীততা, কণ্ডূয়ন ও জ্বালা।

২৫ লেরিংক্স।—স্বরভঙ্গতা, উচ্চরবে কথা কহিতে পারে না; কথা কহিলে বৃদ্ধি; অত্যন্ত শুষ্কতা।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—এমন কি দুই চারি পা উপরে উঠিতে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট; খোলা বায়ুতে হ্রাস।

শ্বাসকষ্ট, তাহাতে হ্রস্ব কাসী হয়।

‖ কোন রোগের ভোগের সময় শ্বাসরুদ্ধের আশঙ্কা। প্রত্যেক পরিশ্রমে শ্বাসের হ্রস্বতা ও হৃৎকম্পন।

‖ এম্ফিসিমা।

২৭ কাসী।—কাসী:—রাত্রিতে, প্রায় মধ্যরাত্রিতে; রাত্রি ৩। ৪ টার সময়ে অতি প্রবল; শুষ্ক, বিশেষতঃ রাত্রিতে, যেন গলমধ্যে পালকরণা রহিয়াছে; বক্ষস্থলের আক্ষেপযুক্ত, সঙ্কোচনসহ লেরিংক্সের উপদাহ (irritation) জনিত হাঁপানি রোগের হ্রস্ব কাস।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে জ্বালা।

দক্ষিণ বক্ষে সূচীবেধ—অবনত হইলে, ভ্রমণে, শয্যায় উঠিয়া বসিলে।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পন শুনা যায়, তৎসহ অত্যন্ত উদ্বেগের আক্রমণ, যেন মৃত্যু হইবে; শীতল ঘর্ম; অজ্ঞাতসারে অশ্রুস্রাব, কথা কহিতে অক্ষম; কষ্টকৃত, উচ্চশব্দে শ্বাসক্রিয়া এবং হস্তদ্বয়ের কম্পন।* এঞ্জাইনা পেকটরিস।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রৈবিক গ্রন্থিসকল স্ফীত।

কটিদেশে প্রবল বেদনা।

কেবল বিশ্রামকালে, দিবসে, কটিদেশে চাপযুক্ত, আকৃষ্টবৎ বেদনা; ভ্রমণকালে চলিয়া যায়।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসকল বেদনাযুক্ত ও স্ফীত।

দক্ষিণ বাহুতে খিলধরা।

দক্ষিণবাহু অতিশয় গুরু ও ঝিঁঝিঁধরা বোধ হয়।

মণিবন্ধে, হস্তের পশ্চাতে, অঙ্গুলি সমূহে বেদনা।

হস্তদ্বয়ের কম্পন।

শীতল জলে ধৌত করিলে পর হস্তদ্বয় নীলবর্ণ ও শিরা সকল স্ফীত।

অঙ্গুলির অগ্রভাগের প্রদাহ, আঙ্গুলহাড়া।

৩৫ **নিম্নাঙ্গ।**—নিম্নাঙ্গের অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অলসতা।

ভ্রমণকালে নিতম্বসন্ধিতে প্রবল বেদনা।

জানুর ঊর্দ্ধদেশে অত্যন্ত জ্বালাসহ নীলবর্ণ দাগ্। পায়ে খিলধরা।

প্রাতঃকালে জাগিবার সময়ে গুল্‌ফদ্বয়ে অতি প্রবল বেদনা।

শীতল পদ, বিশেষতঃ শয়ন করিবার সময়।

সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ শয্যায় পদাঙ্গুষ্ঠ আরক্ত, স্ফীত ও বেদনা বিশিষ্ট।

৩৬ **অবস্থিতি, ইত্যাদি।**—নড়িতে অনিচ্ছা।

বিশ্রাম: ৩১। শয়ন: ১১, ৩৩। স্থির হইয়া বসিতে বাধা: ২৬। উপবেশন: ৩৩। দণ্ডায়মান: ৩৩। সঞ্চালন: ২, ৩২। অবনত: ৭, ২৮। উত্থান: ৪। ভ্রমণ: ৩ (খোলাবায়ুতে), ২৮, ৩১, ৩৩। আরোহণ: ২৬। পরিশ্রম: ২৬।

৩৭ **নিদ্রা।**—অস্থির, অস্বচ্ছন্দ নিদ্রা, ছট্ ফট্ করে।

নিদ্রাবস্থায় বারংবার চকিত হইয়া জাগরণ, ও তৎপরে অতিশয় ভয়।

প্রতি রাত্রে বুকচাপা (স্বপ্নে বাক্‌রোধ)। *হৃদ্‌রোগ।

স্বপ্ন:— সুস্পষ্ট; কামোদ্দীপক; অভাব ও বিপদের; ভূতের; মৃত্যুর; মৃত ব্যক্তির; কীটাদির।

নিদ্রাকালে কথা কহে।

৩৮ **সময়।**—প্রাতঃকাল: ২, ৩, ৪, ৭, ১৬, ২১, ২২, ৩৩, ৪০। বৈকাল ৩৭। সন্ধ্যা: ২, ১০, ২৭, ৩৩, ৪০। দিবা: ৩১, ৪০। রাত্রি: ২, ৭, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—শীতলবায়ুতে চৈতন্যাধিক।

খোলা বায়ু: ২৬, ৪০। উষ্ণ গৃহ: ৩, ২৬, ৪০। শয্যায় উষ্ণ হইলে: ৩৩, ৪৩। ধৌত করিলে: ৭, ৩২।

শিশুগণ স্নান বা ধৌত করিতে ভাল বাসে না।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—সন্ধ্যাকালে শীত।

শীত খোলাবায়ুতে বর্দ্ধিত, উষ্ণগৃহে হ্রাস।

বিলেপী (হেকটিক) জ্বর। *কার্ডি।

প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ সন্ধিসমূহে।

শরীরের নিম্নাঙ্গে ঘর্ম্ম।

দিবা বা রাত্রিকালীন ক্রমাগত ঘর্ম্ম।

৪১ আক্রমণ।—অমাবস্যার সময়ে বৃদ্ধি।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৫, ৬, ১৩, ১৮, ২৮, ৩০, ৩২। বাম: ৩, ৮, ১৮, ১৮, ১৯, ২৮।

৪৩ অনুভব।—আকৃষ্ট বোধ, যেন মাংসপেশী ছোট পড়িয়াছে।

বেদনা যেন সন্ধিসকল মচকাইয়া গিয়াছে।

সন্ধিসমূহে ছিন্নকর, শয্যার উত্তাপে উপশম।

৪৪ তন্তু।—নাসিকা, মাড়ী ও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

মাংসপেশী কোমল ও শ্লথ, শীর্ণতা। * কার্ডি।

স্থানসকলের গলিতাপকর্ষ (যথা গলিত ক্ষত ইত্যাদি) প্রবণতা।

*ত্বকের প্রদাহ।

৪৫ চর্ম্ম।—প্রবল কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে পর জ্বালাকর ফোস্কা বাহির হয়।

চুলকাইলে কণ্ডূয়ন হ্রাস।

দূষিত ক্যাল্কেরিয়া।

বৃদ্ধবিষের বিসর্পে যখন মস্তিষ্ক লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়; উদ্ভেদ সকল থাকিতে থাকিতে তোন্দ্রা ও সকলশরীরের টাটানি; গলিত ক্ষতের সম্ভাবনা।

৪৬ অবস্থা।—কণ্ঠমালাদূষিত-ধাতু বালকগণ।

বলিষ্ঠ স্ত্রীলোকগণ, যাহারা কেবল বসিয়া থাকে, এবং যাহাদের শীতকালে সহজেই সর্দ্দি লাগে।

বৃদ্ধবিষের বিসর্প।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ:—এমো-মিউরে, এসিড-মিউর (এক্তিসিয়া); আর্ণি; আর্সে (প্রদাহেতে); অরম (হৃৎপিণ্ড); এপি (ক্যাল্কেরিয়া, আন্ত্র-প্রদাহে); বেলেড; কষ্টি; হেপার; কালি-

বাইক্র ; কালি-কার্ব্ব ; ল্যাকে (বিসর্প) ; মর্কো ; নেট্রাম-মিউরে ; ফস্ফ ; পলসা ; রসটক্স (স্কার্লাটিনা, তৎসহ প্যারটাইটিস, ইত্যাদি) ; রুটা ; ষ্টাফি ; সলফা ; ভিরাট্র (ঋতুর সময়ে ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণ)।

ল্যাকেসিসের সদৃশ।

প্রতিষেধ করে :—কীটাদির হুলফুটান।

প্রতিষেধিত হয় :—আর্ণি, ক্যাম্ফ, হেপার কর্তৃক।

এমোনিয়াম মিউরিয়াটিকম।

পরীক্ষক :—নেনিং।

১ মন।—ক্রন্দনেচ্ছা এবং সময়ে সময়ে ক্রন্দন।

কথা কহিতে অনিচ্ছা।

অত্যন্ত ব্যগ্রতা।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা ও মস্তকের পূর্ণতা ; সময়ে সময়ে যেন তিনি (স্ত্রীং) কোন পার্শ্বে টলিয়া পড়িবেন।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে ভার, প্রায়ই দিবসে।

কপালে নাসিকামূলের নিকট চাপবোধ, তৎসহ অনুভব হয় যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন হইয়াছে।

অক্ষিপটে সঙ্কোচক বেদনা।

বাম রগে ও মস্তকের পার্শ্বে সূচীবেধ।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকের কণ্ডূয়ন।

অক্ষিপটের দক্ষিণ পার্শ্বে কণ্ডূয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে কুয়াসা। চক্ষুর সম্মুখে হরিদ্রাবর্ণ দাগসকল।

চক্ষুর সম্মুখে উড্ডীয়মান বিন্দু ও দাগসকল।

রাত্রিতে চক্ষুজ্বালা ও অশ্রুস্রাব।

৬ কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণমধ্যে ভনভন ও শোঁ শোঁ শব্দ।

আবদ্ধ শ্রবণশক্তির হ্রাস।

উভয় কর্ণে কণ্ডূয়ন, চুলকাইলে উপশমিত হয় না।

কর্ণমধ্যে সূচীবেধ, ছেদকবেধ ও জ্বালা, প্রধানতঃ খোলাবায়ুতে।

৭ নাসিকা।—সর্দ্দিসহ আঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

নাসারন্ধ্রের ভিতরে ও কিনারায় টাটানি।

স্পর্শে চৈতন্যাধিক্যতাসহ বাম নাসারন্ধ্রে ক্ষতযুক্ত বেদনা।

বাম নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, তৎপূর্ব্বে চুলকানি।

সর্দ্দি, তৎসহ নাসিকা রুদ্ধ, স্বরভঙ্গতা ও লেরিংক্সে জ্বালা।

সজল (সরস) বিদাহী সর্দ্দি, ঠোঁট ক্ষত হইয়া যায়।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের জ্বালাকর উত্তাপ, খোলাবায়ুতে চলিয়া যায়।

মুখাস্থি সমূহে ছিন্নকর বেদনা।

গণ্ডের স্ফীতি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট অবিরত জ্বালা করে।

মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত।

ওষ্ঠে ফুস্কুড়ি ও ফোস্কা।

১০ দন্ত।—খিনষ্ট দন্তে বেদনা, অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ধরিলে দূরীভূত হয়।

নিম্নে বামপার্শ্বের মাড়ী স্ফীত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জ্বালাকর বেদনাসহ, জিহ্বাগ্রে ফোস্কা।

১২ গলমধ্য।—গলমধ্যে সূচীবেধ।

গলমধ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক স্ফীতি, গলক্ষত, তৎসহ আঠাবৎ শ্লেষ্মা। গলামধ্যে শুষ্কতা।

১৩ পানাহার।—রুচি নাই।

অধিক তৃষ্ণা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে।

১৪ বিবমিষা ও বমন।—বক্ষে সূচীবেধসহ হিক্কা।

উদগার :—শূন্য; তিক্ত অথবা খাদ্যের আস্বাদযুক্ত।

বিবমিষা, তৎসহ মুখদিয়া জলউঠা।

১৫ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে শূন্য অথবা ক্ষুধাবোধ।

উপবাসের ন্যায় অনুভব, তথাপি পাকাশয়ে পূর্ণতানুভব।

পাকাশয়ে টাটানি, যেন তন্মধ্যে কীট আছে।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতে আভ্যন্তরিক বেদনা।
বসিয়া থাকিলে প্লীহামধ্যে সূচীবেধ।

১৯ উদর।—পেটকামড়ানি, নাভির নিকট মোচড়ানি।
নিম্নোদরে ভার, যেন ভার চাপান।
উদরের স্ফীতি। উদরে সূচীবেধ।

২০ মল, ইত্যাদি।—ভ্রমণকালে পেরিনিয়মে সূচীবেধ অথবা ছিন্নকর বেদনা।
মলত্যাগকালে, এবং তৎপরে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত, সরলান্ত্রে জ্বালা।
প্রাতঃকালে সবুজ, পিচ্ছিল, উদরাময়ের মল।
উদরাময়, তৎসহ মলদ্বারে টাটানি, সেখানে টাটানিযুক্ত পাইল্‌স।
আহারান্তে উদরাময়, তৎপর উদর পূর্ণবোধ, কটি ও হস্তপদাদিতে বেদনা, অধিক বায়ুনিঃসরণ।
অর্শ। শ্বেতপ্রদর বা রুদ্ধ হইলে অর্শ।

২১ মূত্র।—বারম্বার বেগ, তৎসহ বারম্বার প্রস্রাব।
রাত্রিতে প্রচুর ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।
গভীর হরিদ্রাবর্ণ মূত্র। কর্দ্দমবৎ অধঃক্ষেপ।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—বাম শুক্রনালীতে সূচীবেধ ও স্পন্দন।
বারংবার লিঙ্গোত্থান (বা লিঙ্গকাঠিন্য)।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অত্যন্ত আগাইয়া, তৎসহ উদর ও কটিদেশে বেদনা, রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে, রাত্রিতে স্রাব অধিকতর প্রচুর। *জরায়ুস্খলন।
শ্বেতপ্রদর—ডিম্বের লালার ন্যায়, তৎপূর্ব্বে নাভিদেশে মোচড়ানি, প্রত্যেক প্রস্রাবের পরে পিচ্ছিল, বেদনাশূন্য।

২৪ লেরিংক্স।—বৈকালে স্বরভঙ্গতা, তৎসহ লেরিংক্সের জ্বালা, পুনঃ পুনঃ হম্ করিয়া কাস, তৎসহ ক্ষুদ্র পিণ্ডবৎ শ্লেষ্মা উঠে।

২৫ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসের হ্রস্বতা।
খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে বক্ষে ভারবোধ।

২৭ কাসী।—দিবা বা রাত্রে গলমধ্যে শুড় শুড়ি বশতঃ শুষ্ক কাসী; প্রাতঃকালে শুষ্ক, তৎসহ বক্ষে সূচীবেধ; বৈকালে সরল হয়।

গলমধ্যে চুলকানি বোধ হইয়া রক্তউঠা।

২৮ ফুস্ফুস।—বক্ষমধ্যে চাপ ও সূচীবেধ, যেন একদলা খাদ্য তথায় আটকাইয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণপার্শ্বে বক্ষের নিম্নাংশে মুষ্টবৎ বেদনা।

বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা।

প্রাতঃকালে কেবল দণ্ডায়মানাবস্থায় বামবক্ষে একটী ক্ষুদ্র স্থানে স্পন্দন।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে ছিন্নকর; নাড়ী বর্দ্ধিত-গতি।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অনম্য (অচল), তৎসহ গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে স্কন্ধদ্বয়েরমধ্যে সঞ্চালনে বেদনা।

দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যে দুষ্ট ও মচকানবৎ বেদনা।

বাম স্কন্ধাস্থি মধ্যে সূচীবেধ।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির মাংসপেশীতে চিমটিকাটা।

কটিদেশে বেদনা, বিশ্রামে বা সঞ্চালনকালে, রাত্রিতে শয্যাতেও, চিৎ হইয়া বা পার্শ্বফিরিয়া শুইতে পারে না।

লম্বোসেক্রাল (কটি) দেশে প্রবল বেদনা।

৩১ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বগলের গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি।

প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম স্কন্ধস্থিতে বাতের বেদনা।

দক্ষিণ কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও ছিন্নকর বেদনা।

দক্ষিণ মনুবন্ধ ভারী।

হস্তের পৃষ্ঠদেশে স্ফীতিসহ বাম মণিবন্ধের ছিন্নকর বেদনা।

৩২ নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গের অলসতা ও দৌর্ব্বল্য।

বাম নিতম্বে বেদনা, হাঁটিতে গেলে খোঁড়ায়; উপবেশনকালে অস্থিমধ্যে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

উপবেশন কালে উরুদ্বয়ে ছিন্নকর বেদনা।

বাম পদের নিম্নাংশে কিলধরাবৎ সঙ্কোচন।

কণ্ডবৎ বেদনা সহ গুল্‌ফদ্বয়ের অতি প্রবল ছিন্নকর (এবং সূচীবেধ); অনবরতসময়ে ঘর্ষণে উপশম।

সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ পায়ের তলায় চুলকানি।

৩৪ **সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।**—একবার এখানে, একবার সেখানে, এইরূপে সমস্ত অঙ্গাদির মধ্যে ছিন্নকর ও বেদনাযুক্ত উৎক্ষেপ।

৩৫ **অবস্থিতি, ইত্যাদি।**—অঙ্গাদিতে বেদনা সঞ্চালনে উপশম।

বিশ্রাম : ৩১। শয়ন : ৬, ২৭। উপবেশন : ৩৭। দণ্ডায়মান : ২৮। অবনত : ৩। সঞ্চালন : ৩১, ৩২। পার্শ্ব পরিবর্তন : ২৭। ভ্রমণ : ১৮, ২০, ৩৩, ৩৬।

৩৭ **নিদ্রা।**—নিদ্রালুতা অভাবে প্রাতঃকালে সদত হাইতোলা।

সন্ধ্যারম্ভে নিদ্রালুতা।

চরণদ্বয়ের শীতলতা বশতঃমধ্যরাত্রির পূর্ব্বে ঘুমাইতে পারে না।

মস্তকে উত্তাপ বশতঃ মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।

অস্থির নিদ্রা এবং মধ্যরাত্রির পরে জাগরণ।

উদ্বেগপূর্ণ, ভয়াবহ স্বপ্ন, নিদ্রা হইতে চমকাইয়া উঠে।

স্বপ্ন :—জলে পতিত হওয়া, রোগের, কামোদ্দীপক।

উদরে অতি প্রবল কর্ত্তনবশতঃ রাত্রি ২ টার সময়ে জাগে।

৩৮ **সময়।**—প্রাতঃকালে : ১, ৫, ১৭, ২৭, ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৩। বৈকাল : ১৮, ২৫, ২৭। সন্ধ্যাকাল : ১৫, ১৯, ৩০, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৪৩। রাত্রি : ৫, ৬, ২১, ২৩, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৪০। দিবা : ২। দিবা ও রাত্রি : ৪০। রাত্রি কিম্বা দিবা : ৪৭।

৩৯ **উত্তাপ ও বায়ু।**—সাধারণতঃ খোলাবায়ুতে উপশম।

খোলাবায়ু : ৫, ৬, ৮, ২৬, ৩৬। উষ্ণগৃহ : ৪০। গৃহ : ৫। রৌদ্র : ৫।

৪০ **শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।**—পৃষ্ঠ বাহিয়া শীত উঠে।

প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

আরক্ত, স্ফীতভাব মুখমণ্ডল সহ উত্তাপ, বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে ও শারীরিক পরিশ্রমের পরে।

উত্তাপের পরে দিবা ও রাত্রি ঘর্ম্ম।

সর্ব্বাঙ্গে রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, মধ্যরাত্রির পরে এবং অতি প্রত্যূষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৪, ৬, ১৮, ১৯, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩। বাম: ৩, ৫, ৭, ১০, ১৯, ২২, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩।

অঙ্গসন্ধি:—দক্ষিণ, তৎপরে বাম: ৩২।

৪৪ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৭। চাপ: ১০। চুলকাইলে: ৬।

৪৬ চর্ম্ম।—শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন, সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে, পরে উপশম।

সমগ্রশরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভেদ।

হাম।

বসন্ত শরীরে ও উর্দ্ধাঙ্গে বেশী।

৪৭ অবস্থা।—যাহারা স্থূলকায় (মোটা) এবং ধীরপ্রকৃতি তাহাদের পক্ষে উপযোগী, শরীর মোটা কিন্তু পদদ্বয় সরু।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ—এণ্টিম ক্রুড (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি), এলো (ঔদরিক লক্ষণ), আর্সে (সন্ধিসমূহ), আর্জ্জে-নাইট্রি (গলমধ্যে শ্লেষ্মা); ক্যাল্কে-কার্ব্ব (মোটাশরীর; স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে শীতলতা, প্রচুর ঋতু), কোনি (রাত্রিকালীন কাশী); কষ্টিক (অচল সন্ধি, মাংসপেশীর সঙ্কোচন; অন্নাধার স্বরভঙ্গ); কার্ব্ব-ভেজ (স্বরভঙ্গ; বক্ষোপরি জ্বালা, ইত্যাদি); কলো (শূল বা পেটবেদনা); হেপার; আওডি; কালি-বাইক্র (রজ্জুর ন্যায় আঠাবৎ শ্লেষ্মা); কালি-ক্লোর (সন্ধি); কালি-হাইড্র (পৃষ্ঠদেশে ফুস্কুড়ি ইত্যাদি); ম্যাগ্নে; ম্যাগ্নে-কার্ব; ম্যাগ্নে-মিউরে (রক্তযুক্ত মলত্যাগ; দুর্ব্বলতা-দোষযুক্ত মূত্রাশয়), নেট্রাম-মিউরে (সন্ধি); নক্স-ভমি; রসটক্স (মচকাইয়া যাওয়া, বসিয়া থাকিলে সন্ধিতে বেদনা বৃদ্ধি); সেনেগা; সিপি (সন্ধি-নিকটে ফোস্কা, দুর্ব্বলতাদোষযুক্ত মূত্রাশয়); সাইলি; সলফা।

প্রতিষেধক হয়:—কফিয়া, নক্সভমিকা কর্তৃক।

এম্ব্রা।

হানিম্যান কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

১ মন।—স্মরণশক্তি বিকৃত।

প্রত্যেক বিষয়ই ৩।৪ বার পড়িতে হয় এবং তবুও বুঝিতে পারে না।

স্তম্ভিত ভাব। মস্তকমধ্যে গোলমাল (confusion)।

বিকৃত মূর্ত্তি, বিকৃত মুখভঙ্গি, পৈশাচিক মুখমণ্ডল তাঁহার কল্পনায় উদিত হয়।

বিষণ্ণচিত্ত : নিরাশ . বিমর্ষতা।

রাত্রিতে সর্ব্বাঙ্গে কম্প ও যন্ত্রণা।

২ মস্তকাভ্যন্তর।—ছিন্নকর -কপালে, মস্তকশীর্ষ পর্য্যন্ত বাম রগে, দক্ষিণ কপালে উন্নত স্থান ও বাম কর্ণের পশ্চাতে।

মস্তোকপরি এবং দৃশ্যতঃ মস্তিষ্কের উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশে বেদনাদায়ক ছিন্নকর।

মস্তকমধ্যে ছিন্নকর বেদনার প্রাধান্য।

৩ বহির্মস্তক।—চুল উঠিয়া যায়।

মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী স্থান, যেখানকার কেশ স্পর্শ করিলে টাটানিবৎ বেদনা।

৪ চক্ষু।—কুয়াসা মধ্য দিয়া দেখার ন্যায় দৃষ্টি অপরিষ্কার।

ধূলি পড়ার ন্যায় চক্ষুমধ্যে চাপ ও জ্বালাবোধ, অশ্রুস্রাব।

অক্ষিপুটে চুলকানি যেন একটী অঞ্জনি হইতেছে।

৫ কর্ণ।—বৈকালে কর্ণমধ্যে গোঁ গোঁ ও বাঁশিশব্দনি।

বাম কর্ণে ঘড়িতে দম দেওয়ার ন্যায় শব্দ।

শ্রবণশক্তি হ্রাস।

দক্ষিণ কর্ণে ছিন্নকর।

কর্ণ মধ্যে কীটচারবৎ, চুলকানি ও গুড়গুড়ি।

রাত্রিতে কাসী বৃদ্ধি হয়।

৬ নাসিকা।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে।

নাসিকা রুদ্ধ। নাসিকামধ্যে শুষ্ক রক্ত জমিয়া থাকে।

৮ **মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডলে উত্তাপ।

ফুস্কুড়ি। মুখমণ্ডলের কামলাবৎ বর্ণ।

উপর চোয়ালের উপর গণ্ডে বেদনাযুক্ত স্ফীতি, তৎসহ মাড়ীতে দপ্‌দপানি।

১০ **দন্ত**।—এখন একটী তখন অপর দন্তে আকৃষ্ট বেদনা; উষ্ণতায় বৰ্দ্ধিত, ঠাণ্ডায় ক্ষণিক উপশম; চৰ্ব্বণে বৰ্দ্ধিত হয় না।

মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে।

১১ **জিহ্বা, ইত্যাদি**।—প্রাতঃকালে জাগিলে পর মুখে তিক্তাস্বাদ।

দুগ্ধ পানের পর অম্লাস্বাদ।

র‍্যানুলা।

১২ **মুখমধ্য**।—মুখে দুর্গন্ধ, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

মুখে ফোস্কা। মুখগহ্বরের জ্বালা ও কাটাবৎ বেদনা।

১৩ **গলমধ্য**।—প্রাতঃকালে গলমধ্যে শুষ্কতা।

ঢোক গিলিবার সময়ে গলমধ্যে টাটানি বোধ।

হাওয়া লাগাইয়া গলায় বেদনা; গলমধ্য হইতে দক্ষিণ কর্ণ মধ্যে সূচী-বেধ, নাড়াইলে বেদনা বোধ হয়।

১৪ **ইচ্ছা, অনিচ্ছা**।—তৃষ্ণাশূন্যতা।

১৫ **পানাহার**।—উষ্ণ পানীয় হইতে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ গরম দুগ্ধ হইতে; আহারান্তে ভাল' ৪০।

১৬ **বিবমিষা ও বমন**।—শূন্য, তিক্ত বা অম্ল উদ্গার।

বুকজ্বালা।—অসম্পূর্ণ উদ্গারসহ; খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে: দুগ্ধপান হইতে।

প্রাতঃকালিক আহারান্তে বিবমিষা।

১৭ **পাকস্থলী**।—পাকাশয়ে চাপ।

১৮ **হাইপোকণ্ড্রিয়া**।—প্লীহাপ্রদেশে ছিন্নকর বেদনা।

১৯ **উদর**।—উদর স্ফীত; অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয়, তাহা নিঃসৃত না হইয়াই উপশমিত হয়।

‖ উদরে শীতলানুভব।

উদরের এক পার্শ্বে শীতলতা।

পেটবেদনা, কখন কখন তৎপরে উদরাময়।

২০ মল, ইত্যাদি।—কয়েক দিন কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া প্রচুর কোমল মল।

মল বড় কিন্তু কঠিন নহে।

বারম্বার মলত্যাগের নিষ্ফলবেগ, ইহাতে তাঁহাকে (স্ত্রীং) উদ্বেগপূর্ণ করিয়া তুলে, ‖ এই সময়ে নিকটে অন্য লোক আসিলে অসহ্য বোধ হয়।

মলের সহিত প্রচুর রক্তনির্গমণ।

২১ মূত্র।—রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব।

অম্লগন্ধবিশিষ্ট মূত্র। * কণ্ডূয়ক কাশী।

যতখানি জল পান করে তাহার তিনগুণ প্রস্রাব।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—জননযন্ত্রসমূহে আভ্যন্তরিক, প্রবল, কামোদ্দীপক অনুভব; রাত্রিতে স্বপ্নদোষ।

পুংজননযন্ত্রে কণ্ডূয়নযুক্ত ফুস্কুড়ি।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ডিম্বকোষপ্রদেশে সূচীবেধ।

‖ প্রত্যেক সামান্য ঘটনায় যথা কঠিন মলত্যাগের পর অথবা নিয়মিতাপেক্ষা একটু বেশী হাঁটিলে পর ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে রক্তস্রাব।

ঋতুর সময়ে শিরাসকল স্ফীত হওয়ায় বাম পদ সম্পূর্ণ নীলবর্ণ হইয়া উঠে।

ঘন, শ্লৈষ্মিক শ্বেতপ্রদর, দিন দিন বর্দ্ধিত হয়; প্রত্যেক স্রাবের পূর্ব্বে যোনিমধ্যে সূচীবেধ।

শয়ন করিলে জরায়ু লক্ষণসকল বর্দ্ধিত হয়।

ভগোপরি প্রবল কণ্ডূয়ন, স্থানসকল চুলকাইতে হয়।

২৪ লেরিংক্স।—গলমধ্যে শুড়শুড়ি, তাহাতে কাশী হয়।

স্বরভঙ্গতা এবং স্বরের কর্কশতা, তৎসহ ঘন, আঠাবৎ শক্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয়, কাশিলে সহজেই উঠিয়া যায়।

লেরিংক্স ও ট্রেকিয়ামধ্যে চুলকানি, চাঁচিয়া তোলা ও টাটানি।

২৬ শ্বাসক্রিয়া।—বক্ষে কসিয়া ধরা বোধ, গভীর শ্বাস লইতে বা সম্পূর্ণ হাইতুলিতে পারে না।

বক্ষে ও স্কন্ধাস্থিদ্বয় মধ্যে কষ্টবোধ।

বৃদ্ধ ও শিশুদিগের হাঁপানি।

২৭ কাসী।—থাকিয়া থাকিয়া কাসীর আক্রমণ যেন কাসী বক্ষের গভীর স্থান হইতে আসিতেছে, গলমধ্যে প্রবল শুড়শুড়ি বশতঃ কাসী উত্তেজিত হয়, প্রাতে গয়ার উঠে, সন্ধ্যাতে উঠে না।

প্রবল আক্ষেপযুক্ত কাসী, তৎসহ পুনঃ পুনঃ উদ্গার ও স্বরভঙ্গতা।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষমধ্যে ক্ষতবৎ টাটানি বোধ।

বক্ষে চুলকানি।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের নিকট কষ্ট বা উদ্বেগ বোধ।

খোলাবায়ুতে ভ্রমণকালে হৃৎকম্পন।

বক্ষে চাপবোধসহ অতি প্রবল হৃৎকম্পন।

৩১ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা পশ্চাতে চাপযুক্ত, আড়ষ্টবৎ বেদনা।

বাম, কিম্বা উভয় স্কন্ধে ছিন্নকর বেদনা।

পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে বাতের বেদনা।

৩২ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাম স্কন্ধসন্ধিতে ছিন্নকর।

স্কন্ধ, কনুই, মণিবন্ধ ও হস্তে ছিন্নকর বেদনা।

রাত্রিতে অঙ্গুলি সমূহের দুর্ব্বলতা।

হস্তদ্বয়ের দীর্ঘস্থায়ী বরফবৎ শীতলতা।

হস্তে ও অঙ্গুলি সমূহে কীটাদির হুলফুটানবৎ।

হাতের তলায় চুলকানি।

কখন কখন কোন দ্রব্য ধরিতে গেলে হাতে খিলধরে।

৩৩ নিম্নাঙ্গ।—ছিন্নকর বেদনা, প্রথমে বাম, তৎপরে দক্ষিণ নিতম্বসন্ধিতে।

নিতম্ব, জানু, পা, গুল্ফসন্ধি ও চরণে ছিন্নকর বেদনা।

পদদ্বয়ের ভার বোধ।

প্রায় প্রতি রাত্রিতে পা ও পায়ের ডিমে খিলধরা।

৩৪ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—সমস্ত অঙ্গাদির স্থানে স্থানে ছিন্নকর অথবা বাতের বেদনা।

সমস্ত অঙ্গাদিতে অসাধারণ উৎক্ষেপ।

কীটচারণবৎ অসুখ বোধ, কেবল দিবসে।

৩৫ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয়ন . ২৩। শুইয়া পড়িতে হয় : ২, ৩৬। অতি প্রত্যুষে শয্যায় দৌর্ব্বল্য, ব্যায়াম : ১৩।

৩৬ স্নায়ু।—মাংসল স্থান সমূহে আক্ষেপ ও উৎক্ষেপ।

অত্যন্ত আলস্য বোধ।

বামপার্শ্বের (অর্দ্ধাঙ্গের) পক্ষাঘাত।

দৌর্ব্বল্য :—সমগ্র দেহের : জানুদ্বয়ের, চরণদ্বয়ের, তৎসহ চৈতন্যবোধ বিলুপ্ত ; পাকস্থলীতে।

৩৭ নিদ্রা।—রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কেন বলিতে পারে না।

বিরক্তিকর, উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন এবং নিদ্রাবস্থায় কথা কহা।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ৫, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩, ২১, ২৭, ৩৪। পূর্ব্বাহ্ন : ৪০। অপরাহ্ন ৬। সন্ধ্যা ২০, ৪০। রাত্রি : ১, ২১, ২৩, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪০। মধ্যরাত্রির পরে : ৪০। দিবা . ৩৪। দিবা রাত্রি . ৩২।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতা : ১০। খোলাবায়ু ১৬। বাতাসের হাওয়া ১৩।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—অলসতা ও নিদ্রালুতাসহ পূর্ব্বাহ্নে শীত, আহার করিলে উপশম।

শরীরের একাঙ্গের শীত, তৎসহ মুখমণ্ডলের উত্তাপ।

রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি।

৪১ আক্রমণ।—থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপযুক্ত কাশীর আক্রমণ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৩, ৪, ৬, ৮, ১৩, ১৮, ২৮, ৩১, ৩৩। বাম : ৩, ৬, ১৩, ১৮, ২৩, ২৮, ৩১, ৩২। বাম হইতে দক্ষিণ : ৩৩। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে . ৩।

৪৩ ত্বক্।—মাংসপেশী ও সন্ধিসমূহে ছিন্নকর, প্রায়ই একপার্শ্বে।

মস্তিষ্কের কোমলত্ব প্রাপ্তি। শীর্ণতা।

১৬ চর্ম্ম।—চর্ম্মে জ্বালা। অঙ্গুলির অগ্রভাগ কুঞ্চিত হইয়া যায়।

চর্ম্মের অসাড়তা। জ্বালাকর রক্ত।

১৭ অবস্থা।—‖ বৃদ্ধাবস্থা। *হাপানি। *সর্দ্দি। পৈত্তিক অথবা বায়ুপৈত্তিক ধাতু।

১৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ।—আর্সে (হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় হাপানি); এন্টি-টার্টি (রাত্রিকালীন কাসী); এসাফি (বায়ুপ্রধান স্ত্রীলোকদের); কফি; চায়না, ইগনে।

মস্ক (হিষ্টিরিয়াযুক্ত, হাপানি); নক্সভমি (উভয়ই বায়ুপ্রধান, শীর্ণকায়, পৈত্তিকধাতু ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী); ওপি; ফসফ (শীণাঙ্গ, হাপানি, স্নায়বীয় উত্তেজনশীলতা); ফসফ-এসি; পলসা; সিপি; ষ্টাফি, সলফা, সলফু-এসি (কাসী ও উদ্গার); ভ্যালে (বায়ুপ্রবণতা, হিষ্টিরিয়া)।

এম্বার প্রতিবিষ।—ক্যাম্ফ, কফি, নক্সভমি, পলসা, ষ্টাফি।

এম্বা প্রতিষেধ করে।—ষ্টাফি, নক্সভমি।

এরাম টি ফাইলাম।

১ মন।—বিস্মৃত।

অন্যমনস্কতা।

‖ প্রলাপের সময়ে নাসিকা খোঁটা। * টাইফাস।

নিদ্রাযুক্ত, অস্থির, চীৎকার করে।

২ চৈতন্য।—অন্যমনস্কতা সহ মাথাঘোরা ও পূর্ণতা বোধ।

মস্তক লঘুবোধ, নিদ্রালু।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মাথাধরা। মাথাধরা দক্ষিণ বা উভয় পার্শ্বে।

দক্ষিণ কপালে ও রগে ছিন্নকর।

বাম চক্ষুপরি সূচীবেধ।

রগে ছিন্নকর, চিড়িকমারা অথবা সূচীবেধ।

• চক্ষু।—আলোকে বিতৃষ্ণা, চক্ষুর সম্মুখে পর্দার ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্টি। উপর অক্ষিপুট ভারী, তৎসহ মাথাধরা।

▌ উপর অক্ষিপুটের কম্পন।

* কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে জ্বালা, বাম কর্ণে ছিদ্রকর। বাম প্যারটিড গ্রন্থি স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

নাসিকা।—সর্দি, সরস, বিদাহী।

▌ বিদাহী, অম্লরসযুক্ত স্রাব, নাসাপুটের অভ্যন্তর এবং অধরে ক্ষত উৎপন্ন করে।

▌ ডিপথিরিয়া রোগে ক্ষতকারী হরিদ্রাবর্ণ, নাসিকা হইতে স্রাব।

▌ নাসিকা সরস কিন্তু অবরুদ্ধ, প্রাতঃকালে স্রাবে রক্তের দাগ, দিবসে হরিদ্রাবর্ণ, ঘন শ্লেষ্মা।

▌ নাসিকা অবরুদ্ধ, মুখদিয়া শ্বাস লয়; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

হাঁচি ও নিদ্রালু, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

▌ নাসারন্ধ্র চটচটানি, কাটা, বামদিকে বেশী।

▌ পান করিলে নাসিকা মধ্য দিয়া জল উঠে।

▌ সমস্ত নাসিকা ফোঁটা।

• নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট, নাক ও মুখমণ্ডল ছিন্নভাবে ফাটা।

▌ ঠোঁট পুরু, জ্বালাযুক্ত, স্ফীত, ফাটা ও রক্তস্রাব।

▌ ঠোঁট যেন ঝলসিয়া গিয়াছে, প্রাতঃকালে।

▌ ঠোঁট খোঁটে যতক্ষণ না রক্ত পড়ে, মুখের কোণ চটচটানি, ফাটা ও রক্তস্রাবী। • [illegible]। * টাইকাম।

▌ সব-ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির স্ফীতি, বাম দিকে বেশী।

১২ মুখমধ্য।—জিহ্বা:—কাটা, জ্বালাকর, বেদনাযুক্ত; চটচটানিযুক্ত, লাল, কণ্টকসকল উন্নত।

▌ প্রচুর লালানিঃসরণ, লালা বিদাহী।

▌ মুখগহ্বর জ্বালা করে, এবং এত চটচটানি যে জল পান করিতে পারে না এবং কোন দ্রব্য খাইতে দিতে গেলে কাঁদে।

▌ মুখগহ্বর ক্ষতবৎ ও চটচটানি, রক্তস্রাবী

১৩ **গলমধ্য।**—হাঁচি সহ গলমধ্যে সঙ্কোচন বোধ।

গলাধঃকরণকালে কোমল তালুতে স্ফীত অনুভব।

তালুতে টাটানি, জ্বালা, এবং বেদনা, আহার বা পানকালে বৃদ্ধি।

▌ গলমধ্য ও জিহ্বা টাটানি, জ্বালাকর বেদনা, গলমধ্যে পচাক্ষত।

▌ গলমধ্যে টাটানি বশতঃ আহার বা পান করিতে চাহে না।

১৪ **ইচ্ছা, অনিচ্ছা।**—▌ রুচি নাই; খেলায় অনিচ্ছা; রোগা হইয়া যায়।

১৫ **পানাহার।**—পান বা আহারকালে বৃদ্ধি: ১৩।

১৬ **বিবমিষা ও বমন।**—বিবমিষা, মাথাটলা।

১৭ **পাকস্থলী।**—পাকাশয়ে খিলধরা।

১৮ **হাইপোকণ্ড্রিয়া।**—যকৃতে বেদনা।

১৯ **উদর।**—পেটডাকা, আধ্মান, কর্তনবৎ বেদনা।

২০ **মল, ইত্যাদি।**—বেদনাযুক্ত বেগ দেওয়া।

মূত্রাবরোধসহ, মলদ্বার ফাটিয়া চিরিয়া যাওয়া।

মল:—জলবৎ, কোমল, পাতলা হরিদ্রাবর্ণ এবং বেদনাশূন্য; বেগ দেওয়াসহ কোমল।

মলদ্বারে জ্বালা।

২১ **মূত্র।**—▌ মূত্র অল্প অথবা মূত্রোৎসর্গ রুদ্ধ। *ক্যান্থারিস।

২২ **পুংজননেন্দ্রিয়।**—প্রাতঃকালে দক্ষিণ অণ্ডকোষে ছিন্নকর বেদনা; উহা হঠাৎ আইসে, হঠাৎ যায়।

উপস্থের শেষভাগে জ্বালা।

২৩ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—ডিম্বকোষে কর্তনবৎ বেদনা।

আর্ত্তব শোণিত কাল্চেবর্ণ।

২৪ **গর্ভাবস্থা।**—কামড়ানি (aching) বেদনাসহ, বামস্তনে গভীর স্থানে পিণ্ডবৎ বোধ।

স্তন্যোদয় কালে আক্ষেপ।

সৌত্রিক।—▌ স্বরভঙ্গ; কথাকহিয়া বা গানে স্বরের অতিব্যবহার বশতঃ।

টন্‌সিল স্ফীতি।

স্বর সতত পরিবর্ত্তনশীল।

কাসিতে গেলে টেকিয়াতে শ্লেষ্মা।

লেরিংক্সে সতত বেদনা।

ধর্ম্মপ্রচারকদিগের গলবেদনা (Sore throat)।

৭৬ শ্বাসক্রিয়া।—পুরাতন সর্দ্দি সহ হাঁপানিযুক্ত শ্বাসক্রিয়া।

৭৭ কাসী।—অধিক বেদনা ও গয়ার সহ পুনঃ পুনঃ কাসী।

কাসিতে ফুসফুস মধ্যে বেদনা।

৭৮ ফুসফুস।—ফুসফুস টাটানি বোধ।

দক্ষিণ ফুসফুসে ও স্কন্ধাস্থির নিম্নে সূচীবেধ।

৭৯ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবা অচল।

গলমধ্যে ও গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ স্ফীত।

৮০ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্তদ্বয় অচল ও স্ফীত।

প্রাতঃকালে জাগিলে দক্ষিণ পায়ে খিলধরা।

পায়ের তলায় হুলবেধ, খোঁচা বেধা, অথবা মুষ্টাঘাতবৎ বেদনা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ভার বোধ, পায়ে বেশী।

৮১ স্নায়ু।—অলসতা ও বিষণ্ণতা।

সূর্য্যোদয় কালে দক্ষিণ পার্শ্ব ধরা।

অত্যন্ত বায়ুপ্রধান (স্নায়বীয়)।

অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য। বাহু ও হস্তদ্বয়ের খিলধরা।

৮২ নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে নিদ্রালু।

মুখমণ্ডলে ও গলমধ্য টাটানি অথবা চর্ম্মের চুলকানি বশতঃ অনিদ্রা।

রাত্রিতে বুকচাপা।

৮৩ সময়।—সতত দিন : ৭, ১০। প্রাতঃকাল : ৭, ৯, ১২, ১৩, ২৫, ৩৩; বেলা ১১টা : ৭। অপরাহ্ন : ৮, ৬০। সন্ধ্যাকাল : ৩৭। রাত্রি : ৭, ৩৭।

৮৪ শীত, জ্বর, ঘর্ম।—ঠিক একই সময়ে অত্যন্ত হাই তুলিয়া সমস্ত শরীরে শীত বিস্তৃত হয়।

জ্বরের উত্তাপ অতি প্রবল। *আর্সানিকা।

বিকার জ্বর :—অঙ্গুলির অগ্রভাগ খোঁটা; যতক্ষণ না রক্ত বাহির হয় ততক্ষণ শুষ্ক ঠোঁট খোঁটা; শয্যায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করে, পলায়ন করিতে চাহে, যাহা করিতেছে বা যাহা বলা হইতেছে তৎসম্বন্ধে অচেতন; মূত্রাবরোধ; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য।

১২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ৩, ৬, ২২, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭। বাম; ৩, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৮, ২৩, ২৪, ২৮।

১৩ চর্ম্ম।—কণ্ডূয়নযুক্ত। স্কার্লাটিনা।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার ত্বকস্খলন। স্কার্লাটিনা। সমগ্র শরীর, পদদ্বয়, বাহু ও মুখমণ্ডলে ছোট ছোট, মণ্ডলাকার, লালবর্ণ, কঠিন ফুস্কুড়ি।

১৪ সম্বন্ধ।—ঘোল (যাহার মধ্যে ল্যাকটিক-এসিড আছে) ইহার ক্রিয়াকে প্রতিষেধ করে।

তুলনা কর :—এমো-মিউরে, সিপা, কালি-হাইড, লাইকোপো, মেজে, নাইট্রি-এসি সাইলি (নাসিকা হইতে স্রাব), আর্জে-নাইট্রি, ক্রোকে (জিহ্বা), ক্যাপসি (গলমধ্য), কষ্টি, কেব-কস (স্বরভঙ্গতা), মার্ক ও হিপার (লালানিঃসরণ), মার্ক ও ব্রাইও, (ঠোঁট ও মুখের কোণ)।

সদৃশ :—ল্যাকে, লাইকোপো, এলাম, আর্সে, ক্যাম্ফ, মিউরি-এসি, নাইট্রি-এসি, সলফ-এসি হাইড্র-এসি, আওডি, ফাইটো, সাম্বু, সাইলি, সলফ।

টাইফাস জ্বরে ক্যালেণ্ডি ও নাইট্রি-এসি তুলনা কর।

এরামের মুখের কোণে টাটানি ও ফাটা একটী প্রধান লক্ষণ আছে; ঐ লক্ষণের জন্য কণ্ডূয়াকো অনাবৃত হওয়া অবিধেয়, বিশেষতঃ যদ্যপি কর্ণিকার অগভীর ক্ষত থাকে।

এরিজিরান।

পরীক্ষক :—বার্ট।

৬ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকের রক্তাধিক্যতা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; জ্বর।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—কাঠবমি ও পাকাশয়ে জ্বালা, তৎসহ রক্তবমন।

২০ মল, ইত্যাদি।—মল :—ছোট, রক্তদাগযুক্ত; অন্ত্রে ও সরলান্ত্রে জ্বালা। রক্তস্রাবী অর্শ; তৎসহ কঠিন মোটা মল; মলদ্বারের কিনারায় জ্বালা, যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

২১ মূত্র।—মূত্রত্যাগ বেদনাদায়ক অথবা মূত্রোৎপত্তি কম।

দন্তোদ্গমী শিশুদিগের মূত্রকৃচ্ছ্রতা, পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা কিন্তু মূত্রত্যাগ কালে ক্রন্দন করে, মূত্র প্রচুর, অতি তীব্র গন্ধবিশিষ্ট, বাহ্য (স্ত্রী) জননেন্দ্রিয় প্রদাহিত, তৎসহ অধিক শ্লেষ্মাস্রাব।

২৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাব —তৎসহ সরলান্ত্র ও মূত্রাশয়ের অতি প্রবল উত্তেজনা; উদরাময় ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা সহ গর্ভস্রাবের পরে; জরায়ুস্খলন (ভ্রংশ) সহ।

অতি প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; রোগীর প্রত্যেক সঞ্চালনেই স্রাব বর্দ্ধিত হয়; রক্তশূন্যতা ও দৌর্ব্বল্য।

আক্ষেপযুক্ত বেদনা সহ প্রচুর শ্বেতপ্রদর, এবং মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের উত্তেজনশীলতা।

২৪ গর্ভাবস্থা।—অতি সামান্য সঞ্চালনেই রক্তযুক্ত লোকিয়াস্রাব প্রত্যাবর্ত্তন করে; বিশ্রামকালে বৃদ্ধি।

২৭ কাসী।—রক্তযুক্ত গয়ার, যক্ষ্মাকাসের সূত্রপাত।

৪৮ সম্বন্ধ।—জরায়ু হইতে রক্তস্রাবসম্বন্ধে এরিজিরান ট্রিলিয়াম, হামামেলিস ও সেকেল-কর্ণের সহিত তুলনীয়।

এরিজিরানের রক্তস্রাব এক সময়ে মোটেই থাকে না, এক সময়ে অতি প্রবল হয়; হঠাৎ এক ঝলক রক্ত পড়ে, আবার তখনই বন্ধ হয়।

এলাম্থাস গ্লাণ্ডুলোসা।

পরীক্ষক :—পি, পি, ওয়েল্‌স।

১ মন।—মানসিক অলসতা, ঔদাসীন্য।

স্মরণশক্তির বিলোপ। মন স্থির করিতে পারে না।

বিমর্ষতা; পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা।

সতত অস্পষ্ট প্রলাপ।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা —অবনত হইলে অধিক; বিবমিষা ও শীতল ঘর্ম্ম সহ।

▌ মাথাটলে, মুখমণ্ডল উষ্ণ, উঠিয়া বসিতে পারে না, নিদ্রালু, তথাপি অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বেগপূর্ণ, পরে অচেতন, তৎসহ অস্পষ্ট প্রলাপ; কাহাকেও চিনিতে পারে না। * স্কার্লাটিনা।

বোধ হয় যেন মস্তকের বামপার্শ্বের মধ্য দিয়া তাড়িতবেগ প্রবাহিত হইতেছে; কিম্বা নিম্নে হস্তপদাদিতে নামিতেছে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—বিবমিষা ও মাথাঘোরা সহ মাথাধরা।

কপালে ভার বোধ, তৎসহ কোন চিন্তা বা কাজ করিতে অনিচ্ছা।

মানসিক ভাবের গোলমালসহ বগ ও মস্তকের পশ্চাতের মধ্য দিয়া চিড়িকমারা।

অক্ষিপটে বেদনা।

৪ চক্ষু।—আলোকাসহতা; উজ্জ্বলালোকে, খোলাবায়ুতে অশ্রুস্রাব।

▌ চক্ষু রক্তবর্ণ ও রক্তাধিক্য, জাগাইলে চকিতের ন্যায় তাকাইয়া থাকে।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও কামড়ানি (aching)।

বামচক্ষুতে ধূলোপড়ার ন্যায় কর্কশ বোধ।

পুঁজের ন্যায় স্রাব, প্রাতঃকালে অক্ষিপুট সংযোজনা।

৫ কর্ণ।—গলাধঃকরণকালে কর্ণ বেদনা।

রাত্রিতে বামকর্ণের পশ্চাতে চুলকানি, চুলকাইলে লালবর্ণ হইয়া উঠে।

প্যারটিড গ্রন্থি বেদনাযুক্ত ও বর্দ্ধিত। * স্কার্লাটিনা।

৬ নাসিকা।—আঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত।

সর্দ্দি, তৎসহ নাসাভ্যন্তরে ক্ষতবৎ।

হাঁছিসহ সরস নাসিকার সর্দ্দি।

▌ প্রচুর, পাতলা, রক্তযুক্ত দুর্গন্ধশূন্য স্রাব।

পুরাতন সর্দ্দি। নাসিকার শুষ্কতা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের উষ্ণতা ও লালবর্ণ।

মুখমণ্ডলে একপ্রকার ব্রণ।

মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের স্ফীতি।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—মুখের কোণে ক্ষুদ্র কিন্তু গভীর অসমান ক্ষত; ঠোঁট ফাটা।

অধরে প্রদাহিত সরস ফুস্কুড়ি।

১০ দন্ত।—পিচ্ছিল পদার্থ কিম্বা সর্ডিস (দন্ত-শর্করা) কর্ত্তৃক আবৃত।

বামপার্শ্বের উপর অথবা নিম্নকার দন্ত, মুখমণ্ডল এবং মস্তকের ছিন্নকর।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—জিহ্বা :—শাদাটে পুরু ক্লেদাবৃত; ▌ শুষ্ক, ফাটা।

আস্বাদ :—বিস্বাদ, জ্বরের ন্যায়। * বায়ুনলীভুজের সর্দ্দি।

১২ গলমধ্য।—কফেস ও টন্সিল প্রদাহিত, তৎসহ তথায় ক্ষত দাগ।

গলমধ্যে বেদনা, গলাধঃকরণে টাটানি।

▌ গলমধ্য রক্তশূন্য; টন্সিল অনেক গভীর ক্ষত কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ, তৎসহ দুর্গন্ধস্রাব। * স্কার্লাটিনা।

গলমধ্য স্ফীত, কাপড়ে লালবর্ণ, প্রায় বেগুনে রং। * স্কার্লাটিনা।

১৩ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—রুচি :—অনিশ্চিত; অতি অল্প, তথাপি নিয়মিত রূপে আহার করে।

জ্বরের শীতের সময়ে ক্ষুধা ও শূন্যতা বোধ।

১৪ পানাহার।—খাদ্য আহার করিবামাত্র বমিত হয়।

১৫ বিবমিষা ও বমন।—উঠিয়া বসিতে গেলে হঠাৎ, প্রবল বমন।

বিবমিষা, বমন, উদরাময়, আক্ষেপযুক্ত ঔদরিক বেদনা।

১৬ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে বিশেষ এক প্রকার শূন্যতা বোধ; বেদনা।

১৭ উদর।—যকৃৎপ্রদেশের উপরে বেদনা বোধ।

উদরাধ্মান; পেটের মধ্যে অল্প অল্প ডাকা।

২০ মল, ইত্যাদি।—রক্তামাশয়, পুনঃ পুনঃ বেদনাযুক্ত মল, মলের ভাগ অল্প, রক্তযুক্ত আম বেশী; অত্যন্ত ভার।

‖ মল পাতলা, জলবৎ, দুর্গন্ধ, প্রস্রাবের সঙ্গে অনিচ্ছায় নির্গত হয়।

‖ কৃমি (tapeworm)।

২১ মূত্র।—অত্যন্ন অথবা মূত্রোৎপত্তি রুদ্ধ; অসাড়ে নির্গত হয়; অম্ল।

২২ পুংজননেন্দ্রিয়।—মেঢ্র-ত্বকে উপদংশবৎ ক্ষত।

২৩ লেরিংক্স।—প্রাতঃকালে যখন জাগে তখন সম্পূর্ণরূপে স্বর বিলুপ্ত।

ক্রুপবৎ শ্বাসরোধ।

২৪ শ্বাসক্রিয়া।—দ্রুত, অনিয়মিত। *হাঁপানি।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতাসহ শ্বাসের দুর্গন্ধতা।

২৫ কাসী।—সতত শুষ্ক, খক্ খক্ করিয়া; বক্ষে জ্বালা ও বেদনা সহ; অল্প গয়েরসহ খাঁই খাঁই করিয়া; বাম ফুসফুসের মধ্য দিয়া বেদনা।

যতক্ষণ পর্যন্ত না তুলিয়া ফেলেন ততক্ষণ ক্রমাগত কাসেন।

গয়ের।—কখন রক্ত মিশ্রিত, কখন কেবল রক্ত; তিক্ত, হরিদ্রাবর্ণ।

২৬ ফুসফুস।—ফুসফুসের টাটানি ও বেদনা; বক্ষে সূচীবেধ ও চুলকানি।

দক্ষিণ ফুসফুসে জ্বালা, বামে কামড়ানি (aching)।

২৭ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্ম; দুর্বল, কখন প্রায় অননুভবনীয়, অত্যন্ত দ্রুত ও অনিয়মিত।

২৮ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—হঠাৎ (স্ত্রী) গ্রীবার চতুর্দ্দিকে চুলকানি।

‖ গ্রীবা বেদনা বোধ এবং অত্যন্ত ক্লান্ত।

স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে সতত কামড়ানি (aching)।

গ্রীবার গ্রন্থিসমূহে টাটানি, বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নে বেদনা।

২৯ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির সীমান্তে বড় বড় ফোস্কা।

বাম পদের অসাড়তা, তৎসহ চরণ ও অঙ্গুলিতে চড়চড়ি ও খোঁচাবেধা।

অসুখ বোধ এবং কামড়ানি বশতঃ অস্থিরতা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ভার বোধ।

৩০ অবস্থিতি ইত্যাদি।—পরিশ্রম: ২৭। ভ্রমণ: ১০, ৩৪। অবনত: ২। উত্থান: ২৭। শয়ন: ১০।

৭ স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্বলতা, সহজেই পরিশ্রান্ত।

বৈদ্যুতিক বেগ মস্তিষ্ক হইতে হস্তপদাদি পর্য্যন্ত।

নিদ্রাকালে হস্তপদাদির উৎক্ষেপযুক্ত খিলধরা।

দৌর্বল্যসংযুক্ত রোগ, হঠাৎ ও অত্যন্ত দৌর্বল্য (শয্যাশায়ী অবস্থা), যথন, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত।

৮ নিদ্রা।—অত্যন্ত নিদ্রালু, অস্থির, সত্বরেই অচেতন হইয়া পড়ে।

অশান্তিপ্রদ নিদ্রা ; রাত্রিতে অস্থির, নিদ্রাবস্থায় কথা কহা ও কোঁথান, রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম, পুনঃ পুনঃ জাগরণ।

দক্ষিণ পার্শ্বে শুইলে ভাল নিদ্রা হয়। *বায়ুনলীভুজের রোগসকল।

৯ সময়।—দিবস ২৭। প্রাতঃকাল : ৫, ২৫, ২৭, ৪০। সন্ধ্যা: ২৭। রাত্রি : ৬, ২০, ৩৭, ৪৬।

১০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত, তৎসহ ক্ষুধা ও সাধারণ শূন্যতা বোধ।

শীত, তৎপরে উত্তাপের বেগ, তৎসহ মস্তকে প্রবল বেদনা, এবং হৃৎফুসের টাটানি।

তপ্ত, উষ্ণ ঘর্ম্ম, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে, দুই প্রহর পর্য্যন্ত।

১১ পার্শ্ব।—দক্ষিণ . ৩, ১৮, ২৮, ৩৭। বাম : ২, ৫, ৬, ৮, ১০, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৪৬।

১২ চর্ম্ম।—চর্ম্মোপরি চাকা চাকা উদ্ভেদ ; প্রধানতঃ কপাল ও মুখমণ্ডলে।

চর্ম্ম শীতল ও শুষ্ক; পাণ্ডুবর্ণ।

বামকর্ণ, পৃষ্ঠদেশ, মুখমণ্ডল এবং গ্রীবার চতুর্দ্দিকে রাত্রিতে চুলকানি।

১৩ সম্বন্ধ।—সহপ্রযুক্ত :—চীনিয়া ও আর্সেনাইনাম।

সদৃশ :—এমোন-কার্ব, আর্ণি, এরাম, এপো, ব্যাপটি, ব্রাইও, জেলসি, হাইও, ল্যাকে, মিউরি-এসি, নক্সভমি, লাইকো, রসটক্স।

এলুমিনা।

পরীক্ষক :—হানিম্যান।

১ মন।—সময় অতি ধীরে অতিবাহিত হয়।

ছুরিকায় রক্ত দেখিলে তাঁহার (স্ত্রীং) মনে আত্মহত্যা করিবার ভয়ঙ্কর ভাব সকল উদয় হয়।

অপ্রসন্ন চিত্ত ; মৃত্যু ভয়।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—তাঁহার সম্মে প্রত্যেক দ্রব্য যেন মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে, তৎসহ বিবমিষা।

মস্তকের ভারবোধ, তৎসহ রক্তশূন্য, আলস্যব্যঞ্জক মুখমণ্ডল।

ভ্রমণ করিতে অক্ষমতা, কেবল তাকাইয়া পারেন এবং দিবাভাগে।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—কপালে দপদপানি বেদনা, সিঁড়িতে উপরে উঠিতে গেলে অথবা পদবিক্ষেপে বৃদ্ধি।

দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্টাবস্থায় কপালে উত্তাপসহ, জ্বালাকর, চাপযুক্ত বেদনা, খোলা বায়ুতে উপশম।

বিবমিষাসহ মস্তিষ্কমধ্যে প্রবল সূচীবেধ।

কোষ্ঠবদ্ধসহ মাথাঘোরা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটিত্বকের চুলকানি, তৎসহ শুষ্ক, শাদা খুস্কি।

সরস পীড়কা, রসে বেশী, চুলকাইলে রক্তপড়ে, সন্ধ্যাকালে, কিম্বা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি।

কষা টুপি মাথায় দেওয়ার ন্যায় কপালে চাপ বোধ।

চুল উঠিয়া যায়। কেশ স্পর্শ করিলে করোটিত্বকে বেদনা।

৫ চক্ষু।—চক্ষুর সম্মুখে শ্বেতবর্ণ নক্ষত্রবৎ, তৎসহ মাথাঘোরা।

অস্পষ্টদৃষ্টি, যেন কুয়াসার মধ্যদিয়া দেখা, বস্তুসকল হরিদ্রা বর্ণ দেখায়।

চক্ষুমধ্যে জ্বালা ও চাপবোধ।

‖ চক্ষুপ্রদাহিত, আভ্যন্তরিক কোণে চুলকানি, রাত্রিতে জোড়া লাগিয়া থাকে, দিবসে অশ্রুস্রাব, দীপশিখার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার দাগ।

‖ অক্ষিপুট পুরু, শুষ্ক, জ্বালা ও দৃঢ়বদ্ধ।

একদৃষ্টি তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা।

দুই চক্ষুর মধ্যে এক চক্ষুর বক্রদৃষ্টি।

৬ কর্ণ।—গুন্‌গুন্; গোঁ গোঁ; শিশদেওয়াবৎ; যেন বৃহৎ ঘণ্টার শব্দ।

সন্ধ্যাকালে এক কর্ণের আরক্তিমতা ও উত্তাপ।

কর্ণে সূচীবেধ, সন্ধ্যা বা রাত্রি।

৭ নাসিকা।—আঘ্রাণ শক্তি দুর্ব্বল।

সর্দ্দি লাগিবার সম্ভাবনা।

পুনঃপুনঃ হাঁচিসহ সরস সর্দ্দি; অশ্রুস্রাব।

নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি; তৎসহ নাসারন্ধ্রে মামড়ীযুক্ত পীড়কা, বেদনা, এবং নাসিকা হইতে ঘন, হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা।

নাসিকামূলে প্রবল বেদনা।

প্রচুর, হরিদ্রাবর্ণ, অম্লগন্ধি শ্লেষ্মা, তৎসহ নাসারন্ধ্রে ক্ষতবৎ বেদনা।

‖ নাসিকার আরক্তিমতা।

‖ নাসাগ্র ফাটা।

৮ মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের নানাস্থানের চুলকানি।

মুখমণ্ডল ও নাসিকোপরি রক্তস্ফোটক।

ফুলা ফুলা উচ্চ উচ্চ দাগ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—চর্ব্বণ বা মুখব্যাদানকালে চোয়াল সন্ধিতে বেদনা।

‖ নিম্ন চোয়ালের অনৈচ্ছিক আক্ষেপযুক্ত উৎক্ষেপ। ওষ্ঠ হইতে রক্তস্রাব।

১০ দন্ত।—দন্তমূল, দন্ত শিথিল ও লম্বা অনুভব হয়, চর্ব্বণে, খোলাবাতাসে, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

দন্তশর্করায় (টার্টার) দন্ত আবৃত।

দন্তমূলের বেদনা অন্যান্য স্থলে যথা দেবিংস, গ্রীবা বা স্কন্ধে প্রসারিত।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ:—ঈষৎ মিষ্ট; প্রায় বিস্বাদ।

১২ মুখগহ্বর।—মুখ হইতে দুর্গন্ধ।

মুখমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

লালা বর্দ্ধিত, যদিও মুখগহ্বর শুষ্ক বোধ হয়।

১৩ গলমধ্য।—গলমধ্যে দুই পার্শ্বে স্ফীতানুভব।

ফেরিংক্স হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত আকুঞ্চন, যেন খাদ্য নামিতে পারে না।

ফেরিংক্স শুষ্ক, উজ্জ্বল ও লালবর্ণ দেখায়।

গলমধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা, বিশেষতঃ জাগিলে পর। গলমধ্যে শল্যবিদ্ধ বোধ। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে প্রচুর, ঘন, আঠাবৎ শক্ত শ্লেষ্মা।

ফসেসে স্পঞ্জবৎ ক্ষত; তাহা হইতে হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধি পূঁজ স্রাব হয়।

১৪ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—ফল ও উদ্ভিজ্জ খাইতে ইচ্ছা. গোলালু সহ্য হয় না। মাংসে অনিচ্ছা। সমস্তদিন তৃষ্ণা।

রুচি—বেতসার; খড়ি; পরিষ্কার শাদা ন্যাকড়া; কয়লা; অম্ল। শুষ্ক চাউল এবং অন্যান্য দুষ্পাচ্য পদার্থ।

১৫ পানাহার।—গোলালু আহারে বৃদ্ধি। তামাকের ধূমে বৃদ্ধি।

সর্ব্বপ্রকার উত্তেজক পদার্থ, যথা লবণ, সুরা, সির্কা, মরিচ ইত্যাদি খাইয়া শুষ্ক কাশী।

খাদ্যের সহিত পেঁয়াজ খাইয়া গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা।

১৬ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—অম্ল; তিক্ত, গোলালুর পরে। শ্লেষ্মা বমন। বুকজ্বালা।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ে সঙ্কোচন ও মোচড়ানি বোধ, উহা অন্ননলী বহিয়া গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আকৃষ্ট বা বন্ধনাযুক্ত বেদনা বক্ষঃস্থল ও গলমধ্য পর্য্যন্ত ধাবিত হয়।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—যকৃত হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত ছিন্নকর। প্লীহা প্রদেশে চিড়িকমারা বেদনা।

১৯ উদর।—বৈকালে প্রসবকালে উদর ভারী হইয়া যেন ঝুলিয়া পড়ে। বক্র হইয়া বসিলে বেদনা বৃদ্ধি।

সন্ধ্যায় উভয় কুচকিতে জননেন্দ্রিয়ের নিকটে চাপযুক্ত বেদনা।

আধ্মানিক শূলবেদনা; চিত্রকরদিগের শূলবেদনা। প্রাতে শূলবেদনা।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রের অক্ষমতা; এমন কি কোমল মলেও বেগ দিতে হয়।

▌ যতদিন না অনেক সঞ্চিত হয় ততদিন মলত্যাগের কোন ইচ্ছা অথবা মলত্যাগের ক্ষমতা থাকে না।

▌ মলঃ—কঠিন, শুষ্ক এবং গাঁইটবিশিষ্ট; ছাগলের নাদির মত, তৎসহ মলদ্বারে কর্ত্তন, তৎপরে রক্ত পড়ে।

স্তন্যপায়ী শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ।

উদরাময়ঃ—সরলান্ত্রে সতত বেগ; ▌ যখন তিনি প্রস্রাব করেন।

মলদ্বার হইতে রক্তজমাট বহির্গত হয়।

মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা; ভগন্দর।

১১ মূত্র।—মূত্রাশয়ের সতত বেগ বোধ।

▌ মলত্যাগকালে বেগ দিতে গেলে মূত্র বহিষ্কৃত হয়, অথবা, এইরূপ বেগ না দিলে প্রস্রাব করিতে পারে না।

মূত্রঃ—সন্ধিস্থিত বাতের পীড়ায়, স্বল্প মূত্র, তৎসহ লালবর্ণ অধঃক্ষেপ; বায়ুরোগসমূহে প্রচুর ও বর্ণশূন্য; তৎসহ ঘন, সাদা অধঃক্ষেপ।

১২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা অতি প্রবল। অনৈচ্ছিক শুক্রক্ষরণ, তৎপরে তাঁহার সমস্ত পুরাতন লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

বাম অণ্ডকোষ কঠিন ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুঃ—অত্যন্ত আগাইয়া, অল্পস্থায়ী, স্বল্প এবং বর্ণশূন্য রক্তের; অতি আগাইয়া, তৎপূর্ব্বে মাথাধরা; বিলম্ব, পরিশেষে ঋতু হয়, কিন্তু অতি অল্প ও ফিকাবর্ণ।

শ্বেতপ্রদর:—বিদাহী, ক্ষতকারী; বিদাহী, প্রচুর, জলদিয়া ধুইলে উপশমিত হয়; স্বচ্ছ, প্রচুর, দিবাভাগে।

যোনির বামপার্শ্বে বেদনাযুক্ত দপদপানি।

১৪ গর্ভাবস্থা।—গর্ভাবস্থায় পাকাশয়িক ও আন্ত্রিক লক্ষণ-সমূহ।

১৫ লেরিংস।—লেরিংসমধ্যে শ্লেষ্মা দৃঢ় সংলগ্ন অনুভব, হেম্ করিলে কিম্বা কাসিলে দূরীভূত হয় না।

লেরিংস মধ্যে শুড়শুড়ি। কাসিলে ক্ষতবৎ বোধ।

কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সন্ধ্যা ও রাত্রিতে বর্দ্ধিত।

১৬ শ্বাসক্রিয়া।—থক থক করিয়া, হাঁপানির ন্যায়শ্বাসক্রিয়া, কাসিলে বৃদ্ধি।

কথা কহিলে কিম্বা গান করিলে কাসী হয়।

প্রচুর, ঘন, আঠাবৎ, লবণাক্ত শ্লেষ্মার গাঢ়স্রাব হয়।

২৭ কাসী।—কাসী :—শুষ্ক, তৎসহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি; বোধ হয় যেন একখানি শুষ্ক চামড়া গলমধ্যে ঝুলিতেছে; সুড়সুড়ি বিবর্জিত হেতু; কথা কহিলে কিম্বা গান গাইলে; হ্রস্ব; কাসিলে দক্ষিণ বগ ও মস্তকশীর্ষে বেদনা হয়; প্রাতঃকালে জাগরণের অল্পক্ষণ পরেই; বৃদ্ধ অথবা শুষ্ককায় ব্যক্তির ছিন্নকর বেদনা ও অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ সহ কাসী।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে প্রবল কষ্টযুক্ত বেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

বক্ষ সঙ্কুচিত বোধ, অবনত হইয়া বসিলে কিম্বা অবনত হইলে বৃদ্ধি, সোজা হইয়া বসিলে অথবা ভ্রমণকালে উপশম।

অর্শ হইতে রক্তস্রাব রুদ্ধ হেতু, মুখমণ্ডল ও এক কর্ণের আরক্তিমতা সহ, বক্ষে ও মস্তকে রক্তাধিক্যতা।

গাড়ীতে চড়িলে বক্ষে বেদনা বোধ হয়।

২৯ হৃৎপিণ্ড, নাড়ী।—হৃৎকম্পনসহ জাগিয়া উঠে।

নাড়ী অপরিবর্তিত, অথবা পূর্ণ ও বর্দ্ধিত-গতি।

৩০ গ্রীবা, পৃষ্ঠদেশ।—গ্রীবার পশ্চাতে দক্ষিণ পার্শ্বে চিড়িকমারা।

পৃষ্ঠ ও কটিদেশে আঘাত প্রাপ্তিবৎ বেদনা।

পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে প্রবল সূচীবেধ।

পৃষ্ঠে চর্ব্বণবৎ বেদনা।

৩১ ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ সন্ধিতে মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা।

বাহু ও অঙ্গুলিতে জ্বালা, এবং বাম কনুইতে, যেন অগ্নিবৎ উত্তপ্ত লৌহ স্পৃষ্ট হইয়াছে।

বাহুদ্বয় ভারী, যেন পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভব হয়।

নখসকল কণভঙ্গুর কিম্বা পুরু।

আঙ্গুলহাড়া, বেদনা ও অঙ্গুলির অগ্রভাগের ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা।

৩২ নিদ্রা।—নিদ্রাতে অত্যন্ত ভার বোধ, ভ্রমণকালে টলে এবং ঘুমিয়া পড়িতে যায়।

জানু ও প্যাটেলাতে. কিম্বা জানু হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ছিন্নকর।

পাদবিক্ষেপ কালে গুল্ফের অনাড়তা।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চুলকানি ও আরক্তিমতা।

৬৪ সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি।—হস্ত পদাদি ভারী বোধ হয়।

হস্ত পদাদির কম্পন। হস্ত পদাদির উৎক্ষেপ।

৬৫ অবস্থিতি।—খোলাবায়ুতে মধ্যম প্রকারের ব্যায়ামে উপশম।

রাত্রিতে এক প্রকার ভাল বোধ হয়, কিন্তু কাসীর জন্য দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে পারে না।

চোয়াল সঞ্চালন : ৯, ১০। হস্তোত্তলন : ২২। পাদবিক্ষেপ, ৩, ৩০। ভ্রমণ : ১৯, ২৬, ২৮, ৩০। উপবেশন : ৩, ১৯, ২১, ৩৪। দণ্ডায়মান ৩। অবনত হওয়া : ২, ২৮।

৬৬ স্নায়ু।—কথা কহিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।

ভ্রমি অথবা শ্রান্ত, বসিয়া বা শুইয়া পড়িতে হয়।

মেরুদণ্ডের পীড়া বশতঃ পক্ষাঘাত।

বাতরক্তের (gouty) ব্যক্তির বাতের বা আভিঘাতিক পক্ষাঘাত।

হঠাৎ উৎক্ষেপ, নিদ্রা হইতে চমকাইয়া উঠা।

পাক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা; অথবা রক্তাল্পতা (anæmia)।

৬৭ নিদ্রা।—নিদ্রালুতা, শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা।

অস্থির নিদ্রা, হৃৎকম্পন সহ সতত জাগিয়া উঠে।

স্বপ্ন :—উদ্বেগপূর্ণ; নৌকা জলমগ্ন, ভূতের; চোরের।

৬৮ সময়।—প্রাতঃকাল : ১, ৫, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২৭। বৈকাল : ১৯, ২৮। সন্ধ্যাকাল : ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৫, ৩৩, ৬০। রাত্রি : ৫, ৬, ২৪, ২৫, ২৮, ৪০। দিবা : ৫, ২৩, ৪০।

৬৯ উত্তাপ ও বায়ু।—উষ্ণতায় সাধারণতঃ ভাল; শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি। ঘরের ভিতর থাকিয়া থাকিলে বৃদ্ধি।

শয্যার উষ্ণতা : ৩৩। খোলাবায়ু : ৩, ৫, ১০, ২৩। শীতজল : ৩২, ৫১। শীতল জলে ধৌত : ২৩, ৩২।

৪০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—অধিক তৃষ্ণাসহ শীত।

আভ্যন্তরিক শীত ও কম্প, তৎসহ অগ্নির উষ্ণতার ইচ্ছা।

দিবসে শীত, রাত্রিতে উত্তাপ।

উদ্বেগ ও ঘর্ম্মসহ রাত্রিতে উত্তাপ।

রাত্রিতে ঘর্ম্ম; প্রায়ই মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে।

৪১ আক্রমণ।—অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি, চর্ম্ম লক্ষণসমূহ।

৪২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ: ১৮, ২৭, ৩১, ৪০। বাম: ১৮, ২২, ২৩, ২৮, ৩২।

দক্ষিণ হইতে বাম: ২৮।

৪৪ অনুভব।—আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের সঙ্কোচন বোধ।

শরীরের কোন কোন অংশ বৃহত্তর, কোন কোন অংশ (নিম্ন চোয়াল ও বাহুদ্বয়) ক্ষুদ্রতর বোধ হয়।

৪৫ সংস্পর্শ, আঘাত, ইত্যাদি।—স্পর্শ: ৭, ২০। চুলকাইলে: ১১, ৩৩। শকটারোহণ: ২৮।

৪৬ চর্ম্ম।—সমগ্র শরীরের অসহ্য চুলকানি, বিশেষতঃ দেহ উষ্ণ হইলে ও শয্যাতে, যতক্ষণ না রক্ত পড়ে ততক্ষণ চুলকায়; আহারান্তে, শুষ্ক মল বা উদরাময়সহ চুলকানি ও কীটচারণ বোধ।

উদ্ভেদ সরস, মামড়ীযুক্ত, টাটানি, চর্ম্মপাম্বুভব।

ক্ষত স্থান হইতে হরিদ্রাবর্ণ, দুর্গন্ধ পূঁজ নির্গত হয়।

৪৭ অবস্থা।—শৈশবাবস্থা:—কোষ্ঠবদ্ধ, বিশেষতঃ যখন কৃত্রিম খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়।

শৈশব বিসূচিকা, মল সবুজ।

স্তন্যপায়ী শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

যক্ষ্মা দৃষ্টি।

যৌবনারম্ভ:—অপাচ্য খাদ্যের ইচ্ছা সহ ক্লোরোসিস।

মৃদু প্রকৃতি। বৃদ্ধ ব্যক্তি, বিষাদবায়ু-গ্রস্ত।

৪৮ সম্বন্ধ।—সদৃশ:—ব্যারা-কার্ব (বৃদ্ধদিগের বিষাদ বায়ু, কোষ্ঠবদ্ধ); ব্রাইও (খিট্‌খিটে, পাকাশয় ও আন্ত্রিক লক্ষণ, কোষ্ঠবদ্ধ, হস্তপদাদি বাথাবেদনা, বমনসহ মাথাধরা, বক্ষে সূচীবেধ,

শ্লৈষ্মিক স্থানসকল শুষ্ক, জর, ইত্যাদি); ক্যাল্কে-কার্ব্ব; ক্যাম (অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ রূপে ব্যবহৃত); কোনি; ফেরম (ক্লোরোসিস); ফের-আওড (প্রচুর স্বচ্ছ শ্বেতপ্রদর); গ্রাফাই (ক্লোরোসিস, চর্ম্ম চুলকানি, ফাটা); ইপিকা; ন্যাকে; পলসা (অশ্রুযুক্ত, খিট্খিটে, নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব, মাংসে অনিচ্ছা, ক্লোরোসিস, স্বল্প মূত্রস্রাব, যৌবনারম্ভে পীড়া সকল); প্লম্ব (পেটবেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ); রুটা; সিপি (জরায়ুস্খলন, সরলান্ত্রের অক্ষমতা, মূত্রযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য); সাইলি; সলফা; জিঙ্ক।

বর্ণপ্রচারকদিগের শূলবেদনায় নিম্নলিখিত ঔষধের সহিত তুলনা কর :— আর্জে-নাইট্রি, কালি-বাইক্র, লাইকোপো।

এলুমিনা সুফলপ্রদ :— ব্রাইও, ন্যাকে, সলফারের পরে।

এলুমিনার পরে সুফলপ্রদ :—ব্রাইও।

এলুমিনা ও ব্রাইওনিয়া পরস্পর কার্য্যাবশেষপূরক।

ক্যামমিলা অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

এলুমিনার প্রতিবিষ :—ব্রাইও, ক্যাম্ফ, ক্যাম, ইপিকা।

এলুমিনা প্রতিষেধ করে :—সিসা ধাতু হইতে বিষাক্ত যথা চিত্রকরদিগের শূলবেদনা, সিসা ধাতু হইতে রোগ সকল।

এলো সকোট্রিনা।

পরীক্ষক :—হেরিং।

১ মন।—মানসিক শ্রমে অত্যন্ত অনিচ্ছা।
অক্ষমতা। উদ্বেগ।
সকলকে ঘৃণা করে।

২ চৈতন্য।—মাথাঘোরা :—যেন তাঁহার (স্ত্রীং) সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই ঘূর্ণিত হইতেছে ; নাসিকায় সর্দ্দি হইলে উপশম।

৩ মস্তকাভ্যন্তর।—মস্তকে রক্তাধিক্যতা, তাহাতে উঠিয়া বসিতে হয়।

কপালে মাথাধরা, তৎসহ চক্ষুর ভার ও বিবমিষা।

মস্তকশীর্ষে ভার ; কপালে ও অক্ষিপটে চাপ।

প্রতি পাদবিক্ষেপে রগে সূচীবেধ বর্দ্ধিত হয়।

কোষ্ঠপরিষ্কার না হওয়ার পরে মাথাধরা।

পাকাশয়-আন্ত্রিক উত্তেজনা এবং মস্তিষ্কে রক্তধাবন বশতঃ নিদ্রাকে শীতলতাসহ মাথাধরা।

৪ বহির্মস্তক।—করোটীত্বকে স্থানে স্থানে চৈতন্যাধিক্যতা।

পুরাতন শিরঃপীড়া, চুল উঠিয়া যাওয়া।

৫ চক্ষু।—মুখমণ্ডলের উত্তাপসহ চক্ষু সম্মুখে আলোককম্পন।

লিখিবার সময়ে চক্ষুসম্মুখে অস্পষ্টতা।

৬ কর্ণ —চোয়ালসঞ্চালন কালে কর্ণ মধ্যে খট্খট্ শব্দ।

৭ নাসিকা।—জাগরণের পরে শয্যায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাসিকার জ্বালা ও বেদনাসহ সর্দ্দি ; হাঁচিলে নাভি প্রদেশে সূচীবেধ।

৮ মুখমণ্ডল।—মাথাধরাসহ অথবা উত্তেজিত হইলে মুখমণ্ডলের উত্তাপ।

৯ নিম্নমুখমণ্ডল।—ঠোঁট :—স্বাভাবিক অপেক্ষা রক্তবর্ণ, শুষ্ক, ফাটা; সরস, কিনারায় টাটানি।

১০ দন্ত।—শব্দযুক্ত কষের দন্তে চৈতন্যাধিক্যতা ; আহারের পরে বৃদ্ধি।

১১ জিহ্বা, ইত্যাদি।—আস্বাদ —তিক্ত, অম্ল, কালী বা লৌহের ন্যায় ; ধাতব।

জিহ্বা :—হরিদ্রাবর্ণাভ শাদা লেপাবৃত ; অনম্য ; শুষ্ক, রক্তবর্ণ।

জিহ্বোপরি হরিদ্রাবর্ণ ক্ষত।

১২ মুখাভ্যন্তর।—মুখমধ্য, জিহ্বোপরি এবং গালের ভিতরে প্রদাহিত, টাটানি ক্ষুদ্র স্থান।

মুখ হইতে ন্যাক্কারজনক গন্ধ।

জ্বালা বর্দ্ধিত।

১৩ তালু ও গলমধ্য।—তালু স্ফীত।

পিণ্ডাকার অর্দ্ধতরল ঘন শ্লেষ্মা হক্ করিয়া তুলে, কফোন ও পোষ্টিরিয়ার নেরিস মধ্যে।

১৫ ইচ্ছা, অনিচ্ছা।—মাংসে অনিচ্ছা।

ফল, বিশেষতঃ আতা খাইতে ইচ্ছা।

১৬ পানাহার।—উদরাময়ের সময়ে ক্ষুধার্ত্ত ; প্রাতঃকালে মলত্যাগের পরে ক্ষুধার্ত্ত।

অম্ল খাদ্য সহ্য হয় না। জলে পাকাশয়ে বেদনা হয়।

‖ পান অথবা আহার করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পায়খানায় যাইতে হয়।

১৭ বিবমিষা ও বমন।—উদ্গার:—তিক্ত ; বিদাহী ; অথবা অম্ল।

যেন বমন আসিতেছে অনুভবসহ, গলার দিকে বায়ু ঠেলিয়া উঠে।

বিবমিষা :—তৎসহ কপালে মাথাধরা ; তৎসহ পাকাশয়ে শূন্যবোধ ; তৎসহ নাভিদেশে বেদনা।

রক্ত বমন।

১৮ হাইপোকণ্ড্রিয়া।—শীত শীত অনুভব ও উদরাময়সহ, হাইপোকণ্ড্রিয়াতে বেদনা।

প্লীহা হইতে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, কিম্বা কুচকিমধ্যে আকর্ষণ বোধ।

যকৃত প্রদেশ :—জ্বালা, অসুখ উত্তাপ, চাপ এবং কাট কাট বোধ।

যকৃত হইতে বক্ষমধ্যে সূচীবেধ, তাহাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়।

১৯ উদর।—নাভিদেশে স্পন্দন।

উদর স্ফীত, বিশেষতঃ এপিগাষ্ট্রিয়ামে, তৎসহ বায়ু নড়িয়া বেড়ায় ; আহারান্তে, ঋতুকালে, সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

ডিসেণ্ডিং কোলান মধ্যে বায়ুর গড়গড় শব্দ : আহারান্তে বৃদ্ধি।

উদর বেদনাযুক্ত, বিশেষতঃ নাভির নিকটে ; নাভির নিকটে মোচড়ানি, কামড়ানি (griping), তাহাতে সম্মুখে বক্র হইয়া উঠিয়া বসিতে হয় ; মলত্যাগের বেগ, তৎসহ কেবল দুর্গন্ধি বায়ু নিঃসরণ হয়।

‖ ভার :—হাইপোকণ্ড্রিয়ামে ; সরলান্ত্রে।

২০ মল, ইত্যাদি।—সরলান্ত্রে উত্তাপ, টাটানি ও গুরুত্ব।

মলত্যাগের বেগ বশতঃ রাত্রিতে জাগিয়া উঠে, প্রাতে উঠার সময়ে শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতে হয়।

মলত্যাগের বেগ, কিন্তু কেবল মূত্র নির্গত হয়।

▌ উদরাময়ের ন্যায় মলত্যাগের বেগ, কেবল গরম বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহাতে অত্যন্ত উপশম বোধ হয় ; ঐ বেগ আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে, তৎসহ অনুভব হয় যেন একটা শল্যবৎ পদার্থ পিউবিস হইতে কক্সিক্স পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

▌ প্রায় অজ্ঞাতসারে মল নির্গত হয়।

মল :—ক্ষুদ্র, পিচ্ছিল, অর্দ্ধতরল ; হরিদ্রাবর্ণ, তসকা ; রক্তযুক্ত, শ্লেষ্মিবৎ আম, এবং অধিক ফড়ফড় শব্দে বায়ু নিঃসরণসহ মল স্রাব ; মল ও মূত্র একত্রে বহির্গত হয়।

▌ পিণ্ডবৎ পদার্থযুক্ত, জলবৎ মল।

উদরাময় :—উষ্ণ, সরস বায়ুতে ; সন্ধ্যা, রাত্রি ও প্রাতঃকালে ; শীতল সরস গৃহে ; ভ্রমণ বা দণ্ডায়মানকালে ; মূত্রত্যাগকালে।

▌ আঙ্গুরগুচ্ছের ন্যায় অর্শবলি বাহির হয়, তৎসহ সরলান্ত্র মধ্যে সতত বেগ বোধ।

▌ মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

▌ মলদ্বারের মুখাবরক পেশীর দুর্ব্বলতা বা শক্তিশূন্যতা।

১১ মূত্র।—মূত্রত্যাগকালে জ্বালা।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের বেগ ; রাত্রিতে বৃদ্ধি ; কিম্বা বৈকালে ; বেগ এত প্রবল যে তিনি মূত্রধারণ করিতে পারেন না।

মূত্র :—প্রচুর ; বর্ণশূন্য, বিশেষতঃ মলত্যাগের পরে ; জাফরানের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ, থাকিলে ঘোলা হয়, কিম্বা স্বল্প, উষ্ণ ; কিম্বা রক্তযুক্ত।

১২ পুংজননেন্দ্রিয়।—রতীচ্ছা বর্দ্ধিত।

শুক্রক্ষরণ ; তৎপরে প্রবল ইচ্ছা।

অণ্ডকোষ শীতল ; উপস্থ ক্ষুদ্র ; বেদ্দ্টোষ হ্রস্ব।

মেঢ্রত্বকের কণ্ডুয়ন।

১৩ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু প্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্ব, তৎসহ কটি ও কুচ্কিতে প্রসববেদনাবৎ বেদনা।

নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব।

রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণশীল শ্বেতপ্রদর।

২০ শ্বাসক্রিয়া।—কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া।

বক্ষের বাম পার্শ্বে সূচীবেধ দ্বারা শ্বাসক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত।

২১ কাসী।—লেরিংক্সের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধসহ; গয়ার হরিদ্রাবর্ণ, আঠা-বৎ শ্লেষ্মা।

২৮ ফুসফুস।—বক্ষে রক্তাধিক্যতা; শুষ্ক কাসী; রক্তাক্ত গয়ার।

বক্ষের দুর্ব্বলতা। গভীর নিশ্বাসে বক্ষসম্মুখে টাটানি।

২৯ হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—নাড়ী:—বর্দ্ধিত-গতি; দুর্ব্বল, বমনের পর বিলুপ্ত; বৈকালে ধীর।

৩১ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ।—মাথাধরার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দপ্দপে।

উপবিষ্টাবস্থায় ত্রিকদেশে চাপ ও গুরুত্ব।

৩৩ সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি।—মণিবন্ধ-সন্ধির দৌর্ব্বল্য।

গুল্ফ সন্ধির দুর্ব্বলতা, যেহেতু পদবিক্ষেপে পায়ের তলায় বেদনাযুক্ত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে খঞ্জতা, পরিশ্রান্তি; সন্ধিসমূহে দুর্ব্বলতা; প্রায়ই তৎসহ উদরের পীড়া থাকে।

যেন দুষ্ট অথবা সন্ধিচ্যুত এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বেদনা (যথা বাম সম্মুখ বাহু, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি, বাম পঞ্জরাস্থি সকল)।

৩৪ অবস্থিতি, ইত্যাদি।—শয়ন ৬। উপবেশন: ৩১। দণ্ডায়মান: ১৮, ১৯, ২০, ২৩। সম্মুখে বক্র: ১৮, ১৯। উত্থান: ১৯। ভ্রমণ: ২০, ২২, ২৩। সঞ্চালন: ২, ৬, ১১, ১৯, ২৮, ৩১।

৩৭ নিদ্রা।—প্রাতঃকালে নিদ্রালু, ঢুলিতে থাকে।

ব্যাঘাতিত হয়:—তৃষ্ণাদ্বারা; মূত্রবেগ দ্বারা; স্বপ্নদোষ ও রতীচ্ছা দ্বারা, পৃষ্ঠবেদনা দ্বারা।

বিপদের কষ্টকর স্বপ্ন; মলত্যাগের স্বপ্ন।

৩৮ সময়।—প্রাতঃকাল: ১৩, ১৫, ২০, ২২, ৩৭। বৈকাল: ২১, ২৯। সন্ধ্যা ১৩, ২০। রাত্রি: ১৫, ২০, ২১, ৩৭, ৪০।

৩৯ উত্তাপ ও বায়ু।—খোলাস্থর বায়ু: ১, ৮। আর্দ্র বায়ু: ২০। শীতল, আর্দ্র গৃহ: ২০। ঠাণ্ডা: ৩, ১৩, ৪০। উষ্ণতা: ৩। খোলাবায়ু: ১৯, ৪০।

৩০ শীত, জ্বর, ঘর্ম্ম।—শীত শীত বোধ :—তৎসহ শীতল বায়ুতে সর্দি; মলত্যাগকালে কম্প।

শয্যায় হস্তপদ শীতল, তাহাতে নিদ্রা হয় না।

শীতল হস্ত, উষ্ণ পদ।

করোটীত্বকে অথবা মুখমণ্ডলে স্থানে স্থানে উত্তাপ।

ঘর্ম্ম :—তীব্রগন্ধ; জননযন্ত্রসমূহে দুর্গন্ধি; রাত্রিতে, পানান্তে।

৩১ আক্রমণ।—হঠাৎ, দ্রুত, মলত্যাগের বেগ।

ক্ষণস্থায়ী বেদনাসকল।

৩২ পার্শ্ব।—দক্ষিণ : ৫, ৬, ২৭, ৩২, ৩৪। বাম ৬, ৯, ২৬, ২৯, ৩৪। বাম হইতে দক্ষিণে : ৬।

৩৩ তন্তু।—মস্তক ও বক্ষে, বিশেষতঃ শৈরিকবিধানে রক্তাধিক্যতা।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসকল, জেলিবৎ আম উৎপন্ন হয়।

সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর প্রধান ক্রিয়া।

৩৬ চর্ম্ম।—চুলকানি, বিশেষতঃ পদদ্বয়ের।

উদরোপরি ফুস্কুড়ি।

৩৭ অবস্থা।—‖ বৃদ্ধদিগের। *পেটবেদনা ও উদরাময়।

শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু, অলসপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ।

৩৮ সম্বন্ধ।—সলফারের ন্যায় এলোজের অনেক লক্ষণ আছে এবং ফুঁড়ি-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে পুরাতন রোগসমূহে এই ঔষধদ্বয় সমান উপকারী।

সদৃশ :—এলাম্ (কপালের মাথাধরা); গম্বা-গটা (উদরাময়); এমোন মিউরে (ঔদরিক ও উদরাময়ের লক্ষণসমূহ); নক্স-ভমি (পাকাশয়, উদর ও মলদ্বার সম্বন্ধীয় পীড়াসকল; কেবল বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া পীড়াসকল); ক্যান্থা (মূত্রাশয়)।

এলোজের প্রতিবিষ :—সলফার, লবণ।

এবিস ক্যানাডেন্সিস।

পরীক্ষক :—হ্যাচেল।

২ চৈতন্য।—অল্প মদ্যপানের ন্যায় আনন্দানুভব, মাথাটলা, ভ্রমি যেন মস্তকশীর্ষ রক্তপূর্ণ হইয়াছে।

১১ পাকস্থলী।—‖ চর্ব্বণ, ক্ষুধার্ত্ত, ভ্রমিবোধ, মাংস খাইতে চাহে।

এবিস নাইগ্রা।

পরীক্ষক :—হ্যাচেল।

১ মন।—‖ বিমর্ষ চিত্ত।

৮ কর্ণ।—বাম বাম কর্ণনলী মধ্যে বেদনা।

১০ গলমধ্য।—অন্ননলীর নিম্ন সীমায় যেন কি বিদ্ধ রহিয়াছে অনুভব।

১৪ রুচি।—‖ প্রাতঃকালে অরুচি, কিন্তু মধ্যাহ্ন ও রাত্রে খাইতে চাহে।

১৭ পাকস্থলী।—পাকাশয়ের নিকটে ক্রমাগত কষ্ট বোধ।

‖ অনুভব হয় যেন পাকাশয়ে অজীর্ণ শক্ত সিদ্ধ ডিম্ব রহিয়াছে।

‖ পরিতৃপ্ত আহারের পরে বেদনা।

২৩ শ্বাসক্রিয়া।—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

৩৮ সম্বন্ধ।—তুলনাকর :—নক্সভমি ; ল্যাকটি-এসি (বোধ হয় যেন সমস্ত খাদ্য ষ্টার্ণামের উপর সীমায় রহিয়াছে)।

এসাফিটিডা।

(হিং)।

১ মন।—অস্থির চিত্ত, অধ্যবসায় নাই।

হঠাৎ আনন্দ। মৃত্যুর আশঙ্কা।

উদ্বেগ, বিষণ্ণতা।

২ চৈতন্য।—চৈতন্যাধিক্যতা, শারীরিক বা মানসিক।